بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদবের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

(A Comparative Critical Study between al-Adabul Mufrad and Kitabul Adab Sahih of al-Bukhari Compiled by Imam al-Bukhari)

(আরবী বিষয়ে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত)

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

মোঃ মিজানুর রহমান

রেজি নং ১১৭/২০১৬-২০১৭

এম. ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

অক্টোবর, ২০২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র (Certification)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম. ফিল গবেষক **মোঃ মিজানুর রহমান,** রেজিঃ ১১৭/২০১৬-২০১৭, কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদবের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (A Comparative Critical Study between al-Adabul Mufrad and Kitabul Adab Sahih of al-Bukhari Compiled by Imam al-Bukhari)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও উক্ত শিরোনামে এম. ফিল বা পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চুড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
অধ্যাপক
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র (Declaration)

পরম দয়ালু ও করুণাময় মহান আল্লাহ তা'য়ালার সমীপে লাখো কোটি শুকরিয়া ও সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে দরুদ ও সালাম জ্ঞাপনপূর্বক আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদবের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (A Comparative Critical Study between al-Adabul Mufrad and Kitabul Adab Sahih of al-Bukhari Compiled by Imam al-Bukhari)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। এর পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম এবং এ গবেষণাকর্মটি ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এম. ফিল বা পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়নি। আমার গবেষণাকর্মটি পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

উক্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ মিজানুর রহমান)

এম. ফিল গবেষক

রেজিঃ নম্বর ও শিক্ষাবর্ষঃ ১১৭/২০১৬-২০১৭

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledegement)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার পবিত্র বাণী: وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ 'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য' (সূরা আন-নমল, আয়াত-৪০)। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায়: لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ 'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পোষণ করে না' (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ২১৮)। সকল তা'রীফ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিশ্বজাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, আইনদাতা, সকল জ্ঞানের একচ্ছত্র মালিক পরম করুণাময় ও মহান রাব্বুল 'আলামীন এর প্রতি, যাঁর করুণা ও মেহেরবানীতে **"ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদবের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (A Comparative Critical Study between al-Adabul Mufrad and Kitabul Adab Sahih of al-Bukhari Compiled by Imam al-Bukhari)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন, বিশ্বজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে গোলাম তার মুনিবের সন্ধান পেয়েছে। যাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণকে আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁর মাধ্যমে মহান স্রষ্টার পরিচয়, তাঁর ওপর নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশিবাণী আল-কুরআন, ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ আস-সুন্নাহ, সর্বোপরি চিরন্তন ও শাশ্বত ধর্ম ইসলামের পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছি এবং এ শ্রেষ্ঠতম ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে গর্ববোধ করার সুযোগ লাভ করেছি।

এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা মরহুম মুন্সী মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম কে, যার অক্লান্ত চেষ্টা, অর্থ, অশ্রু ও দু'আ আমার সকল সফলতার নিয়ামক। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান দান করুন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারের প্রতি, যিনি একজন প্রকৃত গবেষক, গবেষণা যার পেশা। তিনি হাজার ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করেছেন। ফলে আমার এ গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি। তিনি একজন গবেষণা বান্ধব শিক্ষক ও অতি ভাল মনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীসমূহের তথা সহীহ আল-বুখারী-র কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা জন্য তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও আন্তরিক খিদমতকে আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করুন এবং এর উত্তম বিনিময় তাঁকে দান করুন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি, যার হাস্যোজ্জ্বল বাক্যালাপ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা এ গবেষণা কর্মটি দ্রুত সম্পন্ন করতে আমাকে সহায়তা করেছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার প্রিয় শায়খ ও মুরব্বী পাক-ভারত উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক দরবার ছারছীনা শরীফের পীর সাহেব কিবলা, আমীরে শরীয়ত ও ত্বরীকত, আমীরে হিযবুল্লাহ মুহ্তারাম আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ (মা. জি. আ.) এর প্রতি, যাঁর নেক নযর ও দু'আর বদৌলতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার তাওফীক দান করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান জনাব ডা. মাও. মো. ফারুকুল ইসলাম ও শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান জনাবা মরিয়ম বেগমের প্রতি, তাঁদের নিরলস চেষ্টাই ছিল আমার দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। ছোটবেলায় বুঝ-জ্ঞানের অভাবে বহু সময় অভিমান ও রাগ করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা আমাকে সকল প্রকারের বিপদ থেকে রক্ষা করে সঠিক পথের দিশা দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য আমি ২০০৩ সালে ছারছীনা মাদরাসায় ভর্তি হয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে পীর সাহেব কিবলার হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করেছি। তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়েসহ পরিবারের দশ সদস্যের ব্যয়ভার বহন করার পাশাপাশি ছারছীনা মাদরাসায় আমার পড়া-লেখার খরচাদি চালিয়ে যেতে আব্বাজানের প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হতো। প্রায়শই আমাকে বলতেন পরিবারের ব্যয়ভার বহন করে তোমাকে ছারছীনা মাদরাসায় পড়াতে আমি একেবারেই অক্ষম। তিনি মাঝে মাঝে আমার জন্য ছারছীনাতে টাকা পাঠাতে কর্যে হাসানাহ নিতে কত মানুষের কাছে নাজেহাল হয়েছেন; তা স্মরণ হলে মনের অজান্তেই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। আব্বাজানের কষ্টের প্রতি তাকিয়ে দাদা, নানা ও নানী আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে জান্নাতবাসী করুন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার জীবন সঙ্গিনী খায়রুন-নিসার প্রতি, পরিবারের বহু দায়-দায়িত্ব সে গ্রহণ করে আমাকে গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগে সহায়তা করেছে। আর অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করার সময় আমার পাশে অবস্থান করে সহযোগিতা অব্যাহত রাখায় দ্রুততার সাথে এর কম্পোজ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া স্নেহের সন্তান হাসানুল-বান্নাহ, মুহিউস্‌সুন্নাহ ও খাজিদার প্রতি রইল আন্তরিক দু'আ ও স্নেহাশীষ; কেননা গবেষণা কাজের দরুন তারা আমার আদর, সোহাগ ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঐতিহ্যবাহী ইসলামপুর কামিল মাদরাসা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ এর স্বনামধন্য অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা এ বি এম মহিউদ্দীন হোসাইনী এর প্রতি যার একান্ত সহযোগিতা আজীবন স্মরণ রাখার মতো। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অত্র মাদরাসার আমার সকল সহকর্মীবৃন্দকে, যাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমার গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বৃহত্তর ফরিদপুরের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ ঐতিহ্যবাহী মাদারীপুর আহ্‌মাদিয়া কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ জনাব আলহাজ্ব মাও. মো. শাহাদাৎ হোসাইনসহ অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি যাদের সাথে মাত্র কয়েক মাস শিক্ষকতার সুযোগে এবং তাঁদের সুন্দর আচরণে ও করনা ভাইরাস চলাকালীন সরকারি ছুটির কল্যাণে আমার গবেষণাকর্মটি অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে সুযোগ পেয়েছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আছলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, বিশেষ করে জনাব মরহুম আলহাজ্ব মো: ছালামত উল্লাহ মাস্টার সাহেব এর প্রতি, যিনি আমাকে এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিতেন। মহান মুনীব তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আবূবকরপুর আমিনা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, বিশেষ করে জনাব মাওলানা আব্দুল হাফিজ এর প্রতি, যার অনুপ্রেরণা ও নিরবচ্ছিন্ন শ্রম আমাকে এ পর্যন্ত আসতে সহায়তা করেছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ দ. আছলামপুর মোবারক আলী দাখিল মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, বিশেষ করে জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান মাদ্রাজীর প্রতি, যিনি আদর করে এখনও আমাকে আব্বু বলে ডাকেন এবং উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আন্তরিকতার সাথে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিতেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শশীভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আলহাজ্ব মো. কামাল উদ্দীন স্যারের প্রতি, যিনি আমাকে গণিতের প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য করে তুলেছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ভোলা সরকারি কলেজের ইংরেজি প্রভাষক জনাব হোছাইন মুহাম্মদ জাকির স্যারের প্রতি, যার একান্ত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ইংরেজি ভাষার জ্ঞান অর্জন করতে পেরে নিজেকে পরিশীলিত করার সুযোগ পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঐতিহ্যবাহী চরফ্যাশন কারামাতিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আমার প্রাণপ্রিয় সকল শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, বিশেষ করে জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান (সহকারী অধ্যাপক, জীব বিজ্ঞান) ও জনাব মাও. মো. আজিজুর রহমান (সহকারী অধ্যাপক, আরবী) এবং জনাব মাও. মো. নাছির উদ্দীন (হেড মুহাদ্দিস) এর প্রতি, যাঁদের নেক দু'আ আমার গবেষণাকর্মকে গতিময় করেছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শতাব্দীর ঐতিহ্য ধন্য পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিকেতন ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত জামিয়ায়ে ইসলামিয়ার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব ড. সৈয়দ মুহাম্মদ শরাফত

Dhaka University Institutional Repository

আলী হুজুর, ভাইস প্রিন্সিপাল হুজুর, মঠবাড়িয়া হুজুর, দুমকির হুজুর, ধরান্দির হুজুর, বামনার হুজুর, ইংলিশ স্যার, কুমিল্লার হুজুরসহ সকল আসাতিজায়ে কিরামের প্রতি। যাঁদের আন্তরিক পাঠদান ও নিরসল সাধনা এবং একনিষ্ঠ দু'আ আমার অনুপ্রেরণা, উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার চাচাদ্বয় জনাব মাও. মো. জাকির হোসেন ও জনাব মাস্টার মো. মোসলেহ উদ্দিন এর প্রতি যাঁদের দু'আ ও উৎসাহ প্রতিনিয়ত আমার সাথে ছায়ার মতো বিদ্যমান ছিল। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার একমাত্র মামা জনাব মো: বাকী বিল্লাহ ও একমাত্র ফুফা জনাব আলহাজ্ব মো: ছাদেক জমাদার এর প্রতি, যাঁরা জ্ঞানের সর্বোচ্চ সোপানে এগিয়ে যেতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাতেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর জনাব মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও শ্বাশুড়ী জনাবা খালেদা নাহারের প্রতি, যারা উভয়েই এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য আমাকে সর্বদা উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করতেন।

অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি একমাত্র ফুফু মুহ্তারামা খাদিজাতুল কুব্রার প্রতি, যার দু'আ ছিল আমার জন্য শীশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। এছাড়া খালা-খালু, চাচীদ্বয়, ভাই-বোন ও সকল আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি, যারা আমাকে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আন্তরিকভাবে হৃদয়ের গভীর থেকে দু'আ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ছারছীনা দারুস্সুন্নাত জামিয়ায়ে ইসলামিয়ার প্রধান ফকীহ জনাব আলহাজ্ব মাও. মাহমুদুল মুনীর হামীম ও প্রধান মুহাদ্দিস জনাব আলহাজ্ব মাও. সিরাজুম মুনীর তাওহীদ এবং জনাব মৌলভী মুহাম্মদ হারুন-অর রশীদ (সহকারী অধ্যাপক বাংলা) স্যারের প্রতি, যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করতে পেরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সমীপে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আরো যারা আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল অন্তরের গভীর থেকে দু'আ। আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন। আমীন।।

অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

বিনীত

(মো: মিজানুর রহমান)

এম. ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণ ও হরকতসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন
ا	অ	غ	গ	وَا	ওয়া
ب	উ	ف	ফ	وَ	ওয়া
ت	ত	ق	ক/ক্ব	وِي	বী/ভী
ث	ছ/স	ك	ক	وُ	উ
ج	জ	ل	ল	وُوْ	ঊ
ح	ঘ	م	ম	يَ	ইয়া
خ	খ	ن	ন	يَا	ইয়া
د	ঐ	و	ও/ওয়া/ব	يِ	য়ি
ذ	দ	ه	হ	يِيْ	য়ী
ر	ও	ء	অ/আ	يُ	ইয়ু
ز	ঐ	ى	য়/ই	يُوْ	ইউ‘
س	স/ছ	ـَ	া	عَ	‘আ
ش	শ/স	ـِ	ি	عَا	‘আ
ص	ছ/স	ـُ	ণ	عِ	‘ই
ض	জ/য/দ/দ্ব	ـُ و	ৎ	عِيْ	‘ঈ
ط	ত/ত্ব	ـِ ي	ী	عُ	‘উ
ظ	য/জ	اُ	উ	عُوْ	‘ঊ
ع	‘আ/‘/‘অ	اُو	ঊ		

*উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কেননা কোন কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

* বহুল প্রচলিত বাংলা বানানগুলো হুবহু রাখা হয়েছে। যেমন আরবী, মিশর, কুয়েত, কুরআন মাজীদ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

অনু.	:	অনুবাদক
ই. ফা. বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আ.	:	‘আলাইহিস সালাম
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি. পূ.	:	খ্রিস্টপূর্ব
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা. বি.	:	তারিখ বিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
রা.	:	রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু/‘আনহা
রহ.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং	:	সংস্করণ
হি.	:	হিজরী সন
দা. বা. আ.	:	দামাত বারাকাতুহুমুল ‘আলিয়াহ
মা. জি. আ.	:	মাদ্দা জিল্লাহুল ‘আলিয়াহ
ed./eds	:	Edited by, edition, editor, editions
p.	:	Page
pp.	:	Pages
pub.	:	Published, publication
Vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র (Content)

ভূমিকাঃ **১-৩**

প্রথম অধ্যায়ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) **(৪-৭৬)**

১.১ ইমাম বুখারী (রহ.) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.....০৫

১.২ হাদীস সংকলনে তাঁর অবদান.....৪৪

১.৩ হাদীস গ্রহণে তাঁর নীতিমালা ও শর্তাবলী.....৪৮

১.৪ সনদ যাচাইয়ে তাঁর অনুসৃত নীতি.....৫৬

১.৫ অধ্যায় ও বাবের শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি.....৫৮

১.৬ ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদগণের মূল্যায়ন.....৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আল-আদাবুল মুফরাদ **(৭৭-১১৮)**

২.১ আল-আদবুল মুফরাদের পরিচয়.....৭৮

২.২ আল-আদাবুল মুফরাদ রচনার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল.....৮০

২.৩ বাব ও হাদীস সংখ্যা.....৮২

২.৪ আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা.....১১২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদব **(১১৯-১৪৫)**

৩.১ কিতাবুল আদবের পরিচয়.....১২০

৩.২ কিতাবুল আদবের বাবসমূহের শিরোনাম ও হাদীস সংখ্যা.....১২৫

৩.৩ সহীহ আল-বুখারী সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি.....১৩৯

৩.৪ সহীহ আল-বুখার-এর কিতাবুল-আদবে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা.....১৪৩

চতুর্থ অধ্যায়ঃ باب (বাব) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা **(১৪৬-১৬১)**

৪.১ উভয় গ্রন্থের হুবহু/বেশিরভাগ মিল باب (বাব) সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা.....১৪৭

৪.২ উভয় গ্রন্থে باب (বাব) সমূহের শিরোনামে আধাআধি বা আংশিক পার্থক্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা.....১৫০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ سند (বর্ণনার ধারাবাহিকতা) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৬২ -১৯৬)

৫.১ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হুবহু/বেশিরভাগ মিল সনদসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা.....১৬৪

৫.২ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদসমূহের তুলনামূলক পার্থক্য.....১৮০

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ متن (মতন) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা **(১৯৭-২৪৬)**

৬.১ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হুবহু/বেশিরভাগ মিল মতনসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা.....২০০

৬.২ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত মতনসমূহের তুলনামূলক পার্থক্য.....২৩২

উপসংহার:.....২৪৭

গ্রন্থপঞ্জি.....২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ (Abstract)

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের মালিক। সালাত ও সালাম রাসূলে 'আরাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এ ধরাধামে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীতে অতুলনীয় শিক্ষণীয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

হাদীস হলো রাসূলে 'আরাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি। এতে ফুটে উঠেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের চিরন্তন বাস্তবতা। ব্যাপকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেও হাদীস বলা হয়। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় থেকে হাদীস সংকলনের চর্চা শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। ইল্‌মি হাদীস চর্চায় যে সমস্ত মনীষী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল বুখারী (রহ.) (১৯৪–২৫৬) অন্যতম। তাঁর সংকলিত সহীহ আল-বুখারী বিশুদ্ধতার নিরিখে সর্বজন গ্রাহ্য। যেমন বলা হয়..

أصح الكتب بعد كتاب الله تحت أديم السماء صحيح البخاري

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার কিতাবের পরে আকাশের নিচে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল সহীহ আল-বুখারী।

ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত সহীহ আল-বুখারী কুরআনুল-কারীমের পর পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে পৃথিবীর সকল স্তরের মুহাদ্দিসের নিকট সুপরিচিত ও সমাদৃত। কেননা, এ গ্রন্থটি সংকলন করতে তিনি সুদীর্ঘ ষোলটি বছর কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদব হলো শিষ্টাচার সম্বলিত অনন্য সংযোজন; যা মানুষের চারিত্রিক অগ্রগতিতে যথাযথ ভুমিকা রাখবে।
সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদব সংকলনের পর তিনি মুসলিম উম্মাহকে আরো উন্নত শিষ্টাচার অর্জনে সহায়তার লক্ষে আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। যাতে করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্টাচার সম্বলিত উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে মুসলিম মিল্লাত চারিত্রিক দিক থেকে উপকৃত হয়।

তাই ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে ১২৮টি বাবে ২৫৭টি সহীহ হাদীস সংকলন করার পর আল-আদাবুল মুফরাদে ৬৪৫টি বাবে (সহীহ, হাসান, মাওকূফ, মাকতু' ও যয়ীফ হাদীসসহ) সর্বমোট ১৩৩৯টি হাদীস সংকলন করেছেন।

মূলত: সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদব এবং আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসগুলো উন্নত চরিত্র গঠনের মাইলফলক।

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদব নামক শিরোনামে শিষ্টাচার বিষয়ে ২৫৭টি হাদীস সংকলন করার পর আবার আল-আদাবুল মুফরাদ নামে ১৩৩৯টি হাদীসের সমন্বয়ে শিষ্টাচার বিষয়ক আরেকটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ কেন রচনা করলেন? গবেষণার মাধ্যমে তার নিগুঢ় রহস্য সুস্পষ্ট হয়েছে। অত:পর উভয় গ্রন্থের হাদীসসমূহের রাবী, সনদ ও মতনের তুলনামূক পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। ফলে উভয় গ্রন্থে সংকলিত শিষ্টাচার সম্বলিত হাদীসগুলো দেশ-জাতি বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসসমূহ সংকলন করার পর ইমাম বুখারী (রহ.) কেন আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থটি সংকলন করলেন? এ বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ ইতোপূর্বে হয়নি। তাই **"ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদবের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (A Comparative Critical Study between al-Adabul Mufrad and Kitabul Adab Sahih of al-Bukhari Compiled by Imam al-Bukhari)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি।**

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে যথাক্রমে একটি ভূমিকা, ছয়টি অধ্যায়, বিশটি পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করার পর হাদীস সঙ্কলনে তাঁর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তারপর হাদীস গ্রহণে ইমাম বুখারী (রহ.) এর নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সনদ যাচাইয়ে তাঁর অনুসৃত নীতি প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়েছে। অত:পর 'অধ্যায় ও বাবের শিরোনাম' নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি সংক্রান্ত বর্ণনা এবং তাঁর সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদদের মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আল-আদবুল মুফরাদের পরিচয় তুলে ধরার পর আল-আদাবুল মুফরাদ রচনার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। অত:পর এ গ্রন্থের বাব ও বর্ণিত হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কিতাবুল আদবের পরিচয়, কিতাবুল আদবের বাবসমূহের শিরোনাম ও হাদীস সংখ্যা নিয়ে বর্ণনার পর সহীহ আল-বুখারী সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করে এ অধ্যায়টিকে সমাপ্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের মতনে হুবহু/বেশিরভাগ মিল এবং আধাআধি বা আংশিক পার্থক্য নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের সনদে হুবহু/বেশিরভাগ মিল এবং পার্থক্য নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের মতনে হুবহু/বেশিরভাগ মিল এবং পার্থক্য নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটিতে আদব তথা শিষ্টাচার সম্বলিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক আলোচনা পেশ করেছি। কেননা, আদব তথা শিষ্টাচার এমন কতগুলো উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যেগুলোর মাধ্যমে একজন মানুষ আদর্শবান হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়।

আদব তথা শিষ্টাচার হচ্ছে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ও জাতি গঠনে মাইলফলক। তাই শিষ্টাচার বিবর্জিত মানুষকে পশুর সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। ফলে আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে আদব তথা শিষ্টাচার সম্বলিত হাদীসসমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি; যা উন্নত চরিত্র অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথকে সুগম করবে ইনশা আল্লাহ্।

আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি এ অভিসন্দর্ভটি উভয় গ্রন্থে উপস্থাপিত হাদীসসমূহের মাঝে নানাবিধ পার্থক্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে রচনা করেছি; যা পাঠক, লিখক ও গবেষকসহ সর্বস্তরের মুসলিম উম্মাহ-র চারিত্রিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণ পেতে আমার এ অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। কেননা, এতে সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদব এবং আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। অতএব, উন্নত চরিত্র অর্জনে সহায়ক হিসেবে এ অভিসন্দর্ভটির বিকল্প নেই।

মহান মুনীব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুসলিম উম্মাহ-র কল্যাণে কবুল করুন।

ভূমিকা

الحمد لله و الصلوة و السلام على رسول لله و على آله و أصحابه أجمعين.

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিশাল অবদান হল সহীহ আল-বুখারী-র সঙ্কলন। সহীহ আল-বুখারী এর পর তাঁর আরেকটি বিরাট সাফল্য হল আল-আদাবুল মুফরাদ। এ অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হলো ইমাম বুখারী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, আল-আদাবুল মুফরাদ এর পরিচয়, কিতাবুল আদবের পরিচয়, আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবসমূহ, উভয় গ্রন্থের হাদীস সমূহের সনদসমূহ, উভয় গ্রন্থের মতনসমূহের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী শিক্ষা, সঙ্কলন, সংরক্ষণ, সহীহ ও যঈফ হাদীসসমূহের ওপর অসাধারণ গবেষণা এবং যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এক চমকপ্রদ সঙ্কলন মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন। ফলে আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীসসমূহ সুসংবদ্ধ পেয়ে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাই আমরা আজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ও অসাধারণ হাদিস বিশারদ। আর উক্ত শতাব্দী ছিল হাদীস সঙ্কলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই কুতুবে সিত্তাহ-র সঙ্কলকগণ নিজ নিজ নীতিমালা ও শর্তালোকে অবর্ণনীয় পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ সঙ্কলন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের মূল মাপকাঠি ছিল 'ইসনাদ'। ফলে হাদীসের মতনের তুলনায় তাঁরা সনদের দিকে অধিক দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করেছেন।

তিনি সনদের সাথে মতনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি সর্বাগ্রে কঠিন ও দুর্বোধ্য হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে গ্রন্থ সঙ্কলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ষোল বছর বিরামহীনভাবে শ্রম দিয়ে সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন। আর আল-আদাবুল মুফরাদের ক্ষেত্রেও তাঁর চেষ্টা কোন অংশে কম ছিল না। ইমাম বুখারী (রহ.) এর সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারীর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসগুলো তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত থাকার পরও কেন? তিনি নতুনভাবে নব উদ্যমে আল-আদাবুল মুফরাদ নামক দুর্লভ শিষ্টাচার সম্বলিত গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন।

এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি আমার জানামতে কোন গবেষক ইমাম বুখারী (রহ.) এর অমর কীর্তি আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের বিষয়ে সঠিক ও বিস্তারিত মূল্যায়নে এগিয়ে আসেনি। তাঁর কর্মময় জীবনের সূক্ষাতিসুক্ষ বিবরণ, আলোচনা ও পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগকারীদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। এছাড়াও উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক কোন আলোচনায় কেউ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেননি।

অথচ প্রাত:স্মরণীয় এ ইমামের কর্মমুখর জীবন ও হাদীস সঙ্কলনে তাঁর অবর্ণনীয় অবদান ধ্রুবতারার ন্যায় দিশারীস্বরূপ। এ দিকে সুদৃষ্টি রেখেই আমরা গবেষণা সন্দর্ভের জন্য আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক বিষয়টি নির্বাচন করেছি। যা হাদীস শাস্ত্র সঙ্কলনে সন্দেহাতীতভাবে তাঁর তুলনাহীন অবদান। প্রথমত এ গবেষণাকর্মে হাত দিয়ে এগিয়ে চলার পথে আমরা বিভিন্ন জটিল ও কুটিল নানামুখী সমস্যার মুখোমুখি হই।

কারণ এমনিতেই হিজরী তৃতীয়-চতূর্থ শতাব্দীর মনীষীগণের জীবনী ও তাঁদের সঙ্কলিত গ্রন্থ সমূহের উপকরণ উদ্ধার করা বেশ দু:সাধ্য ছিল। জীবনী গ্রন্থকার এবং ইতিহাসবেত্তাগণ ইমাম বুখারী (রহ.) এর জীবনের অতি অল্প তথ্যই তাঁদের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁর শৈশব, কৈশর এবং জীবন-যৌবনের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যায়। এ ছাড়া তাঁর সঙ্কলিত আল-আদাবুল-মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য সন্ধান করা ছিল রীতিমত দুরূহ ব্যাপার।

অধিকন্তু তাঁর জীবন-চরিত এবং কর্ম সাধনা সম্পর্কে লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না।

ফলে আমরা ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থকার ও রিজাল শাস্ত্রবিদদের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বেশিরভাগ তথ্য সংগ্রহ করেছি। বহু বিষয়ের ওপর তাঁর লিখিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে বলে জানা যায়। কালের আবর্তনে এগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অজ্ঞাত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় এবং বেশ কিছু কালচক্রের চলাচলে বিলুপ্তির কারণে আমাদের হস্তগত হয়নি।

আমাদের নিকট প্রাপ্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য জ্ঞানতাপস পণ্ডিতদের লিখিত গ্রন্থমালার আলোকেই তাঁর সঙ্কলিত আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি যথাসম্ভব উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। তাঁর জীবন গাঁথা ও তাঁর গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কিত তুলনামূলক পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে আমরা সহায়তা নিয়েছি, তেমনি সহীহ আল-বুখারী-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকেও তথ্য-উপায়ত্ব গ্রহণ করেছি।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমরা যথাক্রমে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়কে ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি, প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীস সঙ্কলনে তাঁর অবদান, তৃতীয় পরিচ্ছেদে হাদীস গ্রহণে তাঁর নীতিমালা ও শর্তাবলী, চতূর্থ পরিচ্ছেদে সনদ যাচাইয়ে তাঁর অনুসৃত নীতি, পঞ্চম পরিচ্ছেদে "অধ্যায় ও বাবের শিরোনাম" নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাঁর সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদদের মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছি।

তদ্রূপ দ্বিতীয় অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে সাজিয়েছি। যেমন: ১ম পরিচ্ছেদে আল-আদবুল মুফরাদের পরিচয়, ২য় পরিচ্ছেদে আল-আদাবুল মুফরাদ রচনার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল, ৩য় পরিচ্ছেদে "বাব ও বর্ণিত হাদীস সংখ্যা", ৪র্থ পরিচ্ছেদে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) এর অত্যন্ত সুনিপুন সঙ্কলন সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবকে গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা: প্রথম পরিচ্ছেদে কিতাবুল আদবের পরিচয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কিতাবুল আদবের বাবসমূহের শিরোনাম ও হাদীস সংখ্যা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সহীহ আল-বুখারী সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি, চতূর্থ পরিচ্ছেদকে সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়কে باب(বাব) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গিয়ে দু'টি পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন: ১ম পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থের হুবহু/বেশিরভাগ মিল باب(বাব) সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং ২য় পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে باب(বাব) সমূহের শিরোনামে আধাআধি বা আংশিক পার্থক্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টিকে سند(বর্ণনার ধারাবাহিকতা) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা পেশ করতে গিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: ১ম পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত سند(বর্ণনার ধারাবাহিকতা) এর মাঝে হুবহু/বেশিরভাগ মিল সনদসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং ২য় পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদসমূহের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য উপস্থাপন করার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে متن(মতন) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফলে এ অধ্যায়কেও দু'ভাগ বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন: ১ম পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হুবহু/বেশিরভাগ মিল মতনসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং ২য় পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত মতনসমূহের তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায়গুলোর শেষে বর্ণিত হয়েছে উপসংহার। এতে ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান ও অভিসন্দর্ভের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সর্বশেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি। যে সকল গ্রন্থাবলী হতে তথ্য সংগ্রহ করে অত্র অভিসন্দর্ভটি লিপিবদ্ধ করেছি, সে সব গ্রন্থের তালিকা রচয়িতাগণের নামসহ সংযোজন করেছি।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এ অভিসন্দর্ভটিকে মুসলিম উম্মাহ-র কল্যাণে কবুল করুন। আমীন।।

গবেষক

প্রথম অধ্যায়
ইমাম বুখারী (রহ.)

যে সকল হাদীস বিশারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এ ধরাধামে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীস চর্চার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়েছে ইমাম বুখারী (রহ.) [১৯৪ হি.-২৫৬ হি.] ছিলেন তাঁদের সকলের সেরা। হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও চরম পারঙ্গমতার কারণে তিনি হাদীসের বিশ্ববিশ্রুত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বাল্যকাল থেকে হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা তাঁকে মহামতি ইমামের আসনে অভিষিক্ত করেছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে দুর্গম ও গিরিসংকুল পথ অতিক্রম করে তিনি ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন।

তাঁর গোটা জীবন-চরিত পর্যালোচনা করলে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমিয়বাণী অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সংরক্ষণের জন্যই তাঁকে এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন। সঙ্গত কারণেই 'ইল্‌মি হাদীসের জটিল ও কঠিন বিষয়সমূহ তাঁর নিকট সহজ হয়ে যেত। যার ফলে হাদীস শাস্ত্রে তিনি যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হাসিল করেছেন; যা আর কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্ন হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীর যুগকে হাদীসের তৃতীয় যুগ বলা হয়। এ শতাব্দীগুলোর মাঝে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হাদীস সঙ্কলনের স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাতি লাভে ধন্য হয়েছে। এ শতাব্দীতে ইল্‌মি হাদীসের প্রচার-প্রসার, চর্চা, অগ্রগতি, উন্নতি ও ব্যাপকতা লাভ করেছে।

এ যুগেই ইল্‌মি হাদীস একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় সমাসীন হয়েছে। ইল্‌মি হাদীস জগতে বিশ্বব্যাপী আলোক উদ্ভাসিত হয়েছে যে ছয়টি গ্রন্থ, যেগুলোকে মুহাদ্দিসগণ সিহাহ সিত্তাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ নামে নামকরণ করেছেন। এ বিশুদ্ধ গ্রন্থগুলো মূলত এ সময়েরই রচনা। ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থের প্রথমটির সঙ্কলক ইমাম বুখারী (রহ.)। বাকী পাঁচটি বিশুদ্ধ গ্রন্থের সঙ্কলকগণ ইমাম বুখারী (রহ.) এর সঙ্কলন থেকে অনুপ্রেরণা ও রসদ পেয়ে তাঁদের গ্রন্থগুলো সঙ্কলন করতে সক্ষম হয়েছেন। উল্লিখিত অধ্যায়ের পরিচ্ছেদসমূহের মাঝে বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে, যা ইমাম বুখারী (রহ.) এর ভূয়সী প্রশংসায় জগতখ্যাত মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর রাতে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত তাজাকিস্তানের রাজধানী সমরকন্দ হতে প্রায় ৩৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইসলামী জ্ঞানপীঠ বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) শৈশবেই পিতৃহারা হন। স্নেহময়ী মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। মহল্লার মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সাথে সাথে মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি ঐশিবাণী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল-কারীম হিফ্‌য করার গৌরব লাভ করেন।

তাঁর স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তাঁর সমপাঠিগণ যা দিনের পর দিন খাতায় লিখে যেতেন, তিনি আদৌ তা না লিখেও দীর্ঘ সনদসহ কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। ধীরে ধীরে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি সারা জাহানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল; অবশেষে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব ২৫৬ হিজরীতে 'ঈদুল-ফিতরের রাতে 'ইশার নামাযের পর পরলোক গমন করেন।

তিনি শুধু তাঁর সমসাময়িক যুগেই নয় কিংবা তাঁর দেশেই নয়, বরং সকল যুগে ও সকল দেশে যত মহান ব্যক্তি তদানীন্তন ও পরবর্তী সময়ে 'ইল্‌মি হাদীসের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা সকলেই এক পর্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ব্যক্ত করেছেন। সত্যিই তিনি ক্ষণজন্মা, কালজয়ী ও সার্বজনীন।

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীস সঙ্কলনে তাঁর অবদান, তৃতীয় পরিচ্ছেদে হাদীস গ্রহণে তাঁর নীতিমালা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে সনদ যাচাইয়ে তাঁর অনুসৃত নীতি, পঞ্চম পরিচ্ছেদে "অধ্যায় ও বাবের শিরোনাম" নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাঁর সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদদের মূল্যায়ন অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে

১ম পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, পূর্ববর্তী ইমামদের আশার আলো, আকাঙ্খার প্রতীক, শিক্ষক মহোদয়গণের গৌরব-অহংকার এবং সমসাময়িক হাদীস বিশারদদের ঈর্ষার পাত্র। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরাধাম থেকে বিদায় নেয়ার পর হতে অদ্যাবধি ইল্‌মুল হাদীস চর্চায় ও গবেষণায় যারা আত্মনিয়োগ করে সফল হয়েছেন এবং পরবর্তীতে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখাতে সক্ষম হয়েছেন; তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পৃথিবীর জনপ্রিয় সঙ্কলকগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে ইমাম বুখারী[১] (রহ.) এর জীবনী বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

---

[১] শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন 'ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী (রহ.) [জ. ৬৭৩ হি./১২৭৫ খ্রি.-মৃ. ৭৪৮ হি./১৩৪৮ খ্রি.], ***সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা'***, (কায়রো: দারুল-হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৪১৭; তাজুদ্দীন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ইব্ন তাকিউদ্-দ্বীন আস্-সুবকী (রহ.), [জ. ৭২৭ হি./১৩২৭ খ্রি.-মৃ. ৭৭১ হি./১৩৭০ খ্রি.], ***তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: হিজরুল-লিত্-তাবা'আতি ওয়ান-নাসরি ওয়াত্-তাওযী'ঈ, ১৪১৩ হি.), ২য় সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২; আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আন-নববী (রহ.), [জ. ৬৩১ হি./১২৩৩ খ্রি.-মৃ. ৬৭৬ হি./১২৭৭ খ্রি.], ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইল্‌মিয়্যাহ, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭-৭৬; 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবী বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী আশ-শাফি'ঈ (রহ.), [জ. ৮৪৯ হি./১৪৪৫ খ্রি.-মৃ. ৯১১ হি./১৫০৫ খ্রি.], ***তাবাকাতু'ল-হুফ্‌ফায,*** (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ২৫২-২৫৩; আবুল-ফিদা' ইসমা'ঈল ইব্ন 'ওমর ইব্ন কাসীর আল-ক্বারশী আল-বাসরী আদ্ দিমাশ্‌কী (রহ.), [জ. ৭০০ হি.-মৃ. ৭৭৪ হি.], ***আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: দারু হিজরিল-লিত্তাবা'আতি ওয়ান নাসরি ওয়াত্ তাওযী'ঈ ওয়াল ই'লান, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২-২৪; শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন 'ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী (রহ.) [জ. ৬৭৩ হি./১২৭৫ খ্রি.-মৃ. ৭৪৮ হি./১৩৪৮ খ্রি.], ***তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফায,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫৫৫-৫৫৭; আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস ইব্ন আল-মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী ইব্ন আবী হাতিম (রহ.), [জ. ২৪০ হি./৮৫৪ খ্রি.-মৃ. ৩২৭ হি./৯৩৮ খ্রি.], ***আজ-জারহ ওয়াত্-তা'দীল,*** (বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাসীল-'আরাবিয়্যি, ১২৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), ১ম সং, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯১-১৯৭; আবুল-ফযল আহ্‌মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন হাজ্‌র আল-'আসকালানী (রহ.), [জ. ৭৭৩ হি./১৩৫২ খ্রি.-মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৯ খ্রি.], ***তাহযীবু'ত-তাহযীব,*** (বৈরুত: দারুল-ফিক্‌র, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১ম সং, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১-৪৭; ড. ফুয়াদ সিযগীন (রহ.), [জ. ১৩৪২ হি./১৯২৪ খ্রি.-মৃ. ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.], ***তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবিয়্যি,*** (রিয়াদ: জা'মিআতুল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন আস্-সউদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০-২৫৯; আবুল-ফযল আহ্‌মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), [জ. ৭৭৩ হি./১৩৫২ খ্রি.-মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৯ খ্রি.], ***তাকরীবুত-তাহযীব,*** (বৈরুত: দারুল-ফিক্‌র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১ম সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০২; মাজদুদ-দ্বীন আবুস্-সা'আদাত আল-মুবারক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল-কারীম আশ্-শায়বানী আল-জায্‌রী ইব্ন আল-আসীর (রহ.), [মৃ. ৬০৬ হি.], ***জা'মিউ'ল-উসূল মিন আহাদীসির রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,*** (আল-মাকতাবাহ আশ্-শামিলাহ: মাকতাবাতু দারিল-বায়ান, ১৩৯২ হি./১৯৭২ খ্রি.), ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৪; আবুল-ফিদাহ ইসমা'ঈল ইব্ন 'ওমর ইব্ন কাসীর আল-ক্বারশী আল-বাসরী আদ্ দিমাশ্‌কী (রহ.), [জ. ৭০০ হি.-মৃ.৭৭৪ হি.], ***জামী'উ'ল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ,*** (বৈরুত: দারু খুদরিল-লিত্তাবাআ'তি ওয়ান নাসরি ওয়াত্ তাওযী'ঈ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ৭৯-৮৭; ইউসুফ ইব্ন 'আব্দির রহমান ইব্ন ইউসুফ আবুল-হুজ্জাজ জামালুদ্দীন ইব্ন আয্-যাকিয়্যি আবী মুহাম্মদ আল-ক্বাযা'ঈ আল-কালবী আল-মিয্‌যী, (রহ.), [জ. ৬৫৪ হি./১২৫৬ খ্রি.-মৃ. ৭৪২ হি./১৩৪১ খ্রি.], ***তাহযীবুল-কামাল ফী আসমাঈ'র-রিজাল,*** (বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৮৪-১০৯; আবূ বকর আহ্‌মদ ইব্ন সাবিত ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন মাহ্‌দী আল-খতীব আল-বাগদাদী (রহ.), [জ. ৩৯২ হি./১০০২ খ্রি.-মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭২ খ্রি.], ***তারীখু বাগদাদ,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.), ১ম সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪-৩৪; আবূল-হুসাইন ইব্ন আবী ই'য়ালা মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ, [জ. ৪৫১ হি./১০৫৯ খ্রি.-মৃ. ৫২৬ হি./১১৩১ খ্রি.], ***তাবাকাতু'ল-হানাবিলাহ,*** (বৈরুত: দারুল-মা'রিফাহ, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৯; আবুল-আব্বাস শামসুদ্দীন আহ্‌মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্‌রাহীম ইব্ন আবী বকর ইব্ন খাল্লিকান (রহ.), [জ. ৬০৮ হি./১২১১ খ্রি.-মৃ. ৬৮১ হি./১২৮২ খ্রি.], ***ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ওয়া আব্‌নাউ আব্‌নাইয-যামান,*** (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৪ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩-৩২৫; অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন (রহ.), ***ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা (পি এইচ. ডি. থিসিস),*** (ঢাকা: হাদীস সোসাইটি পাবলিকেশন্স, এপ্রিল-২০১৬), পৃ. ৩৫-৯৪; মওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম (রহ.), ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস,*** (ঢাকা:

যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ ধীশক্তি ও অতি অতুলনীয় মেধার অধিকারী ছিলেন। যার ফলে মাত্র ছয় বছর বয়সেই ঐশিবাণী পবিত্র আল-কুরআলুন-কারীম মুখস্থ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও কিশোর বয়সেই তিনি মুখস্থ করেছিলেন সত্তর হাজারের অধিক হাদীস। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিক নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দিবাকরের ন্যায় প্রস্ফূটিত হবে যে, হয়তবা মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় হাবীব নূরনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীসমূহকে সারা জাহানের হাদীস পিপাসুদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ও সংরক্ষণের জন্যই তাকে এ পৃথিবীতে সৃজন করেছেন। যেহেতু তাঁর অন্তরে ছিল ইল্‌মি হাদীস সংগ্রহের উদগ্র কামনা-বাসনা, সেহেতু তিনি শুধুমাত্র হাদীস অন্বেষণের লক্ষেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। নিরবিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি ছয় লক্ষ হাদীসের মহাসম্ভারের অধিকারী হয়েছিলেন।

তিনি হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত, 'আবিদ, যাহিদ, ফিক্‌হবিদ, ইতিহাসবেত্তা ও সনদ সংক্রান্ত প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ইল্‌ম পিপাসুদের জন্য তিনি ছিলেন অনুকরণীয়-অনুস্মরণীয় এক মহান আদর্শ। তিনি কেবলমাত্র স্বীয় যুগের জন্যই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন না বরং তিনি সকল যুগের, সকল দেশের, সকল মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি কালজয়ী ও সর্বজনীন ক্ষনজন্মা মণীষী। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস[২] তথা পবিত্র বাণীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

'আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করবেন, যে আমার নিকট হতে কোন কিছু শুনল এবং তা যেভাবে শুনল হুবহু সেভাবেই অন্যের নিকট পৌঁছে দিল। কেননা শ্রোতা অপেক্ষা তা যার কাছে পৌঁছায় সে-ই তাঁর অধিক হিফাযতকারী'।[৩]

আর ইল্‌মুল-হাদীসের জ্ঞানার্জন করার পর তা প্রচার-প্রসারে নিরন্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টায় যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবেন; তাদের ব্যাপারেও রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ ও ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। এতদপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য-

"نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يؤديه، فَرُبّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ."

খায়রুন প্রকাশনী, জুন-২০১৬), ১৬শ সং, পৃ. ৩৬৭-৩৭২; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ***রিজালশাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত,*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ-২০০৫), ২য় সং, পৃ. ৪১৮-৪২২; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ***আস্-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা,*** (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, আগস্ট ২০১৫ খ্রি.), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ৫৩-৭১; মুফতী ইদরীস কাসেমী (রহ.), ***কাশফুল বারী শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (ঢাকা: ইদরীসিয়া ওয়েলফার ট্রাস্ট, আগস্ট-২০১৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩-২৮৪; শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দিহলভী (রহ.), [জ. ১৭৪৬ খ্রি.-মৃ. ১৮২৩ খ্রি.], ***বুস্তানুল-মুহাদ্দিসীন,*** (ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ ২০১৭), ৩য় সং, পৃ. ২২০-২৩০; মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু (রহ.), ***আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন,*** (মিশর: মাকতাবাতুত-তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৯৫-২৯৮; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ***হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত,*** (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, মে ২০১৪ খ্রি.), ৩য় সং, পৃ. ৫৯-৬৮; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ***সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী,*** (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৫-৪৯; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ***হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি,*** (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন-২০০৯), পৃ. ১৪৫-১৫৫; ***The Encyclopedia of Islam,*** v-1, p-1296-1297; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, ***Hadith Literature,*** p- 88-97; *T.P. Hughes,* ***Dictinary of Islam,*** p-44; ***The New Encyclopedia Britannica,*** v-01, p-795.

[২] আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রহ.), [জ. ২০৯ হি./৮২৪ খ্রি.-মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.], ***আল-জামি' আত্-তিরমিযী,*** (বাংলাবাজার: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যাহ, তা. বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪, হাদীস নং ২৬৫৮।

[৩] আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌নুল-আশ'আস ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন 'আমর আল-আযদী আস-সাজিস্তানী (রহ.), [জ. ২০২ হি./৮১৭ খ্রি.-মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৯ খ্রি.], ***সুনানু আবী দাউদ,*** (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল-আসরিয়্যাহ, তা. বি.), ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫৩৫।

'আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যক্তির চেহারা চির উদ্ভাসিত করবেন, চির সবুজ ও চির তাজা রাখবেন, যে আমার বাণী শুনে মুখস্থ করে রাখবে এবং অপর ব্যক্তির নিকট তা পৌঁছে দিবে। জ্ঞানের বহু ধারক প্রকৃত জ্ঞানী নয়। আর জ্ঞানের বহু ধারক তা এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছান, যে তাঁর (বাহক) অপেক্ষা অধিক বুঝমান।'
উক্ত হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রহ.) এর মর্যাদা-সম্মানের প্রমাণ বহন করে। কেননা, তিনি তাঁর গোটা জীবনকে ইল্‌মি হাদীসের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যেই অতিবাহিত করেছেন। তা না হলে ইল্‌মি হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে এত বিশাল অবদান রাখা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না। মূলত: তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ ও ভবিষ্যতবাণীর বাস্তব প্রতিফলন।

নসবনামা ও পরিচিতি

ইমাম[৪] বুখারী (রহ.) এর পুরো নাম আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুগীরাহ ইব্‌ন বারদিয্‌বাহ[৫] আল-বুখারী[৬] আল-জু'ফী[৭]। তাঁর উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ্। তাঁর পিতার নাম ইসমা'ঈল,

---

[৪] ইমাম শব্দটি আ'ইম্মাহ্ শব্দের একবচন। আল-মু'জামুল ওয়াফী (পৃ. ১৫২) অভিধানে এসেছে- ইমাম শব্দের অর্থ নেতা, প্রধান, (নামাযের) ইমাম, অগ্রণী, পথ, গ্রন্থ, পুস্তক, দিক-নির্দেশক বস্তু, আদর্শ, নমুনা ইত্যাদি। ইমাম শব্দটি পবিত্র কালামে হাকীমে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হযেছে। যেমন:
ক. নেতা অর্থে-
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (البقرة: ١٢٤)
আর স্মরণ করুন (হে মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যখন ইবরাহীমের প্রতিপালক তাঁকে বিশেষ কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং তিনি ঐ বাক্যগুলো পরিপূর্ণ করলেন, তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন : "আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাবো।
খ. আদর্শ অর্থে-
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ٧٤)
(হে আল্লাহ) আর আমাদেরকে বানাও মুত্তাকীনদের জন্য আদর্শ (অনুকরণীয়)।
খ. গ্রন্থ ও পুস্তক অর্থে-
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (يس: ١٢)
আর প্রতিটি জিনিসই আমরা একটি উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।
وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً (هود: ١٧)
এর পূর্বে পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ এসেছিল মূসা (আ.) এর কিতাব।
গ. দিক-নির্দেশক বস্তু ও পথ অর্থে-
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (الحجر: ٧٩)
এ দু'টি জাতির পরিত্যক্ত এলাকাই প্রকাশ্য জন-পথের ওপর অবস্থিত।
* শরীয়তের পরিভাষায় ইমাম বলা হয় তাকে, যার আনুগত্য করা হয়। (দ্র. ***আরবী-বাংলা তাফসীরু জালালাইন,*** (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬)।
* জামা'আতে আদায়কৃত সালাতের নেতাকেও ইমাম বলা হয়। অর্থাৎ সালাতের বিধি-বিধান সম্বলিত জ্ঞান যার আছে এমন যে কোন মুসলিম ব্যক্তিই ইমাম হতে পারেন।
* আহ্‌লি বাইতদের অনেকের নামের সাথে ইমাম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- ইমাম হাসান (রা.), ইমাম হুসাইন (রা.), ইমাম জা'ফর সাদিক (রা.)।
* ইসলামী জ্ঞানে দক্ষতা অর্জনকারী 'আলিমদের সম্মান প্রদর্শনেও ইমাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন- ইমাম আবূ হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফি'ঈ (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম গাযালী (রহ.) প্রভৃতি। 'আল্লামা আহ্‌মদ ইব্‌ন 'আলী আবূ বকর আর্-রাযী আল-হানাফী (রহ.) [জ. ৩০৫ হি./৯১৮ খ্রি.-মৃ. ৩৭০ হি./৯৮০ খ্রি.] কর্তৃক সঙ্কলিত "আহকামুল কুরআন" নামক গ্রন্থে ইমাম শব্দটির পারিভাষিক সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে, কেবলমাত্র ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর দ্বারা (নামাজ) পরিপূর্ণ করার জন্য। অর্থাৎ ইমাম যখন রুকু' করবে, তোমরাও তাঁর সাথে রুকু' করবে। আর ইমাম যখন সিজদাহ্ করবে, তোমরাও তাঁর সাথে সিজদাহ্ করবে। তিনি আরো বলেন, তোমরা ইমামের সাথে মতানৈক্য করো না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চয়ই ইমামত শব্দটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাকে অনুস্মরণ ও অনুকরণ করা আবশ্যক; হোক তা দ্বীনি বা দুনিয়াবী বিষয়াবলীতে।
মূল আরবী :

দাদার নাম ইবরাহীম, প্রপিতামহের নাম মুগীরাহ। তাঁর পিতা ইসমা'ঈল (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) [জ. ৯৩ হি./৭১১ খ্রি.-মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রি.] এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মুহাক্কিক আলিম, স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট সাধক, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত আল্লামা ইব্ন হিব্বান (রহ.) তাঁর সঙ্কলিত "الثقات" নামক গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) এর জীবনী উল্লেখ করে বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এর পিতা ইসমা'ঈল (রহ.) চতুর্থ তবকার রাবী ছিলেন। তিনি জগতখ্যাত পণ্ডিত, হাদীসবেত্তা ও হাদীস শাস্ত্রবিদ হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহ.) [মৃ. ১৬৭ হি./৭৮৩ খ্রি.] এর নিকট থেকেও ইল্‌মুল হাদীসের বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর থেকে ইরাকী রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর "التاريخ الكبير" এ স্বীয় পিতার জীবনী উল্লেখ করে বলেন, তিনি ইমাম মালিক (রহ.) ও হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (রহ.) থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি দুনিয়াখ্যাত

إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وقال لا تختلفوا على إمامكم فثبت بذلك أن اسم الإمامة مستحق لمن يلزم اتباعه والإقتداء به في أمور الدين أو في شيء منها (أحكام القرآن للجصاص ١/٨٤)

[৫] আল-বারদিয্‌বাহ (البردزبه) শব্দটির উচ্চারণে মতানৈক্য রয়েছে। 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) এর মতে, بردزبه(বারদায্‌বাহ), কারো কারো মতে, بزرويه (বায্‌রাওয়াই), আবূ নসর ইব্ন মাকুলাহ (রহ.) বলেন, بردزبه (বারদিয্‌বাহ), কারো কারো মতে, يزذبه (ইয়ায্‌যিবাহ)।[দ্র. 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.), ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১; ইব্নুল-'ইমাদ (রহ.), ***শাযারাতুয্-যাহাব,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; ইব্ন খাল্লিকান (রহ.), ***ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪; ***সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।] بردزبه শব্দের অর্থ হল কৃষক। আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইব্ন শার্‌ফ আন-নববী (রহ.) বলেন, بردزبة هو بالبخارية وبالعربية الزراع বারদিয্‌বাহ শব্দটি বুখারা ভাষার শব্দ। 'আরবী ভাষায় তার অর্থ হল কৃষক।' মূল আরবী:

الإمام صاحب الصحيح، هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه، بباء موحدة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم زاى ساكنة، ثم باء موحدة، ثم هاء، هكذا قيده الأمير أبو نصر بن ماكولا، وقال: هو بالبخارية، ومعناه بالعربية الزراع.

الجرح والتعديل (١٩١/٧)، والثقات لابن حبان (١١٣/٩)، وتاريخ بغداد (٤/٢ – ٣٧)، ووفيات الأعيان (١٨٨/٤– ١٩١)، والمختصر فى أخبار البشر (٤٨/٢)، وسير أعلام النبلاء (٣٩١/١٢ – ٤٧١) برقم (١٧١)، والوافى بالوفيات (٢٠٦/٢ – ٢٠٩)، وتهذيب التهذيب (٤٧/٩ – ٥٥)، وتقريب التهذيب (١٤٤/٢)، والنجوم الزاهرة (٢٥،٢٦/٣) .

[৬] আল বুখারী (الْبُخَارِيّ): الْبُخَارِيّ শব্দের "ب" অক্ষর পেশ বিশিষ্ট "خَ" অক্ষর যবর বিশিষ্ট এরপর শেষ অক্ষর "رَ" যার পূর্বে "الف" রয়েছে। এ শহরে ইমাম বুখারী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তাঁকে আল-বুখারী বলা হয়। দ্র. ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭। মূল আরবী:

البُخَارِيّ بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالرَّاء بعد الْألف – هَذِه النِّسْبَة إِلَى الْبَلَد الْمَعْرُوف بِمَا وَرَاء النَّهر يُقَال لَهُ بُخَارى: اللباب ١٢٥/١.

[৭] আল জু'ফী (الجعفي): 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) এর মতে (الجعفي) শব্দের "ج" অক্ষর পেশ বিশিষ্ট "ع" 'আইন অক্ষর সাকিন বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর "ف" আর "ي" দ্বারা একটি গোত্রের দিকে নিসবত করা হয়েছে। যেখানে জু'ফী ইব্ন সা'দ আল-আশীরাহ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। মূল আরবী:

الجعفي بمضمومة وسكون عين مهملة وبفاء منسوب إلى جعفي بن سعد العشيرة الأصل والنسب سواء– (كذا في المغني ١٢شريف الدين).

আর ইমাম বুখারী (রহ.) কে বলা হয় আল- জু'ফী, কেননা কথিত আছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এর দাদা মুগীরাহ মূর্তিপূজক ছিলেন। তিনি তৎকালীন বুখারার গভর্নর আল-ইয়ামান আল-জু'ফী (রহ.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ কারণে তাঁকে আল-জু'ফী বলা হয়। কেননা তখনকার দিনে যদি কোন ব্যক্তি আল-ইয়ামান আল-জু'ফী (রহ.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন, তখন তাঁকে তিনি আশ্রয় দিয়ে নিজ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করে নিতেন। দ্র. ***'আওনুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬। মূল আরবী: وَالْبُخَارِيُّ قِيلَ لَهُ: جُعْفِيٌّ لأَنَّ أَبَا جَدِّهِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ أَبِي جَدِّ عَبد اللَّهِ الْمُسْنَدِيّ، وَيَمَانٌ جُعْفِيٌّ نُسِبَ إِلَيْهِ لأنه مولاه.

মুহাদ্দিস 'আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল-মুবারক (রহ.) [মৃ. ১৮৩ হি./৭৯৩ খ্রি.] এর একান্ত সান্নিধ্য গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।[৮]

আহ্মদ ইব্ন আবূ হাফ্স (রহ.) বলেন, আমি ইসমা'ঈলের মৃত্যুর সময় তাঁর শিয়রে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, "আমার জানামতে আমার সমুদয় সম্পদে একটি দিরহামও সন্দেহ জনক নেই"।[৯] তাঁর দাদার ব্যাপারে কোন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে হযরত মুগীরাহ সর্বাগ্রে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীনের শাসনামলে মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাভূমি বুখারা[১০] নগরে ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর দিনে জুমু'আর সালাতের পর জন্মগ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে ইব্ন আসাকীর (রহ.) [মৃ. ৫৭১ হি.] বলেন,[১১]

ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال من سنة أربع وتسعين ومائة (وهي من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبين سمرقند مسافة ثمانية أيام).

'তিনি ১৯৪ হিজরীতে শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ জুমু'আর দিনে জুমু'আর সালাতের পর জন্মগ্রহণ করেন। বুখারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সুপ্রসিদ্ধ শহর। এটি একটি নদীর তীরে অবস্থিত। এ শহরে বহু খ্যাতিসম্পন্ন 'আলিম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ শহর প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবূ 'আব্দিল্লাহ্ শিহাবুদ্দীন ইয়াকূত ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আল-হামাভী (রহ.) [জ. ৫৭৪ হি./১১৭৮ খ্রি.-মৃ. ৬২৬ হি./১২২৯ খ্রি.] বলেন,

من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، يعبر إليها من آمل الشط، وكانت قاعدة ملك السامانية، وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه، وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخا.

'এটি মা-ওয়ারা-আন-নহর-এর শহর সমূহের মধ্যে একটি বড় শহর। আমুলুশ-শাত্যের দিক থেকে এতে প্রবেশ করতে হয়। এটি (বুখারা) ছিল সামানিয়া রাজবংশের রাজধানী। এর (বুখারা) এবং জায়হুনের মধ্যে দু'দিনের দুরুত্ব রয়েছে। আর এর (বুখারা) এবং সমরকন্দ-এর মধ্যে ৮ দিনের সফরের অথবা ৩৭ ফারসাখের দূরুত্ব রয়েছে।[১২]

ছোটবেলা ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া

সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বুখারায় ইয়াতীম অবস্থায় পূর্ণবতী মায়ের পরিচর্যায় তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। শৈশবকালেই বসন্ত (প্লেগ) রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর স্নেহময়ী মাতা ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু। স্নেহময়ী মা অন্ধ ছেলেকে নিয়ে তৎকালীন সময়ের বড় বড় ডাক্তার ও হেকিমদের শরণাপন্ন হয়ে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করার পর কোন উপকার না পেয়ে অনন্যোপায় হয়ে যান। তিনি অনবরত প্রিয় সন্তানের সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সমীপে কায়মনোবাক্যে দু'আ

---

৮ ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম সং, পৃ. ৪৭৮; ***'আওনুল-বারী,*** প্রাগক্ত, পৃ. ১৬।

৯ মূল আরবী:

ورأى حماد بن زيد وصالح بن المبارك وحدث عن أبي معاوية وجماعة روى عنه نصر بن الحسين وأحمد بن حفص وقال: إنه دخل عليه عند موته فقال: لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة (التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ٢/ ٤٤٨).

১০ বুখারা নগর উজবেকিস্তানের প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। বর্তমানে এ নগরটি মধ্য এশিয়ার রুশ সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত। এটি জীহুন নদীর তীরে মা-ওরায়ার-নহর এলাকার একটি প্রধান নগররূপে গণ্য, যা ইরানের সমরকন্দ হতে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭; অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১১ ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

১২ শিহাবুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ ইয়াকূত ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আর-রুমী আল-হামাভী (রহ.), [৫৭৪ হি./১১৭৮ খ্রি.-মৃ. ৬২৬ হি./১২২৯ খ্রি.], ***মু'জামুল-বুলদান,*** (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ২য় সং পৃ. ৩৫৩।

করতে থাকেন। তাঁর দু'আ আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে কবুল হতো। শ্রদ্ধাভাজন মায়ের দু'আয় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর চোখ ভাল করলে, তিনি পুনরায় চোখের জ্যোতি লাভে ধন্য হন। আল্লামা কিরমানী (রহ.) এর ভাষায়-[১৩]

ذهبت عينا مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو لكثرة دعائك، قال: فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره.

'শৈশবেই মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (রহ.) দৃষ্টিহীন হয়ে যান। একরাতে তাঁর মা স্বপ্নে দেখলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁকে বলছেন, ওহে! তোমার অধিক দু'আ ও অনবরত ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তোমার কলিজার টুকরো পুত্রধনের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর জননী অবলোকন করে দেখলেন, তাঁর স্বপ্নটি সত্যিই বাস্তব রূপ লাভ করেছে। তাঁর বাচাধন বালক মুহাম্মদ সকাল বেলাই দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যান।

বাল্যকাল ও জ্ঞানার্জন

ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষা জীবনের শুভ সূচনা মমতাময়ী মায়ের নিকটেই গ্রহণ করেন। অত:পর মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি বুখারার একটি পাঠশালায় ভর্তি হন। তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রখর মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি ঐশিবাণী মহাগ্রন্থ আল-কুলআনুল-কারীমের হিফ্য সম্পন্ন করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্থানীয় মুহাদ্দিসদের নিকট হতে ইল্মি হাদীসের দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১৪] মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সময় থেকেই তাঁর হৃদয়ে ইল্মি হাদীসের ব্যুৎপত্তি অর্জনের প্রবল আগ্রহ বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে বলেছেন যে,[১৫]

ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب فقلت: كم كان سنك ؟ فقال: عشر سنين، أو أقل.

'মক্তবে প্রাথমিক লেখা-পড়ার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইল্হাম হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল? জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, দশ বছর কিংবা তারও কম।

আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন গ্রন্থের ৩৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قال الفربري: سمعت مُحَمَّد بن أبي حاتم وراق البخار يقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث، وأنا في الكتاب قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك فقال: عشر سنين أو أقل.

ড. মুহাম্মদ যুবায়ের সিদ্দীকী বলেন:

Al-Bukhari began his educational career under the guidance of his mother in his native town, Bukhara. Having finished his elementary studies at the young age of eleven, he took to study of Hadith. ১৬

ইমাম বুখারী (রহ.) ষোল বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগ থেকেই বিভিন্ন শায়খের নিকট গমন করে তাঁদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করার পাশাপাশি ইল্মি ফিক্হের জ্ঞানও অর্জন করতে থাকেন।

উক্ত সময়ে তিনি ইমাম 'আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল-মুবারক (রহ.) এবং ইমাম ওয়াকী' (রহ.) এর গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন।[১৭] তিনি কিশোর বয়সেই সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।[১৮]

---

[১৩] *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক,* প্রাগুক্ত, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২৩; *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; *তাহযীবুল-কামাল ফী আসমাঈ'র-রিজাল,* প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১১৭০; *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮।

[১৪] *শরহুল-বুখারী,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১১। দ্র. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

[১৫] *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।

[১৬] Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, *Hadith Literature*, p- 89.

[১৭] মূল আরবী: فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك، ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي.

'আমি যখন ষোল বছর বয়সে উত্তীর্ণ হলাম তখন আমি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল-মুবারক (রহ.) এবং ওয়াকী' (রহ.) এর গ্রন্থগুলো মুখস্থ করেছিলাম। আর এ সকল মনীষীর বক্তব্য আমি পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতাম। 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী

মনোরম পরিবেশে জ্ঞান-সাধনা

ইমাম বুখারী (রহ.) এর অনুকূলে ছিল জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ। কেননা তিনি এমন এক গৌরবময় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান চর্চা। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের পরিবেশেই বেড়ে উঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রজ্ঞাবান ও বিত্তশালী ব্যক্তিত্ব। সঙ্গত কারণেই তাঁর নিকট জ্ঞান ও গুণের কদর ছিল অপরিমিত। ইমাম বুখারী (রহ.) ছোটবেলাতেই স্বীয় পিতাকে হারান।[১৯] পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি একটি গ্রন্থাগারও পেয়েছেন। এ গ্রন্থাগারে বসেই প্রতিনিয়ত অব্যাহত ছিল তাঁর জ্ঞান-সাধনা।

পিতার ইন্তিকালের পর ইয়াতীম পুত্রের স্নেহময়ী মা তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও নিয়মিত সাধনাই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি একদিন এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। তিনি হবেন বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি লাভকারী এক বিরল ব্যক্তি। মূলত তিনি এমন এক ব্যক্তি, যার সুনাম-সুখ্যাতি ছাত্র জীবন থেকেই। সেকালের পৃথিবীখ্যাত বিদ্বানদের মাঝে তাঁর আলোচনা হতো। এমনকি অসাধারণ মেধার কারণে সকল শ্রেণির জ্ঞানীদের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশচুম্বী। তাঁর অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় মেধার প্রশংসা সমসাময়িক সকলের মুখে মুখে থাকতো। সে সময় যে সকল হাদীস সঙ্কলক 'ইল্‌মি হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্কলিত গ্রন্থে এ কথাটি সন্নিবেশিত করতেন যে, "আমার সঙ্কলিত হাদীসসমূহকে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ তথা বিশুদ্ধ হাদীস বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২০] অর্থাৎ যেহেতু তাঁর মতো মহান হাদীস বিশারদ এই হাদীসসূহকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, সেহেতু উল্লিখিত হাদীসগুলোর ব্যাপারে কোন ধরণের সংশয় বা প্রশ্ন থাকতে পারে না।

প্রখর স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারী (রহ.) বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি আল-কুরআনুল-কারীম মুখস্থ করেছিলেন। কৈশোর বয়সেই তিনি সত্তর হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি যে গ্রন্থ একবার পড়তেন সে গ্রন্থ তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর অসাধারণ ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির সুখ্যাতি গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন যে,

أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح.

'আমার এক লক্ষ সহীহ হাদীস এবং দু'লক্ষ গায়রি সহীহ হাদীস মুখস্থ আছে[২১]।'

এ প্রসঙ্গে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, He had remarkable memory and companions of his are said to have corrected traditions that they had written down from what he recited by heart.[২২]

বিভিন্ন শহরের হাদীস বিশারদগণ বিভিন্নভাবে তাঁর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তারা ইমাম বুখারী (রহ.) এর স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, إنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة.

"তিনি কিতাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এবং একবার দেখেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন"।[২৩]

(রহ.) كلام هؤلاء এর ব্যাখ্যায় বলেন, يعني أصحاب الرأي، অর্থাৎ ষোল বছর বয়সেই তিনি আসহাবুর-রায়দের বক্তব্য অনুধাবন করতে পারতেন। (দ্র. ***সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮০ ও ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; ***আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬; ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২)।

[১৮] মূল আরবী: (كان يحفظ وهو صبي سبعين الف حديث سردا وينظر في الكتاب نظرة واحدة فيحفظ ما . فيه)

[১৯] অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

[২০] খতীব আল-বাগদাদী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; ***হুদা আস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮।

[২১] ***তাবাকাতুল-হানাবিলাহ্,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫; ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৬৪; ***তাযকিরাতুল-হুফ্‌ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫।

[২২] J. Robson, ***The Encyclopedia of Islam*****,** v-1, p-1296.

ইমাম বুখারী (রহ.) এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

ইমাম বুখারী (রহ.) একবার সমরকন্দে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে প্রায় চারশত মুহাদ্দিস সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা ইমাম বুখারী (রহ.) কে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। এ লক্ষ্যে কতকগুলো হাদীসের মতন (মূল বাক্য) সনদ হতে বিচ্ছিন্ন করে অপর হাদীসের সনদের সাথে জুড়ে দিলেন এবং সনদগুলো পরিবর্তন করে দিলেন। অত:পর ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিকট তা উপস্থাপন করত: তার সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসগুলো শুনে তা হুবহু পাঠ করে মূল সনদ উল্লেখ করলেন। সমবেত মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী (রহ.) এর জবাব শুনে হতবাক হয়ে গেলেন।[২৪]

হাদীস শ্রবণে অদম্য আগ্রহ

হাফিযুল হাদীস 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (রহ.) এর বর্ণনানুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) কিশোর বয়সেই হাদীস শ্রবণ শুরু করেন। তিনি বলেন,[২৫]

و أول سماعه للحديث سنة خمس و مائتين و حفظ تصانيف ابن المبارك و هو صبي و نشأ يتيما.

'তিনি ২০৫ হিজরীতে হাদীস শ্রবণ করেন। আর ছোটবেলাতেই তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস 'আল্লামা 'আব্দুল্লাহ্ ইবনুল-মুবারকের রচিত গ্রন্থাদি মুখস্থ করেন। তিনি ইয়াতীম অবস্থায় লালিত-পালিত হন।'

খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইব্ন ইউসূফ ইব্ন মাতার আল-ফিরাবরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম আল-ওয়াররাক আন-নাহ্ভী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,[২৬]

قال أبو جعفر مُحَمَّد بن أبي حاتم الوراق قلت لأبي عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري كيف كان بدء أمرك في طالب الحديث قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب ولي عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلفت إلى الداخلي وغيره.

'আমি আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) কে বললাম, আপনি যখন হাদীস অন্বেষণ শুরু করেন তখন আপনার অবস্থা কেমন ছিল? তিনি বললেন, আমি যখন মক্তবে অধ্যয়নরত ছিলাম তখনই আমার অন্তরে হাদীস মুখস্থ করার প্রতি ইল্হাম হয়। তিনি বলেন, তখন আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বলেন, দশ বছর কিংবা তার চেয়ে কম। আর দশ বছর বয়সের পর আমি মক্তব হতে বের হয়ে পড়ি এবং দাখিলী ও অন্যান্য হাদীস বিশারদদের নিকট গমন করতে শুরু করি।

ইমাম বুখারী (রহ.) এর বয়স যখন এগার বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন, তখনই তিনি হাদীসের সনদ সম্পর্কিত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম দাখিলী (রহ.) এর একটি ভুল ধরিয়ে দেন। ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন,[২৭]

وَقَالَ يوما فيما كان يقرأ للناس: " سفيان عن أبي الزبير، عن إبراهيم. فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروه عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي بن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، فقال: صدقت .فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة.

---

[২৩] ***আল- হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

[২৪] ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

[২৫] ***তাযকিরাতুল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।

[২৬] ***তাবাকাতু'ল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

[২৭] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫।

'ইমাম দাখিলী (রহ.) একদিন লোকদের নিকট হাদীস পাঠ করা অবস্থায় হাদীসের সনদ উল্লেখ করে বলেন, সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন আবুয-যুবায়র থেকে এবং তিনি ইবরাহীম থেকে। তখন আমি বললাম, হে অমুকের পিতা! আবুয-যুবায়র থেকে বর্ণনা করেননি। এ কথা শুনে তিনি আমাকে ধমক দিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি মূল পাণ্ডুলিপির দিকে প্রত্যাবর্তন করুন যদি তা আপনার কাছে থেকে থাকে। তৎক্ষনাৎ তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন ও স্বচক্ষে তা অবলোকন করে বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে বললেন, হে বালক! সে রাবী কে হবেন? আমি বললাম, ইব্রাহীম থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন যুবাইর ইব্ন 'আদী। তখন তিনি আমার কাছ থেকে কলম নিলেন এবং কিতাবটি সংশোধন করে নিয়ে বললেন, তুমি সত্য বলেছ। একথা শুনে ইমাম বুখারী (রহ.) এর কোন এক সহপাঠী তাঁকে বললেন, যখন আপনি তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন তখন আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বললেন, এগার বছর।'

বাল্যকালে হাদীস মুখস্থকরণ

ইমাম বুখারী (রহ.) ছোটবেলা থেকেই তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। এতদপ্রসঙ্গে জগৎখ্যাত ব্যক্তিত্ব 'আল্লামা সিদ্দিক হাসান কুনূজী (রহ.) বলেন:[২৮]

إنه كان يحفظ و هو صبي سبعين ألف حديث سردا.

'কারো কারো মতে তিনি বালক অবস্থায়ই সত্তর হাজার হাদীস সনদসহ হিফ্য করেছিলেন। তিনি কোন গ্রন্থের প্রতি একবার তাকিয়েই সে বিষয়ের সকল হাদীস হিফ্য করে ফেলতেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (রহ.) বলেন, আমি হাশীদ ইব্ন ইসমা'ইল এবং অপর এক ব্যক্তির নিকটে শুনেছি, তারা উভয়ে বলেন,[২৯]

قال وراقه مُحَمَّد بن أبي حاتم سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أياما فكنا نقول له فقال: أنكما قد أكثرتما على فاعرضا علي ما كتبتما فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه, ثم قال: أترون أني اختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد.

'বুখারী (রহ.) আমাদের সাথে হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। কিন্তু তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। হাদীস লিপিবদ্ধ না করার কারণে আমরা তাকে এ বিষয়ে বলতে থাকতাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা দু'জন যা লিপিবদ্ধ করেছ তা আমার সামনে উপস্থাপন কর। তখন আমাদের নিকট যা ছিল আমরা সবই তার নিকট বের করে দিলাম; যাতে পনের হাজারের অধিক হাদীস ছিল। তখন তিনি এসব হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন এবং আমরা এ হিফ্য থেকে আমাদের পাণ্ডুলিপিগুলোকে সংশোধন করতে থাকি। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি ভেবেছ? যে, আমি অযথা একস্থান থেকে অপর স্থানে ভ্রমণ করেছি এবং দিনগুলো নষ্ট করেছি? অত:পর আমরা বুঝতে পারলাম হাদীস সংরক্ষণে তাঁর চেয়ে অগ্রগামী আর কেউ নেই।'

পৃথিবীখ্যাত হাদীস বিশারদ মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম আল-ওয়ার্‌রাক (রহ.) বলেন, আমি ইব্ন মুজাহিদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন সালাম আল-বায়কান্দী (রহ.) এর নিকট অবস্থান করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন,[৩০]

حدثنا مُحَمَّد بن أبي حاتم الوراق قال سمعت سليم بن مجاهد يقول كنت عند مُحَمَّد بن سلام البيكندي فقال لي لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث قال فخرجت في طلبه حتى لقيته فقلت أنت الذي تقول أنا أحفظ سبعين ألف حديث قال نعم وأكثر منه ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد

---

[২৮] সিদ্দিক হাসান আল-কুনূজী, ***আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্-সিহাহ সিত্তাহ,*** (বৈরুত: দারুল-ফিক্‌র, ১৪০৫/১৯৮৫), ১ম সং, পৃ. ২৩৮।

[২৯] ***তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৫।

[৩০] ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৬৩; ***'আওনুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظ حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.

'তুমি যদি পূর্বে আগমন করতে তবে এমন এক বালককে দেখতে পেতে যে সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছেন। তিনি বললেন, তখন আমি তাঁর খোঁজে বের হলাম এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন আমি তাঁকে বললাম, তুমিই কি বলেছ যে, আমি সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ জানি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরং তার অধিক। আর আমি আপনার নিকট এমন সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহ পেশ করব যাদের, অধিকাংশের জন্মস্থান, মৃত্যু এবং আবাসস্থল সম্পর্কে অবগত রয়েছি। আমি কোন সাহাবী এবং তাবেয়ীর হাদীস বর্ণনা করব না, তবে আমার নিকট তার মূল সংরক্ষিত আছে, যা আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার কিতাব ও রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে মুখস্থ করেছি।'

হাদীস সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

ইমাম বুখারী (রহ.) যখন মাত্র ষোল বছরে উপনীত হন, তখন তিনি স্নেহময়ী মাতা ও ভ্রাতাসহ পবিত্র হজ্বব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কাতুল-মুকাররামায় রওয়ানা করেন। 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) বলেন, فكان أول رحلته على هذا سنة عشر و مائتين .

এ হিসাব অনুপাতে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বপ্রথম সফরের সময়কাল ছিল ২১০ হিজরী সনে। তিনি আরও বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) যদি হাদীস অন্বেষণের প্রথম থেকেই ভ্রমণ করতেন, তবে তার সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের ন্যায় উচূঁ স্তরের হাদীস বিশারদদের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন। তবুও তিনি উচূঁ স্তরের নিকটতম স্তরের মুহাদ্দিসদের সাক্ষাত পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ইয়াযীদ ইব্ন হারুন (রহ.) ও আবূ দাউদ আত্-ত্বয়ালিসী (রহ.)। এছাড়াও তিনি 'আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) এর যুগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট গমনের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং তা তাঁর জন্য সম্ভবও ছিল। কিন্তু তখন তাঁকে বলা হল যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। উক্ত কারণেই তিনি ইয়ামানের দিকে রওয়ানা হতে বিলম্ব করেন। অত:পর তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ সময় 'আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) জীবিত রয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি একজন রাবীর মাধ্যমে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩১]

হাদীস সংগ্রহে তিনি বহু দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করেছেন। যে কোন শহরে তিনি উপনীত হতেন সেখানকার হাদীস বিশারদদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করার পর অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। এভাবে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন স্থান, প্রদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল না যেখানে তিনি হাজির হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেন নি। 'আল্লামা খতীব বাগদাদী (রহ.) [মৃ. ৪৬৩ হি.] বলেন,

ورحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الامصار.

'তিনি ইল্মি হাদীসের সন্ধানে সকল শহরের প্রত্যেক মুহাদ্দিসের নিকট গমন করেছেন।'[৩২]

ইমাম বুখারী (রহ.) সিরিয়া, মিসর, জাযীরাহ, বাগদাদ, কূফা, বসরা, বলখ, 'আসকালান, হিম্স, পবিত্র মক্কাতুল-মুকার্‌রামাহ্ ও পবিত্র মদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ্ প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করছেন।

এ সম্পর্কে ইব্নুল-জাওযী (রহ.) [মৃ. ৫৯৭ হি.], শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (রহ.) [মৃ. ৭৪৮ হি.], ও ইব্ন কাসীর (রহ.) [মৃ. ৭৭৪ হি.] বলেন,[৩৩]

---

[৩১] ***হুদা আস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯; ***'আওনুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[৩২] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২; 'ওমর ইব্ন রিদ্বা ইব্ন মুহাম্মদ রাগিব ইব্ন 'আব্দিল গণী কাহ্হালা আল-দিমাশকী (রহ.), [জ. ১৩৩২ হি./১৯০৫ খ্রি.-মৃ. ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.], ***মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন,*** (বৈরুত: মাকতাবাতুল-মাসনা, তা. বি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

[৩৩] প্রাগুক্ত।

ورحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الامصار، وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر.

'ইল্‌মি হাদীসের অনুসন্ধানে সমগ্র শহরের সকল মুহাদ্দিসের নিকট তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং হাদীস লিখার জন্য খুরাসান, জিবাল, 'ইরাকের সকল শহর, হিজায, শাম ও মিসরে গমন করেন।'

তিনি সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণ করেন এবং জাযীরায় দু'বার ও বসরায় চারবার গমনাগমন করেন। হিজাযে তিনি ক্রমাগত ছয় বছর অবস্থান করেন। কূফা ও বাগদাদে তিনি অগণিতবার গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন,[৩৪]

دخلت إلى الشام و مصر و الجزيرة مرتين و إلى البصرة أربع مرات و أقمت بالحجاز ستة أعوام و لا أحصى كم دخلت إلى الكوفة و بغداد مع المحدثين.

'আমি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু'বার করে হাজির হয়েছি। বসরায় গিয়েছি চারবার। হিজাযে ধারাবাহিকভাবে ছয় বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে কতবার গিয়েছি; তা গণনা করতে পারব না।'

এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

He travelled widely in search of traditions, visiting the main centers from Khurasan to Egyft and claimed to have heard traditions from over 1000 Shaykhs.[৩৫]

ইমাম বুখারী (রহ.) এর 'আরবের বাইরে হাদীস সংগ্রহ উপলক্ষে ভ্রমণের কারণ হচ্ছে, মক্কাতুল-মুকার্‌রামাহ্‌ ও মদীনাতুল-মুনাওয়ারায় ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র এবং মুসলমানগণের নিকট অতি পবিত্র তথা পূণ্যময় স্থান হলেও মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল হাদীস এখানে পাওয়া যেত না। কেননা হাদীসের রাবীগণের অনেকেই তখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংগ্রহের জন্য ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিল না। উল্লিখিত কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণের মাধ্যমে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।[৩৬]

হজ্ব পালন ও ইল্‌মি হাদীসের ব্যুৎপত্তি লাভ

ইমাম বুখারী (রহ.) সর্বপ্রথম [২১০ হি./৮২৫ খ্রি.] সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে ভ্রমণ শুরু করেন। তিনি মা ও বড় ভাই আহ্‌মদের সঙ্গে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কাতুল-মুকার্‌রামায় গমন করেন। পবিত্র হজ্বব্রত পালনের পূর্বে তিনি বুখারায় অবস্থানকারী সকল মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন।

পবিত্র হজ্বব্রত সুসম্পন্ন হওয়ার পর মমতাময়ী মা ও শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই মাতৃভূমিতে ফিরে আসলেও তিনি হিজায বা 'আরবের বিশিষ্ট হাদীস বিশারদদের জ্ঞানের ঝুলি হতে 'ইল্‌মি হাদীসের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে তথায় থেকে যান। তিনি পবিত্র মক্কাতুল-মুকাররমাহ্‌ থেকে আল-মাদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ্‌ এবং আল-মাদীনাতুল-মুনাওয়াহ্‌ থেকে মক্কাতুল-মুকাররামাহ্‌ তে বারংবার যাতায়াত করেন ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণে ব্রত হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সুদীর্ঘ ছয় বছর হিজাযে অবস্থান করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস চর্চার পাশাপাশি লিখনীতেও বেশ আগ্রহী ছিলেন। তিনি লিখনীতে পূর্ণমাত্রায় মনযোগ অব্যাহত রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন:

---

[৩৪] ***'আওনুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[৩৫] J.Robson, ***The Encyclopedia of Islam,*** v-1, p-1296-1297.

[৩৬] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; ***মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

كان يقول لما طعنت في ثماني عشرة سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى وحينئذ صنفت التاريخ عند قبر النبي ﷺ في الليالي المقمرة.

'তিনি প্রায়ই বলতেন আমি যখন আঠার বছর বয়সে পদার্পন করলাম, তখন আমি সাহাবা ও তাবি'ঈগণের বিচার ফায়সালা সম্বলিত একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলাম। অত:পর আমি পবিত্র আল-মাদিনাতুল-মুনাওয়ারাহ্ তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কবর শরীফের নিকটে বসে চাঁদনী রাতে 'আত-তারীখুল-কাবীর' রচনা সমাপ্ত করেছি।'[৩৭]

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম বুখারী (রহ.) আরব বিশ্বের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে পরিভ্রমণ করে যে সকল মুহাদ্দিসের একান্ত সাহচর্যে থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। কারো কারো মতে ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল এক হাজার আশি জন।[৩৮] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: আমি এক হাজারের অধিক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শুনেছি এবং লিখেছি, তাঁরা সকলেই সমকালীন যুগের বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাত্তান (রহ.) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

كتبتُ عَنْ ألف شيخ أو أكثر، عَنْ كلّ واحدٍ منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلّا أذكر إسناده.

'আমি এক হাজার অথবা এরও বেশি শিক্ষকের নিকট হতে হাদীস লিখেছি। তাঁদের প্রত্যেকের নিকট হতে আমি দশ হাজার ও ততোধিক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। আমার নিকটে এমন কোন হাদীস নেই, যার সনদ আমি উল্লেখ করতে পারিনা।'[৩৯]

তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কারণ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর সমস্ত শিক্ষকের নাম অদ্যাবধি জানা যায়নি। তবুও যাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(ক) পবিত্র মক্কাতুল-মুকার্‌রামাহ্:

পবিত্র মক্কা আল-মুয়াজ্জামায় অবস্থানকালে তিনি খ্যাতিমান হাদীস বিশারদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্নুয-যুবাইর আল-হুমায়দী[৪০] (রহ.) [মৃ. ২১৯ হি./৮৩৪ খ্রি.] এর দরবারে হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য উপনীত হন। তখন ইমাম বুখারী (রহ.) এর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। তিনি হুমায়দী (রহ.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, ইমাম হুমায়দী (রহ.) এবং তাঁর এক শিষ্যের মাঝে একটি হাদীস নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। ইমাম হুমায়দী (রহ.) যখন ইমাম বুখারী (রহ.) কে দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, দরবারে এমন ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, যিনি আমাদের মাঝে হাদীস সম্পর্কে বিরাজমান মতবিরোধের ফায়সালা করবেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বিষয়টি পর্যালোচনা করলেন এবং হুমায়দী (রহ.) এর পক্ষে রায় দিলেন। কেননা উল্লিখিত বিষয়ে ইমাম হুমায়দী (রহ.) মতই ছিল সঠিক ও গ্রহণযোগ্য[৪১]।

---

[৩৭] ***তাযকিরাতুল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪।

[৩৮] ড. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

[৩৯] ***তারীখুল-ইসলাম লিল-বাশ্‌শার,*** ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

[৪০] **আল-হুমায়দী (রহ):** 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর আল-হুমায়দী (রহ.) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। তিনি ছিলেন হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। তাঁর মুখস্থ হাদীসের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তিনি ২১৯ হিজরীতে মক্কাতুল-মুকার্‌রামায় ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ইব্ন সা'দ, ***আত-তাবাকাতুল কুবরা,*** প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫০২; ***আত্-তারীখুল কাবীর,*** প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; ***তাযকিরাতুল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩; ***আল-ইবার,*** ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, ***হুসনুল মুহাদারাহ,*** (মিসর: আল-মাকতাবাতুশ শারকিয়্যাহ, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭; ***আত-তারাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

[৪১] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

ইমাম বুখারী (রহ.) মক্কাতুল-মুকার্‌রামায় অবস্থানকালে আবুল ওয়ালীদ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আরযাকী (রহ.)[৪২] [মৃ. ২২৮ হি./৮৪২ খ্রি.], 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াযিদ আল-মুক্‌রী (রহ.)[৪৩], ইসমা'ঈল ইব্‌ন সালিম আল-সায়িগ (রহ.), আবূ বকর 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়ির (রহ.), খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া হাস্‌সান ইব্‌ন হাস্‌সান আল-বসরী (রহ.) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। এছাড়াও তিনি মক্কায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের লক্ষ্যে গমনেচ্ছু মুহাদ্দিসদের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৪৪]

(খ) পবিত্র মদীনাতুল-মুনাওয়ারাহঃ

মক্কা নগরীতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর ইমাম বুখারী (রহ.) মদীনাতুল-মুনাওয়ারায় গমন করেন। তৎকালীন সময়ে মদীনাতুল-মুনাওয়ারাতেও মক্কাতুল-মুকার্‌রামার ন্যায় হাদীস চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তিনি সেখানে এসে যে সমস্ত জ্ঞান তাপসদের নিকট হাদীসের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন- তাঁরা হলেন-ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-মুনযির আল-খুযায়মী (রহ.) [মৃ. ২৩৬ হি./৮৫০ খ্রি.],[৪৫] ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযাহ্‌ (রহ.),[৪৬] আবূ সাবিত মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্‌ (রহ.),[৪৭] 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ্‌ আল-উয়ায়সী (রহ.),[৪৮] মুতরাফ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ্‌ (রহ.), আইউব ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (রহ.), ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবী উয়াইস (রহ.) এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কুযা'আহ্‌ (রহ.)[৪৯] প্রমুখ।

---

[৪২] **আল-আরযাকী (রহ.):** আবুল-ওয়ালীদ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আরযাকী (রহ.) ছিলেন মক্কার অধিবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষ ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২৪৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. ইব্‌নুন-নাদীম, ***আল-ফিহরিস্ত,*** (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২; যিরকালী, **আল-লুবাব,** (বৈরুত: দারুল-কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৮৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭; ***আল-আ'লাম,*** প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; ***হাদিয়াতুল-'আরিফীন,*** ২য় খণ্ড, পৃ. ১১।)

[৪৩] **আল-মুকরী (রহ.):** তাঁর পূরো নাম হলো আবূ 'আব্দির রহমান 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মাখযূমী আল-মাদানী আল-মুকরী আল-আওয়ার। তিনি ছিলেন হাদীসের হুজ্জত। ইব্‌ন হিব্বান ও আল-ইজলী বলেন, আল-মুকরী (রহ.) হাদীস বর্ণনায় একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৫)।

[৪৪] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭; বুত্‌রুস আল-বুস্তানী, ***দায়িরাতুল মা'আরিফ,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ্‌, তা. বি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৯।

[৪৫] **ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-মুনযির আল-খুযামী (রহ):** ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল- মুনযির আল-খুযামী আল-মাদানী (রহ.) ছিলেন হাদীসের একজন খ্যাতনামা ইমাম। তিনি ছিলেন হাদীসের একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। সিহাহ্‌ সিত্তাহ-র সঙ্কলকগণ তাঁর সূত্রে বহু হাদীস রিওয়াইয়াত করেছেন। তিনি ২৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। (দ্র. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭)।

[৪৬] **ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাম্‌যাহ্‌ (রহ.):** তাঁর পুরো নাম ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাম্‌যাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্‌যাহ্‌ ইব্‌ন মুস'আব আল-মাদানী। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। তিনি রাবাযা শহরে এসে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। তিনি সেথায় ব্যবসা করতেন। প্রতি বছর তিনি মদীনায় দুই 'ঈদের নামায আদায় করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, তিনি ২৩০ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেছেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৭)।

[৪৭] **আবূ সাবিত মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ (রহ.):** তিনি হলেন আবূ সাবিত মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবাইদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়িদ আল-উমূবী আল-মাদানী। তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারা কুত্বনী (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮-২৮৯; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৭)।

[৪৮] **'আব্দুল-'আযীয ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ্‌ আল-উয়ায়সী (রহ.):** তাঁর পুরো নাম হলো আবুল-কাসিম 'আযীয ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন উয়াইস আল-কুরাশী আল-উয়ায়সী আল-মাদানী। ইমাম মুসলিম (রহ.) ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ-র সকল ইমাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায়নি। 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) এর মতে, তিনি ২২০ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বেচেঁ ছিলেন। (দ্র. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ১৪৭-১৪৮; ***সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; ***আত-তারীখুল কাবীর,*** প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩)।

[৪৯] **ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কুযা'আহ্‌ (রহ.):** ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দিরহাম আল-আম্বারী হলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। হাদীস বর্ণনায় তিনি একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ২০০ হিজরীর পর ইন্‌তিকাল করেন। তবে ইব্‌ন আবী 'আসিম (রহ.) বলেন, তাঁর মুত্যু হয় ২০৬ হিজরীতে। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৩৩-২৩৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৭)।

(গ) বাসরাহ্ঃ

ইমাম বুখারী (রহ.) বাসরাহ্ নগরীতে চার বার গমন করে যে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইমাম আবূ 'আসিম আন-নাবীল (রহ.) [মৃ. ২১২ হি./৮২৭ খ্রি.],[৫০] বাদল ইব্ন মিহরাব [মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.] (রহ.), হারমী ইব্ন হাফ্স (রহ.), 'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম [মৃ. ২২০ হি./৮৩৫ খ্রি.] (রহ.),[৫১] সাফওয়ান ইব্ন 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরাহ্ (রহ.) [মৃ. ২৩১ হি./৮৪৫ খ্রি.],[৫২] আবুল ওয়ালীদ আত্-ত্বয়ালিসী (রহ.) [মৃ. ২২৭ হি./৮৪১ খ্রি.],[৫৩] মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (রহ.),[৫৪] আবূ হুযাইফাহ্ আন-নাহ্দী (রহ.),[৫৫] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (রহ.), 'আব্দুর রহমান ইব্ন হাম্মাদ আশ-শা'আছী (রহ.), হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল আনসারী (রহ.), 'আরিম (রহ.) [মৃ. ২২৪ হি./৮৩৮ খ্রি.], সুলায়মান ইব্ন হারব (রহ.) [মৃ. ২২৪ হি./৮৩৮ খ্রি.] প্রমুখ।

---

[৫০] **ইমাম আবূ 'আসিম আন-নাবীল (রহ)ঃ** আবূ 'আসিম আদ্-যাহ্হাক ইব্ন মাখলাদ ইব্নুয্-যাহ্হাক ইব্ন মুসলিম ইব্নুয্-যাহহাক আন-নাবীল (রহ.) হলেন ইমাম বুখারী (রহ.) এর শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আল্লাহ ভীরু, দ্বীনদার ও পরনিন্দা বিমুখ এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন-

سمعت أبا عاصم يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدًا قط. وقال ابن سعد: كان ثقة، فقيهًا، توفى بالبصرة فى ذى الحجة سنة اثنتى عشرة ومائتين، وهو ابن تسعين سنة وأشهر، وقيل: توفى سنة ثلاث عشرة .

হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। ইমাম বুখারী (রহ.), ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.), ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব আয-জাওযানী (রহ.), ইব্ন মুসান্না (রহ.) ও আবূ খায়সামা (রহ.) প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১২২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯০ বছর বয়সে ২১২ হিজরী মতান্তরে ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০; ***তাহযীবু'ত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫২; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০)।

[৫১] **'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম (রহ.)ঃ** তাঁর পুরো নাম আবূ 'ওসমান 'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আস্-সাফ্ফা আল-বাসরী। তিনি বাগদাদে নিবাস স্থাপন করেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন অত্যধিক বিশ্বস্ত। খাল্ফ ইব্ন সালিম (রহ.) বলেন- ما رأيت أحدا يحسن الحديث الا رجلين بهز وعفان ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০)।

[৫২] **সাফওয়ান ইব্ন 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরাহ্ (রহ.) [মৃ. ২৩১ হি./৮৪৫ খ্রি.]ঃ** তাঁর নসবনামা হল- আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ 'আর'আরাহ্ ইবনুল-বারন্দ আস্-সামী আন্-নাজী। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর নিকট হতে বিশটি হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়া ইমাম মুসলিম (রহ.) এবং ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০)।

[৫৩] **আবুল-ওয়ালীদ আত-ত্বয়ালিসী (রহ.) [মৃ. ২২৭ হি./৮৪১ খ্রি.]ঃ** আবুল-ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন 'আব্দিল মালিক আত্-ত্বয়ালিসী (রহ.) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, সমালোচক ও হাফিয ছিলেন। তিনি ১৩৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বুনদার (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (রহ.), ও ইমাম আয্-যুহলী (রহ.) প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। তিনি ২২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯; ***মীযানুল ই'তিদাল,*** ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০১; ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৪৭; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০-১৫১)।

[৫৪] **মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (রহ.)ঃ** আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন সিনান আল-বাহিলী আল্-বসরী ছিলেন ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম ইব্ন মাযাহ (রহ.) এর প্রিয় শিক্ষক। তিনি ২২৩ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪; ***আল 'ইবার,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮; ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৮৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫১।)

[৫৫] **আবূ হুযায়ফাহ্ আন-নাহ্দী (রহ.)ঃ** তাঁর পুরো নাম আবূ হুযায়ফাহ্ মূসা ইব্ন মাস'উদ আন-নাহ্দী আল্-বসরী। তিনি একজন প্রতিথযশা মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সহ সিহাহ্ সিত্তাহ-র অপরাপর মুহাদ্দিসগণও তাঁর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ৯২ বছর জীবিত থাকার পর ২২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭; ***আল 'ইবার,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১; ***সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৩৯; ***মীযানুল 'ইতিদাল,*** প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

(ঘ) কূফাঃ

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য কূফাতে একাধিক বার গমন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন- و لا احصى كم مرة دخلت الكوفة আমি কতবার কূফা নগরীতে পদার্পণ করেছি তা গণনা করতে পারবো না।[৫৬] তিনি এ শহরে যাঁদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁরা হলেন- 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (রহ.), [৫৭] আবূ নুআ'ঈম (রহ.) [মৃ. ২১৯ হি./৮৩৪ খ্রি.], সাফওয়ান ইব্ন 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ইয়া'কূব (রহ.), ইসমা'ঈল ইব্ন আব্বান (রহ.), হাসান ইব্ন রাবী (রহ.) [মৃ. ২২১ হি./৮৩৫ খ্রি.], খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ (রহ.) [মৃ. ২১৩ হি./৮২৮ খ্রি.] আল-বাজালী (রহ.),[৫৮] তাল্ক ইব্ন গান্নাম (রহ.), খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-মুকরীস (রহ.), কাবীসা ইব্ন 'উকবাহ্ (রহ.) [মৃ. ২১৫ হি./৮৫৫ খ্রি.], আবূ গাস্সান (রহ.), সা'ঈদ ইব্ন হাফ্স [মৃ. ২১৯ হি./৮৩৪ খ্রি.] (রহ.), 'আমর ইব্ন হাফ্স (রহ.), 'উরওয়াহ (রহ.) প্রমুখ।

(ঙ) বাগদাদঃ

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য একাধিকবার বাগদাদ নগরীতে গমন করেছেন। কোন কোন জীবনীকার উল্লেখ করেন যে, তিনি বাগদাদে সর্বমোট আটবার পদার্পণ করেন। তিনি যতবার বাগদাদে গিয়েছেন প্রত্যেকবার তিনি ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) [মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.] এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) তাঁকে বাগদাদে থাকার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন এবং খুরাসানে অবস্থানের জন্য ভৎসনা করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) শেষবারে বাগদাদে গমন করে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর শরণাপন্ন হন। সে সময় তিনি হাদীস বর্ণনা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন।[৫৯] ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ব্যতীত ইমাম বুখারী (রহ.) বাগদাদে যে সকল হাদীস বিশারদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তুব্বা (রহ.) [মৃ. ২২৮ হি./৮৩৮ খ্রি.],[৬০] মুহাম্মদ ইব্ন সায়িক (রহ.),[৬১] সারীজ ইব্ন নু'মান আস-সা'ঈদী আল-

---

[৫৬] ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫১।

[৫৭] **'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (রহ.):** আবূ মুহাম্মদ আল-হাফিয 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন আবীল-মুখতার আল-কূফী (রহ.) ১২৮ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে শী'আ ও রাফিযী হিসেবে উল্লেখ করেন। হাফিয আবূ মুসলিম আল-বাগদাদী তাঁকে পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ইমাম আহ্মদ শী'আ হওয়ার কারণে তাঁর নিকট থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। অবশ্য ইমাম বুখারী সরাসরি তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১)।

[৫৮] **খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ আল-বাযালী (রহ.) [মৃ. ২১৩ হি./৮২৮ খ্রি.]:** আবুল-হায়সাম খালিদ ইব্ন মাখলাদ আল-কূফী (রহ.) ১২৮ হিজরীতে কূফার কাত্ওয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানের সাথে নিসবত করে তাঁকে আল-কাত্ওয়ানীও বলা হয়। তাঁর থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদপ্রসঙ্গে ইব্ন 'আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে বর্ণনা করেন- فاورد له عدة أحاديث منكرة ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি হলো- من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب। তিনি ২১৩ হিজরীর পবিত্র মুহর্রম মাসে মৃত্যুবরণ করেন। (**দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড পৃ. ৩২৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১)।

[৫৯] তাকীউদ্দীন নদভী, পৃ. ৪১; ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৬০; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৮।

[৬০] **মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তুব্বা (রহ.) [মৃ. ২২৮ হি./৮৩৮ খ্রি.]:** আবূ জা'ফর ইব্ন আত্-তুব্বা' মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন নাজীহ্ আল-বাগদাদী (রহ.) সিরিয়ার সীমান্তবর্তী 'আযিনা' নামক শহরে বসবাস করতেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তাহ-র সকল ইমাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তুব্বা হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি চল্লিশ হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন এবং কখনো কখনো তিনি তাদলীস করতেন। তিনি ২২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। (দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)।

[৬১] **মুহাম্মদ ইব্ন সায়িক (রহ.):** আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইব্ন সায়িক আত-তামীমী (রহ.) কূফার অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সরাসরি তাঁর নিকট থেকে আদব ও ওয়াস্ওয়াসাহ্ অধ্যায়ে

জাওহারী (রহ.),[৬২] আবূ বকর ইব্নুল-আসওয়াদ (রহ.), ইসমা'ঈল ইব্নুল-খলীল আল-কূফী (রহ.),[৬৩] আবূ মুসলিম আল-মুস্তামলী (রহ.),[৬৪] 'আফ্ফান (রহ.) প্রমুখ।

(চ) বুখারাঃ

ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারায় অবস্থান করে মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ আল-বায়াকান্দী (রহ.) [মৃ. ২২৫ হি./৮৩৯ খ্রি.], মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-বিকান্দী (রহ.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (রহ.) [মৃ. ২২৯ হি./৮৩৯ খ্রি.], হারুন ইব্নুল-আশ'আস (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

(ছ) বাল্খঃ

ইমাম বুখারী (রহ.) বাল্খে অবস্থান করে যে সকল মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্র (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন আবান (রহ.), হুসাইন ইব্ন নায্যা' (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (রহ.), কুতায়বা (রহ.) প্রমুখ।

(জ) মারভঃ

'আবদান ইব্ন 'উসমান (রহ.), 'আলী ইব্নুল-হাসান ইব্ন শাকীক (রহ.), সাদাকাহ্ ইব্ন ফযল (রহ.) এবং জামা'আত (রহ.) প্রমুখ মারভের মুহাদ্দিসদের নিকট হতে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

(ঝ) নিসাপুরঃ

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রহ.), বিশর ইব্নুল-হাকাম (রহ.), ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন রাফী' (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যাহাবী (রহ.), রায় এ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (রহ.) এর নিকট থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন।[৬৫]

(ঞ) মিসরঃ

ইমাম বুখারী (রহ.) এর অদম্য স্পৃহা তাঁকে মিসর সফরে বাধ্য করে। তিনি বুক ভরা আশা নিয়ে পথের দূরত্বকে তুচ্ছ মনে করে মিসরে উপনীত হন এবং সেখানকার সমকালীন প্রতিথযশা হাদীস বিশারদদের

হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইয়া'কূব ইব্ন শায়বাহ্ (রহ.) বলেন- كان شيخا صدوقا। তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. *তাহযীবুত-তাহযীব,* প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫)।

[৬২] **সারীজ ইব্ন নু'মান আস-সা'ঈদী আজ্-জাওহারী (রহ.):** তাঁর পুরো নাম শুরাই ইব্ন নূ'মান আস-সা'ঈদী আল-কূফী (রহ.)। তিনি অল্প সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর নিকট থেকে خلق أفعال العباد অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেন। সিহাহ্ সিত্তাহ্-র চারজন ইমাম তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। দ্র. *তাহযীবুত-তাহযীব,* প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৯০-২৯১।

[৬৩] **ইসমা'ঈল ইব্নুল-খলীল আল-কূফী (রহ.):** তিনি হলেন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ ইসমা'ঈল ইব্নুল-খলীল আল-খায্যায আল-কূফী (রহ.)। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), ইমাম দারিমী (রহ.), ইমাম সান'আনী (রহ.), ইমাম আল-ফাসাবী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ২২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. *তাহযীবুত-তাহযীব,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

[৬৪] **আবূ মুসলিম আল-মুস্তামিলী (রহ.):** আবূ মুসলিম 'আব্দুর রহমান ইব্ন ইউনুস ইব্ন হাশিম আর-রুমী আল-মুস্তামিলী আল-বাগদাদী (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা ছিলেন। আবূ হাতিম তাঁকে সিকাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আস্-সিরাজ (রহ.) বলেন, আমি আবূ ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দির রহমানকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কেমন? এর জবাবে তিনি বললেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই বিশ্বস্ত। তিনি ২২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. *তাহযীবুত-তাহযীব,* প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭১।

[৬৫] ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

নিকট দীর্ঘ দিন ধরে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মিসরে যাদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- 'উসমান ইব্ন সালিহ আস-সাহ্মী (রহ.),[৬৬] সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম [২২৪ হি./৮৩৮ খ্রি.] (রহ.), আহ্মদ ইব্ন সালিহ (রহ.), আহ্মদ ইব্ন শাবীব (রহ.), আস্বাগ ইব্ন আল-ফারাজ [মৃ. ২২৫ হি./৮৩৯ খ্রি.] (রহ.), সা'ঈদ ইব্ন 'ঈসা আল-রুয়াইনী (রহ.),[৬৭] সা'ঈদ ইব্ন কাসীর আল-মিসরী (রহ.),[৬৮] আহ্মদ ইব্ন 'আশকার (রহ.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন বুকাইর (রহ.)[৬৯] প্রমুখ।

(ত) শাম:

ইমাম বুখারী (রহ.) আঠারো (১৮) বছর বয়সে শামে হাদীস সংগ্রহের জন্য দু'বার ভ্রমণ করেছেন। আবূ বকর ইব্ন আবী আয়াস (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আমরা শামে যে সময় ইমাম বুখারী (রহ.) এর কাছ থেকে হাদীস লিখে নিতাম, সে সময় তিনি সর্বদা মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর দরজায় অবস্থান করতেন।[৭০] ফিরইয়াবী ছাড়া তিনি শামে যে সমস্ত পণ্ডিতদের নিকট হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন-[৭১] আবূ নুস্র ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.), আদম ইব্ন আবূ আইয়াস (রহ.),[৭২] আবুল ইয়ামান আল-

---

[৬৬] **'উসমান ইব্ন সালিহ আস-সাহ্মী (রহ.):** তিনি হলেন আবূ ইয়াহ্ইয়া 'উসমান ইব্ন সালিহ ইব্ন সাফ্ওয়ান আস-সাহ্মী আল-মিস্রী (রহ.)। হাদীস বর্ণনায় তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সরাসরি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (রহ.) ও ইমাম ইব্ন মাযাহ্ (রহ.) তাঁর ছেলে ইয়াহ্ইয়া (রহ.) এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ২১৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন । দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

[৬৭] **সা'ঈদ ইব্ন 'ঈসা আল-রু'আইনী (রহ.):** আবূ 'উসমান সা'ঈদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন তালীদ আল-রু'য়াইনী আল-মিস্রী (রহ.)। তিনি হাদীস বর্ণনায় ছিলেন বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি বিচারকদের জন্য বই লিখতেন। তিনি ২৯১ হিজরীতে ১৩ই জুলহজ্ব ইন্তিকাল করেন। দ্র. ***তাহযীবুত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

[৬৮] **সা'ঈদ ইব্ন কাসীর আল-মিসরী (রহ.):** তাঁর পুরো নাম আবূ 'উসমান সা'ঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন 'উফাইর আল-মিস্রী (রহ.)। তিনি ১৪০ হিজরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উর্বর ভূমি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন সময়ে সমগ্র মিসরে হাদীসের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন। হাদীস ছাড়া আন্সাব ও ইতিহাস বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ ও গভীর। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (রহ.) বলেন, আমি মিসরে তিনটি হতবাক করে দেয়ার মতো জিনিস দেখেছি। তা হলো- ১. নীল নদ, ২. পিরামিড, ৩. সা'ঈদ ইব্ন 'উফাইর (রহ.) কে। তিনি ২২৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৩-৫৮৬; ***তাযকিরাতুল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮; ***শাযারাতুয্-যাহাব,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

[৬৯] **ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন বুকাইর (রহ.):** আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর আত্-তামীমী আন্-নিসাপূরী (রহ.) খুরাসানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ছোট বেলায় কয়েকজন তাবি'ঈ (রহ.) কে দেখেছেন। তিনি ১৪২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইস্হাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমি ইয়াহ্ইয়া-র মত বিজ্ঞ 'আলিম আর কাউকে দেখিনি।' ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ও অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম দারিমী (রহ.), ইমাম বায়হাকী (রহ.) সহ খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইব্ন আসলাম (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন-

رَأَيْتُ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: عَمَّنْ أَكْتُبُ؟ فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى بنِ يَحْيَى .

তিনি ২২৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫১২-৫১৯; ***আত্-তারীখুল কাবীর,*** প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; ***শাযারাতুয-যাহাব,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯।

[৭০] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ, ১৫।

[৭১] তাকী উদ্দীন নদবী, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১২০-১২১; ***বুত্রুস আল-বুস্তানী,*** প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৯।

[৭২] **আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (রহ):** আবূল হাসান আদম ইব্ন আবী ইয়াস আল-খুরাসানী আল-মারওয়াবী আল-বাগদাদী আল-'আসকালানী (রহ.) তৎকালীন সময়ে 'আসকালানের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২০ হিজরীতে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর একান্ত ভক্ত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (দ্র. ***সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৮; ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭; ***আল-'ইরাব,*** ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; ***তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬; ***তাযকিরাতুল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

হাকাম ইব্ন নাফি‘ আল-হিম্সী (রহ.),[৭৩] খিতাব ইব্ন ‘উসমান (রহ.), সুলায়মান ইব্ন ‘আব্দির রহমান (রহ.), আবুল মুগীরা (রহ.), ‘আব্দুল কুদ্দুস ইব্ন হাম্মাম (রহ.) প্রমুখ।

(ধ) ওয়াসীতঃ

হাসান ইব্ন হাসান (রহ.), হাসান ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ (রহ.), সা‘ঈদ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান (রহ.)।

(ন) ‘আসকালানঃ

‘আলী ইব্ন হাফস (রহ.) এবং একটি জামা‘আত থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

(প) সিরিয়াঃ

আবুল ইয়ামান (রহ.), আদম ইব্ন আবূ ‘ইয়াস (রহ.) [মৃ. ২২০ হি./৮৩৫ খ্রি.], ‘আলী ইব্ন ‘আইয়্যাশ (রহ.), বিশর ইব্ন শু‘আয়ব (রহ.), আবুল মুগীরাহ‘ ‘আব্দুল কুদ্দুস (রহ.), আহ্মদ ইব্ন খালিদ আল-ওয়াহ্বী (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী (রহ.) [মৃ. ২১২/৮২৭ খ্রি.], আবূ মুসহির (রহ.), আবুল ইয়ামান হাকাম ইব্ন নাফি‘ (রহ.) [মৃ. ২২১/৮৩৫ খ্রি.] ও হায়াত ইব্ন শুরায়হ (রহ.) [মৃ. ২২৪/৮৩৮ খ্রি.] প্রমুখ।[৭৪]

(দ) খুরাসানঃ

‘আলী ইব্নুল-হাসান ইব্ন শাকীক (রহ.) [মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.], ‘আবদান (রহ.) [মৃ. ২২১ হি./৮৩৫ খ্রি.], মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (রহ.), মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.) [মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.], ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বাশীর (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন আবান (রহ.) [মৃ. ২৪৪ হি./৮৫৮ খ্রি.], হাসান ইব্ন সুজা (রহ.), ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা (রহ.), কুতাইবাহ (রহ.) [মৃ. ২৪০ হি./৮৫৫ খ্রি.], আহ্মদ ইব্ন আবিল ওয়ালীদ আল-হানাফী (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রহ.) [মৃ. ২২৬/৮৪০ খ্রি.], বিশর ইব্নুল-হাকাম (রহ.), ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.) (মৃ. ২৩৭-৩৮/৮৫১-৫২ খ্রি.), মুহাম্মদ ইব্ন রাফী‘ (রহ.) [মৃ. ২৪৫ হি./৮৫৯ খ্রি.][৭৫] প্রমুখ।

(থ) জাযীরাহঃ

আহ্মদ ইব্ন ‘আব্দুল মালিক আল-হারানী (রহ.), আহ্মদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-হারানী (রহ.), ‘আমর ইব্ন খাল্লাফ (রহ.), ইসমা‘ঈল ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ আর-রাকী (রহ.) প্রমুখ হাদীস বিশারদগণের নিকট হতে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।[৭৬] তিনি কায়সারিয়্যাহ, হিম্সসহ আরও বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন।[৭৭]

এ ছাড়া আরও যে সমস্ত শিক্ষকদের নিকট থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের নাম: মুহাম্মদ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ আল-আনসারী (রহ.), ‘আলী ইব্ন আইয়াশ (রহ.) [মৃ. ২১৯ হি./৮৩৪ খ্রি.], ইমাম ইব্ন খালিদ (রহ.), আবূ মিসহাব ‘আব্দুল্লাহ্ (রহ.), ‘আবুল আ‘লা ইব্ন মিসহাব (রহ.) [মৃ. ২১৮ হি./৮৩৩

---

[৭৩] **আবুল ইয়ামান আল-হাকাম ইব্ন নাফি‘ আল-হিম্সী (রহ):** তাঁর পুরো নাম আবুল ইয়ামান আল-হাকাম ইব্ন নাফি‘ আল-হিম্সী আল-বাহ্রানী (রহ.)। তিনি হাদীসে নববী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাফিজ ও হুজ্জাত ছিলেন। হাদীস রিওয়াইয়াতে তাঁর বিশ্বস্ততা ছিল আকাশচুম্বী। তিনি দামিশ্কের হিম্স নগরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম আহ্মদ ইব্ন মু‘ঈন (রহ.) ইমাম দারিমী (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.) সহ বহু হাদীস বিশারদ তাঁর থেকে হাদীস রিওয়াইয়াত করেছেন। এই খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ২২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. *সিয়ারু আ‘লামিন-নুবালা’,* প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯-৩২৫; *আত্-তারীখুল কাবীর,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।

[৭৪] *তাহযীবুল-আসমা’ ওয়াল-লুগাত,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২; *‘আওনুল-বারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[৭৫] *তাহযীবুল-আসমা’ ওয়াল-লুগাত,* প্রাগুক্ত; অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

[৭৬] *তাহযীবুল-আসমা’ ওয়াল-লুগাত,* প্রাগুক্ত; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[৭৭] *তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক,* ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫০; *‘আওনুল-বারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

খ্রি.], আবূ আইয়ূব সুলায়মান ইব্ন বিলাল (রহ.), 'আলী ইব্নুল-মাদীনী [জ. ১৬১ হি./৭৭৭ খ্রি.-মৃ. ২৩৪ হি./৮৪৮ খ্রি.] (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (রহ.) [মৃ. ২৩৩ হি./৮৪৭ খ্রি.], আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ (রহ.) [মৃ. ২৩৫ হি./৮৪৯ খ্রি.], মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয-যাহলী (রহ.) [মৃ. ২৫৮ হি./৮৭১ খ্রি.], 'উসমান ইব্ন আবী শায়বাহ (রহ.) [মৃ. ২৩৯ হি./৮৫৩ খ্রি.], আবূ হাতিম রাযী (রহ.), 'আবদ ইব্ন হুমায়দ (রহ.) (মৃ. ২৪৯ হি./৮৬৩ খ্রি.), আমিদ ইব্ন নাফরাদ (রহ.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আমালী, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই আল-খাওয়ারিযিমী (রহ.) [মৃ. ২৯০ হি./৯০২ খ্রি.] ও হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ কুবাইলী (রহ.) প্রমখ।

ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকদের স্তর বিন্যাস

ইমাম বুখারী এর শিক্ষকগণকে নিম্নোক্ত পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা-

এক. তাবি' তাবি'ঈন। যেমন, মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আনসারী (রহ.), মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম [মৃ. ২১৪ হি.] (রহ.),'ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা [মৃ. ২১৩ হি.] (রহ.) প্রমুখ।

দুই. ঐ সকল তাবি' তাবি'ঈন যাঁরা কোন গ্রহণযোগ্য তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। যেমন, আদম ইব্ন আবী 'আয়াস [মৃ. ২২১ হি.] (রহ.), সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (রহ.), আবূ আইয়ূব ইব্ন সুলায়মান (রহ.) ও আবূ মুসহির (রহ.) প্রমুখ।

তিন. তাঁর এমন শায়খ যারা তাবি' তাবি'ঈনদের মধ্য হতে বড় বড় হাদীস বিশারদ থেকে হাদীস শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- সুলায়মান ইব্ন হার্ব (রহ.), নুয়াইম ইব্ন হাম্মাদ (রহ.), আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.) ও কুতায়বাহ্ ইব্ন সা'ঈদ (রহ.)।

চার. সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব। ইমাম বুখারী (রহ.) যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহলী (রহ.), আবূ হাতিম রাজী (রহ.) ও 'আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহ.) প্রমুখ।

পাঁচ. সমসাময়িক ছাত্রবৃন্দ। তিনি কোন কোন সময় তাঁর ছাত্রদের নিকট থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাম্মাদ আমলী (রহ.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস খাওয়রিযিমী (রহ.) ও হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ কবানী (রহ.)।

একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাদীসের একজন যুগশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা মহান পণ্ডিত। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ অনুসারী ও সুন্নাহ্-র বাস্তব অনুশীলনকারী ছিলেন। তিনি এক রাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছেন যা প্রমাণ করে যে, হাদীসের চর্চায় ব্রত হয়ে এ ধরাধামে চির ভাস্বর হওয়ার এক অপূর্ব সুযোগ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

একবার তিনি রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন যে, মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ মুবারকে মাছি বসে আছে, আর ইমাম বুখারী (রহ.) সেই মাছিগুলোকে পাখা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। মুহাদ্দিসিনে কিরাম এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলেন যে, আপনি অনাগত ভবিষ্যতে 'ইল্মি হাদীসের খিদমত করবেন তথা ভূল হাদীসসমূহকে চিহ্নিত করে তার মূলোৎপাটন করে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের সঙ্কলন করবেন।[৭৮] কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখা মূলত তাঁকেই দেখা। হাদীস শরীফে এসেছে- من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي.

'যে আমাকে স্বপ্নে দেখল মূলত সে আমাকেই দেখল; কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।'[৭৯]

---

[৭৮] অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[৭৯] ***সহীহ মুসলিম,*** হাদীস নং ২২৬৬।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম বুখারী (রহ.) সারা জীবন হাদীস সঙ্কলনের এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন। এ মহান দায়িত্ব পালনে তিনি যে পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁর কোন নজীর এ পৃথিবীর সোনালী ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি শুধুমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য; আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি হয়েছেন পৃথিবীর মাঝে অনন্য ও অসাধারণ।

কর্মজীবন

ইমাম বুখারী (রহ.) মাত্র সতের বছর বয়সে শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করেন। আঠার বছর বয়সে পদার্পণ করার পূর্বেই লোকেরা তাঁর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার লক্ষে যাতায়াত করতে শুরু করে। তিনি ইল্‌মি হাদীসের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ছাত্র তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে আরম্ভ করে। তিনি যখন শিক্ষাদান শুরু করেন, তখন তাঁর মুখে দাড়িই গজায়নি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী হাতিম (রহ.) বলেন, আমি হাশিদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (রহ.) এবং আরো একজন থেকে শুনেছি, তাঁরা উভয়েই বলেন,

كَانَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِالبَصْرَةِ يَعْدُونَ خَلْفَ البُخَارِيِّ فِي طلبِ الحَدِيْثِ، وَهُوَ شَابٌّ حَتَّى يغلِبُوهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُجْلِسُوهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ، فيجتمعُ عَلَيْهِ أُلوفٌ أَكْثَرُهُم مِمَّنْ يَكْتُبُ عَنْهُ. قَالاَ: وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ شَابّاً لَمْ يخرجْ وَجْهُهُ.

'বসরার জ্ঞানীগণ হাদীস অন্বেষণে ইমাম বুখারী (রহ.) এর পিছনে দৌঁড়িয়ে বেড়াতেন। তারা তাঁকে বাধ্য করতেন এবং রাস্তায় বসিয়ে তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন। হাজার হাজার লোক তাঁর নিকট জড়ো হতো। তাদের অধিকাংশই তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তারা বলেন, সে সময়ে আবূ 'আব্দিল্লাহ্ (রহ.) ছিলেন যুবক, তখনও তাঁর মুখে দাড়ি গজায়নি।'[৮০]

খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) [মৃ. ৪৬৩ হি.] তাঁর সনদে আহ্‌মদ ইব্‌ন আল-মিনহাল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ বকর আল-আ'য়ূন (রহ.) বর্ণনা করেন, আমরা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর দরজায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (রহ.) থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। এমতাবস্থায় তাঁর মুখমণ্ডলে একটি শ্মশ্রুও ছিল না। আহ্‌মদ (রহ.) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার বয়স তখন কত বছর? তিনি বললেন সতের বছর।[৮১]

খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) [মৃ. ৪৬৩ হি.] তাঁর সনদে ইউসুফ ইব্‌ন মূসা আল-মিরওয়ারুযী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বসরার জামি' মসজিদে অবস্থান করেছিলাম, হঠাৎ এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দিতে শুনলাম, হে আহ্‌লুল-ইল্‌ম! মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) আগমন করেছেন। তখন লোকেরা তাঁর অন্বেষণে দণ্ডায়মান হয় এবং আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আমরা এমন এক যুবককে একটি পিলারের পশ্চাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেলাম, যাঁর দাড়িতে কোন শুভ্রতা ছিল না। তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল এবং হাদীস বর্ণনার একটি মজলিশ আয়োজনের জন্য অনুরোধ জানালো। তখন তিনি তাদের অনুরোধে সাড়া দিলেন।[৮২] ইত্যবসরে ঘোষণাকারী দ্বিতীয়বার

---

[৮০] *সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা'*, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭।

[৮১] মূল আরবী:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ قَالَ: كتبنَا عَنِ البُخَارِيِّ عَلَى بَابِ مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ الفِرْيَابِيِّ، وَمَا فِي وَجْهِهِ شَعْرَةٌ. فقُلْنَا: ابْنُ كَمْ أَنْتَ؟ قَالَ: ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা'*, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪০১।

[৮২] মূল আরবী:

سمعت يوسف بن موسى المروروذي يقول: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم قد قدم مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري فقاموا في طلبه، وكنت معهم فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الأسطوانة فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به، وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء فأجابهم.

দণ্ডায়মান হলেন এবং বসরার জামি' মসজিদে ঘোষণা দিলেন, আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) আগমন করেছেন। আমরা তাঁকে হাদীস বর্ণনার মজলিশ অনুষ্ঠানের অনুরোধ করায় তিনি আগামীকাল ওমুক স্থানে হাদীস বর্ণনার মজলিশ অনুষ্ঠানের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। রাবী বলেন,

فلما أن كان بالغداة حضر الفقهاء و المحدثون و الحفاظ و النظار حتى اجتمع قريب من كذا و كذا ألفا.

'পরবর্তীতে দিবসের সকাল বেলায় ফকীহ, হাদীস শাস্ত্রবিদ, হাদীসের হাফিয এবং সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ মজলিশে উপস্থিত হন, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এত এত হাজার।'[৮৩]

এরপর আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) হাদীস বর্ণনার উদ্দেশ্যে উপবিষ্ট হলেন এবং হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে বললেন।'[৮৪]

يا أهل البصرة أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل قال بقى الناس (متعجبين) من قوله، ثم أخذ في الإملاء.

'হে বসরাবাসী! আমি একজন যুবক। আর আপনারা আমাকে আপনাদের কাছে হাদীস বর্ণনার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি আপনাদের এমন হাদীস বর্ণনা করে শুনাবো যেগুলো আপনাদের দেশের অধিবাসীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে আপনারা পরিপূর্ণরূপে ফায়দা হাসিল করবেন। তাঁর বক্তব্য শুনে লোকেরা আশ্চার্যান্বিত হয়ে পড়ল। অত:পর তিনি হাদীস বর্ণনা শুরু করেন। হাফিয সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ জাযরাহ (রহ.) বলেন:[৮৫]

كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يَجْلِسُ بِبَغْدَادَ، وَكُنْتُ أَستملِي لَهُ، وَيجتمعُ فِي مَجْلِسِهِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِيْنَ أَلْفاً.

'ইমাম বুখারী (রহ.) বাগদাদে হাদীস বর্ণনার জন্য বসতেন, আমি হাদীস বর্ণনার মসলিশের ব্যবস্থা করতাম। তাঁর মসলিশে বিশ হাজারের অধিক লোক সমবেত হতো।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন আসিম (রহ.) বর্ণনা করেন,[৮৬]

كان للبخاري ثلاثة مستلمين واجتمع في مجلسه أكثر من عشرين.

'ইমাম বুখারী (রহ.) এর তিনটি হাদীসের মজলিশ ছিল। তাঁর মজলিশে বিশ হাজারের অধিক সংখ্যক লোক সমবেত হতো।'

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারী (রহ.) খুব কম বয়সেই 'ইল্‌মি হাদীসে পাণ্ডিত্য হাসিল করতে সক্ষম হয়েছেন। অতি অল্প সময়েই তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করেন এবং হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কে দুটি মতামত পাওয়া যায়।

এক. তাঁর সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার।

দুই. এক লক্ষ। তদানীন্তন সময়ের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অন্যতম হলেন:

০১. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আবুল-হাসান আল-কুশায়রী আন-নিসাপুরী (রহ.), [জ. ২০৪ হি./৮২০ খ্রি.-মৃ. ২৬১ হি./৮৭৫ খ্রি.]।

০২. আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রহ.), [জ. ২০৯ হি./৮২৪ খ্রি.-মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.]।

দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা'*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৮।

[৮৩] ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

[৮৪] *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা'*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৮।

[৮৫] *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা'*, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; *তারীখুল ইসলাম,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

[৮৬] *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল-লুগাত,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।

০৩. আবূ ‘আব্দির রহমান আহ্মদ ইব্ন শুয়াইব ইব্ন ‘আলী আল-খুরাসানী আন্-নাসাঈ (রহ.), [জ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.-মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫ খ্রি.]।
০৪. আবূ হাতিম সালিহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.) ।
০৫. আবূ জার্‌রাহ ইব্ন খুযায়মাহ (রহ.) ।
০৬. মুহাম্মদ ইব্ন নাসির মারওয়াযী (রহ.) [মৃ. ২৯৪ হি./৯০৬ খ্রি.]।
০৭. আবূ ‘আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ফিরবারী (রহ.), [মৃ. ৩২০ হি./৯৩২ খ্রি.]।
০৮. ইব্ন জাযবাতার হাফিয (রহ.)।
০৯. মুহাম্মদ ইবন্ ‘আব্দুল্লাহ্ মাতীন (রহ.), [মৃ. ২৯৭ হি./৯০৯ খ্রি.]।
১০. আবূ যুর‘আহ আহ্মদ ইব্নুল-হুসাইন ‘আলী ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাকাম (রহ.), [৩৭৫ হি./৯৮৫ খ্রি.]।
১১. আবূ ‘ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আল-হারুভী আল-ইমাম (রহ.), [মৃ. ২৮৫ হি./৮৯৮ খ্রি.]।
১২. সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ জাযরাহ আল-হাফিয (রহ.)।
১৩. আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্ (রহ.), [জ. ২২৩ হি./৮৩৭ খ্রি.-মৃ. ৩১৩ হি./৯২৩ খ্রি.]।
১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা‘ঈদ (রহ.)।
১৫. আবূ ‘আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (রহ.)।
১৬. সা‘ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (রহ.), [জ. ১৪৪ হি./৭৬১ খ্রি.-মৃ. ২৪৪ হি. /৮৫৮ খ্রি.]।
১৭. আবূ ‘আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন নাসির (রহ.), [জ. ২০২ হি./৮১৭ খ্রি.-মৃ. ২৯৪ হি. /৮৫৮ খ্রি.]।
১৮. হাফিজ ইব্রাহীম ইব্ন মাকাল ইব্নুল-হাজ্জাজ আন-নাসাফী (রহ.), [মৃ. ২৯৪ হি./৯০৬ খ্রি.]।
১৯. হাফিজ হাম্মাদ ইব্ন শাকির আন্-নাসাভী (রহ.), [মৃ. ৩১১ হি./৯২৩ খ্রি.]।
২০. আবূ তালহা মানসূর ইব্ন ‘আলী কারীনা আল-বাযদূভী (রহ.), [মৃ. ৩২৯ হি./৯৪০ খ্রি.]।
২১. হাশিদ ইব্ন ইসমা‘ঈল[৮৭] (রহ.), [মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪ খ্রি.]।
২২. মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (রহ.)।
২৩. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ফারিস (রহ.)।
২৪. মাহমূদ ইব্ন ‘আন্‌বার ইব্ন ইগনাম ইব্ন হাবীব আন-নাসাফী (রহ.)।
২৫. আহ্মদ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন মালিক (রহ.)।
২৬. আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল-জালীল (রহ.)।
২৭. ইসহাক ইব্ন আহ্মদ ইব্ন খাল্লাফ আল-বুখারী (রহ.)।
২৮. জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আন্-নিসাপূরী (রহ.)।
২৯. জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাত্তান (রহ.)।
৩০. হাশিদ ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ্ (রহ.)।
৩১. হাসান ইব্নুল-হুসাইন আল-কাযাযী আল-বুখারী (রহ.)।
৩২. হুসাইন ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-মাহামিলী (রহ.)।
৩৩. হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ‘উবায়দ আল-‘ইজলী (রহ.)।
৩৪. সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আসাদী (রহ.)।
৩৫. ইউসুফ ইব্ন রায়হান (রহ.)।

---

৮৯ আবূ জা‘ফর আল-মাসনাদী (রহ.) বলেন, আমাদের মধ্যে হাফিযুল হাদীস তিনজন। এক. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.), দুই. হাশিদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.), তিন. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাহ্ল (রহ.)। দ্র. ***তাযকিরাতুল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০। মূল আরবী:

(تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/ ١١٠)

قال غنجار في تاريخ بخارى: حدثنا سهل بن عثمان السلمي سمعت علي بن منصور سمعت أبا حامد بن عيسى المخلوق سمعت العباس بن سورة سمعت أبا جعفر المسندي يقول: حفاظنا ثلاثة، مُحَمَّد بن إسماعيل وحاشد بن إسماعيل ويحيى بن سهل .

৩৬. ইউসুফ ইব্ন মূসা (রহ.)।
যাদের মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহ.) এর সহীহুল বুখারী-র ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তাঁদের সংখ্যা প্রধানত চারজন।

এক. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ফিরবারী (রহ.) [মৃ. ৩২০ হি./৯৩২ খ্রি.]।

দুই. হাফিজ ইব্রাহীম ইব্ন মাকাল ইব্নুল-হাজ্জাজ আন-নাসাফী (রহ.) [২৯৪ হি./৯০৬ খ্রি.]।

তিন. হাফিজ হাম্মাদ ইব্ন শাকির আন-নাসাভী (রহ.) [মৃ. ৩১১ হি./৯২৩ খ্রি.]।

চার. আবূ তালহা মানসূর ইব্ন 'আলী কারীনা আল-বাযদূভী (রহ.) [মৃ.৩২৯ হি./৯৪০ খ্রি.]।
উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মাধ্যমেই সহীহ-আল-বুখারী-র হাদীসসমূহ অনেক বেশী প্রসার লাভ করেছে।

রচনাবলী

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবর্গের ইর্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। তারা তাঁর বিপক্ষে বহু ফিতনা-ফাসাদের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্ব-মুসলিমের জন্য রেখে গেছেন ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে বেশ কতগুলো অমূল্য ও বিরাট গ্রন্থ। তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থাবলীর মধ্যে দু'টি গ্রন্থ বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। তাঁর একটি 'সহীহ আল-বুখারী' হাদীস সঙ্কলন এবং অপরটি 'আত্-তারীখুল কাবীর'। ইমাম বুখারী (রহ.) এর সঙ্কলিত গ্রন্থাবলীর নাম নিম্নরূপ:

আল-জামি'উস-সহীহ (الجامع الصحيح):

এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ও অনবদ্য অবদান। হাদীস শাস্ত্রের এই বিশ্বস্ত ও বৃহৎ গ্রন্থটি সম্পর্কে পরবর্তী মনীষীদের একটি উক্তি উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (রহ.), [মৃ. ৮৫৫ হি./১৪৫১ খ্রি.] বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'আলিমকুল এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মহান আল্লাহর কালাম মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের পরই সহীহ আল-বুখারী-র স্থান।

কাযায়াস-সাহাবাতি ওয়াত-তাবি'ঈন (قضايا الصحابة و التابعين):

ইমাম বুখারী (রহ.) ১৮ বছর বয়সে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ 'আলিমগণকে চমক লাগিয়ে দেন। এ গ্রন্থটিই তিনি প্রথম রচনা করেন। তারপর তিনি 'আত্-তারীখুল কাবীর' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন।[৮৮]

আত্-তারীখুল-কাবীর (التاريخ الكبير)

এটি ইমাম বুখারী (রহ.) এর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থটি মদীনায় মসজিদে নববীতে মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফের পাশে বসে চাঁদের আলোতে সঙ্কলন করেন। এ গ্রন্থে তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হতে তাঁর যুগ পর্যন্ত চল্লিশ হাজার রাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কে নিজেই বলেন:[৮৯]

فلمّا طعنتُ فِي ثمان عشرة سنة جعلتُ أُصنِّف قضايا الصَّحابة والتّابعين وأقاويلهم، وذلك أيّام عُبَيْد الله بْن مُوسَى. وصنّفتُ كتاب "التّاريخ" إذ ذاك عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّيالي المقْمرة.

'যখন আমি আঠার বছর রয়সে উপনীত হই, তখন সাহাবী ও তাবি'ঈনগণের বিচার-ফায়সালা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করি। অত:পর আমি মদীনাতুল-মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর শরীফের নিকটে বসে 'আত্-তারীখুল-কাবীর' গ্রন্থ রচনা করি। আর আমি চন্দ্রদীপ্ত রজনীতে এই লিখনীর কাজ করতাম।' এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে:

---

[৮৮] ***মুকাদ্দামাতু ফাত্হিল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১-৪৯২; অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।
[৮৯] ***সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; ***তারীখুল ইসলাম,*** প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

Al-Bukhari wrote his T'arikh, which gives biographics of the men whose names appear in isnads.[৯০]

'ইল্‌ম ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইমাম ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহি (রহ.) এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে এ গ্রন্থটিকে 'যাদু' নামে আখ্যায়িত করেন। বুখারার শাসক খালিদ ইব্‌ন আহ্‌মদ যুহলীও এ গ্রন্থের পাঠ ইমাম বুখারী (রহ.) এর মুখে শুনার জন্য জোর আবেদন জানিয়েছিলেন। এ গ্রন্থটি হায়দারাবাদ থেকে ১৯৪১-১৯৪৫ সনে ৪ খণ্ডে এবং ১৯৬৩ সনে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৯১]

আত্‌-তারীখুল-আওসাত (التاريخ الأوسط):

এটি মধ্যম আকারের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।[৯২]

আত-তারীখুস-সাগীর (التاريخ الصغير):

এটি রিজালুল-হাদীস সম্পর্কিত একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে সনানুক্রমিকভাবে রাবীগণের জীবনী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এটি 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দির রহমান আল-আশকার বর্ণিত সুনানের আলোকে সুবিন্যস্ত একটি ছোট গ্রন্থ। মজার বিষয় হল এটি ভারতের হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৪ হিজরী এবং আহ্‌মদাবাদ থেকে ১৩২৫ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৯৩]

আল-আদাবুল-মুফরাদ (الأدب المفرد):

এটি রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার ব্যবহারের আলোচনা সংক্রান্ত একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ভূপালের প্রখ্যাত মনীষী ও অগণিত গ্রন্থ প্রণেতা নাওয়াব সিদ্দিকী হাসান খাঁ (রহ.) [মৃ.১৩০৭ হি./১৮৯০ খ্রি.] এর একখানা পূর্ণাঙ্গ ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। শুধু তা-ই নয় শায়খ 'আব্দুল গাফ্‌ফার (রহ.) একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন। ইস্তাম্বুল থেকে ১৩০৬ হিজরী, কায়রো থেকে 'আল্লামা মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকীর সম্পাদনা সহ ১৩৪৬ হিজরীতে এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৯৪]

হাফিজ 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান আদ্‌-দারিমী তাঁর কিতাব লিখক ইসহাককে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে 'আব্দুল্লাহ্‌ ইমাম বুখারী-র আল-আদাবুল মুফরাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। অত:পর বললেন, তুমি কিতাবটি নিয়ে আস, যেন আমি তা দেখতে পারি। অত:পর তিনি আমার থেকে কিতাবটি নিলেন এবং তিন মাস তাঁর কাছে রাখলেন। অত:পর যখন বললাম কোন সমস্যা বা দুর্বল হাদীস পেয়েছেন? তিনি বললেন, সহীহ হাদীস ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) মানুষের কাছে অন্য হাদীস পাঠ করেন না। আমি বলি, সহীহ হওয়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, ইমাম বুখারী (রহ.) এই কিতাব লেখার ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার জন্য শর্তারোপ করেননি। যেমনটি জামিউস-সহীহ তথা সহীহ আল-বুখারী-র ক্ষেত্রে করেছেন। সুতরাং এই কিতাবের অধিকাংশ হাদীস সহীহ ও হাসান। এতে দুর্বল হাদীসের সংখ্যা একেবারেই কম। ফাদলুল্লাহিস সামাদ ফী তাওযীহিল-আদাবিল মুফরাদ নামে এই কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন ফাদলুল্লাহ্‌ হায়দারাবাদী (রহ.)। এছাড়াও দুটি ব্যাখাগ্রন্থ রয়েছে।

---

[৯০] J.Robson, ***The Encyclopedia of Islam***, v-1, p-1296.

[৯১] ***তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবিয়্যি,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৫৭; ***আস্‌-সিহাহ আস-সিত্তাহ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮; অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

[৯২] ***তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবিয়্যি,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

[৯৩] প্রাগুক্ত।

[৯৪] প্রাগুক্ত।

খালকু আফআ'লিল-'ইবাদ (خلق أفعال العباد):

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম যুহলী (রহ.) এর মাঝে খালকুল-কুরআন বিষয়ে যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে খালকুল-কুরআন বিষয়ে সৃষ্ট সমাধান প্রদান করা হয়েছে। সাহাবী ও তাবিঈগণের অনুসৃত রীতি-নীতি হিসেবে 'বাতিল ফিরকাহ' সমূহের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি শামসুল হক আযীমাবাদীর সম্পাদনা সহ ১৩০৬ হিজরীতে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

রফ'উল ইয়াদাইন (رفع اليدين):

এটি নামাযে হাত উত্তোলন সম্পর্কিত তাঁর বিরল গ্রন্থ। এতে হাত উত্তোলনের বিপক্ষ রিওয়ায়াতগুলো অতি সূক্ষাতিসূক্ষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি কলিকাতা থেকে ১২৫৬ এবং দিল্লী থেকে ১২৯৯ হিজরীতে উর্দূ অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়।[৯৫]

কিতাবুদ-দু'আফাইস্-সাগীর (كتاب الضعفاء الصغير):

এ গ্রন্থটিতে হাদীসের দূর্বল রাবীগণের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি হায়দারাবাদ ডিকান থেকে ১৩২৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৯৬]

কিতাবুল-কুনা (كتاب الكنى):

এটি রাবীগণের নামের কুনিয়াত সম্পর্কিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে হাদীসের এক হাজার রাবীর কুনিয়াত সম্পর্কে সবিস্তারে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ১৩৬০ হিজরীতে হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।[৯৭]

আল-'আকিদাহ আও আত্-তাওহীদ (العقيدة أو التوحيد):

এটি আকীদা ও তাওহীদ বিষয়ক গ্রন্থ।

আত্-তাওয়ারীখ ওয়াল-আনসাব (التواريخ و الأنساب):

কিতাবুর্-রিকাক (كتاب الرقاق):

হাজী খলীফা (রহ.) সঙ্কলিত কাশফুয-যুনুনে এর উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহ.) স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থানে এ হাদীস গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল-'ইলাল (كتاب العلل):

এ গ্রন্থটিতে হাদীসের দোষ-ত্রুটি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

বিররুল-ওয়ালিদাইন (بر الوالدين):

এ গ্রন্থে পিতা-মাতার প্রতি সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কিতাবুল-আশরিবাহ (كتاب الأشربة):

ইমাম আবুল হাসান দারা কুত্বনী (রহ.), (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খ্রি.) তাঁর 'আল-মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ' নামক গ্রন্থে এ কিতাবটির নাম উল্লেখ করেছেন।

---

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

[৯৬] *মু'জামুল-মাতবু'আহ্,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[৯৭] *তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবিয়্যি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

আল-মুসনাদুল কাবীর (المسند الكبير):

এ কিতাবটি মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ফিরবারী (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন।[৯৮] তবে এ গ্রন্থটির বিস্তারিত বিবরণ বা আলোচনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

আত্-তাফসীরুল-কাবীর (التفسير الكبير):

ইমাম বুখারী (রহ.) এর অন্যতম ছাত্র 'আল্লামা ফিরবারী (রহ.) এ গ্রন্থটি সম্পাদন করেছেন।

কিতাবুল-হিবাহ (كتاب الهبة):

মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম আল-ওয়ার্‌রাক (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে আবূ 'আব্দিল্লাহ্ কিতাবুল-হিবাহ পাঠ করেছেন। ওকী' (রহ.) এর কিতাবুল-হিবাহ এর মধ্যে দুই বা তিনটি সনদযুক্ত হাদীস রয়েছে। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল-মুবারকের কিতাবে রয়েছে পাঁচটি হাদীস। আর ইমাম বুখারী (রহ.) এ কিতাবটিতে পাঁচশত কিংবা তাঁর চেয়েও বেশি হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৯৯]

আসামিস-সাহাবাহ (اسامي الصحابة):

'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) তাঁর কিতাব "الإصابة في تمييز الصحابة" এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, ওলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা সাহাবায়ে কিরামের নাম ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কলম ধরেছেন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.)। তাঁর থেকে আবুল কাসিম বাগাভী (রহ.) এবং অন্যান্যরা নকল করেছেন।[১০০]

খায়রুল-কালাম ফিল-কিরা'আতি খাল্‌ফাল-ইমাম (خير الكلام في القرأة خلف الإمام):

এ গ্রন্থে নামাজে ইমামের পিছনে মুক্তাদী কর্তৃক সূরা আল-ফাতিহা পঠনের দালীল-প্রমাণাদির সূক্ষ্ম আলোচনা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই কিতাবের মধ্যে তিনি ইমামের পিছনে কিরাত পড়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। বিরূদ্ধবাদীদের নাম উচ্চারণ ব্যতিরেক তাদেরকে রদ করেছেন।[১০১]

কিতাবুল-ওয়াহ্‌দান (كتاب الوحدان):

এ গ্রন্থে এমন সাহাবীদের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাদের থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যে সকল সাহাবী জীবনে মাত্র একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কিতাবুল-মাবসূত (كتاب المبسوط):

'আল্লামা খালীলী আবুল হাসান মাহীর ইব্ন সুলাইম (রহ.) এর জীবনীতে বর্ণনা করেন যে, মুকসীর ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে (المبسوط) গ্রন্থ বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী প্রণয়নের পূর্বে বাব ভিত্তিক হাদীস একত্র করেন। পরবর্তীতে তা থেকে সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলন করেন। খলীলী তাঁর 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে এ কিতাবের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন।[১০২]এ কিতাবে উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে গবেষণা করে ফিক্‌হী মাস'আলা সাজানো হয়েছে।[১০৩]

---

[৯৮] *আল-ফাওয়ায়িদুদ-দুরারী ফী তরজমাতিল-ইমাম বুখারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

[৯৯] *খতমে বুখারী স্মারক,* (ঢাকা: দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডিসেম্বর-২০১৫), পৃ. ১০৮।

[১০০] প্রাগুক্ত ।

[১০১] ড. রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩; *খতমে বুখারী স্মারক,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

[১০২] *আল-ফাওয়ায়িদুদ-দুরারী ফী তরজমাতিল-ইমাম বুখারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

[১০৩] *সীরাতে ইমাম বুখারী,* পৃ. ২৯৯; *খতমে বুখারী স্মারক,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

কিতাবুল-ফাওয়া'ইদ (كتاب الفوائد):

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ গ্রন্থটির কথা তাঁর আল-জামি' গ্রন্থের كتاب المناقب এ উল্লেখ করেছেন।[১০৪]

বন্দেগী, ইখলাস ও পরহেযগারী

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন 'আবিদ, যাহিদ মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তি। 'রমযানের প্রথম রাত আগমনের সাথে সাথে সঙ্গীগণ তাঁর নিকট এসে ভীড় জমাতেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে জামা'আতে নামাজ আদায় করতেন এবং প্রত্যেক রাক'আতে বিশ আয়াত করে তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তিনি রমযানুল মুবারকে নামাজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনুল-কারীমের খতম করতেন। তিনি সাহ্‌রীর সময় অর্ধেক থেকে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন এবং তৃতীয় রজনীতে সাহ্‌রীর সময় খতম করতেন। আর তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন; যা ইফতারের সময় সম্পন্ন হতো। তিনি বলতেন, عند كل ختم دعوة مستجابة. 'প্রত্যেক খতমের সময় দু'আ কবুল হয়।[১০৫] আবূ বকর মুনীর (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন:[১০৬]

أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا.

'আমি আশা পোষণ করছি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো যে, আমি কারো গীবত করেছি এ হিসাব আমাকে দিতে হবে না।'

ইমাম বুখারী (রহ.) আরো বলেন, مَا اغتبت أحدا قطّ مُنْذُ علمت أَن الْغَيْبَة حرَام .

'গীবত হারাম জানার পর থেকে আমি কখনো কারো গীবত করিনি।[১০৭]

ইমাম বুখারী (রহ.) এর উল্লিখিত বক্তব্যটি উপস্থাপন করার পর ইমাম শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (রহ.) বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তাঁর জরহ-তা'দীল সম্পর্কিত অভিমতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, সর্বসাধারণের ব্যাপারে তাঁর ধারণা কেমন ছিলো? এবং যাদেরকে তিনি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রতি তিনি কেমন ইনসাফ করেছেন। কেননা বহুক্ষেত্রেই তিনি সমালোচনায় বলেছেন, منكر الحديث (অমুক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার বা অপরিচিত), سكتوا عنه (তার সম্পর্কে সমালোচনাকারীরা নিশ্চুপ রয়েছেন) فيه نظر (তার হাদীসে সমালোচনার সুযোগ রয়েছে)। তিনি কারো সম্পর্কে খুব কমই বলেছেন যে, فلان كذاب (অমুক ব্যক্তি মিথ্যাবাদী), أو كان يضع الحديث (অথবা তিনি হাদীস রচনা করতেন) অথচ তিনি বলেন, إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه. 'আমি যখন কারো সম্পর্কে বলি, অমুকের হাদীসে সমালোচনা রয়েছে, তখন তিনি সাংঘাতিকভাবে তুহমতযোগ্য।' এ আলোচনার পর 'আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.) বলেন, তাঁর বক্তব্য ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا. এর অর্থ এটাই। আর আল্লাহর শপথ! এটা তাঁর একান্ত পরহেযগারী।[১০৮]

---

[১০৪] ড. শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[১০৫] মূল আরবী:

كان مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلى بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال، وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة، وتكون ختمة عند الإفطار كل ليلة ويقول: عند كل ختم دعوة مستجابة . تاريخ بغداد ت بشار (٢/ ٣٣١)

[১০৬] *তাহযীবুল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল,* প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

[১০৭] *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০।

[১০৮] *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯-৪৪১।

মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম আল-ওয়াররাক (রহ.) বলেন, আমি শুনেছি ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, لاَ يَكُوْنُ لِي خصمٌ فِي الآخِرَةِ. আখিরাতে আমার সাথে কোন ঝগড়াকারী হবে না।

আমি তখন তাকে বললাম, কোন কোন লোক আপনার "كتاب التاريخ" প্রসঙ্গে আপনার নিকট প্রতিশোধ নিতে চাইবে। তারা বলবে, তাতে লোকদের গীবত করা হয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি এসব মন্তব্য অন্যদের নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছি, আমার নিজের পক্ষ থেকে বলিনি।

মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম আল-ওয়াররাক (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) সাহ্‌রীর সময় ১৩ তের রাক'আত নামায পড়তেন। কিন্তু প্রতি রাতে তিনি আমাকে জাগ্রত করতেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি নিজেই কষ্ট করছেন, আর আমাকে জাগ্রত করছেন না। জবাবে তিনি বললেন, তুমি একজন যুবক, আমি তোমার ঘুম নষ্ট করতে চাইনা।[১০৯]

বকর ইব্ন মুনীর বর্ণনা করেন, এক রাত্রি বেলায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.) নামাযরত ছিলেন। উক্তাবস্থায় তাকে একটি বোলতা দংশন করে। তিনি নামায শেষে বললেন, দেখো তো কি এটি?, যে আমাকে নামাযে কষ্ট দিয়েছে?[১১০]

অপর বর্ণনায় উল্লেখ আছে,

دعي مُحَمَّد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام للتطوع، فأطال القيام، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصى شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده، وكانت آثار الزنبور في جسده ظاهرة فقال له بعضهم: كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها.

তিনি তাঁর কোন শিষ্যের বাগানে যুহর নামাযান্তে নফল নামাযে রত ছিলেন, নামায শেষে তিনি তাঁর জামার পার্শ্ব উঠিয়ে বললেন, দেখ আমার জামার নিচে কি কিছু দেখতে পাচ্ছো? দেখা গেল, একটি বোলতা ষোল কি সতেরটি স্থানে তাঁকে দংশন করেছে এবং তাতে তাঁর শরীর ফুলে যায়। তখন কোন একজন তাঁকে বলল, আপনাকে যখন প্রথম দংশন করেছিল তখন কেন? নামায থেকে বের হলেন না। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি একটি সূরা পাঠে রত ছিলাম এবং তা সমাপ্ত করাকে পছন্দ করেছি।'[১১১]

বকর ইব্ন মুনীর (রহ.) বলেন, আমি আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি জন্মের পর থেকে কোন ব্যক্তির নিকটে এক দিরহামের বিনিময়েও কিছূ খরীদ করিনি। আর না কারো নিকট এক দিরহামের কিছু বিক্রি করেছি। লোকেরা তখন তাঁকে কালি ও কাগজ কিভাবে ক্রয় করেছেন? জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, كنت آمر إنساناً يشتري لي. 'আমি কোন এক ব্যক্তিকে ক্রয় করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতাম, তখন তিনি তা আমাকে ক্রয় করে দিতেন।'[১১২]

ইমাম ইব্ন আবী হাতিম আল-ওয়ার্‌রাক (রহ.) বলেন, আমি যখন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর সাথে যাতায়াত কালে রাতের বেলায় আমরা একই গৃহে অবস্থান করতাম, তবে গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় এর ব্যতয় ঘটতো। আমি তাকে দেখতাম তিনি একই রাত্রিতে পনের থেকে বিশ বার বিছানা ত্যাগ করতেন। যতবার ঘুম থেকে জেগে উঠতেন ততবার কাঠি দিয়ে বাতি প্রজ্বলন করতেন। এরপর হাদীস বের করতেন এবং সেগুলোকে দাগ দিতেন। আবার বিছানায় শয্যাশায়ী হতেন। তিনি সাহ্‌রীর সময়

---

[১০৯] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪; *আত-তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০; *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।

[১১০] মূল আরবী: انظروا أيش هذا الذي أذاني في صلاتي؟ দ্র. *তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক,* ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৭৯।

[১১১] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩; *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০৪।

[১১২] *তাবাকাতুল-হানাবিলাহ,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

তের রাকা'আত নামায আদায় করতেন।[১১৩] ফিরবারী (রহ.) বলেন, আমাকে নাজ্‌ম ইব্‌নুল-ফাযল বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বুদ্ধিমানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি বলেন,[১১৪]

رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في النوم، خرج من قبره، و مُحَمَّد بن إسماعيل خلفه، فإذا خطا خطوة يخطو مُحَمَّد، و يضع قدمه على قدمه، و يتبع أثره.

'আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি তাঁর কবর শরীফ থেকে বের হয়েছেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (রহ.) তাঁর পিছনে রয়েছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কদম উঠাতেন তখনই মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (রহ.) তাঁর পা উঠাতেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কদমের স্থানে তাঁর কদম রাখতেন। এভাবেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন।'

খতীব আল-বাগদাদী তাঁর সনদে ফিরাবরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন أين تريد؟ 'তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম أريد, مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري 'আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর নিকট যেতে ইচ্ছা করছি। তখন তিনি বললেন, اقرأه مني السلام 'তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে দিও'।

ইমাম বুখারী (রহ.) অত্যন্ত পরহিযগার ও মুত্তাকী ছিলেন। দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। আবূ সা'ঈদ বকর ইব্‌ন মুনীর (রহ.) বলেন, একবার জনৈক[১১৫] ব্যক্তি ইমাম বুখারীর নিকট কিছু পণ্য সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী সেগুলো ক্রয়ের তাঁর নিকট গমন করলেন এবং পাঁচ হাজার দিরহাম লাভে তা ক্রয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা রাতের বেলায় ফিরে যাও। পরদিন সকাল বেলায় কিছু অন্য ব্যবসায়ী তাঁর নিকট আগমন করে দশ হাজার দিরহাম লাভে ঐ পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের প্রস্তাব রাখেন। তখন তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং বলেন,[১১৬]

إني نويت البارحة أن أدفع [إلى الذين طلبوا أمس بما طلبوا أول مرة فدفعها] إليهم بما طلبوا- يعني الذين طلبوا أول مرة- ودفع إليهم بربح خمسة آلاف درهم، وَقَالَ: لا أحب أن أنقض نيتي.

'আমি গত রাতে নিয়্যাত করেছি, যারা প্রথম ক্রয় করতে চেয়েছেন, তাদেরকে তাদের প্রস্তাবিত মূল্যেই এ পণ্য সামগ্রী প্রদান করবো। এরপর তিনি তাদের পাঁচ হাজার দিরহাম লাভে সেগুলো প্রদান করলেন এবং বললেন, আমি আমার নিয়্যাত ভঙ্গ করতে পছন্দ করি না।'

খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) তাঁর সনদে 'ওমর ইব্‌ন হাফস আল-আশকার (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা বসরায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর সাথে অবস্থান করে হাদীস লিপিবদ্ধে নিয়োজিত ছিলাম। এরপর কয়েকদিন ধরে তাঁর খোঁজ-খবর না পেয়ে তাঁর অন্বেষণে বের হলাম এবং তাঁকে একটি গৃহে বস্ত্রহীন পেয়েছি। তাঁর নিকট যা ছিল সবই ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিছুই বাকী ছিল না। তিনি বলেন,[১১৭] فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه.

'আমরা তখন জড়ো হলাম এবং তাঁর জন্য কিছু দিরহাম একত্রিত করলাম। অত:পর তাঁর জন্য কাপড় ক্রয় করলাম এবং তা তাঁকে পরিধান করালাম।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী আবী হাতিম (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আহ্‌মদ ইব্‌ন আবী আইয়াস (রহ.) এর নিকট গমন করি। আর তখন আমার খাদ্য সামগ্রী শেষ হয়ে যায়,

---

[১১৩] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০; *আত্‌-তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০।

[১১৪] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০; *আত্‌-তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১; *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০।

[১১৫] *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা,* গ্রন্থে এ ব্যক্তিকে ইমাম বুখারী (রহ.) এর পুত্র আহ্‌মদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১১৬] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২।

[১১৭] প্রাগুক্ত।

এমনকি আমি তখন ঘাস-পাতা খেতে থাকি; কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কাউকে অবহিত করিনি। এমতাবস্থায় যখন তৃতীয় দিবস তখন আমার নিকট এক ব্যক্তি আগমন করলেন, আমি তাকে চিনি না। তিনি আমাকে দীনারের একটি থলি দিয়ে বললেন,[১১৮] أنفق على نفسك 'এটি তুমি তোমার প্রয়োজনে খরচ কর।'

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন মুসতাজাবুদ্-দা'ওয়াহ (مستجاب الدعوة) বা এমন ব্যক্তি যার দু'আ আল্লাহর নিকট কবূল হতো। মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (রহ.) বলেন, আমি আবূ 'আব্দিল্লাহ্-র নিকট হতে শুনেছি, তিনি বলেন,[১১৯] مَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكُوْنَ بِحَالَةٍ إِذَا دَعَا لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ.

'কোন মুসলিম এমন অবস্থায় থাকা উচিত নয়, যখন সে দু'আ করবে তখন তার দু'আ কবূল হবে না।
এ কথা শুনার পর তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী তাঁকে আমার সামনে বললেন,[১২০]

فَهَلْ تبيَّنْتَ ذَلِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ مِنْ نَفْسِكَ؛ أَوْ جرَّبْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، دعوتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مرَّتينِ، فَاسْتجَابَ لِي، فَلَنْ أُحِبَّ أَنْ أَدْعُوَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَعَلَّهُ يَنْقُصُ مِنْ حسنَاتِي، أَو يُعَجِّلَ لِي فِي الدُّنْيَا. ثُمَّ قَالَ: مَا حَاجَةُ المسْلِمُ إِلَى الكذِبِ وَالبُخْلِ؟!!.

'হে শায়খ! আপনি কি এ বিষয়টি আপনার জীবনে বাস্তবায়িত পেয়েছেন অথবা আপনি কি আপনার জীবনে এটা পরীক্ষা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আমার মহান ও পরাক্রমশালী রবের নিকট দু'বার প্রার্থনা করেছিলাম, তখনই তিনি আমার দু'আ কবূল করেছেন। এরপর থেকে আমি আর দু'আ করতে পছন্দ করি না। এতে হয়ত আমার নেকী হ্রাস পেয়ে যাবে অথবা দুনিয়াতেই আমার নেকীর বিনিময় দিয়ে দেওয়া হবে। অত:পর তিনি বললেন, একজন মুসলিমের মিথ্যা কথন অথবা কৃপণতা প্রয়োজনই বা কি?
ইমাম বুখারী (রহ.) এর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ করে হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ সমরকন্দী (রহ.) বলেন,[১২১]

كَانَ قَلِيْلَ الكَلاَمِ، وَكَانَ لاَ يطمعُ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ. وَكَانَ لاَ يشتغِلُ بِأُمُورِ النَّاسِ، كُلُّ شُغْلِهِ كَانَ فِي العِلْمِ.

'তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, অন্যলোকের লোকের কাছে যা রয়েছে তার প্রতি নির্লোভ এবং অন্যদের কর্মকাণ্ডে তিনি আত্মনিয়োগ করতেন না। বরং তাঁর পূর্ণ আত্মনিয়োগ ছিলো জ্ঞানের অন্বেষণের লক্ষ্যে।

কারামাত

মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (রহ.) তাঁর সনদে গালিব ইব্ন জিবরীল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,[১২২]

فَلَمَّا دَفَنَّاهُ فَاحَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ رَائِحَةٌ غَالِيَةٌ أَطيبُ مِنَ المِسْكِ، فَدَام ذَلِكَ أَيَّاماً، ثُمَّ علَتْ سوَارِيُّ بِيْضٌ فِي السَّمَاءِ مستطيلَةٌ بِحِذَاءِ قَبْرِهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَخْتَلِفونَ وَيتعجَّبُوْنَ.

'আমরা যখন তাঁকে কবরস্থ করলাম তখন তাঁর কবর থেকে মিশকের সুগন্ধি প্রবাহিত হতে থাকে এবং কিছুদিন পর্যন্ত তা সর্বদা বহাল থাকে। অত:পর তাঁর কবর বরাবর আকাশে লম্বাকৃতির এক সাদা রেখা উত্থিত হয়। আর লোকজন তা দেখার জন্য তথায় গমনাগমন করতে থাকে এবং এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তারা আশ্চর্যবোধ করে।

وَأَمَّا التُّرَابُ فَإِنَّهُم كَانُوا يَرْفَعُوْنَ عَنِ القَبْرِ حَتَّى ظَهرَ القَبْرُ، وَلَمْ نكنْ نقدِرُ عَلَى حفظِ القَبْرِ بِالحُرَّاسِ، وَغُلِبْنَا عَلَى أَنفُسِنَا، فنصبنَا عَلَى القَبْرِ خَشَباً مُشَبَّكاً، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ عَلَى الوُصُوْلِ إِلَى القَبْرِ.

---

[১১৮] *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮; ড. শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
[১১৯] প্রাগুক্ত।
[১২০] প্রাগুক্ত।
[১২১] *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯।
[১২২] *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।

অপরদিকে তাঁর কবরের মাটির অবস্থা ছিল এই যে, লোকেরা কবরের মাটি তুলে নিয়ে যেতে থাকে। আর তাতে কবর মাটি শূন্য হয়ে যেত। এমনকি পাহারাদারদের নিয়োগ করেও তা রক্ষা করার শক্তি কারো ছিল না। (এ ঘটনার বর্ণনাকারী গালিব ইব্ন জিবরীল (রহ.) বলেন) এ অবস্থার ফলে আমরা বাধ্য হয়ে তাঁর কবরে কাঠের ঘেরা দাঁড় করে দিয়েছি। যার ফলে আর কেউ কবরের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। [১২৩]

فَكَانُوا يَرْفَعُوْنَ مَا حولَ القَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، وَلَمْ يَكُوْنُوا يخلصُوْنَ إِلَى القَبْرِ، وَأَمَّا رِيْحُ الطِّيبِ فَإِنَّهُ تدَاومَ أَيَّاماً كَثِيْرَةً حَتَّى تَحَدَّثَ أَهْلُ البَلْدَة، وَتعجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ.

পরবর্তীতে তারা চার পাশের মাটি তুলে নিয়ে যেত। তবে কবরের মাটি তুলে নিতে তারা সক্ষম হয়নি। এরপর কবর থেকে প্রবাহিত সুগন্ধি অনেক দিন পর্যন্ত বহাল থাকে। শহরবাসী আলোচনা করতেন এবং এতে বিস্ময় প্রকাশ করতেন।[১২৪]

وَظهرَ عِنْدَ مُخَالِفِيهِ أَمرُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَخَرَجَ بَعْضُ مُخَالِفِيهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَأَظهرُوا التَّوبَةَ وَالنَّدَامَةَ مِمَّا كَانُوا شرعُوا فِيْهِ مِنْ مذمومِ المَذْهَبِ.

তাঁর ইনতিকালের পর তার বিরূদ্ধবাদীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়তার রূপ ধারণ করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কবরের পাশে গিয়ে তাওবা করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন।[১২৫]
জনৈক কবি কতইনা চমৎকারভাবে বলেছেন:

جمال همنشين در من اثر كرد * و كرنه من همان خاكم كه هستم.

'একই সাথে উপবেশনকারীর সৌন্দর্য আমার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে, নচেৎ আমি তো সে মৃত্তিকা, যা পূর্বে ছিলাম।'[১২৬]

'আরবী কবি বলেন:[১২৭]

فهذا الشذا آثار رفقته معي * و لست بورد إنما أنا تربه.

'এ সুগন্ধি, আমার সাথে তার বন্ধুদের অবস্থানের প্রভাবে। আমি নই গোলাপ, আমি শুধু তার (গোলাপের) সাথের মাটি।'

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الغَسَّانِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ نَصْرُ بنُ الحَسَنِ السَّكتِيُّ السَّمرقندِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا بلنسية عام أربعين وستين وأربعمائة قَالَ: قَحطَ المطَرُ عِنْدنَا بِسَمَرْقَنْدَ فِي بَعْضِ الأَعْوَامِ فَاسْتسقَى النَّاسُ مِرَاراً فَلَمْ يُسْقَوا فَأَتَى رَجُلٌ صَالِحٌ مَعْرُوْفٌ بِالصَّلاَحِ إِلَى قَاضِي سَمَرْقَنْدَ .

হাফিয আবূ 'আলী আল-গাস্সানী (রহ.) তাঁর সনদে আবুল-ফাত্হ নাসর ইব্নিল-হাসান আস্-সাকতী আস্-সমরকন্দী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের সমরকন্দে কোন এক সময় অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। বারবার ইসতিসকা করেও পানি বর্ষিত হয়নি।[১২৮] তখন পূণ্যবান এক ব্যক্তি সমরকন্দের কাযীর কাছে এসে বলেন,

فَقَالَ لَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ رأْياً أَعرضُهُ عَلَيْكَ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تخرجَ، ويخرج الناس مَعَكَ إِلَى قَبْرِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيِّ، وَقبرُهُ بخَرْتَنْك وَنستسقِي عِنْدَهُ فعسَى اللهُ أَنْ يَسْقِينَا قَالَ: فَقَالَ القَاضِي: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ

---

[১২৩] *আত্-তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ্,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৩৪।
[১২৪] *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।
[১২৫] প্রাগুক্ত।
[১২৬] আহ্মদ 'আলী সাহ্রানপুরী, ***মুকাদ্দামাহ্ সহীহ আল-বুখারী,*** (ঢাকা: ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলাবাজার, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ০৩।
[১২৭] *আল-হিত্তাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।
[১২৮] *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

فَخَرَجَ القَاضِي، وَالنَّاسُ مَعَهُ وَاسْتسقَى القَاضِي بِالنَّاسِ، وَبَكَى النَّاسُ عِنْدَ القَبْرِ وَتشفَّعُوا بصَاحِبِهِ فَأَرسلَ اللهُ تَعَالَى السَّمَاءَ بِمَاءٍ عَظِيْمٍ غَزِيْرٍ أَقَامَ النَّاسُ مِنْ أَجلِهِ بِخَرْتَنْك سَبْعَةَ أَيَّامٍ، أَوْ نحوَهَا لاَ يَسْتَطيعُ أَحَدٌ الوُصُوْلَ إِلَى سَمَرْقَنْدَ، مِنْ كَثْرَةِ المطَرِ وَغزَارتِهِ وَبَيْنَ خرتنك، وَسَمَرْقَنْد نَحْوَ ثَلاَثَةَ أَمِيَالٍ.

'আমি একটি অভিমত পোষণ করছি এবং তা আপনার নিকট পেশ করতে চাই। তিনি বললেন সেটা কী? পূণ্যবান ব্যক্তি বললেন, আমার অভিমতটি হচ্ছে, আপনি বের হবেন এবং আপনার সাথে লোকজন ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর কবরের কাছে গমন করবে। আর আমরা তাঁর কবরের পাশে উপস্থিত হয়ে (আল্লাহর নিকট) ইসতিসকা করব। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের পানি দান করবেন। তখন কাযী বললেন, তোমার অভিমত অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার।'

এরপর কাযী বের হয়ে পড়েন এবং তার সাথে লোকজনও বের হন। তারা কবরের পাশে গিয়ে কান্না-কাটি করেন এবং করববাসীর ওসিলায় শাফা'য়াত করেন। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা মুষলধারে বারি বর্ষণ করেন। এতে ইসতিস্কাকারীগণ খরতংকে সাতদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছেন। ভারি বর্ষণের কারণে তাদের কেউই সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হননি। অথচ সমরকন্দ ও খরতংকের মাঝে দূরুত্ব ছিল মাত্র তিন মাইলের।[১২৯] হাফিয আদ-দীবা' আল-ইয়ামানী (الديبع اليماني) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) কোন পুরুষ সন্তান রেখে যাননি।[১৩০]

মাযহাব

ইমাম বুখারী (রহ.) কে সুনির্ধারিত কোন মাযহাবের অর্ন্তভূক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা তাঁর সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থের বাব এবং শিরোনামগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি উঁচু স্তরের একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর মতামত এক এক সময় এক এক মাযহাবের সাথে মিলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, رفع اليدين ,قراءة خلف الإمام প্রভৃতি পেক্ষাপটে তাঁর মত ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর মাযহাবের মতের সাথে মিলে যায়। সঙ্গত কারণে কোন কোন মনীষী তাঁকে শাফি'ঈ (রহ.) এর মাযহাবের অনুসারী বলে ধারণা করেছেন। মূলত: এ ধারণা সঠিক নয়।

আবূ 'আসিম আল-'আব্বাদী (রহ.) তাঁর "الطبقات" নামক গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, তিনি আয্-যা'ফরানী (الزعفراني), আবূ সাওর (أبو ثور) এবং আল-কারাবিসী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[১৩১]

তাজুদ্দীন আস্-সুবকী (রহ.), [জ.৭২৭ হি.-মৃ. ৭৭১ হি.] তাঁর গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, তিনি আল-হুমায়দী (রহ.) এর নিকট থেকে ফিক্হ শাস্ত্রের দীক্ষা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। আর এ সকল 'আলিম ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর আসহাব।[১৩২] সুবকী (রহ.) এর উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

অপরদিকে ইব্নুল-কায়্যিম (রহ.) তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবূ ই'য়ালা আল-হাম্বলী (রহ.) তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন,

دخلت بغداد آخر ثمان مرات كل ذلك أجالس أَحْمَد بن حنبل فقال: لي فِي آخر ما ودعته يا أبا عَبْد الله تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ قَالَ: البخاري فأنا الآن أذكر قوله.

---

[১২৯] প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২০।

[১৩০] ***আল-হিত্তাহ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬। মূল 'আরবী: توفي و لم يعقب ولدا ذكرا.

[১৩১] ***আত্-তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪।

[১৩২] প্রাগুক্ত।

আমি বাগদাদে আটবার প্রবেশ করেছি। প্রতিবারই আমি আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর মজলিশে বসেছি। আমি যখন শেষবারের মত তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ করি, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ 'আব্দিল্লাহ্! তুমি 'ইল্ম এবং জ্ঞানী জনকে ত্যাগ করেছ এবং খুরাসানে চলে যাচ্ছ? ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমি এখন তাঁর কথাটিকে স্মরণ করছি।[১৩৩]

অপরদিকে ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.) এর অন্যতম শিষ্য। উল্লিখিত কারণে তাঁকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলা হয়। অতএব বলা যায় যে, কোন কোন বিষয়ে তাঁর অভিমত শাফি'ঈ মাযহাবের অনুকূলে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকূলে। একইভাবে হানাফী মাযহাবের অনুকূলে ও প্রতিকূলে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এর বিরোধিতা করেছেন। বিশেষ করে كتاب الحيل -এ ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এর বিরোধিতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর জবাবে বলা যায়, তাঁর নিকট হানাফী মাযহাবের অভিমত যেভাবে পৌঁছেছে বা তিনি যেভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন, সেভাবেই তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। অতএব বলা যায় ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) ফিক্হ শাস্ত্রের ইমাম আর ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শাস্ত্রের ইমাম। সুতরাং এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো ইমাম বুখারী (রহ.) একজন উঁচু তবকার মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তাইতো ইমাম বুখারী (রহ.) এর মাযহাব প্রসঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'আলিমে দ্বীন 'আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহ.) এর মতটি অগ্রগণ্য। এতদপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,[১৩৪]

وأعلم أن البخاري مجتهد لا ريب فيه. و ما اشتهر أنه شافعي فلموافقته إياه في المسائل المشهورة و الا فموافقته للإمام الاعظم ليس أقل مما وافق فيه الشافعي، و كونه من تلامذة الحميدي لا ينفع لأنه من تلامذة إسحاق إبن راهيه أيضا و هو حنفي فعده شافعيا باعتبار الطبقة ليس بأولى من عده حنفيا.

জেনে রেখ, নি:সন্দেহে ইমাম বুখারী (রহ.) একজন মুজতাহিদ। আর তাঁর সম্পর্কে যেটা প্রসিদ্ধ যে, তিনি শাফি'ঈ (রহ.) এর মাযহাবের মতালম্বী তা শুধু এ কারণে যে, প্রসিদ্ধ মাস'য়ালাগুলোতে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তা না হলে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর সাথে যত বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এর সাথে ঐক্যমত পোষণকারী বিষয় তার চেয়ে কোনক্রমেই কম নয়। হুমায়দী (রহ.) (একজন শাফি'ঈ 'আলিম) এর শিষ্য হওয়াতেও কোন ফায়দা নেই, কেননা তিনি ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.) (একজন হানাফী 'আলিম) এর শিষ্যও ছিলেন। অতএব, "তাবাকাত" গ্রন্থের দৃষ্টিতে তাঁকে শাফি'ঈ হিসেবে গণ্য করা, হানাফী হিসেবে গণ্য করার চেয়ে উত্তম নয়।

মহৎ চরিত্র

ইমাম বুখারী (রহ.) অত্যন্ত বিনয়ী ও আল্লাহভীরু ছিলেন। গীবত বা পরনিন্দা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। আল্লাহ তা'য়ালার পথে দান-খয়রাত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তিনি সাদা-সিধে জীবন-যাপন করতেন। অল্পে তুষ্টি ছিল তাঁর জীবনের সর্ববৃহৎ সফলতা। লোভ-লালসা বলতে কিছুই তাঁর ছিল না। তাঁর পিতার অগাধ সম্পদ ছিল। শৈশবে পিতার ইন্তিকালের কারণে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অঢেল সম্পদ গবীর-দু:খী ও হাদীস পিপাসুদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও কারো প্রতি রাগান্বিত হতেন না। প্রসঙ্গত ড. যুবায়ের সিদ্দীকী বলেন, He spent a good deal of his own money in helping the students and the poor. He never showed temper to any one even when there was sifficent cause for it.[১৩৫]

---

[১৩৩] *তাবাকাতুল-হানাবিলাহ,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

[১৩৪] মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহ.), *ফায়যুল-বারী,* (ভারত: রব্বানী বুক ডিপো, তা: বি:), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

[১৩৫] Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, ***Hadith Literature***, p- 90.

তিনি সততা ও বিশ্বস্ততায় সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয়। এ ব্যাপারে আল্লামা ইসমা'ঈল 'আজালুনী (রহ.) [মৃ. ১১৬২ হি./১৭৪৮ খ্রি.] বলেন: ইমাম বুখারী (রহ.) 'ইল্‌মি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের সময় একবার সমুদ্র পথে কোথাও যাচ্ছেন, সফরকালীন সময়ের যাতায়াত খরচ বাবদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিলেন। পথিমধ্যে সেই নৌযানের একজন ধূর্ত আরোহীর সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে।

আলাপ-আলোচনার মাঝে তিনি স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। লোভী লোকটি ইমামের কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো হাতিয়ে নেওয়ার জন্য কুটকৌশল রটনা করল। সে উচ্চ স্বরে আর্তনাদ করে বলল 'আমার ১০০০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরি হয়ে গেছে'। উপস্থিত যাত্রীরা এ কথা শুনে সকলের মালা-মালে তালাশ করতে লাগলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) দুষ্টের দুষ্টমি তথা দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরে স্বর্ণমুদ্রার থলেটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন, যাতে কেউ টের না পায়। পরিশেষে তল্লাশী চালিয়ে যখন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল না; তখন সবাই তাকে ভৎসনা করতে লাগল। জাহাজটি তটে ভিড়লে যাত্রীরা সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যে রওয়ানা দিল।

কিন্তু সেই লোকটি ইমাম বুখারী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করল যে, আপনার স্বর্ণমুদ্রার থলেটি কি করলেন? জবাবে ইমাম বুখারী (রহ.) বললেন: আমি তখনই তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। লোকটি হতাশ হয়ে তাঁকে বললেন, আপনি এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা কিভাবে ফেলে দিলেন? ইমাম বুখারী (রহ.) বললেন, তোমার কি ধারণা যে, আমি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা বিশ্বস্ততার যে অমূল্য সম্পদ অর্জন করেছি, তা সামান্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার মোহে বিনষ্ট করে দিবো?[১৩৬]

বুখারায় প্রত্যাবর্তন, আমীরের সাথে দ্বিমত, নির্বাসন এবং বিরোধীদের করুন পরিণতি

আহ্‌মদ ইব্‌ন মানসূর মীরাযী (রহ.) বলেন, যখন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ বুখারায় আগমন করেন, তখন শহরের এক ফারসাখ (তিন মাইল) জুড়ে তাঁর সম্মানার্থে গেইট এবং গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। শহরের জনগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং এতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তারা তাঁর আগমনে দীনার, দিরহাম এবং বহু মিষ্টি বিতরণ করেন। তিনি কয়েক দিন বুখারায় অবস্থান করার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহরী বুখারার গর্ভনর খালিদ ইব্‌ন আহ্‌মদের নিকট লিপিবদ্ধ করেন।[১৩৭]

إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَظهرَ خِلاَفَ السُّنَّةِ.

'এই ব্যক্তি সুন্নাতের বিপরীত কার্যকলাপ প্রকাশ করেছে।'[১৩৮]

فَقَرَأَ كِتَابَهُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى فَقَالُوا: لاَ نُفَارِقُهُ فَأَمرَهُ الأَمِيْرُ بِالخُرُوجِ مِنَ البلدِ فَخَرَجَ.

বুখারার গর্ভনর এ চিঠি জনগণের নিকট পাঠ করে শুনান। কিন্তু তারা বলেন, আমরা তাকে ত্যাগ করবো না। অত:পর আমির তাকে শহর ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এতে তিনি শহর ত্যাগ করে চলে যান।[১৩৯]

গুনজার (রহ.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) এর মাতৃভূমি থেকে নির্বাসনের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি আবূ 'আমর আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুক্‌রী (রহ.) থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর ইব্‌ন মুনীর ইব্‌ন সুলায়মান 'আসকার (রহ.) থেকে শুনেছি; তিনি বলেন, বুখারার গর্ভনর আমির খালিদ ইব্‌ন আহ্‌মদ যুহ্‌রী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল এর নিকট এ বলে সংবাদ পাঠান,

---

[১৩৬] মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, ***যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহ্‌ওয়ালিল্-মুসান্নিফীন মা'আ ইযাফাতিজ-জাদিদাহ্,*** (সাহারাণপূর: হানীফ বুক ডিপো, দিওবন্দ, তা. বি), পৃ. ১০২-১০৩।

[১৩৭] ***সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা,*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৬। মূল আরবী:

رَوَى أَحْمَدُ بنُ مَنْصُوْرٍ الشِّيْرَازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُوْلُ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بُخَارَى نُصِبَ لَهُ القِبَابُ عَلَى فرسخٍ مِنَ البلدِ، وَاسْتقبلَهُ عَامَّةُ أَهْلِ البلدِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَذْكُوْرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلَهُ، وَنُثِرَ عَلَيْهِ الدَّنَانِيْرُ وَالدَرَاهِمُ وَالسُّكَّرُ الكَثِيْرُ فَبقيَ أَيَّاماً قَالَ: فَكَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ إِلَى خَالِدِ بنِ أَحْمَدَ أَمِيْرِ بُخَارَى.

[১৩৮] প্রাগুক্ত।

[১৩৯] প্রাগুক্ত।

أَنِ احْمِلْ إِلَيّ كتاب (الجامع) و (التاريخ) وَغَيْرِهِمَا لأَسْمَعَ مِنْكَ .

'আপনি আল-জামি' তথা সহীহ আল-বুখারী, আত্-তারীখ প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়ে আমার নিকট আসুন, আমি আপনার নিকট সেগুলো শ্রবণ করব।[১৪০] তখন তিনি বার্তাবাহককে বললেন,

أَنَا لا أُذِلُّ الْعِلْمَ وَلا أَحْمِلُهُ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَى شيء منه حاجة فاحضر فِي مَسْجِدِي أَوْ فِي دَارِي، وَإِنْ لَمْ يُعْجِبْكَ هَذَا فَأَنْتَ سُلْطَانٌ فَامْنَعْنِي مِنَ الجلوس، لِيَكُونَ لِي عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لأَنِّي لا أَكْتُمُ الْعِلْمَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ. قَالَ: فكان سبب الوحشة بينهما هذا.

'আমি 'ইল্মকে লাঞ্ছিত করবো না এবং লোকদের দ্বারে দ্বারে তা বহন করে নিয়ে যাবো না, যদি এর কোনোটির প্রতি আপনার প্রয়োজন থাকে তবে আমার মসজিদে অথবা আমার গৃহে উপস্থিত হোন। আপনার যদি তা পছন্দ না হয়; তবে আপনি সুলতান। আপনি আমাকে মজলিশ অনুষ্ঠান করা থেকে নিষেধ করুন, যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তা আমার জন্য একটি 'ওযর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ইল্মকে গোপন করবো না। কেননা, নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তিকে যদি ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন করে রাখে তবে তাকে অগ্নির লাগাম পরিধান করানো হবে।' আর এ ঘটনা ছিল তাদের উভয়ের মাঝে নি:সঙ্গতা ও দুরত্ব সৃষ্টির কারণ।[১৪১]

খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) তার সনদে আবূ বকর ইব্ন আবী 'আমর আল-হাফিয (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর দেশ ত্যাগের ঘটনাটি ছিল এরূপ:

যাহিরিয়্যাহ খলীফার পক্ষ থেকে বুখারায় নিযুক্ত আমির খালিদ ইব্ন আহ্মদ যুহরী ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.) কে তার গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর الجامع এবং التاريخ গ্রন্থদ্বয় তার নিকট পাঠ করে শুনাবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ তার নিকট উপস্থিত হতে বিরত থাকেন। তখন তিনি তাকে তার সন্তানদের শিক্ষার জন্য এমন একটি মজলিশ অনুষ্ঠানের জন্য পত্র লিখেন যাতে অন্য কেউ উপস্থিত থাকবে না। তিনি তার এ প্রস্তাব গ্রহণেও অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,[১৪২]

لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم.

'এটা আমার জন্য সমীচীন নয় যে, আমি হাদীস শ্রবণের জন্য অন্যদের বাদ দিয়ে একটি বিশেষ কাওমের জন্য হাদীস শ্রবণের ব্যবস্থা করব।'

তখন খালিদ ইব্ন আহ্মদ আমীর হুরায়স ইব্ন আবিল-ওরকা' (حريث بن أبي الورقة) প্রমুখ বুখারার 'আলিমদের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তারা বুখারী (রহ.) এর মাযহাব সম্পর্কে সমালোচনায় পতিত হয়। আর এরই ফলশ্রুতিতে গভর্নর তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এতে আবূ 'আব্দিল্লাহ্ তাদের ওপর অভিশাপ দিয়ে বলেন,

اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم.

'হে আল্লাহ! ওরা আমার ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তুমি তাদের নিজেদের, তাদের সন্তানদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের অনুরূপ ব্যবস্থা কর এবং তা তাদের দেখিয়ে দাও।[১৪৩]

---

[১৪০] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২।

[১৪১] প্রাগুক্ত।

[১৪২] প্রাগুক্ত।

[১৪৩] প্রাগুক্ত।

فأما خالد فلم يأت عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه, فنودي عليه، وهو على أتان وأشخص على أكاف، ثم صار عاقبة أمره إلى ما قد اشتهر وشاع، وأما حريث بن أبي الورقاء فإنه ابتلي بأهله، فرأى فيها ما يجل عن الوصف، وأما فلان أحد القوم – وسماه – فإنه ابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا.

ফলে এক মাসের কম সময়ের ব্যবধানে যাহিরিয়্যাহ্ খলীফার পক্ষ থেকে খালিদকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাকে একটি গাধার ওপর আরোহন করিয়ে শহর থেকে নির্বাসিত করা হয়। আর হুরায়স ইব্ন আবিল-ওয়ারকা' এর পরিবার-পরিজনদের এমন বিপদ নেমে আসে, যা বর্ণনাতীত। আর তাদের দোসর তৃতীয় ব্যক্তির আওলাদদের ওপরও আপতিত হয় মহাবিপদ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্ভোগ ও বিপদ দেখিয়ে দিয়েছেন।[১৪৪]

জীবনের অন্তিম সময়

ইমাম বুখারী (রহ.) অত্যন্ত ভদ্র, সাহসী ও পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আত্মসম্মানবোধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তিনি রাজা-বাদশাহদের দরবারের স্মরণাপন্ন তো হতেন না; বরং তা থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতেই সচেষ্ট থাকতেন। তিনি মনে করতেন তাদের সংশ্রবে এলে সঠিকভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব নয়। এক সময় বুখারার শাসনকর্তা ছিলেন খালিদ ইব্ন আহ্মদ আয্-যুহরী ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিকট বাহকের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন, আপনি আপনার সঙ্কলিত হাদীস গ্রন্থ আল-জামি' তথা সহীহ বুখারী ও ইতিহাস গ্রন্থ নিয়ে আমার নিকট আসুন, আমি আপনার নিকট থেকে তা শ্রবণ করতে চাই।[১৪৫]ইমাম বুখারী (রহ.) এই নির্দেশ মেনে নিতে বলিষ্ঠ ভাষায় অস্বীকার করলেন এবং দূতকে বলে পাঠালেন, বাদশাহ্কে আমার এ কথা জানিয়ে দাও যে, আমি হাদীসকে অপমান করতে ও তাকে বাদশাহদের দরবারে নিয়ে যেতে পারবো না। তাঁর প্রয়োজনে তিনি যেন আমার নিকট মসজিদে কিংবা আমার ঘরে উপস্থিত হন। আর আমার এ প্রস্তাব আপনার পছন্দ না হলে কি করা যাবে, আপনি তো একজন বাদশাহ।[১৪৬]

'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) বলেন: فَكَانَ سَبَبُ الوحشَةِ بَيْنَهُمَا هَذَا.

এটিই ইমাম বুখারী (রহ.) ও বাদশাহর মধ্যে দূরুত্ব ও মনোমালিন্যের কারণ।[১৪৭] কিন্তু ইমাম হাকিম (রহ.) এই মনোমালিন্যের অন্য কারণ উল্লেখ করে বলেন:

كان سبب مفارقة أبي عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري البلد– يعني بخارى– أن خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأ «الجامع» و «التاريخ» على أولاده فامتنع أبو عبد الله عن الحضور عنده، فراسله أن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع عن ذلك أيضا وَقَالَ: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم.

আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) যে কারণে বুখারা শহর পরিত্যাগ করে চলে যান, তা হলো এই যে, বুখারার আমির খালিদ ইব্ন আহ্মদ তাঁকে রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তাঁর সন্তাদের আল-জামি' তথা সহীহ আল-বুখারী ও ইতিহাস গ্রন্থ পড়াতে আদেশ করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর এ প্রস্তাব অস্বীকার ও প্রত্যাখান করে বলে পাঠান যে, এই কিতাব আমি বিশেষভাবে কিছু লোককে শুনাবো ও কিছু লোককে শুনাবো না, তা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।[১৪৮] কারণ এতে করে পবিত্র শিক্ষাকে অপমানিত ও

---

[১৪৪] প্রাগুক্ত।

[১৪৫] সিরাজ উদ্দীন আবূ হাফ্স ওমর ইব্ন 'আলী ইব্ন আহ্মদ আশ-শাফি'ঈ আল-মিসরী (রহ.), ***আত্-তাওযীহ লি শারহিল-জামি'য়িস-সাহীহ,*** (সিরিয়া: দারুন-নাওয়াদির, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), ১ম সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২।

[১৪৬] 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ***তাগলীকুত-তা'লীক,*** (বৈরুত: মাকতাবুল-ইসলামী, ১৪০৫ হি.), ১ম সং, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯।

[১৪৭] ***সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৭।

[১৪৮] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২।

হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। অধিকন্তু পিপাসাতুর ব্যক্তিরা স্বয়ং কূপের কাছে হাজির হয়ে থাকে। কূপ কখনও পিপাসিতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পানি বিতরণ করে না।

অতএব, যার ইচ্ছা তিনি সানন্দে আমার মসজিদ কিংবা বাড়িতে এসে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। শিক্ষার ব্যাপারে আমি কারো জন্য কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারি না। আর আপনি যদি আমার এ নিয়মে একান্তই অসন্তোষ প্রকাশ করেন ও বল প্রয়োগে আমার শিক্ষা কার্যক্রমে বাধা প্রদানে বদ্ধপরিকর হন, তবে আমি এ ব্যাপারে আদৌ শঙ্কিত নই। কেননা আপনার দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়ে যদি আমার শিক্ষাদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, তবে আমি হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখি। কেননা আমি সেচ্ছায় শিক্ষাদান কার্যক্রম বন্ধ করি নি।[১৪৯] হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ".

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন "যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।[১৫০] এখানেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটলো। ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিকট থেকে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত উত্তর পেয়ে বাদশাহ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। অত:পর তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য হতে এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করলেন।

ইন্তিকাল

ইমাম বুখারী (রহ.) বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে বুখারার শাসনকর্তা ও জনগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন প্রিয় মার্তৃভূমির মহব্বতের সেতু বন্ধন কেটে ফেলে বুখারা থেকে চির বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। সত্যের এই নির্ভীক বীর সেনানী কখনও অসত্য ও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারা থেকে হিজরত করে সমরকন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালাতে থাকে। ফলে তিনি সমরকন্দ থেকে হিজরত করেন ও সেখানকার অধিবাসীদের অনুরোধে 'খরতঙ্ক' নামক নিভৃত পল্লীতে পৌঁছে তাঁর এক নিকটাত্বীয় গালিব ইব্ন জিবরীলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। [১৫১] সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় সমরকন্দবাসীর পক্ষ থেকে একের পর এক আবেদন আসতে থাকলে তিনি তথায় যাওয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু পরে অবগত হলেন যে, বুখারায় তাঁর বিরুদ্ধে ছড়িয়ে যাওয়া বিদ্বেষের অগ্নিশিখা সমরকন্দকেও গ্রাস করে ফেলেছে। এ অবস্থায় মনের দু:খে রাতের বেলায় সালাতান্তে মহান আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে বললেন: اللهُمّ قد ضاقت عَلِيّ الأرض بما رَحُبَت، فاقْبضْني إليك.

হে আল্লাহ! এ বিশাল পৃথিবী আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। অতএব এখন তুমি আমাকে তোমার নিকট নিয়ে যাও।[১৫২] পরে সমরকন্দবাসী ভুল বুঝতে পেরে সকলেই একমত হয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) কে তথায় নিয়ে যেতে ইচ্ছা করলে তিনি মোযা ও পাগড়ী পরিধান করে দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে সাওয়ারীর ওপর আরোহণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু ১৫/২০ কদম অগ্রসর হয়েই বললেন: "আমাকে ছেড়ে দাও, আমার দুর্বলতা বেড়ে চলেছে।" তৎক্ষনাৎ তাঁকে সেস্থানে বসানো হল।

'আব্দুল ওয়াহিদ ইব্ন আদম আত্-তাওয়াবীসী (রহ.) বলেন:

---

[১৪৯] আল্লামা তাজুদ্দীন আস-সুবকী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[১৫০] *সহীহ আল-বুখারী,* হাদীস নং ৬৫০২।

[১৫১] ইব্নুল-'ইমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫; ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

[১৫২] *তারীখুল ইসলাম,* প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع- ذكره- فسلمت عليه فرد السلام، فقلت ما وقوفك يا رسول الله؟ فقال: أنتظر مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها .

আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখি। তাঁর সাথে সাহাবীদের একটি জামা'আত রয়েছে। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব প্রদান করলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে আপনার অবস্থানের কারণ কি? তিনি আমাকে বললেন, 'আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি।'

তাওয়াবীসী (রহ.) বলেন, এর কয়েকদিন পর আমার নিকট ইমাম বুখারী (রহ.) এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। আমি তখন চিন্তা করে দেখলাম, 'তিনি ঐ মুহূর্তেই ইন্তিকাল করেছেন, যখন আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখলাম।[১৫৩] খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) তাঁর সনদে 'আব্দুল কুদ্দূস ইব্ন 'আব্দিল জব্বার সমরকন্দী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,[১৫৪]

جاء مُحَمَّد بن إسماعيل إلى خرتنك- قرية من قرى سمرقند- على فرسخين منها، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم، قَالَ: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت على الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قَالَ: فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه، وقبره بخرتنك.

'মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.) খরতাঙ্ক আগমন করেন, এটি সমরকন্দের একটি গ্রাম, যা সমরকন্দ থেকে দু'ফারসাখ (৬ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে তাঁর নিকটাত্মীয় ছিল। তিনি তাদের নিকট অবস্থান করেন। রাবী বলেন, আমি এক রাত্রিতে তাঁকে নামায শেষে দু'আ করতে শুনেছি। তিনি তাঁর দু'আয় বলেন, হে আল্লাহ! যমীন প্রশস্ত হওয়ার পরও তা আমার জন্য সংকোচিত হয়ে গিয়েছে। অতএব, তুমি আমাকে তোমার নিকট গ্রহণ কর। রাবী বলেন, এরপর এক মাস পূর্ণ হয়নি, এর মধ্যেই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে নিজের নিকট তুলে নেন। তাঁর সমাধি খরতঙ্কে অবস্থিত। তিনি ২৫৬ হিজরীতে 'ঈদুল-ফিতরের রাতে 'ইশার নামাযের পর সমরকন্দ থেকে দুই ফারসাখ দূরে "খরতঙ্ক" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। ঐ দিন যুহরের নামাযের পর তাঁকে দাফন করা হয়। আর এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম ৬২ বছর।[১৫৫]

ইব্ন খাল্লিকান (রহ.) বলেন:[১৫৬]

وتوفي ليلة السبت بعد صلاة العشاء، وكانت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر، سنة ست وخمسين ومائتين بخرتنك.

'ইমাম বুখারী (রহ.) শনিবার রাতে 'ইশার নামাযের পর ইন্তিকাল করেন। এটি ছিল 'ঈদুল ফিতরের রাত। তাকে 'ঈদুল ফিতর দিবসে যুহর নামাযের পর ২৫৬ হিজরী সালে খরতঙ্ক এ কবরস্থ করা হয়।

ইমাম বুখারী (রহ.) জন্ম, জীবনকাল এবং মৃত্যু সাল সম্পর্কে কবি বলেন,

كان البخاري حافظا و محدثا + جمع الصحيح مكمل التحرير.

'ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাফিয এবং মুহাদ্দিস+ তিনি আস্-সাহীহ সঙ্কলন করেন; যা পরিপূর্ণভঅবে লিপিবদ্ধ।

ميلاده صدق و مدة عمره + فيها حميد وانقضى في نور.

---

[১৫৩] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪; *আত্-তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪।

[১৫৪] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।

[১৫৫] *তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল লুগাত,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮; *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮; *তাহযীবুত-তাহযীব,* প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২; ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪২; *মিরআতুল-জিনান,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১ম সং, পৃ. ১২৫।

[১৫৬] *ওয়াফাতুল-আ'ইয়ান,* (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৪ খ্রি.), ৭ম সং, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯০।

কবিতার এই লাইনের صدق শব্দ দ্বারা তাঁর জন্ম সাল, حميد শব্দ দ্বারা তাঁর বয়সকাল এবং نور শব্দ দ্বারা তাঁর মৃত্যু সাল বুঝানো হয়েছে। কারণ صدق শব্দের বর্ণমান **১৯৪**, حميد শব্দের বর্ণমান ৬২ এবং نور শব্দের বর্ণমান ২৫৬।[১৫৭]

[১৫৭] ***মুকাদ্দামাতু সহীহিল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩; ***ইন'আমুল বারী,*** **১**ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; ***আল-ফাজরুস-সাতি'উ,*** **১**ম খণ্ড, পৃ. **১৮**।

বি. দ্র. গাণিতিক মান অনুসারে আরবী বর্ণমালা নিম্নরূপ:

آبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ

ا	১	ض	৮০০
ب	২	ط	৯
ت	৪০০	ظ	৯০০
ث	৫০০	ع	৭০
ج	৩	غ	১০০০
ح	৮	ف	৮০
خ	৬০০	ق	১০০
د	৪	ك	২০
ذ	৭০০	ل	৩০
ر	২০০	م	৪০
ز	৭	ن	৫০
س	৬০	و	৬
ش	৩০০	ه	৫
ص	৯০	ي	১০

ইমাম বুখারী (রহ.) জন্ম **১৯৪**, বয়স ৬২ বছর এবং মৃত্যু সাল ২৫৬।

صدق		حميد		نور	
ص	৯০	ح	৮	ن	৫০
د	৪	م	৪০	و	৬
ق	১০০	ي	১০	ر	২০০
		د	৪		
মোট	১৯৪		৬২		২৫৬

২য় পরিচ্ছেদ
হাদীস সংকলনে তাঁর অবদান

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবীগণ এবং পরবর্তীতে প্রথম স্তরের তাবি'ঈগণের যুগে হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'কারণে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

এক. পবিত্র কুরআনুল-কারীমের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকায় প্রথমাবস্থায় হাদীস লিপিবদ্ধ করতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজেই নিষেধ করেছেন। এতদপ্রসঙ্গে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করে বলেন, [১৫৮]

"لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ – قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ – مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

'তোমরা আমার থেকে লিপিবদ্ধ করবে না। আর যে ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ব্যতীত কিছু লিপিবদ্ধ করেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যারোপ করল সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।

দুই. সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং প্রথম ধাপের তাবি'ঈগণের মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। অথচ তাঁদের অধিকাংশই লিখতে জানতেন না।

তাবি'ঈগণের শেষ ধাপে যখন 'উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন শহর-বন্দরে ছড়িয়ে পড়েন এবং খারিজী, রাফিযী এবং তাকদীর অস্বীকারকারীদের ফিতনা-ফাসাদ বিস্তৃতি লাভ করে। তখন হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস সঙ্কলনের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি বুখারা, সমরকন্দ, জাজিরাতুল-আরব, হিজাজ, মক্কাতুল-মুকার্‌রামাহ্, আল-মাদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ্, হিম্‌স, বাগদাদ, বসরা, কূফা, বাল্‌খ, মার্‌ভ, মিসর, সিরিয়া, 'আসকালান, ওয়াসীতসহ বিভিন্ন একলা ভ্রমণ করে ইল্‌মি হাদীসের দীক্ষা অর্জনের পাশাপাশি তা সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম হাদীস সঙ্কলন সহীহ আল-বুখারীর মতো দুর্লভ ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ সঙ্কলন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলন সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো-

এক. ইমাম বুখারী (রহ.) এর শায়খ ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহি (রহ.) এর প্রত্যাশার প্রতিফলনঃ

وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ النَّسَفِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ فَقَالَ: لَوْ جَمَعْتُمْ كِتَابًا مُخْتَصَرًا لِصَحِيحِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، فَأَخَذْتُ فِي جَمْعِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ.

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মা'কাল আন্‌-নাসাফী (রহ.) [মৃ. ২৯৫ হি./৯০৭ খ্রি. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, "আমরা একদিন ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহি (রহ.) এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন: যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ সুন্নাহ-র একটি মুখতাসার (সংক্ষিপ্ত) কিতাব

[১৫৮] মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (রহ.), ***সহীহ মুসলিম,*** (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২।

সঙ্কলন করতে তাহলে কতই না ভাল হতো। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এ কথাটি আমার অন্তরে রেখাপাত করে। অত:পর আমি 'আল-জামি' তথা সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করলাম।[১৫৯]

দুই. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখা ও এর ব্যাখ্যার বাস্তবায়ন:

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِي مَرْوَحَةٌ أَذُبُّ عَنْهُ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ فَقَالَ لِي: أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبَ، فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আরো বলেন, "একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন আমি তাঁর সম্মুখে একটি পাখা হাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর শরীরে বাতাস করছি এবং মাছির আক্রমণ প্রতিহত করছি। বিষয়টি আমি একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধিত (তাঁর হাদীস থেকে) মিথ্যা দূরীভূত কররেন।[১৬০]বস্তুত: এই স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যাই আমাকে সহীহ হাদীস সম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশ্য এ দু' বর্ণনায় দুই প্রকারের কারণের উল্লেখ থাকলেও এ কারণ দু'টির মধ্যে মৌলিক বিরোধ নেই। সম্ভবত তিনি উস্তাদের (ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি) মজলিস থেকে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসার পর তারই অনুকূলে এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন।[১৬১] অতএব উভয়টিই সঠিক।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে কোন কোন পন্থা ও পদ্ধতির আলোকে হাদীস সঙ্কলন করা হতো সে প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) বলেন: অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তখন মুসনাদ আকারে হাদীস সঙ্কলন করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অধ্যায় ও মুসনাদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ (রহ.)।

ইমাম বুখারী (রহ.) যখন এসব সঙ্কলন এবং তার বর্ণনাধারা ও বিন্যাস পদ্ধতি অবলোকন করেন, তখন তিনি তাতে সহীহ ও হাসান হাদীসের একত্র বিন্যাস এবং পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক য'ঈফ হাদীসও সন্নিবেশিত দেখতে পান। ফলে তাঁর মনে হয় যে, এমন গ্রন্থকে মহামূল্যবান গ্রন্থ বলে ভূষিত করা যায় না। তাই তিনি সহীহ হাদীস সঙ্কলন করার উদ্দেশ্যে এমন কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেন, যাতে কোন মানুষের মনে সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং এ কাজে আপন সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করলেন।[১৬২]

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সঙ্কলনে নিজের সমুদয় রিওয়ায়াত ও মুখস্থ হাদীসকেই অন্তর্ভুক্ত করেন নি; বরং তিনি তাঁর মুখস্থ হাদীসগুলোর অতি সামান্য একটি অংশই এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সবই তাঁর মুখস্থ হাদীসসমূহ থেকে নির্বাচিত। তিনি বলেন: আমি আনুমানিক ছয় লক্ষ হাদীস থেকে এ সহীহ গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছি এবং এটিকে আমার নাজাতের উসীলারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।[১৬৩]

যদি তিনি তাঁর মুখস্থ সকল হাদীস গ্রন্থিত করতেন, তাহলে গ্রন্থটির কলেবর খুবই দীর্ঘ হতো। কারণ তিনি এক হাজার 'হাফিযুল হাদীস শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনটি জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল্-কাত্তান (রহ.) স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন ।[১৬৪]

ইমাম বুখারী (রহ.) কোন কোন শর্তাবলীর ভিত্তিতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তা তিনি লিখে যাননি। তথাপিও মুহাদ্দিসগণ সহীহ আল-বুখারীতে সঙ্কলিত হাদীসসমূহকে গবেষণা করে তা নির্ণয় করার চেষ্টা চালিয়েছেন। মুহাদ্দিসদের মতে সহীহ আল-বুখারীর নীতিমালা নিম্নরূপ:[১৬৫]

---

[১৫৯] ***তাদরীবুর-রাভী ফী শারহি তাকরীবুন-নববী (রহ.)***, (আল-মাকতাবাহ আশ্-শামিলাহ, তা. বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২; ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭।

[১৬০] ***তাদরীবুর-রাভী ফী শারহি তাকরীবুন-নববী (রহ.),*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৩; ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭।

[১৬১] ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭।

[১৬২] প্রাগুক্ত।

[১৬৩] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ০৯। মূল আরবী: قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل: أخرجت هذا الكتاب يعني (الصحيح) من زهاء ستمائة ألف حديث.

[১৬৪] ড. রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

* হাদীসটি সে সকল বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত হতে হবে যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত পোষণ করেছেন। এটি হাদীস সঙ্কলনকারী থেকে শুরু করে সাহাবী কিংবা বর্ণনাকারী হতে তাবি'ঈ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। আর উল্লিখিত সাহাবীও সুপরিচিত হবেন।

* হাদীসের সনদ (বর্ণনাসূত্র) অবশ্যই সংযুক্ত হতে হবে। বর্ণনাসূত্র হতে কোনভাবেই যেন একজন বর্ণনাকারী বাদ না পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণনাকারী যার নিকট হতে বর্ণনা করবেন, তিনি অবশ্যই তার থেকে শুনেই বর্ণনা করবেন।

* সাহাবী হতে বর্ণনাকারী যদি দুইজন হয়, তবে তা উত্তম। আর যদি একজন হয় আর বর্ণনাসূত্র সঠিক হয় তবে তাও গৃহীত হবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই লিপিবদ্ধ করবেন, সহীহ ছাড়া অন্য কোন হাদীস লিখবেন না এই মর্মে তিনি কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলনের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সঙ্কলনে ইমাম বুখারী (রহ.) এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা সে যুগে চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত বাহন ও রাস্তাঘাট বর্তমান সময়কার মতো ছিল না; তথাপিও ইমাম বুখারী (রহ.) বহু কষ্ট স্বীকার করে হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছেন।

তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় হাদীস সঙ্কলনের ফলস্বরূপ "সহীহ আল-বুখারী" অস্তিতে এলো। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সঙ্কলনের কাজে ইমাম বুখারী (রহ.) এর পর ইমাম মুসলিম (রহ.) এবং অপরাপর মহৎ ব্যক্তিবর্গ সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। প্রকাশ থাকে যে, বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থের সব কয়টিই হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয়েছিল। সঙ্গত কারণে হিজরী তৃতীয় যুগকে হাদীস সঙ্কলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[১৬৬]

মুহাম্মদ ইব্ন খুমাইরাভিয়াহ্ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

أحفظ مائة ألف حَدِيث صَحِيح وأحفظ مائتى ألف حَدِيث غير صَحِيح.

'[এক লক্ষ সহীহ ও দু'লক্ষ গাইরি সহীহ হাদীস আমি হিফজ করেছি।[১৬৭]]'

তিনি আরো বলেন: وقال أخرجت هذا الكتاب يعني الجامع الصحيح من نحو ستمائة ألف حديث.

'[আমি এ কিতাব তথা আল-জামি' আস-সহীহ (সহীহ আল-বুখারী) ছয় লক্ষের মতো হাদীস থেকে নির্বাচন করে লিপিবদ্ধ করেছি]'[১৬৮]।

হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকালে ইমাম বুখারী (রহ.) যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা একেবারেই অবর্ণনীয়। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস সংগ্রহের জন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আদম ইব্ন হাফস (রহ.) এর নিকট গমনকালে তাঁর পাথেয় শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি কারো নিকট নিজের অভুক্ত থাকার কথা প্রকাশ না করে গাছের পাতা ও ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করেন।[১৬৯]

তিনি হাদীস সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং সর্বদা হাদীস অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। খাওয়া-দাওয়া পরিহার করেও অনেক সময় তিনি হাদীস পাঠে মগ্ন থাকতেন। অল্প আহারের কারণে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকগণ তাঁর প্রসাব পরীক্ষা করে বলেন, আপনি সম্ভবত তরকারী ছাড়াই শুষ্ক রুটি ভক্ষণ করেন।

---

[১৬৫] আবুল-ফদ্বল মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী, ***শুরুতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৮।

[১৬৬] মুফতী মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী (রহ.), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।

[১৬৭] ***ত্বাবাকাতুশ-শাফি'ইয়্যাহ আল-কুবরা,*** ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮; ***The Quranic Studies (A Half Yearly Resarch Journal),*** (Kustia: Islamic University, Vol-05, No- 4, December-2015), p-07.

[১৬৮] ***ইরশাদুস-সারী শারহু সহীহিল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

[১৬৯] ***খতমে বুখারী স্মারক,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

তখন ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, বিগত চল্লিশ বছর ধরে রুটির সাথে তরকারী খাইনি। চিকিৎসকগণ তাঁকে তরকারী খেতে নির্দেশ দিলে তিনি চিকিৎসা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদের অনুরোধে রুটির সাথে চিনি মিশিয়ে খেতে সম্মত হন।[১৭০]

হাদীস সংগ্রহ ও সঙ্কলনের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সতর্কতা অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে। সহীহ হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে তিনি সনদসহ প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওযা আক্‌দাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস সঙ্কলনের আগে মুরাকাবার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মতি লাভ করেছেন।

পরিশেষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস সঙ্কলনের ক্ষেত্রে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আর সনদ ও মতন কে অত্যন্ত বিচুক্ষণতার সাথে যাচাই-বাছাই করেছেন। অতএব, আমাদের উচিত ইল্‌মি হাদীস চর্চায় ইমাম বুখারী (রহ.) অনুসরণ ও অনুকরণ করা; যাতে করে আমরাও ইমাম বুখারী (রহ.) এর মতো সফল হতে পারি।

[১৭০] ***কাশফুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

৩য় পরিচ্ছেদ
হাদীস গ্রহণে তাঁর নীতিমালা শর্তাবলী

ইমাম বুখারী (রহ.) যে সমস্ত শর্তের আলোকে হাদীস যাচাই-বাছাই করেছেন এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো নিম্নরূপ:[১৭১]

এক (০১). হাদীস বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ হওয়াঃ

এ পর্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনাকারী মুসলিম হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া, দুষ্কর্ম ও এর উদ্রেককারী সকল বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া এবং শিষ্টাচারী হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। বর্ণনাকারী শিষ্টাচার বিবর্জিত কাজে অভ্যস্ত হলে তাঁর হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.) গ্রহণ করেননি।

দুই (০২). বর্ণনাকারী ফাসিক ও বিদ'আতী না হওয়াঃ

বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিদ'আতী অথবা ফাসিক হলে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেন নি। আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর ৬৯ জন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। যাঁরা বিদ'আতী ছিলেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। এর জবাবে তিনি বলেন, প্রথমে তাঁরা বিদ'আতী হলেও পরবর্তীতে তাঁরা বিদ'আত থেকে তাওবা করেছেন। অথবা তাঁরা অধিকাংশই এই অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন না। অথবা মুতাবা'য়াত এবং শাহিদ এর ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকাংশের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিন (০৩). হাদীসের সনদ পরস্পর মুত্তাসিল হওয়াঃ

হাদীসের সনদে সকল স্তরে কোন বর্ণনাকারীর অপসারণ না হওয়া। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সনদ মুত্তাসিল হওয়া একান্ত জরুরী। সঙ্গত কারণে আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) লিখেছেন যে,

أَن مدَار الحَدِيث الصَّحِيح على الِاتِّصَال وإتقان الرِّجَال وَعدم الْعِلَل.

'সনদ মুত্তাসিল হওয়া, বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত এবং যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার ওপর হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল।'[১৭২] ইমাম বুখারী (রহ.) এই নীতিমালার আলোকে সংগৃহীত হাদীসগুলো পরীক্ষা করে স্বীয় গ্রন্থে উৎকলিত করেন। এ জন্য তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দেন الجامع الصحيح المسند। তিনি মুত্তাসিল সনদযুক্ত মারফূ' হাদীসগুলো সঙ্কলন করার পর সংশ্লিষ্ট باب(বাব) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসংখ্য আয়াত, মাওকূফ হাদীস ও বিভিন্ন আসার দ্বারা তরজমাতুল বাব নির্ধারণ করেছেন।

চার (০৪). বর্ণনাকারী পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াঃ

বর্ণনাকারীকে অবশ্যই পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে। স্মৃতিভ্রম অথবা দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) কোন হাদীস গ্রহণ করেন নি। ইমাম বুখারী (রহ.) সংগৃহীত ছয় লক্ষ হাদীস উপরোক্ত নীতিমালার মানদণ্ডে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রায় চার হাজার হাদীসের সমন্বয়ে (পুনরুল্লেখ ব্যতীত) তিনি তাঁর আল-জামি' গ্রন্থ তথা সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলন করেন। এই দুরুহ কাজ সম্পন্ন করতে তাঁর সময় লেগেছে ষোল বছর।[১৭৩]হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা তিনি এই হাদীসগুলো মসজিদে নববীর মিম্বার ও রওযার মধ্যবর্তী

---

[১৭১] আবূ বকর কাফী, ***মানাহিজুল ইমাম বুখারী ফী তাসহীলিল আহাদীস ওয়া তা'লীলিহা,*** (কায়রো: দারু ইবনি হাযম, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭১।

[১৭২] ***ইরশাদুস-সারী শারহু সহীহিল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

[১৭৩] ***তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১। মূল আরবী:

أخرجت هَذَا الْكتاب من نَحْو سِتّمائَة ألف حَدِيث وصنفته فى سِتّ عشرَة سنة وَجَعَلته حجَّة فِيمَا بينى وَبَين الله.

স্থানে বসে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। প্রত্যেক হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযু ও গোসল করে দু' রাকা'আত নফল সালাত আদায় করতেন।[১৭৪]এরপর ইস্তিখারার মাধ্যমে প্রত্যেক হাদীসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয়ে তা লিপিবদ্ধ করতেন।[১৭৫] যার ফলে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের 'আলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করে তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থের ব্যাপারে নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন- أصح الكتب بعد كتاب الله تحت السماء صحيح البخاري.

'আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহীহ আল-বুখারী।'[১৭৬]

এ গ্রন্থে উৎকলিত সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা হলো চার হাজার। পুনরুল্লেখসহ সাত হাজার দুইশত পঁচাত্তর। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুস-সালাহ (রহ.) [মৃ. ৪৬৩ হি.] ও 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল্-'আইনী (রহ.) [মৃ. ৮৫৫ হি.] এ সংখ্যার ওপর একমত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী [মৃ. ৬৭৬ হি.] এর মতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

جملة ما فى صحيح البخارى من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة، وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.

সহীহ আল-বুখারীতে সন্নিবেশিত সনদ যুক্ত হাদীসের মোট সংখ্যা হলো ৭২৭৫। পুনরুল্লিখিত হাদীস বাদ দিয়ে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।[১৭৭] ইমাম বুখারী (রহ.) গ্রন্থটি সঙ্কলন করে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (রহ.) ও 'আলী ইব্নুল-মাদীনী (রহ.) এর সমীপে উপস্থাপন করলে তাঁরা এতে উৎকলিত হাদীসগুলোকে অতিশয় বিশুদ্ধ হিসেবে সাক্ষ্য দেন।[১৭৮] ইমাম বুখারী (রহ.) শায়খ নির্বাচনে বা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর নির্ধারিত নীতিমালা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অনুসন্ধান ও পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেই তাঁর বর্ণিত হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন। একদা তিনি জনৈক মুহাদ্দিসের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সন্ধানে অনেক দূরের ও কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেন। পৌঁছে দেখেন ঐ মুহাদ্দিস সাহেবের হাত হতে তার ঘোড়াটি ছুটে যাওয়ায় সে তার চাদরকে এমন কৌশলে ধরে ঐ ঘোড়াকে ডাকছেন, যাতে ঐ ঘোড়াটি চাদরে খাবার আছে বুঝতে পারে।

সত্যিই চাদর খাবার আছে ভেবে ঘোড়াটি লোকটির এলে সে ঘোড়াটিকে ধরে ফেলে। এ দৃশ্য দেখে ইমাম বুখারী (রহ.) তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ না করেই ফিরে আসেন এবং বলেন আমি এমন লোকের হাদীস গ্রহণ করি না; যে চতুষ্পদ জন্তুকে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পারে।[১৭৯]

নি:সন্দেহে ইমাম বুখারী (রহ.) প্রশ্নাতীত মেধা ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্বীয় সঙ্কলন সম্পন্ন করেছেন; যা সুধী সমাজের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

* সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলনে তিনি নিজস্ব কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো, লক্ষ লক্ষ মুখস্থকৃত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা। এতদপ্রসঙ্গে মনীষীদের উক্তি উপস্থাপন করা হলো। মুহাম্মদ ইব্ন হামাভিয়া (রহ.) [মৃ. ৩২৯ হি./৯৪০ খ্রি.] এ বিষয়ে বলেন:

---

[১৭৪] এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন- ما وضعت في كتاب «الصحيح» حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.

দ্র. ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ০৯***; তাবাকাতুল-হানাবিলাহ,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৭২; ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪; আল-মিযযী (রহ.), প্রাগুক্ত, ২৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪৩।

[১৭৫] ড. মোহম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

[১৭৬] ***মুকাদ্দামাতু ফাতহিল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫।

[১৭৭] ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

[১৭৮] ***মুকাদ্দামাতু ফাতহিল-বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭।

[১৭৯] ***খতমে বুখারী স্মারক,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

وعن مُحَمَّد بن حمدويه، قال: سمعت مُحَمَّد بن إسماعيل البخارى يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتى ألف حديث غير صحيح.

'আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি এবং সহীহ হাদীস ব্যতীত দু'লক্ষ হাদীস কণ্ঠস্থ করেছি'।[১৮০]

ابن يوسف البيكندي قَالَ سمعت علي بن الحسين بن عاصم البيكندي يقول: قدم علينا مُحَمَّد بن إسماعيل، فاجتمعنا عنده ولم يكن يتخلف عنه من المشايخ أحد، فتذاكرنا عنده. فقال رجل من أصحابنا- أراه حامد بن حفص: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي. قَالَ فقال مُحَمَّد بن إسماعيل: أو تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف حديث من كتابه. وإنما عني به نفسه.

'ইব্ন ইউসুফ আল্-বায়কান্দী (রহ.) বলেন 'আলী ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন 'আসিম আল্-বায়কান্দী (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: একবার মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে সমবেত হয়েছিলাম। উপস্থিত সকল মাশায়িখ তাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। আমরা তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেছিলাম, ইত্যবসরে আমাদের মধ্য হতে একজন (আমার ধারণায় তিনি হামিদ ইব্ন হাফস (রহ.) ই হবেন), বলেন উঠলেন: আমি ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমার কিতাবের সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ আছে?। 'আলী ইব্নুল হুসাইন বলেন: এ কথা শুনে মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) বলে উঠলেন: আপনি কি তাতেই অবাক হলেন? সম্ভবত এ যুগে এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি তাঁর কিতাবের দু'লক্ষ হাদীস মুখস্থ রেখেছেন। আর এ কথা দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন।'[১৮১]

আর তিনি তো এমন অসংখ্য হাদীস ত্যাগ করেছেন, যার সংখ্যা লক্ষাধিক হবে। কেননা সেসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ ছিল।[১৮২]

حَدَّثَنِي أبو النجيب الأرموي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن إبراهيم الأصبهاني قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن إدريس الوراق، قال نبأنا محمّد بن حم قال نبأنا محمّد بن يوسف قال نبأنا مُحَمَّد بن أبي حاتم قَالَ: سئل مُحَمَّد بن إسماعيل عن خبر حديث، فقال: يا أبا فلان، تراني أدلس؟ تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر.

মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (রহ.) [মৃ. ৩২৭ হি./৯৩৮ খ্রি.] বলেন: মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে কোন একটি হাদীস প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: হে অমুকের পিতা! তুমি তো আমাকে কেবল একটি হাদীস ত্যাগ করতে দেখেছ! অথচ আমি এক ব্যক্তির দশ হাজার হাদীস ত্যাগ করেছি। শুধু এ কারণে যে, তাঁর ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল। এমনি আরেক লোকের দশ সহস্র বা ততোধিক হাদীস আমি সংগ্রহ করিনি, যার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আমার দ্বিধা ছিল।[১৮৩]

সুতরাং ব্যাপক রিওয়ায়াত, অপরিমেয় জ্ঞান ও প্রখর স্মৃতিশক্তির দিক থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) যে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রদত্ত অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

* সহীহ আল-বুখারী রচনায় ইমাম বুখারী (রহ.) এর অপর একটি নীতি হল, একমাত্র সহীহ হাদীস তাঁর গ্রন্থে সঙ্কলন করা। কেননা সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস তাঁর গ্রন্থে স্থান পায়নি। এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম ইব্ন মা'কাল (রহ.) বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি, আমি আমার জামি' গ্রন্থে

---

[১৮০] *তাবাকাতুশ-শাফি'ইয়্যাহ আল-কুবরা,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬; *সিয়ারু আ'লামীন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।

[১৮১] *তারীখু বাগদাদ,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫।

[১৮২] প্রাগুক্ত।

[১৮৩] প্রাগুক্ত।

সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন প্রকার হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। আর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে বহু সহীহ হাদীস ত্যাগ করেছি।[১৮৪]

وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي سَمِعت الْحسن بن الْحُسَيْن الْبَزَّار يَقُول سَمِعت إِبْرَاهِيم بن معقل النَّسَفِيّ يَقُول سَمِعت الْبُخَارِيّ يَقُول مَا أدخلت فِي كتابي الْجَامِع الا مَا صَحَّ وَتركت من الصَّحِيح حَتَّى لَا يطول.

* সহীহ হাদীস সঙ্কলনে ইমাম বুখারী (রহ.) এর আরেকটি নীতি হল, হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে গোসল করা ও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা। কেননা তিনি যখনই কোন হাদীস নির্বাচনের পর সঙ্কলনের সংকল্প করতেন, তখন গোসল করে দু' রাক'আত সালাত করে নিতেন।[১৮৫]

حَدَّثَنِي أبو الحسين علي بن مُحَمَّد بن جعفر العطار الأصبهاني بالري، قَالَ: سمعت أبا الهيثم الكشميهني، يقول: سمعت مُحَمَّد بن يوسف الفربري، يقول: قَالَ لي مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.

ফারবারী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.) বলেছেন: আমি এ গ্রন্থে যখন কোন হাদীস লিখার চিন্তা করেছি, তখন গোসল করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করার পর ঐ হাদীসখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।[১৮৬]

মূলত ইমাম বুখারী (রহ.) এর হাদীস লিপিবদ্ধ করণের পদ্ধতি ছিল এরূপ। তিনি প্রথমত: নির্দিষ্ট একটি অধ্যায়ের হাদীস গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন, এ সবের পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণয় করতেন। তারপর একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে কোন একটিকে নির্বাচন করতেন। নির্বাচিত হাদীসটির ক্ষেত্রে তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি যখন পরিপূর্ণরূপে সায় দিত, তখন সাথে সাথেই তা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করতেন না; বরং তার পূর্বে গোসল করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। উদ্দেশ্য সমগ্র কাজটি যেন নির্ভেজাল ও কল্যাণকর হয়। এর পরিবর্তে তিনি যদি তাঁর সমস্ত মুখস্থ হাদীসই লিপিবদ্ধ করতেন, তাহলে তা বিশাল আকার ধারণ করত।

শায়খ ইসমা'ঈলী (রহ.) [মৃ. ২৯৫ হি./৯০৭ খ্রি.] বলেন: আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এ গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যতীত একটি হাদীসও সংযোজন করিনি। আর অনেক সহীহ হাদীসই লিপিবদ্ধ না করে ছেড়ে দিয়েছি। এর কারণ হল, তিনি যদি তাঁর সমুদয় সহীহ হাদীস জামি' গ্রন্থে তথা সহীহ আল-বুখারীতে সংযোজন করতেন, তবে একটি অধ্যায়ে তাঁকে সাহাবীগণের জামা'আতের হাদীস সংযোজন করতে হতো এবং সহীহ হলে তাঁদের প্রত্যেকেরই বর্ণনা পরস্পরায় উল্লেখ করতে হতো, ফলে গ্রন্থটি অনেক বড় হয়ে যেতো।[১৮৭]

সঙ্গত কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন: আমি আমার জামি' গ্রন্থটিতে সহীহ নয় এমন একটি হাদীসও লিপিবদ্ধ করিনি। আর مخافة الطول و في رواية حتى لا يطول অর্থাৎ কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে বিপুল পরিমাণ সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।

* সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলনের আরেকটি নীতিমালা হলো এই যে, সহীহ আল-বুখারী ফিকহের অধ্যায় মালার অনুকরণে সুসজ্জিত।[১৮৮] ইমাম বুখারী (রহ.) এর পূর্বে ফকীহ হাদীস বিশারদগণ তাঁদের সঙ্কলনগুলোতে কেবল জান্নাতের সুসংবাদ, 'ইবাদাত, যুদ্ধ, চিকিৎসা বা 'আকীদাহ ইত্যাদি অধ্যায়ের

---

[১৮৪] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৭।

[১৮৫] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭; ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

[১৮৬] ড. রইসুদ্দীন, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ২৩২।

[১৮৭] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৭। মূল আরবী:

وروى الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنهُ قَالَ لم أخرج فِي هَذَا الْكتاب الا صَحِيحا وَمَا تركت من الصَّحِيح أَكثر، لِأَنَّهُ لَو أخرج كل صَحِيح عِنْده لجمع فِي الْبَاب الْوَاحِد حَدِيث جمَاعَة من الصَّحَابَة وَلذكر طَرِيق كل وَاحِد مِنْهُم إِذا صحت فَيصير كتابا كَبِيرا جدا.

[১৮৮] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৬।

আলোচনা সীমিত রাখতেন। সহীহ আল-বুখারীই প্রথম গ্রন্থ যাতে শর্তারোপ করার মাধ্যমে বিশুদ্ধ হাদীস নির্ণয় করার পর ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয় ও শাস্ত্রকে একত্রে সমন্বিত করা হয়েছে। ওয়াহী নাযিলের শুরু ও ওয়াহী অবতরণের পদ্ধতি বর্ণনা থেকে শুরু করে ইসলামের মৌলিক বিষয় 'আকাঈদ, 'ইবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী, পৃথিবী সৃষ্টি, যুদ্ধ, কুর'আনের ব্যাখ্যা, ফযিলত, চিকিৎসা, আদব, জান্নাতের আশাবাদ ও তাওহীদ ইত্যাদিসহ সহীহ আল-বুখারীতে ৫৪ বিষয়ের ওপর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। রাজনীতি ছাড়াও কিয়ামতের খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি স্পষ্ট দলীল প্রমাণ দ্বারা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

এই গ্রন্থে হাদীস সমন্বয়ের কাজ সমাপ্ত করার পর তিনি হাদীসসমূহের বিভিন্ন অধ্যায় ও باب (বাব) বিন্যস্ত করে 'তরজমাতুল-বাব' বা শিরোনাম নির্ধারণ করেন। অধ্যায় ও শিরোনাম অলঙ্কারময় ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে তিনি কোন কোন হাদীসের অংশ দ্বারা শিরোনাম লিখেছেন। কোথাও শিরোনামে কুর'আনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। কুর'আনের সূক্ষ বিষয়ের ব্যাখ্যাও করেছেন। কোন কোন মাস'য়ালার সমর্থনে প্রসঙ্গক্রমে সাহাবীগণের সিদ্ধান্ত এবং তাবি'ঈগণের মতামত উদ্ধৃতি করেছেন। 'আকাঈদ ও নীতি শাস্ত্রের বিষয়েও আলোচনা করেছেন। তাই এই পবিত্র গ্রন্থখানা সহীহ হাদীসের ও বহু প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও বহু বিষয়ের ভাণ্ডারে পরিনত হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারীর ভাষা খুবই উন্নতমানের। প্রসিদ্ধ নাহুবিদ 'আল্লামা রবীশীয়া (রহ.) [মৃ. ৬৮৭ হি./১২৮৮ খ্রি.] বলেন: 'আরবী শিখতে পবিত্র কুর'আনে হাকীম, তারপর সহীহ আল-বুখারী ও হিদায়াহ্[১৮৯] পড়। সহীহ আল-বুখারী-র উত্তম হাদীস হলো 'তিন সনদ বিশিষ্ট হাদীস' [حديث ثلاثيات] যার মধ্যে মাত্র তিনটি মাধ্যম রয়েছে। সহীহ আল-বুখারীতে এ ধরনের হাদীস সংখ্যা মাত্র বাইশটি। আর দীর্ঘ বা সনদ বিশিষ্ট হাদীস হল ৯ (নয়) 'তিস'ইয়াত' [تسعيات] অর্থাৎ যার মধ্যে নয়টি মাধ্যম রয়েছে।[১৯০]

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর জীবনের হিরন্ময় ষোলটি বছর এ গ্রন্থ সঙ্কলনের মহান কাজে ব্যয় করেছেন।

'আব্দুর রহমান ইব্ন রাসাইন আল-বুখারী (রহ.) বলেন: আমি শুনেছি, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) বলেছেন:

صنفت كتابي (الصحيح) لست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى.

'আমি আমার এ সহীহ গ্রন্থটি সুদীর্ঘ ষোলটি বছরে সঙ্কলন করেছি এবং ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত মাত্র কয়েক হাজার হাদীস সঙ্কলন করেছি। আর গ্রন্থটিকে আমার ও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার মাঝে দলীলরূপে স্থাপন করেছি।[১৯১]

এখানে এ বিষয়ে একজন ভারতীয় অনভিজ্ঞ 'আলিমের সাথে এক বিশিষ্ট 'আলিমের যে বিতর্ক হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক। এ বিতর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) এর হাদীস চয়ন পদ্ধতির বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

তার প্রশ্ন: তিনি বলেন: হুদা আস্-সারী গ্রন্থে তিনি পাঠ করেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে এ গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন, এ কথা কি ঠিক?

বিজ্ঞ 'আলিম: হ্যাঁ ঠিক।

তিনি প্রশ্ন করলেন: ষোল বছরে?

তিনি (বিজ্ঞ 'আলিম) বললেন: হ্যাঁ ষোল বছরে।

---

[১৮৯] ড. রইসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; ***'হিদায়াহ্,*** বুরহানুদ্দীন 'আলী ইব্ন আল-মুরগিনানী (রহ.)। এটি তাঁর সঙ্কলিত ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি অন্যতম গ্রন্থ।

[১৯০] ড. রইসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

[১৯১] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪।

প্রশ্নকর্তা বললেন, তাহলে ইমাম বুখারী (রহ.) এর সঙ্কলিত গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা যখন বার হাজার তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে, তিনি প্রতিটি হাদীস গ্রন্থনার পূর্বে গোসল করে অথবা অযূ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। অথচ যেসব হাদীসের মধ্য থেকে তিনি এসব হাদীস সঙ্কলন করেছেন তার সংখ্যা ছয় লক্ষ। তাহলে তার অর্থ কি এ দাঁড়ায় না যে, তিনি ছয় লক্ষ বার গোসল করেছেন ও ছয় লক্ষ বার দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করেছেন। এ বিষয়টি অবিবেচনা প্রসূত। অতএব হে বিজ্ঞ পণ্ডিত! আপনাদের দাবীটি অযৌক্তিক ও অসার।

উত্তরে তিনি (বিজ্ঞ 'আলিম) বললেন: এটি আপনার চরম ভ্রান্তি ও অনুমান মূলক মন্তব্য এবং জ্ঞান ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। তিনি প্রশ্ন করলেন কিভাবে?

উত্তরে বিজ্ঞ 'আলিম বললেন: 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) প্রদত্ত তথ্য মতে মুকাররার ব্যতীরেকে সহীহ আল-বুখারীর হাদীস সংখ্যা দু'হাজার ছয়শ' দুটি। আর মুকার্‌রারসহ মু'আল্লিকাত ও মুতাবি'আত ছাড়া মোট হাদীসের সংখ্যা সাত হাজার তিনশ' সাতানব্বই।

এবার হিসাব করুন, তিনশ' ষাট দিনে হয় এক বছর। আর ইমাম বুখারী (রহ.) যে কয় বছরে হাদীস চয়ন করেছেন, তা তিনশ' ষাট দিয়ে গুণ করলে দিবসের সংখ্যা দাঁড়ায় "পাঁচ হাজার সাতশ' ষাট দিন"। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি মুকার্‌রার হাদীস বাদ দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় দু'হাজার ছয়শ' দু'টি। তাহলে এবার এ সংখ্যা দিয়ে ষোল বছর তথা পাঁচ হাজার সাতশ' ষাট দিনকে ভাগ করুন, দেখবেন তার উত্তর হবে তিনি প্রতি সাড়ে চার দিনে কেবল দু'টি হাদীস সঙ্কলন করেছেন। এবারে প্রশ্নকারী নির্বাক হয়ে গেলেন। উপস্থিত সুধী মণ্ডলী বিজ্ঞ 'আলিমের জবাবে খুশী হলেন। তাই মহান আল্লাহর দরবারে এ নি'য়ামতের অগণিত শুকরিয়া। যারা সুন্নাহ্‌কে অস্বীকার করে, তারা মূলত ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। তাদের এসব সংশয় সন্দেহের উদ্দেশ্য হল, কোন একটি অজুহাত তুলে মুসলমানদেরকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া, যদিও তা সুস্পষ্ট মিথ্যা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তো মহান, যিনি তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের দাবিয়ে দিবেন এবং ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করার জন্য এমন শক্তিশালী ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটাবেন, যিনি তাদের হিংসার অনল নিভিয়ে এবং তাদের শক্তি খর্ব করে সমূলে উৎখাত করবেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন ভিত্তিই নেই।

ইমাম বুখারী (রহ.) যেসব স্থানে অবস্থান করে এ গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন; সে সব স্থানের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী একাধিক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। তবে তাতে সমন্বয় সাধন খুবই সহজ। 'ওমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুজাইর আল-বুজাইরী (রহ.) বলেন: আমি শুনেছি, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) বলেছেন: আমি মাসজিদুল হারামে বসে আমার জামি' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছি। আমি যখনই তাতে কোন হাদীস সংযোজন করার সংকল্প করেছি, তখন প্রথমে ইস্তিখারাহ করেছি। এরপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করে হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আস্থা অর্জিত হওয়ার পরই কেবল তা সঙ্কলন করেছি।[১৯২] 'আব্দুল কুদ্দুস ইব্নুল হুমাম (রহ.) বলেন: আমি মাশায়িকগণ অনেককে বলতে শুনেছি। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও মিম্বারের মধ্যস্থলে বসে সহীহ আল-বুখারী এর অনেকগুলো অধ্যায়ের সূচনা করে তা সমাপ্ত করেছেন। আর তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনালগ্নে দু' রাক'আত নফল সালাত আদায় করে নিতেন।[১৯৩]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল্-মাকদিসী এবং অন্যান্যদের মতে, ইমাম বুখারী (রহ.) গ্রন্থটি সঙ্কলনের কাজ সম্পন্ন করেছেন বুখারা নগরীতে। কারো কারো মতে মক্কাতুল-মুকাররামায়, আবার কারো কারো মতে বসরায়। এ সব কয়টি অভিমতই বিশুদ্ধ। এসব বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইমাম নববী (রহ.) বলেন: ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লিখিত সব কয়টি স্থানে গ্রন্থটি সঙ্কলনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কেননা তিনি সুদীর্ঘ ষোলটি বছর এ মহান কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

---

[১৯২] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯।

[১৯৩] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩; ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪। মূল আরবী:

عَن عبد القدوس بن همام قَالَ شهِدت عدَّة مَشَايِخ يَقُولُونَ حول البُخَارِيّ تراجم جَامعه يَعْنِي بيضها بَين قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومنبره وَكَانَ يُصَلِّي لكل تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنِ.

যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ইমাম নববী (রহ.) আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (রহ.) এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। এতে তিনি বলেন, আমি আমার জামি' গ্রন্থটি নিয়ে বসরায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অবস্থান করেছি, সেখানে আমি গ্রন্থ সঙ্কলনের কাজ করতাম এবং প্রতি বছর বায়তুল্লায় গিয়ে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করতাম। তারপর মক্কাতুল-মুকাররামাহ্ থেকে বসরা নগরীতে ফিরে আসতাম। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন: আমি আশা করি মহান আল্লাহ এ রচনাবলীর মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের জন্য অশেষ কল্যাণ ও বরকত নিহিত রাখবেন।[১৯৪]

এ সব পরস্পর বিরোধী বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় বিধান কল্পে আল্লামা হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) অভিমত পেশ করেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথমে মাসজিদুল হারাম বসে তাঁর গ্রন্থ সঙ্কলনের সূচনা করেন এবং তার অধ্যায় বিন্যাস করেন। তারপর নিজ দেশ বুখারায় গিয়ে ও অন্যান্য স্থানে সফর করে হাদীস সঙ্কলন করেন। যা তাঁর বর্ণনা হতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলেছেন: আমি ষোলটি বছর এ কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ সুদীর্ঘ কাল তিনি একাধারে মক্কাতুল-মুকার্‌রামায় অতিবাহিত করেননি। অবশ্য বহু বুযুর্গ শায়খ থেকে ইব্ন 'আদী বর্ণনা করে বলেন: ইমাম বুখারী (রহ.) অনেকগুলো অধ্যায় রচনা করেছেন, যা তিনি সমন্বিত করেছেন মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও তাঁর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে বসে এবং তিনি প্রতিটি তরজমা বা অধ্যায়ের সূচনালগ্নে দু' রাক'আত নফল সালাত আদায় করে নিতেন। 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) বলেন: পূর্বের বর্ণনার সাথে এ বর্ণনাটিরও কোন বিরোধ নেই। কেননা হতে পারে তিনি প্রথমে সেখানে পাণ্ডুলিপি গ্রন্থনা করেন। তারপর বর্ণিত স্থানসমূহে গিয়ে তার চূড়ান্ত রূপ দান করেন।[১৯৫]

এ আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নিশ্চয়ই ইমাম বুখারী (রহ.) নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসে সমুদয় হাদীস সঙ্কলন করেননি। কেননা তিনি কোন এক স্থানে হাদীসগুলোকে তাঁর স্মৃতি কিংবা কোন গ্রন্থ থেকে আলাদা করার পর নির্বাচন করতেন। তারপর অন্য স্থানে গিয়ে তা লিপিবদ্ধ করতেন। বুখারার গভর্নর আহ্ইয়াদ ইব্ন আবূ জা'ফর (রহ.) এর বক্তব্য থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.) একদিন বলেছেন:

رب: حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر.

'কখনো এমন হতো, একটি হাদীস শুনেছি বসরায়। কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করেছি সিরিয়ায় গিয়ে। পক্ষান্তরে কোন হাদীস সিরিয়ায় শুনেছি, কিন্তু তা মিসরে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি।'[১৯৬]

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর এ সহীহ গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপি করে গ্রন্থাকারে সাজানোর পর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠতম হুফ্‌ফায ও মুহাদ্দিসগণের নিকট পেশ করেন। তাঁরা ছিলেন হাদীসের দোষ-ত্রুটি সনাক্তকরণে

---

[১৯৪] ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৭৪; ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮। মূল আরবী:

وقال آخرون، منهم أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر المقدسى: صنفه ببخارى، وقيل: بمكة، وقيل: بالبصرة، وكل هذا صحيح، ومعناه أنه كان يصنف فيه فى كل بلدة من هذه البلدان، فإنه بقى فى تصنيفه ست عشرة سنة كما سبق. قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو عمرو إسماعيل، حدثنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن على، قال: سمعت البخارى يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبى أصنف وأحج فى كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة. قال البخارى: وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين فى هذه المصنفات.

[১৯৫] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯। মূল আরবী:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: أَنه ابْتَدَأَ تصنيفه وترتيبه وأبوابه فِي الْمَسْجِد الْحَرَام ثمَّ كَانَ يخرج الْأَحَادِيث بعد ذَلِك فِي بَلَده وَغَيرهَا وَيدل عَلَيْهِ قَوْله إِنَّه أَقَامَ فِيهِ سِتّ عشرَة سنة فَإِنَّهُ لم يجاور بِمَكَّة هَذِه الْمدَّة كلهَا وَقد روى بن عدي عَن جمَاعَة من الْمَشَايِخ أَن الْبُخَارِيّ حول تراجم جَامعه بَين قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومنبره وَكَانَ يُصَلِّي لكل تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنِ قلت وَلَا يُنَافِي هَذَا أَيْضا مَا تقدم لِأَنَّهُ يحمل على أَنه فِي الأول كتبه فِي المسودة وَهنا حوله من المسودة إِلَى المبيضة.

[১৯৬] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২; ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭।

অভিজ্ঞ এবং রিওয়ায়াতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে পারদর্শী। যেমন আবূ জা'ফর আল-'উকাইলী (রহ.) [মৃ. ৩২২ হি./৯৩৩ খ্রি.] বলেন: ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থটি সঙ্কলনের পর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (রহ.) প্রমুখের সম্মুখে তাঁদের মতামত যাচাইয়ের জন্য উপস্থাপন করেন। তাঁরা সবাই তা পছন্দ করেন এবং খুবই চমৎকার ও উত্তম বলে অভিমত প্রকাশ করেন। **অতঃপর মাত্র চারটি হাদীস ব্যতীত সমুদয় হাদীস বিশুদ্ধ বলে সাক্ষ্য প্রদান করেন। 'উকাইলী (রহ.) বলেন: সে চারটি হাদীসের ক্ষেত্রেও ইমাম বুখারী (রহ.) এর অভিমতই প্রণিধানযোগ্য। আর তা হচ্ছে সে হাদীসগুলোও সহীহ।**[১৯৭]

সহীহ আল-বুখারী এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অগণিত। মহান আল্লাহ্র কালাম ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের বর্ণনাকারীর সংখ্যা এতো বিপুল বলে জানা যায় না। এ গ্রন্থের একজন বিশিষ্ট রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-ফারবারী (রহ.) [মৃ. ৩২০ হি./৯৩২] বলেন: মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর সহীহ গ্রন্থটি শ্রবণ করেছেন এমন লোকের সংখ্যা নব্বই হাজার, তন্মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।[১৯৮]

ইমাম ফারবারী (রহ.) এর তথ্যটি ছিল তাঁর জানা মতে। অন্যথায় তার ইন্তিকালের পরেও দীর্ঘ নয় বছর জীবিত ছিলেন আবূ তালহা মানসূর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন কারীনাহ আল্-বাযদুভী (রহ.)। কারণ তিনি ইন্তিকাল করেন ৩২৯ হিজরীতে। অথচ ফারবারী (রহ.) এর ইন্তিকাল হয়েছিল ৩২০ হিজরীতে। সহীহ আল-বুখারী এর অপর একজন বর্ণনাকারীও ফারবারী (রহ.) এর পর বাগদাদে জীবিত ছিলেন। তিনি হলেন আল-হুসাইন ইব্ন ইসমা'ঈল আল-মুহামিলী (রহ.) [মৃ. ২৩৫ হি./৩৩০ খ্রি.]।[১৯৯] ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে যা সংযোজন ও বিন্যস্ত করেছেন, তাঁর সবটুকুই তাঁর অন্তরে ধারণ করা ছিল। কোন কিছুই তাঁর নিকট অস্পষ্ট ছিল না।[২০০]

আর কেনই বা এমন ব্যক্তির কাছে সেগুলো অস্পষ্ট থাকবে, যাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, একবার এক রাতে চিন্তা করতে বসলেন তাঁর গ্রন্থে তিনি কতটি লাইন লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে তাঁর দৃষ্টি দু'লক্ষ হাদীসে গিয়ে পৌঁছে। অতএব যে ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখে বিপুল পরিমাণ হাদীস বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে স্বল্প ক'টি হাদীস তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। ওয়ারাকাহ (রহ.) বলেন: আমি শুনেছি, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) বলেছেন: গতরাতে শয্যায় গমনের পূর্বে আমি আমার গ্রন্থকে কতগুলো হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে বিন্যস্ত করেছি, সে সময় ভাবছিলাম ও গণনা করছিলাম, তাতে প্রায় দু' লক্ষ হাদীস আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। তিনি আরো বলেন যদি আমাকে প্রার্থনা করতে বলা হয়, তাহলে আমি কেবল এক আবেদনই দশ হাজার হাদীস আবৃত্তি না করে থামবো না।[২০১] ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পূর্ণ গ্রন্থটি তিনবার সঙ্কলন করেছেন। যেমন তিনি বলেন: আমি আমার গ্রন্থটিকে তিনবার সঙ্কলন করেছি।[২০২]

মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর এ গ্রন্থটিকে জরীয়া করে তাঁকে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন।

---

[১৯৭] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯; মূল আরবী:

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ لما صنف الْبُخَارِيّ كتاب الصَّحِيح عرضه على بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَغَيرهم فاستحسنوه وشهدوا لَهُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث قَالَ الْعقيلِيّ وَالْقَوْل فِيهَا قَول الْبُخَارِيّ وَهِي صَحِيحَة.

[১৯৮] খতীব বাগদাদী, প্রাগুক্ত; ড. রইসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪১; ***'তাহযীবুল-আসমা ওয়াল লুগাত'*** গ্রন্থে সহীহ আল-বুখারীর রাবীগণের সংখ্যা বর্ণিত আছে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার)।

[১৯৯] ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১।

[২০০] ড. রইসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪১।

[২০১] ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭। মূল আরবী:

قَالَ وراقه سمعته يَقُول مَا نمت البارحة حَتَّى عددت كم أدخلت فِي تصانيفي من الحَدِيث فَإِذا نَحْو مِائَتي ألف حَدِيث وَقَالَ أَيْضا لَو قيل لي تمن لما قُمْت حَتَّى أروي عشرَة آلَاف حَدِيث فِي الصَّلَاة خَاصَّة.

[২০২] ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭। মূল আরবী: وصنفت جَمِيع كتبي ثَلَاث مَرَّات.

৪র্থ পরিচ্ছেদ

সনদ যাচাইয়ে তাঁর অনুসৃত নীতি

ইমাম বুখারী (রহ.) সনদ যাচাইয়ের যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা সহীহ আল-বুখারীর সনদ যাচাইয়ের নীতিমালা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। হাদীস বিশারদদের মতে সনদ যাচাইয়ের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) এর নীতিমালা নিম্নরূপ:

ইমাম বুখারী (রহ.) শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই লিপিবদ্ধ করবেন, সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস লিখবেন না এই বলে তিনি শর্তারোপ করেছেন। এটিই সহীহ আল-বুখারীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মত শুধুমাত্র হাদীস লিপিবদ্ধ করেই তিনি নিবৃত্ত হননি। বরং ফিকহী মাস'য়ালা, হাদীসের দুর্লভ সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়াবলী, হাদীসের মধ্যে নিহিত বিভিন্নধর্মী অর্থ ও উপকারিতাসমূহ ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ছিল। হাদীস গ্রহণে ইমাম বুখারী (রহ.) এক বিশেষ ধরনের নীতি অবলম্বন করেছেন যা অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ করেননি। **তবে হাদীস গ্রহণযোগ্যতার জন্য কতিপয় শর্ত আছে যে ক্ষেত্রে তিনি সহ সকল মুহাদ্দিস একমত। যেমন:**

(ক) বর্ণনাকারী মুসলমান হবেন।

(খ) তিনি জ্ঞানসম্পন্ন হবেন।

(গ) তিনি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হবেন।

(ঘ) তার মধ্যে তাদলীস থাকতে পারবে না।

(ঙ) তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারবেন না।

হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য সকল মুহাদ্দিসই উল্লিখিত বিষয়গুলোকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও বর্ণনাকারী ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ হবেন এবং তিনি আলিমগণের মুখ থেকে শ্রবণ করে সংরক্ষণকারী হবেন শুধুমাত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করে সংরক্ষণকারী হবেন না। এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত বলা যায়। উল্লিখিত শর্ত ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের বিশুদ্ধতা তথা সনদ যাচাইয়ের লক্ষ্যে ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য আরো দু'টি শর্তারোপ করেছেন। তা হলো:

(০১) সংরক্ষণশক্তি ও দৃঢ়তার প্রখরতা

(০২) শিক্ষকের সান্নিধ্যেও আধিক্যতা।[২০৩]

যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের ব্যাখ্যা থেকে জ্ঞাত হওয়া যাবে।

হাদীস নির্বাচনের শর্তাবলী কোন মুহাদ্দিস থেকে তাদের নিজস্ব বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাদের গ্রন্থগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং তাদের গ্রন্থের ধরণ প্রকৃতি দেখে তা নির্ধারণ করা হয়।[২০৪] এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

এক. كثير الضبط و الإتقان و كثير الملازمة لشيوخهم (প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তি ও ধারণশক্তি সম্পন্ন এবং শিক্ষকগণের সাহচর্য বেশি)।

দুই. كثير الضبط والإتقان و قليل الملازمة (প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তি ও ধারণশক্তি সম্পন্ন এবং শিক্ষকগণের সাহচর্য কম)।

তিন. قليل الضبط والإتقان و كثير الملازمة (স্মৃতিশক্তি ও ধারণশক্তি কম এবং শিক্ষকগণের সাহচর্য বেশি)।

চার. قليل الضبط و الإتقان و قليل الملازمة (স্মৃতিশক্তি ও ধারণশক্তি কম এবং শিক্ষকগণের সাহচর্য কম)।

পাঁচ. قليل الضبط و الإتقان و قليل الملازمة مع غوائل الجرح سوى ذلك (স্মৃতিশক্তি ও ধারণশক্তি এবং শিক্ষকগণের সাহচর্যও কম হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য দোষ ত্রুটিও রয়েছে)।[২০৫]

---

[২০৩] অপ্রকাশিত গ্রন্থ, ***আল-ইমাম বুখারী (রহ.) এবং তাঁর আস সাহীহ,*** (ঢাকা: ই. ফা. বা, তা. বি.), পৃ. ১৩৭।

[২০৪] ***ফায়যুল-বারী,*** ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০; ***আল-ইমাম বুখারী (রহ.) এবং তাঁর আস সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

[২০৫] ***ফায়যুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১; ***আল-ইমাম বুখারী (রহ.) এবং তাঁর আস সাহীহ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথম প্রকার বর্ণনাকারীর সমুদয় হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং প্রথম প্রকারের হাদীস পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীস যাচাই বাছাই করে কিছু গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় প্রকার হাদীস পুরোপুরি পরিহার করেছেন। তবে কখনও কখনও মূতাবি' ও শাহিদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মূল হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেননি। চতুর্থ প্রকার বর্ণনাকারীগনের হাদীস সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাকারীগণের সমুদয় হাদীস গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় প্রকার বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত হাদীস যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) চতুর্থ প্রকার বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা এবং ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (রহ.) পঞ্চম প্রকার রাবীগণের বর্ণনাও গ্রহণ করেছেন।[২০৬] এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক সনদ যাচাইয়ে গৃহীত পদক্ষেপ অন্যান্য ইমামদের চেয়ে বেশি কঠিন ও শক্তিশালী।

আর সনদ যাচাইয়ের গৃহীত শর্তাবলীর কারণেই তিনি বহু হাদীস ত্যাগ করেছেন, যার সংখ্যা লক্ষাধিক হবে। কেননা, সেসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ ছিল।[২০৭]

[২০৬] *আল-ইমাম বুখারী (রহ.) এবং তাঁর আস্-সাহীহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

[২০৭] *খতীব আল-বাগদাদী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৫ম পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ও (بَاب) বাবের শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি

ইমাম বুখারী (রহ.) সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারী নামক গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রের এক অনন্য প্রামাণিক কিতাব। এতে শুধু হাদিসের সমাবেশ ঘটেনি বরং এটি বহু জ্ঞানের খনি। এর প্রতিটি অধ্যায় ও বাবের শিরোনামে লুকায়িত আছে শরী'য়াতের নানাবিধ জ্ঞান। এর শিরোনামের রয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তবে অনেকের কাছে তা সুস্পষ্ট নয়। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এর অসামান্য সঙ্কলন সহীহ আল-বুখারী এর অধ্যায় ও বাবের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হবে; যাতে অস্পষ্ট বিষয়াবলী সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়।

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ দিক বিবেচনায় তিনি আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি প্রায় এক হাজার আশিজন মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এভাবে যখন তাঁর নিকট ছয় লক্ষ হাদীস সংগৃহীত হয়, তখন তিনি তা যাচাই-বাছাই করে তাঁর নিজস্ব মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বিশুদ্ধ হাদীসের সমন্বয়ে পূর্ণ ষোল বছর সময় অতিবাহিত করার মাধ্যমে তাঁর 'আল-জামিউস্-সাহীহ' তথা সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। ঐশী গ্রন্থসমূহের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে এটির স্থান সর্বাগ্রে। এ গ্রন্থে তিনি সহীহ হাদীস একত্রিত করার পাশাপাশি আরো এমন কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-কৌশলের সমাহার ঘটিয়েছেন; যা এ গ্রন্থের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও গভীর পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে হাদীসের মতন থেকে বহু ফিকহী বিষয়াবলী আহরণ করে বিভিন্ন বাবের প্রারম্ভে তা সংযোজন করেছেন। এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) এর অসামান্য সঙ্কলন সহীহ আল-বুখারী-র অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর অনু:সৃত নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সহীহ আল-বুখারী এর অধ্যায়সমূহের ধারাবাহিকতার রহস্য ও বাবসমূহের শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর অনু:সৃত নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) একজন জগতখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি সহীহ আল-বুখারী নামক গ্রন্থখানাকে অতীব চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি অভিনব কৌশল প্রয়োগ করে এ গ্রন্থের একটি অধ্যায়কে আরেকটি অধ্যায়ের আগে বা পরে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ফাত্হুল বারী শরহু সহীহিল-বুখারী এর আলোকে সহীহ আল-বুখারী এর অধ্যায়সমূহের ধারাবাহিকতার অভিনব কৌশল ও যথার্থ কারণ[২০৮] অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো-

আল্লামা আবূ হাফস 'আমর বুলকিনি (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলন শুরু করেছেন بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ এর মাধ্যমে। কেননা ওহীর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ওহী দু'ই প্রকার- ০১. ওহী মাতলূ তথা আল-কুরআনুল-কারীম, ০২. ওহী গায়রি মাতলূ তথা হাদীস। অর্থাৎ পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি। যেহেতু ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে ইহ্কালীন ও পরকালীন মুক্তি সহজেই লাভ করা যায়, সেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী-র সর্বাগ্রে এ বাব কে স্থান দিয়েছেন।

কিতাবুল ঈমান (كِتَابُ الإِيمَانِ):

بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ এর পরে তিনি কিতাবুল ঈমান সঙ্কলন করেছেন। কেননা, সকল জ্ঞানের মাঝে ঈমান সম্পর্কিত জ্ঞান হলো শেষ্ঠতম। তাই তিনি كِتَابُ العِلْمِ এর পূর্বে بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ এবং পরে كِتَابُ الإِيمَانِ লিপিবদ্ধ করেছেন।

---

[২০৮] *খতমে বুখারী স্মারক,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৪০।

কিতাবুল ইল্‌ম (كِتَابُ العِلْمِ):

كِتَابُ الإِيمَانِ এর পর كِتَابُ العِلْم কে স্থান দেওয়ার কারণ হলো, ঈমান গ্রহণের পর ঈমানের সকল শাখা বিষয়ক জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। তাই তিনি এ অধ্যায়কে كِتَابُ الإِيمَانِ পরে উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল ওযু (كِتَابُ الوُضُوءِ) ও কিতাবুস্‌-সালাত (كِتَابُ الصَّلاَةِ):

كِتَابُ العِلْم এর পরে كِتَابُ الصَّلاَةِ কে এনেছেন। কারণ, কোন বিষয় জানার পরে তদানুযায়ী আমল করা প্রয়োজন। আর শারীরিক আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সালাত। তাই তিনি كِتَابُ العِلْمِ এর পর كِتَابُ الصَّلاَةِ কে সঙ্কলন করেছেন। আর পবিত্রতা ছাড়া সালাত হয় না। তাই كِتَابُ الصَّلاَةِ এর পূর্বে كِتَابُ الوُضُوءِ এর সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সমূহ যথা: كِتَابُ الحَيْض (কিতাবুল-হায়য), كِتَابُ الغُسْلِ (কিতাবুল-গোসল) ও كِتَابُ التَّيَمُّمِ (কিতাবুত্‌-তায়াম্মুম) ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুয্‌-যাকাত (كِتَابُ الزَّكَاةِ):

অত:পর তিনি كِتَابُ الصَّلاَةِ এর পর কিতাবুয্‌-যাকাত كِتَابُ الزَّكَاةِ কে সন্নিবেশিত করেছেন। কেননা, হযরত 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে সালাতের পরে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কিতাবুল-হজ্জ (كِتَابُ الحَجِّ):

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল্‌-বুখারী তে كِتَابُ الزَّكَاةِ এর পর كِتَابُ الحَجِّ কে স্থান দিয়েছেন। কেননা, যখন শারীরিক ইবাদাত সালাত ও আর্থিক ইবাদাত যাকাতের বিবরণ শেষ হলো, তখন শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাতের সমন্বয় হজ্জের আলোচনাই প্রণিধানযোগ্য।

কিতাবুস্‌-সাওম (كِتَابُ الصَّوْمِ):

كِتَابُ الحَجِّ এর পর তিনি كِتَابُ الصَّوْمِ কে স্থান দিয়েছেন। কারণ, সাওম হলো আত্মিক ইবাদাত। তাই তিনি শারীরিক, আর্থিক ইবাদাতের পরে এ অধ্যায়কে উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল-বুয়ূ' (كِتَابُ البُيُوعِ):

كِتَابُ الصَّوْمِ এর পরে كِتَابُ البُيُوعِ কে এনেছেন। কেননা, উপরের বিষয়গুলো আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ও বান্দার সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে كِتَابُ البُيُوعِ হলো বান্দার সাথে সম্পর্কিত। তাই কিতাবুস্‌-সাওমের পরে كِتَابُ البُيُوعِ কে এনেছেন। অত:পর তিনি كِتَابُ البُيُوعِ সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন: كِتَابُ السَّلَمِ، كِتَابُ الشُّفْعَةِ، كِتَابُ الإِجَارَةِ، كِتَاب الحَوَالاَتِ، كتاب الكفالة، كِتَاب الوَكَالَةِ، كِتَاب المزَارَعَةِ، كِتَاب المسَاقَاةِ، كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ، كِتَاب الخُصُومَاتِ، كِتَاب فِي اللُّقَطَةِ. ইত্যাদি।

কিতাবুল ইত্ক (كِتَاب العِتْقِ):

كِتَابُ البُيُوعِএর পর তিনি كِتَاب العِتْقِ কে স্থান দিয়েছেন। কারণ, নেওয়ার দিক থেকে الرَّهْنِ অর্থাৎ ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিক থেকে নিতে হয়, আর আজাদের ক্ষেত্রেও মালিকের প্রয়োজন হয়। তাই كِتَاب الرَّهْنِ এর পর كِتَاب العِتْقِ কে এনেছেন। অত:পর তিনি كِتَاب العِتْقِ সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোকে স্থান দিয়েছেন। যথা: كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا ،كتاب المكاتب ইত্যাদি।

কিতাবুশ শাহাদাত (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ):

যখন মু'আমালাত শেষ হলো, তখন মালিকের সামনে উপস্থিত হলে ঝগড়ার উপক্রম হতে পারে। আর ঝগড়া মিটানোর জন্য الشَّهَادَات প্রয়োজন হয়, তাই তিনি كِتَاب العِتْقِ এর সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোর পর كِتَابُ الشَّهَادَاتِ উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুস্-সুল্হ (كِتَابُ الصُّلْحِ) ও কিতাবুশ-শুরুত (كِتَابُ الشُّرُوطِ):

আর ঝগড়া লাগলে উভয় পক্ষের মাঝে সমাধান প্রয়োজন। তাই كِتَابُ الصُّلْحِ কে এনেছেন। আর সমাধান করার ক্ষেত্রে শর্তের প্রয়োজন হতে পারে তাই كِتَابُ الصُّلْحِ এর পরে كِتَابُ الشُّرُوطِ কে এনেছেন।

* জীবিতাবস্থায় যেহেতু শর্তের প্রয়োজন হলো, সেহেতু মানুষ মারা যাওয়ার তখন তার ওসীয়ত বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) كِتَابُ الشُّرُوطِ এর পরে كِتَابُ الوَصَايَا কে এনেছেন।

* كِتَابُ الوَصَايَا এর মাধ্যমে যখন সৃষ্টির মু'আমালাতের কথা শেষ হলো, তারপর তিনি আল্লাহর সাথে মু'আমালাতের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাই তিনি প্রথমেই كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ এর কথা নিয়ে আসলেন; যাতে করে আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়।

* অত:পর তিনি كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ এর পর كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ নিয়ে আসলেন কারণ, জিহাদ করার মাধ্যমে মানুষ শহীদ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। অত:পর স্বাভাবিকভাবে কিংবা মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়ে আগমন করে। তবে পৃথিবীতে মানুষের আসা আর যাওয়া অর্থাৎ মরণ আর জীবন উভয়ের সাথে মিল রয়েছে। কেননা একজনের বিদায়ের মাধ্যমে একটি স্থান শূন্য হয়; আর আরেকজনের আগমনের মাধ্যমে সে স্থানটি পূর্ণ হয়, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ এর পরে كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ কে উল্লেখ করেছেন।

* كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ এর পরে كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ কে এনেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে দানব-মানব ছাড়াও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির প্রথম হলেন হযরত আদম (আ.)। আর তিনি হলেন নবী তাই كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ এর পরে كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ কে এনেছেন।

* كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ এর পরে كِتَابُ المَنَاقِبِ কে এনেছেন। কারণ, নবীদের পরে মর্যাদার দিক দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম অন্যান্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ এর পরে كِتَابُ المَنَاقِبِকে এনেছেন। এর পরে كتاب مناقب الأنصار কে এনেছেন।

* কিতাবুল আম্বিয়া ও মানাকিবের মাঝে সাহাবীদের জীবনী ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। কিতাবুল আম্বিয়ার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবন ও মাদানী জীবনের কথা বলা হয়েছে।

মাদানী জীবনের অন্যতম হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধজীবন। তাই এর পরে كِتَابُ المَغَازِي কে এনেছেন।

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের মাধ্যমে শরীয়ত পরিপূর্ণ করেছেন। কেননা কুরআন পরিপূর্ণ নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ইন্তিকাল করেননি। আর কুরআন পরিপূর্ণ নাজিল হওয়ার পরে কুরআনের ব্যাখার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাই كِتَابُ التَفْسِيرِ কে এনেছেন এবং كِتَابُ التَفْسِيرِ এর অধীনে তিনি كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ কে এনেছেন।

* كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ এর পর তিনি كِتَابُ النِّكَاحِ কে এনেছেন। কারণ, কুরআন মুখস্থ করার পর যখন কুরআন সম্পর্কিত গভীর ইল্ম শিক্ষার মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা অর্জন করবে, তখন তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে বিবাহ করা জরুরী। তাই তিনি كِتَابُ النِّكَاحِ কে এনেছেন।

* বিবাহের পর সমস্যা হলে মাঝে মাঝে মানুষ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তাই كِتَابُ النِّكَاحِ এর পরে كِتَابُ الطَّلَاقِ কে এনেছেন।

* বিবাহের পর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া প্রয়োজন তাই তিনি তদ্বীয় গ্রন্থে كِتَابُ النَّفَقَات কে এনেছেন এবং বিবাহের সময় মানুষদেরকে খাওয়াতে হয় তাই তিনি كِتَابُ الأَطْعِمَةِ কে এনেছেন। বিবাহের মাধ্যমে সন্তান হলে তাদের আকীকা করতে হয়। তাই এর পরে كِتَابُ العَقِيقَةِ কে এনেছেন। আকীকা করতে হলে প্রাণী জবাই করতে হয় তাই كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ কে এনেছেন এবং জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলতে হয়। আর যেহেতু জবেহ্ বছরে একবার করা হয় তা বুঝাবার জন্য তিনি كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ এর পরে كِتَابُ الأَضَاحِيّ কে এনেছেন।

* কুরবানীর করার পর খাওয়া-দাওয়া শেষে পান করা প্রয়োজন হয়। তাই তিনি كِتَابُ الأَشْرِبَةِ কে এনেছেন। আর খাওয়া-দাওয়ার পরে পেটে সমস্যা হয়ে অসুস্থ হতে পারে তাই كِتَابُ المَرْضَى কে এনেছেন। আর অসুস্থ হলে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাই তিনি كِتَابُ الطِّبّ কে এনেছেন।

* كِتَابُ الطِّبِّ এর পর كِتَابُ اللِّبَاسِ কে এনেছেন। কারণ, খাওয়া-দাওয়া ও পান করে মানুষ সুস্থ হওয়ার পর সৌন্দর্য গ্রহণের জন্য পোষাক-পরিচ্ছেদের প্রয়োজন। তাই তিনি كِتَابُ الطِّبِّ এর পর كِتَابُ اللِّبَاسِ কে এনেছেন। আর লিবাসের মাধ্যমে মানুষ আদব বা শিষ্টাচার রক্ষা করতে পারে তাই তিনি كِتَابُ اللِّبَاسِ এর পরে كِتَابُ الأَدَبِ কে এনেছেন। তারপর كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ কে নিয়ে এনেছেন। কারণ, ঘরে প্রবেশের পূর্বে সালামের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে হয়। আর অনুমতি হলো আদবের অংশ। এর পরে كِتَابُ الدَّعَوَاتِ কে এনেছেন। কারণ, দরজা খোলার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা হয়। আর কাউকে দাওয়াত দেওয়া মানে আহ্বান করা। তাই তিনি كِتَابُ الدَّعَوَاتِ এর পরে كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ কে এনেছেন।

* كِتَابُ الدَّعَوَاتِ এর পরে كِتَابُ الرِّقَاقِ কে এনেছেন। কারণ, যখন দেখা যাবে যে, কোন ব্যক্তি দু'আরত রয়েছে, তখন বুঝতে হবে তার মন নরম হয়েছে। তাই كِتَابُ الدَّعَوَاتِ এর পরে كِتَابُ الرِّقَاقِ কে এনেছেন। এর পরে كِتَابُ الحَوْضِ কে এনেছেন। কেননা, যে ব্যক্তি আমল দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের হৃদয়কে নরম করতে পারবে, হাশরের ময়দানে তাকে হাউজে কাউসারের পানি পান করানো হবে। তাই كِتَابُ الرِّقَاقِ এর পরে كِتَابُ الْحَوْضِ কে এনেছেন।

* كِتَابُ الْحَوْضِ এর পরে كِتَابُ الْقَدَرِ কে এনেছেন। কারণ, উপরে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে তা এবং তার ভালো-মন্দ এবং কিয়ামতের অবস্থা তাকদীরের উপরে নির্ভরশীল। তাই তিনি كِتَابُ الْحَوْضِ এর পরে كِتَابُ الْقَدَرِ কে এনেছেন।

* كِتَابُ الْقَدَرِ এর পরে كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ কে এনেছেন। কেননা, মানত এর দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয় বলে মানুষ ধারণা করে থাকে।

* আর যখন দুনিয়ার জীবনের অবস্থা বর্ণনা শেষ হলো, তখন তিনি মৃত্যুর অবস্থা উল্লেখ করলেন। كِتَابُ الْفَرَائِضِ মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত, তাই তিনি كتاب كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ এর পরে كِتَابُ الْفَرَائِضِ কে এনেছেন।

* كِتَابُ الْفَرَائِضِ এর পরে كِتَابُ الْحُدُودِ এনেছেন। কারণ, হদের বাস্তবায়নের দ্বারা মৃত্যু হয়। আর এর অধীনে অনেকগুলো অধ্যায় নিয়ে এনেছেন।

* অত:পর তিনি كِتَابُ الإِكْرَاهِ এনেছেন। যাদের উপর হদ কায়েম করা হয়, শাস্তি গ্রহণের জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হয়। তাই তিনি كِتَابُ الْحُدُودِ এর পর كِتَابُ الإِكْرَاهِ এনেছেন।

* আর শাস্তি গ্রহণের জন্য বাধ্য করা কৌশল হতে পারে, তাই তিনি كِتَابُ الإِكْرَاهِ এর পর كِتَابُ الْحِيَلِ এনেছেন।

* كِتَابُ الْحِيَلِ এর পর كِتَابُ التَّعْبِيرِ এনেছেন। কারণ, কোন বিষয় গোপন থাকলে তা তা'বীরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। كِتَابُ التَّعْبِيرِ এর পর كِتَابُ الْفِتَنِ এনেছেন কারণ, কুরআনে رُؤْيَا এর পরে كِتَابُ الْفِتَنِ এর আলোচনা এসেছে। আর ফিতনা আসে রাষ্ট্র থেকে। তাই রাষ্ট্রের বিধান প্রয়োজন। তাই كِتَابُ الأَحْكَامِ এনেছেন। অত:পর তিনি كِتَابُ الأَحْكَامِ এর পর كِتَابُ التَّمَنِّي এনেছেন।

* كِتَابُ التَّمَنِّي এর পর كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ এনেছেন। কেননা, যখন হুকুম-আহ্কাম প্রয়োগ করতে যাবে তখন আহাদ হাদীসের প্রয়োজন হবে। এসব বিষয় পালন করতে কুরআন-সুন্নাহ আকড়ে ধরতে হবে, তাই كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ এনেছেন।

* كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ এর পর সর্বশেষ كِتَابُ التَّوْحِيدِ এনেছেন। কেননা, মূল বিষয় হলো তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস। তাই, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাব সমাপ্ত করেছেন كِتَابُ التَّوْحِيدِ মাধ্যমে।

* যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.) একজন অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা মুজতাহিদ ছিলেন, সেহেতু তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে সহীহ আল-বুখারী-র অধ্যায়সমূহকে বিন্যস্ত করেছেন। আর প্রয়োগ করেছেন অভিনব কৌশল; যা জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আলোকবর্তিতা স্বরূপ।[২০৯]

সহীহ আল-বুখারীতে তিনি ৭৫৬৩ টি [২১০] হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে এ সংখ্যার ব্যতিক্রম পাওয়া যায়।[২১১] প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি ওযু ও গোসল করে দু' রাক'আত নফল নামায

[২০৯] প্রাগুক্ত।

[২১০] ***সহীহ আল-বুখারী***, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), ২য় খণ্ড। এ পাণ্ডুলিপিতে 'আল্লামা ফুরাদ 'আব্দুল বাকী (রহ.) এর প্রদত্ত ক্রমিক নং অনুযায়ী উল্লিখিত সংখ্যা উদ্ধৃত হয়েছে।

আদায় করতেন। এরপর তিনি ইস্তিখারার মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন। এ গ্রন্থটি ফিক্হের অধ্যায়মালার অনুকরণে সজ্জিত। এ গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সকল অধ্যায়ের জন্য তিনি যথাযোগ্য হাদীস পাননি বিধায়, বহু অধ্যায় হাদীস শূন্য থেকে যায়। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে তিনি অতি সূক্ষভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেন।

হাদীস সংগ্রহ করার পর ইমাম বুখারী (রহ.) সেগুলো গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার মানসে অধ্যায় ও বাবের শিরোনাম নির্ধারণ করেন। এ কর্ম সম্পাদনে তিনি যে নীতি অবলম্বন করেন তা হলো- তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারকের কাছে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অবস্থান করেন। 'আব্দুল কুদ্দূস হুমাম (রহ.) বলেছেন,

سمعت عدة من المشائخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه و سلم و منبره و كان يصلي لكل ترجمة ركعتين.

আমি অসংখ্য হাদীসবেত্তাদের নিকট শুনেছি যে, ইমাম বুখারী (রহ.) মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে মিম্বর ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে বসে তরজমাতুল বাব তথা অধ্যায়ের অনুকূলে সকল বাবের শিরোনাম সঙ্কলন করেছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায় প্রণয়নের পূর্বক্ষণে দু' রাকআত নফল নামায় আদায় করেছেন।[২১২]

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাবে (আমাদের সামনে যে নুসখা রয়েছে সে অনুযায়ী) ৯৮ টি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন। তার অধীনে তিনি ৩৪৫০ টি বাব তথা পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করেছেন। হাদীসের বিষয়বস্তু, সারসংক্ষেপ, হাদীস থেকে উদ্ভাবিত ফিক্হী মাস'য়ালা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে তিনি হাদীসসমূহের যে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন তাই তরজমাতুল বাব হিসেবে সম্যক পরিচিত।

ইমাম বুখারী (রহ.) এমন উচ্চমানের তরজমাতুল বাব লিখে গেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কেউই তা অনুসরণ করতে পারেনি। কেমন যেন এর দরজা তিনিই খুলেছেন, আবার তিনিই বন্ধ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, চিন্তা-ভাবনা, উচ্চতর গবেষণা ও জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ করে উল্লিখিত প্রতিটি তরজমাতুল বাব। তিনি প্রতিটি বাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসসমূহ হতে তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী অসংখ্য মাস'য়ালা উদ্ভাবন করেছেন। তাই তাঁর তরজমাতুল বাব সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ففه البخاري في تراجمه অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) এর ফিক্হ তাঁর কিতাবের তরজমায় তথা শিরোনামে লুকায়িত।[২১৩]

ইমাম বুখারী (রহ.) বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং অভিনব কৌশলে প্রতিটি বাবের শিরোনাম স্থাপন করেছেন। নিম্নে কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

* ইমাম বুখারী (রহ.) ১৩৫ স্থানে পবিত্র কুরআনুল-কারীমের আয়াত বা আয়াতাংশ দ্বারা তরজমাতুল বাব তথা বাবের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। যেমন, কিতাবুল ইলমের একটি শিরোনাম:

بَابُ مَا جَاءَ فِي العِلْمِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) [طه: ١١٤].

---

[২১১] সহীহ আল-বুখারীতে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা ৯০৮২টি। মুয়াল্লাক, মুতাবি'আত ও মাওকূফাত বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩৯৭টি। আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬০২টি। অপর এক হিসেব মতে এ পর্যায়ে হাদীস সংখ্যা ২৭৬১টি। কিন্তু 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (রহ.) এর মতে একাধিকবার উল্লিখিত হাদীসসমূহ সহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭২৭৫টি। আর পুনরুল্লিখিত হাদীসসমূহ বাদ দিয়ে হিসেব করলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এ সংখ্যা গণনায় পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন ছাত্র এ গ্রন্থটি শ্রবণ করেছেন। তাঁদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের সংখ্যা কম-বেশি হওয়ার কারণে এ পার্থক্য দেখা দেয়। (ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬)।

[২১২] ***মুকাদ্দামাতু সহীহ আল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪।

[২১৩] ***খতমে বুখারী স্মারক,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

* ৬৬ স্থানে ইমাম বুখারী (রহ.) সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী (হাদীস) দ্বারা বাবের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। যেমন, কিতাবুল ঈমানের প্রথম শিরোনাম:

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ).

* কখনো হাদীস দ্বারা বাবের শিরোনাম স্থাপন করেছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে তিনি তা বলেননি। যেমন, بَابٌ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ এ শিরোনামটি সরাসরি হাদীস থেকে নেয়া; কিন্তু তিনি এতে হাদীস হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেননি।

* আবার কখনো কখনো হাদীসের ভাষাকে পরিবর্তন করে নিজের ভাষায় বাবের শিরোনাম কায়িম করেছেন।

* ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁ সম্পূর্ণ সহীহ আল-বুখারীতে নয়টি স্থানে নিজের বানানো বাক্যে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। সাথে কোন আয়াত, কোন হাদীসে মুসনাদ বা কোন হাদীসে মুয়াল্লাক উল্লেখ করেননি; বরং শুধু শিরোনামই উপস্থাপন করেছেন। এ সকল স্থানের জন্য বলা হয়, এগুলোর আশে-পাশে, নিকটে অথবা দূরে এমন রিওয়ায়াত আছে, যা দ্বারা শিরোনাম প্রমাণিত হয়।

* কখনো নিজের শর্ত বহির্ভূত হাদীস দ্বারা শিরোনাম স্থাপন করে স্বীয় রিওয়ায়াতের দ্বারা সেটিকে মজবুত করেছেন।

* বহু স্থানে তিনি স্পষ্টভাবে এবং ফায়সালা সহকারে তরজমাতুল বাব উল্লেখ করেছেন। যেমন,

بَابُ وُجُوبِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ.

* কখনো هل শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করে তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন।

* বহু স্থানে প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা তরজমাতুল বাব প্রতিষ্ঠা করে আবার নিজেই তাঁর উত্তর দিয়েছেন।

* তিনি কখনো বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে ইশরা করার লক্ষ্যে প্রশ্নবোধক তরজমাতুল বাব এনেছেন।

* ইমাম বুখারী (রহ.) কখানো من قال كذا أو فعل كذا শিরোনামে বাব কায়িম করেছেন।

* কখনো ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বাবের শিরোনাম কায়িম করেছেন। যেমন,

باب ذكر قحطان.

* পূর্ববর্তী বাবের মধ্যে উক্ত বাবের অর্থ ছাড়াও নতুন কিছু থাকলে সেদিকে খেয়াল করে নতুন শিরোনাম কায়িম করেছেন। সে বাবটিকে করেছেন প্রথম বাবের অন্তর্ভূক্ত।

* কখনো শিরোনাম স্থাপন করেছেন, যা বাহ্যত অর্থহীন মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

* কখনো তিনি কোন একটি হুকুম শুরু হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে শিরোনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন,

باب بدء الأذان.

* কখনো তিনি কয়েকটি বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপন করার জন্য শিরোনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন,

بَابٌ: لاَ تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ.

* কোন কোন সময় একই শিরোনামের আওতায় অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) তার মধ্যে হতে মাত্র একটি বিষয়ের জন্য রিওয়ায়াত পেশ করেছেন। অন্য বিষয়ের জন্য কোন রিওয়ায়াত উল্লেখ করেননি। কেননা, এর নানাবিধ কারণ রয়েছে।

* কখনো তিনি একই বাবে পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন। কারণ, মাস'য়ালাটি যে মতবিরোধপূর্ণ সে দিকে ইশারা করা।

* কখনো তিনি শর্তযুক্ত বাব স্থাপন করেছেন কিন্তু এর অধীনে রিওয়ায়াত মুতলাক এনেছেন।

* কোনো কোনো সময় বাব মুতলাক আর হাদীস মুকাইয়্যাদ বা শর্তযুক্ত এনেছেন।

* কখনো নির্ধারিত বাব স্থাপন করেছেন, এর অধীনে হাদীসগুলো অনির্ধারিত এনেছেন। এর দ্বারা তিনি রিওয়ায়াতের ব্যাপকতা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

* আবার কখনো বাব অনির্ধারিত এবং রিওয়ায়াত নির্ধারিত এনেছেন ।

* কখনো তিনি জুমলায়ি শরতিয়্যাহ্ দ্বারা শিরোনাম স্থাপন করেছেন। আর শর্তের জবাব সাহাবী অথবা তাবিঈর কথা দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

* কখনো কখনো তিনি নিজের পক্ষ থেকে শিরোনাম স্থাপন করেছেন। তার সাথে আয়াত অথবা মুয়াল্লাক হাদীস উল্লেখ করেছেন।

* ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থে শিরোনামহীন বাব উল্লেখ করেছেন। উক্ত বাবের অধীনে মুসনাদ হাদীস পেশ করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে যা মন্তব্য করেছেন; তা নিম্নরূপ:[২১৪]

০১. এটি ইমাম বুখারী (রহ.) এর অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে; যার ফলে তিনি শিরোনাম স্থাপন করেননি।

০২. তিনি শিরোনাম স্থাপন করতে ভুল করেননি; বরং লিপিকার ভুল করে তা উল্লেখ করেননি।

০৩. কেউ কেউ বলেন, এটি বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপ।

০৪. 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) কোনো স্থানে বলেছেন, তিনি ইচ্ছাকৃত এ রকম করেছেন। লিখার ইচ্ছা ছিল ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সুযোগ পাননি। তবে এগুলোর একটিও সঠিক নয়। কেননা সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলনের পর দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী ইমাম বুখারী (রহ.) এ গ্রন্থের দরস দিয়েছেন এবং প্রায় নব্বই হাজার ছাত্র তাঁর কাছ থেকে এ কিতাবের দরস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহ.) অথবা কাতিবের ভুল বাকী থাকার সুযোগ কোথায়? আর পরবর্তীতে সুযোগ না পাওয়ার ওজরও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া দু'এক স্থানে এমন হলে ব্যাপারটির বাস্তবতা মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। অথচ সহীহ আল-বুখারীর অনেক অধ্যায় ও তরজমাতুল বাবে এমনটি রয়েছে।

০৫. 'আল্লামা কিরমানী (রহ.), 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.), 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (রহ.), 'আল্লামা কুস্তালানী (রহ.), ইব্ন রুশাইদ (রহ.), শায়খ নূরুল হক (রহ.), 'আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দিহলভী (রহ.) প্রমুখ বলেন: ইমাম বুখারী (রহ.) শিরোনামহীন অধ্যায় ও বাবসমূহ পূর্ববর্তী বাবের সাথে দুরত্ব ও পার্থক্য বুঝানোর লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছেন।

০৬. আল্লামা মাহমুদুল হাসান দিওবন্দী (রহ.) এর অভিমত হলো, ইমাম বুখারী (রহ.) পাঠকের মেধা যাচাই করার জন্য শিরোনামহীন অধ্যায় ও তরজমাতুল বাব প্রণয়ন করেছেন।

০৭. কখনো বা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের প্রশ্ন নিরসনের জন্য শিরোনামহীন বাব প্রতিষ্ঠা করেছেন।[২১৫]

যবনিকায় বলা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সঙ্কলন সহীহ আল-বুখারী এর অধ্যায় ও বাবসমূহ অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দরভাবে বিন্যাস করেছেন। প্রত্যেক ইল্‌মি হাদীস পিপাসুদের দায়িত্ব হলো অতীব গুরুত্বের সাথে এ গ্রন্থের অধ্যায় ও বাবসমূহ অনুধাবন করা; যাতে তাদের সুপ্ত জ্ঞান বিকশিত হয়।

[২১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬।

[২১৫] প্রাগুক্ত।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদগণের মূল্যায়ন

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিরল ব্যক্তিত্বের সন্ধান খুজে পাওয়া দূরুহ ও দুস্কর যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সমকালীন ও পরবর্তীযুগের বহু হাদীস বিশারদ। এমন এক বিরল ব্যক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন ইমাম বুখারী (রহ.)। তিনি স্বীয় যুগের ইমাম ও ক্ষনজন্মা মনীষী ছিলেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হতে শুরু করে এ যাবৎ যে ক'জন হাদীস বিশারদের আগমন এ ধরাধামে হয়েছিল, তাদের সকলের শীর্ষে ও শ্রেষ্ঠতম স্থানে সমাসীন ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়; তা হলো হয়তবা মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হাবিবের পবিত্র বাণীসমূহকে সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের জন্যই তাকে সৃজন করেছেন। এ ক্ষণজন্মা মহীয়সী সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদগণের মূল্যায়ন সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. হাফিয আবুল 'আব্বাস আহ্মদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আকদাহ্ (রহ.) বলেন:

لَو أَن رجلا كتب ثَلَاثِينَ أَلف حَدِيث لما اسْتغنى عَن تَارِيخ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل.

'[কেউ যদি ত্রিশ হাজার হাদীসও লিপিবদ্ধ করে নিয়ে আসে, তবুও মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) 'আত্-তারীখুল কাবীর' এর প্রতি আমি মুহ্তাজ থেকেই যাব]'[২১৬]।

২. হাশিদ ইব্ন ইসমা'ঈল[২১৭] (রহ.) [মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪ খ্রি.] বলেন:[২১৮]

وكان أهل المعرفة من أهل البصرة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه. قَالَ: وكان أبو عبد الله عند ذلك شابا لم يخرج وجهه.

'[ইমাম বুখারী (রহ.) যে সময় যৌবনে পদার্পন করেছেন, সে সময় থেকেই বসরার হাদীস বিশারদগণ ইল্মি হাদীসের দীক্ষা লাভের জন্য তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি তাদেরকে নিয়ে রাস্তায় বসেই হাদীসের দর্স শুরু করতেন, তাতেই হাজার হাজার লোকের সমাগম হত, যাদের সিংহভাগই ইমামের মুখ নি:সৃত হাদীসসমূহ লিখে ফেলতেন। সে সময় তার মুখে দাড়ি উঠেনি]'[২১৯]।

৩. আবূ জা'ফর আল-মাসনাদী (রহ.) বলেন:

حفاظنا ثلاثة، مُحَمَّد بن إسماعيل وحاشد بن إسماعيل ويحيى بن سهل.

'[আমাদের মধ্যে হাফিযুল হাদীস তিনজন। এক. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.), দুই. হাশিদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.), তিন. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাহ্ল (রহ.)]'[২২০]।

---

[২১৬] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ০৮; ***হুদা আস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।

[২১৭] **হাশিদ ইব্ন ইসমা'ইল ইব্ন 'ঈসা আল-বুখারী (রহ.):** হাশিদ ইব্ন ইসমা'ইল ইব্ন 'ঈসা আল-বুখারী (রহ.) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও স্বীয় যুগে হাদীসের ইমাম ছিলেন। তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যাঁরা (ক) 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (রহ.), (খ) মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.), (গ) ওয়াহ্হাব ইব্ন জারীর (রহ.) প্রমুখ। আর তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে যারা হাদীস চর্চায় সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে (ক) মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-ফারবারী (রহ.), (খ) বকর ইব্ন মুনীর (রহ.), (গ) মুহাম্মদ ইব্ন ইস্হাক আস-সামারকান্দী (রহ.), (ঘ) আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আদম আশ্-শাশী (রহ.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি [২৬১ হি./৮৭৪ খ্রি.] সালে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

[২১৮] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫।

[২১৯] প্রাগুক্ত।

[২২০] ***তাযকিরাতুল হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০।

৪. ইমাম 'আব্দুল্লাহ্ আদ্-দারিমী[২২১] (রহ.) বলেন:[২২২]

مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري أفقهنا و أغوصنا أكثرنا طلبا.

'[মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) আমাদের অধিক ফিক্হী ইল্মের ধারক-বাহক, আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও হাদীস সংগ্রহে আমাদের তুলনায় অধিক আগ্রহী]'।

৫. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্[২২৩] (রহ.) বলেন:[২২৪]

ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحفظ له من مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري.

'[আকাশের নিচে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বড় আলিম এবং এর বড় হাফিয 'মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) অপেক্ষা কাউকে আমি দেখিনি]'।

৬. আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ (রহ.) ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর (রহ.) বলেন:[২২৫]

ما رأينا مثل مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل.

'[মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.) এর মতো আমরা আর কাউকে দেখিনি]'।

---

[২২১] **ইমাম 'আব্দুল্লাহ্ আদ্-দারিমী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:** তাঁর পুরো নাম আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আল্-ফযল ইব্ন বাহ্রাম ইব্ন 'আব্দুস্-সামাদ আত্-তামীমী (রহ.)। তিনি ১৮১ হি./৭৯৭ খ্রি. তারিখে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অধিক পান্ডিত্য অর্জন করেন। স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সমাপ্ত করে ইল্মি হাদীসের দীক্ষা লাভের সন্ধানে তিনি খুরাসান, সিরিয়া, মিসর, ইরাক এবং হিজায্সহ পৃথিবীর বহু দেশে ও স্থানে সফর করেন। তিনি তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য মুহাদ্দিসদের নিকটে হাদীসে নববী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীক্ষায় ব্রত হন। তাঁর ওস্তাদগণের মাঝে আবুল ইয়ামান আল-হাকাম ইব্ন আন-নাফি' (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাস্সান (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আর-রাকাশী (রহ.), মুহাম্মদ ইব্নুল মুবারক (রহ.), হিব্বান ইব্ন হিলাল (রহ.), যায়দ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রহ.), ইব্ন 'উবাইদ আদ্-দামিশকী (রহ.), ওয়াহাব ইব্ন জারীর (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসবৃন্দ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম (রহ.), ইমাম সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস আবূ দাউদ (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), আহ্মদ ইব্ন শুয়াইব আন্-নাসাঈ (রহ.), আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), 'ঈসা ইব্ন 'ওমর আস-সমরকন্দী (রহ.) ও আরো বহু প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ। তিনি সমরকন্দের কাযী পদে নিযুক্ত হয়ে শুধুমাত্র একটি মুকাদ্দামার বিচার করেই পদত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু, ধার্মিক, বিদ্যোৎসাহী, সৃজনশীল জ্ঞানের পাশাপাশি অতি সুক্ষ মেধার অধিকারী। সেচ্ছা দারিদ্র তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি [২৫৫ হি./৮৬৯ খ্রি.] তারিখে ইন্তিকাল করেন। তিনি সুনান গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবেও বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। সুনান্ আদ্-দারিমী ছাড়াও তিনি আরো দুটি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। যথা- ১. আত্-তাফসীর এবং ২. কিতাবুল জামি'। (দ্র. ড. শামীমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩; ***সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,*** ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

[২২২] ***আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭; *আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২।

[২২৩] **ইব্ন খুযায়মা (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:** ইব্ন খুযায়মাহ (রহ.), [জ. ২২৩ হি./৮০৭ খ্রি.-মৃ. ৩১১ হি./৯২৪ খ্রি.] এর পুরো নাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা আবু বকর আস্-সুলামী। তিনি নিশাপুরের একজন বিজ্ঞ আলিম ও যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইল্মি হাদীস শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে রয়-এ পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৪০ খানা। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'সহীহ ইব্ন খুযায়মা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। দ্র. আয্-যিরিকলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯; রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।

[২২৪] ***আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫; ***তাহযীবু'ত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫২; ***তাহযীবু আসমাই' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।

[২২৫] ***আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন,*** প্রাগুক্ত; ***সিয়ারু আ'লামী'ন্-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; ***তাহযীবু'ত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫১; ***তাহযীবু আসমাই'ল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯; ***তারীখু বাগদাদ,*** ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯; ***তাহযীবুল-কামাল ফী আসমায়ি'র রিজাল,*** ২৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৫২।

৭. ইমাম আবূ ‘ঈসা আত্-তিরমিযী[২২৬] (রহ.) [জ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.-মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.] বলেন:

لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ، ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري.

‘[আমি ‘ইরাক ও খুরাসান অঞ্চলে হাদীসের ‘ইলাল, তারীখ (রাবীগণের ইতিহাস) ও সনদের পরিচয় সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.) এর চেয়ে অধিক জ্ঞাত কাউকে আমি দেখিনি]’[২২৭]।

---

[২২৬] **হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী (রহ.) [জ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.-মৃত. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.] এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:** হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী (রহ.) আমুদরিয়া নদীর বেলাভূমে অবস্থিত ‘তিরমিয’ নামক প্রাচীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবূ ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন যাহ্হাক আস্-সুলামী আত-তিরমিযী আল্-বুগী। কেউ কেউ যাহ্হাক এর স্থলে শাদ্দাদ উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মতে তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন সাওরাহ ইব্ন আস্-সাকানী আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী আল্-বুগী। হাদীস শাস্ত্রে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্য হিজায, খুরাসান, ইরাক প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) প্রমুখ হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) এর কোন কোন শিক্ষক যথা- কুতাইবা ইব্ন সাঈদ সাকাফী (রহ.), [জ. ১৪৯ হি./৭৬৬ খ্রি.-মৃ. ২৪০ হি./৮৫৪ খ্রি.), ‘আলী ইব্ন হাজার (রহ.), [মৃ. ২৪৪ হি./৮৫৮ খ্রি.], ইব্ন বাশ্শার (রহ.) প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) এর সাথী ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সূতীক্ষ্ণ ও প্রখর স্মৃতির অধিকারী ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। একবার শুনেই তিনি বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করে নিতে পারতেন। একবার জনৈক মুহাদ্দিসের বর্ণিত দু‘টি হাদিসাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু উক্ত মুহাদ্দিসের সঙ্গে তাঁর কোন দিন সাক্ষাত হয়নি। ফলে তিনি মনে মনে সেই মুহাদ্দিসের সন্ধানে উদ্গ্রীব ছিলেন। একদিন মক্কা শরীফের পথে সেই মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। আর তখন তিনি তাঁর থেকে হাদীস শুনবার বাসনা প্রকাশ করেন। উক্ত মুহাদ্দিস তখন প্রস্তাব করেন যে, তিনি হাদীসগুলো পড়বেন আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) সেগুলো তাঁর লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে নিবেন। তিরমিযী (রহ.) এর ধারণা ছিল যে, পৃষ্ঠাগুলো তাঁর সাথেই আছে। কিন্তু পরে খুঁজে দেখলেন যে, পৃষ্ঠাগুলো তাঁর সাথে নেই, বরং কিছু সাদা কাগজ তাঁর সাথে রয়েছে। মুহাদ্দিস তখন হাদীস পড়তে শুরু করলেন এবং তিরমিযী (রহ.) কয়েকটি সাদা পৃষ্ঠা সামনে রেখে সেগুলোর প্রতি তাকাতে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসের নিকট বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং তিনি এতে ক্ষুব্ধ হন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তখন ব্যাপারটি খুলে বলেন এবং সে সব হাদীস তাঁর মুখস্থ আছে বলে জানান। মুহাদ্দিস তখন তাঁকে হাদীসগুলো পাঠ করতে বলেন। তিরমিযী (রহ.) তখন সব হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন। মুহাদ্দিস এবার তাঁর স্মৃতির পরীক্ষা করার জন্য অন্য চল্লিশটি হাদীস তাঁকে পড়ে শুনান এবং সেগুলো শুনাবার জন্য তাঁকে বলেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তৎক্ষনাৎ সে হাদীসগুলো হুবহু আবৃত্তি করে শুনান।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর সঙ্কলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে:

১. জামি‘ আত্-তিরমিযী।
২. কিতাবুশ-শামা‘ইল।
৩. আত্-তারীখ।
৪. আল্-‘ইলাল।
৫. তাসমিয়্যাতু আসহাবি রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হাকিম ‘ওমর ইব্ন ‘আলাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

مَاتَ الْبُخَارِيُّ فَلَمْ يُخَلِّفْ بِخُرَاسَانَ مِثْلَ أَبِي عِيْسَى، فِي العِلْمِ وَالحِفْظِ، وَالوَرَعِ وَالزُّهْدِ، بَكَى حَتَّى عَمِي، وَبَقِيَ ضَرِيْراً سِنِيْنَ.

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর ইন্তিকালের পর খুরাসানে জ্ঞান, পরহিযগারী এবং দুনিয়া বিমূখতার ক্ষেত্রে আবূ ‘ঈসা (রহ.) এর অনুরূপ কাউকে রেখে যাননি। হিজরী ২৭১ সালের রজব মাসের শেষ পর্যায়ে তিনি পরলোক গমন করেন। দ্র. ***সিয়ারু আ‘লামী‘ন্-নুবালা,*** প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭০; ***তাযকিরাতু‘ল-হুফ্ফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩২; ***তাহযীবু‘ত-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; ***আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ্,*** প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৮০; ***রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭।

[২২৭] ***আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৮. ইমাম হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম[২২৮] (রহ.) [জ. ২০৪ হি.-মৃ. ২৬১ হি.] বলেন:[২২৯]

---

[২২৮] **ইমাম হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম (রহ.):** তাঁর নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হুসাইন, পিতার নাম হাজ্জাজ, উপাধি 'আসাকিরুদ্দিন। তিনি একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন। মরণের পর যে সকল মনীষী অমর, চিরভাস্বর ও মানুষের স্মৃতিপটে অবিস্মরণীয় হয়েছেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) তাদের শ্রেষ্ঠতম। [২০৪ হি./৮১৯ খ্রি.] মতান্তরে [২০২ হি./৮১৭ খ্রি.] ও [২০৬ হি./৮২১ খ্রি.] খুরাসানের অর্ন্তগত পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ স্থান নীসাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহ.) এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ইল্‌মি হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তদানীন্তন সময়ে নিসাপুর ছিল ইল্‌মি হাদীস চর্চার শেষ্ঠতম স্থান। ছোটবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ ধী-শক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। যার ফলে তিনি নিসাপুরের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী আন-নিসাপুরী (রহ.) [মৃ. ২২৬ হি./৮৪০ খ্রি মতান্তরে ২১৪ হি./৮২৯ খ্রি.] এর দরসুল হাদীসের মসলিশে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য শিক্ষকের কাছ থেকে ইল্‌মি হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- ১. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহি (রহ.), [মৃ. ২৩৭ হি./৮৫১ খ্রি.], ২. আহ্মদ ইব্ন ইউনুস (রহ.), [মৃ. ২২৭ হি./৮৪০ খ্রি], ৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুফিয়ান (রহ.), ৪. ইসমা'ঈল ইব্ন আবী উওয়াইস (রহ.), [মৃ. ২২৬ হি./৮৪০ খ্রি.], ৫. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (রহ.), [মৃ. ২২৭ হি./৮৪১ খ্রি.], ৬. 'আউন ইব্ন সালাম (রহ.), ৭. ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), [জ. ১৬৪ হি.- মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.], ৮. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী [জ. ১৯৪ হি./৮০৯ খ্রি.- মৃ.২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি.] (রহ.), ৯. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম (রহ.), ১০. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুফিয়ান (রহ.), ১১. মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ (রহ.), [মৃ. ৩৩১ হি./৯৪২ খ্রি.], ১২. মূসা ইব্ন হারূন (রহ.), [মৃ. ২১৪ হি./৮২৯ খ্রি.], ১৩. আহ্মদ ইব্ন সালামাহ (রহ.), [মৃ. ২৮৬ হি./৮৯৯ খ্রি.], ৯. ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর বিশিষ্ট শাগরিদ হার্‌মালাহ (রহ.) [মৃ. ২০৪ হি./৮১৯ খ্রি.] প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী [জ. ১৯৪ হি./৮০৯ খ্রি.-মৃ.২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি.] (রহ.), নিশাপুরে আগমন করলে, তিনি তাঁকে উস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেন।

যাঁরা তাঁর নিকট থেকে সরাসরি ইল্‌মুল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেন- ১. ইব্রাহীম ইব্ন আবী তালিব (রহ.), [মৃ. ২৯৫ হি./৯০৭ খ্রি.], ২. আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ (রহ.), [মৃ. ২২৩ হি./৮৩৭ খ্রি.], ৩. সাররাজ (রহ.), [মৃ. ৩১৩ হি./৯২৫ খ্রি.], ৪. আবূ আওয়ানাহ (রহ.), [মৃ. ৩১৭ হি./৯২৯ খ্রি.], ৫. আবূ হামিদ আহ্মদ ইব্ন হামাদান আল-আ'মাশী (রহ.), [মৃ. ৩১১ হি./৯২৩ খ্রি.], ৬. আবূ হামিদ ইব্ন আশ্-শারকী (রহ.), [মৃ. ৩২৫ হি./৯৩৬ খ্রি.], ৭. ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান আল্-ফকীহ (রহ.), ৮. মাক্কী ইব্ন 'আবদান (রহ.), ৯. 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবী হাতিম (রহ.), [মৃ. ৩২৭ হি./৯৩৮ খ্রি.], ১০. মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ আল্-'আত্তার (রহ.), [মৃ. ৩৩১ হি./৯৪২ খ্রি.], ১১. আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রহ.), [জ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.-মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.], ১২. মূসা ইব্ন হারুন (রহ.), [মৃ. ২১৪ হি./৮২৯ খ্রি.], ১৩. আবুল ফযল আহ্মদ ইব্ন সালামাহ (রহ.), [মৃ. ২৮৬ হি./৮৯৯ খ্রি.], ১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (রহ.), ১৫. আবূ হাতিম আর-রাযী (রহ.), [মৃ. ২৭৭ হি./৮৯০ খ্রি.], ১৫. আহ্মদ ইব্ন 'আলী কালান্‌সী (রহ.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ইমাম মুসলিম (রহ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। ইল্‌মি হাদীসে ইমাম মুসলিম (রহ.) এর অতি উচ্চ মর্যাদা ও স্থানের কথা তাঁরা সকলেই অকপটে স্বীকার করেছেন। উপরন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) এর মহামূল্যবান গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ বহন করে। গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের নিকটে সহীহ্ আল-বুখারীর পরেই সহীহ্ মুসলিমের স্থান। এমনকি উভয় গ্রন্থের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ সময় 'সহীহাইন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইমাম মুসলিম (রহ.) সর্বমোট ২৪ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) এর মৃত্যু সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যা হাফিয আবূ বকর আহ্মদ 'আলী আল-খাতীব (রহ.), [মৃ. ৪৬৩ হি./১০৩৮ খ্রি.] তাঁর **'তারীখু বাগদাদ'** নামক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) জ্ঞানানুশীলনে, সন্দেহ দূরীভূতকরণে এবং সূক্ষাতিসূক্ষ অনুসন্ধানে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও পারদর্শী। এ সকল কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। আর তিনি তাতে খুব মজা ও আনন্দ উপভোগ করতেন। তাঁর এই অনবরত জ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের জন্য নিয়মিত বড় বড় মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। জ্ঞানার্জনে যাদের প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিল তাঁরা ইমাম মুসলিম (রহ.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠা সন্দেহ সমূহের মূলোৎপাটন করার লক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন উপস্থাপন করতেন। আর তিনি আনন্দচিত্তে, হাস্যোজ্জল বদনে উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের জবাব প্রদান করে প্রশ্নকারীদের সন্দেহ-সংশয় দূর করতেন। ফলে হাদীস আলোচনার জন্য এ ধরনের এক মহতী ও গুরুত্বপূর্ন মসলিশ-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় জগতখ্যাত ও স্বনামধন্য হাদীস বিশারদগণ উপস্থিত হতেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ছিলেন এ সভার মধ্যমণি। তাই চারদিক থেকে প্রশ্নের অবতারণা হতে থাকে। তিনি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে এক এক করে সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একখানা দুর্লভ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহ.) এর দৃষ্টি আর্কষণ করলেন। দু:খের বিষয়, সেই হাদীস সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহ.) অবহিত ছিলেন না। তাই নিরুত্তর হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর হাদীসটি অনুসন্ধান করার জন্য পাঠাগারের নির্জন কক্ষে ঢুকে বাসার সবাইকে সতর্ক ও সাবধান করলেন। যাতে কেউ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাঁর অনুসন্ধান কাজে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। ইত্যবসরে তাঁর কোন এক ভক্ত

دعنى أُقَبِّل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، ويا طبيب الحديث فى علله.

'[হে উস্তাযগণের উস্তায, সাইয়্যিদুল-মুহাদ্দিসীন (মুহাদ্দিসগণের সর্দার) ও হাদীসের 'ইলাল বিষয়ের চিকিৎসক! আপনি আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করার অনুমতি দিন]'।

৯. অন্য বর্ণনায় আছে: তিনি প্রথমে ইমাম বুখারী (রহ.) এর দু' চোখে চুমো দিয়ে উপরোক্ত কথা বলেছেন[২৩০]।

১০. ইমাম মুসলিম (রহ.) অন্যত্র তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বললেন:

لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك.

'[হিংসুক ছাড়া কেউ আপনার শত্রুতা করে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, দুনিয়ায় আপনার মত কেউ নেই]'[২৩১]।

হাদীয়া স্বরূপ এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হলেন। পরিবারের একজন জানতে চাইলেন: এক্ষুণি হাদীয়া স্বরূপ এক ঝুড়ি খেজুর এসেছে, তা কি করবো। ইমাম মুসলিম (রহ.) বললেন, বিষয়টি পরে সমাধা করবো, আপাতত আমার কাছে রেখে যাও। তারপর তিনি হাদিস অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। হাদীস গ্রন্থমালাগুলো তন্ন তন্ন করে মন্থন করে চলছেন। আর এই কর্মব্যস্ততা ও তন্ময়তার ফাঁকে সামনে থাকা রক্ষিত ঝুড়ি থেকে একটির পর একটি খেজুর মুখে ঢুকাচ্ছেন। এভাবে তিনি হাদীস অনুসন্ধানে এত বিভোর হলেন যে, সীমার অতিরিক্ত খেজুর খাওয়ার বিষয়টি আদৌ ভাবতে পারেন নি। তাঁর আকাঙ্খিত হাদীস খানা পেয়ে যখন তিনি স্বস্তি বোধ করলেন, তখন ঊষার আলো পূর্ব গগনে সকালের খবর ঘোষণা করলো। আর ইত্যবসরে ঝুড়ির খেজুরগুলোরও যবনিকাপাত ঘটলো। এভাবে অধিক পরিমাণে খেজুর ভক্ষণের ফলে অতি দ্রুত তাঁর পাকস্থলিতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং জটিল রোগে সংক্রমিত হয়ে পড়েন। এ রোগ আর নিরাময় হলো না। কয়েক দিন এভাবেই তিনি অসহ্যকর পীড়া ভোগ করলেন। তারপর একদা রাজাধিরাজের দরবার থেকে 'ইলমি নববীর ধারক-বাহক ইমাম মুসলিম (রহ.) কে নশ্বর পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার নিমন্ত্রনপত্র এলো। সে নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ২৬১ হিজরীর ২৫ রজব রোববার গোধূলি সন্ধ্যায় এ জগতের সাথে সকল ধরনের সম্পর্কের বেড়াজাল ছিন্ন করে অবিনশ্বর জগতে প্রস্থান করেন। পরদিন তাঁর শবদেহ নাসিরাবাদ নামক গ্রাম্য কাননের সমাধিতে চিরশয্যায় শায়িত করা হয়।

তাঁর ইন্তিকালের পর প্রখ্যাত হাদীসবিদ আবূ হাতিম আর-রাযী (রহ.) তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে তাঁর অবস্থা ও কুশল জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন: মহান আল্লাহ আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে জান্নাতের সুবিশাল কাননকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাই স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই। একইভাবে আবূ 'আলী যাগুরী (রহ.) নামক আরেক জন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসকে তাঁর মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলেন: কী করে আপনার এই নাজাতের ব্যবস্থা হলো? উত্তরে তিনি স্বপ্নেই তাঁকে সহীহ মুসলিমের কতকাংশ দেখিয়ে বলেন: এ গ্রন্থখানি উসিলাতেই জান্নাহামের শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে। দ্র. তারীখু বাগদাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

[২২৯] ***তাহযীবুল আসমাই' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

[২৩০] ***ইরশাদুস-সারী শারহু সহীহিল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

[২৩১] ***প্রাগুক্ত; তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮।

১১. ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল[২৩২] (রহ.) (জ. ১৬৪ হি./৭৮১খ্রি.-মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.) বলেন:[২৩৩]

ما أخرجت خراسان مثل مُحَمَّد بن إسماعيل.

'[খুরাসান 'মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলের মত আর কাউকে কাউকে বের করেনি]'।

১২. ফাল্লাস (রহ.) বলেন: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث.

'[ইমাম বুখারী (রহ.) যে হাদীস জানেন না, তা হাদীসই নয়]'[২৩৪]।

১৩. ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহি (রহ.) বলেন:

يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان في زمن الحسن البصريّ لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه.

'[হে হাদীস অনুসন্ধানকারী মুহাদ্দিসগণ! তোমরা এ যুবকের (বুখারীর) প্রতি লক্ষ্য করো এবং তাঁর থেকে (হাদীস) লিখে রাখো। কারণ, তিনি যদি হাসান বসরী (রহ.) এর যামানায় জীবিত থাকতেন, তাহলে মানুষ হাদীস ও ফিক্হের জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হতেন[২৩৫]]'।

---

[২৩২] **ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)** [জ. ১৬৪ হি./৭৮১ খ্রি.-মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.]: ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর পুরো নাম আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল আশ-শায়বানী আল-মারূযী। তিনি প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা 'সারাখ্স' প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ইল্মি হাদীসে এক অনন্য সাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের প্রায় সবকটি কেন্দ্র ভ্রমণ করেন এবং সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের সংগ্রামে শিক্ষাজীবন থেকেই একটি নীতি মেনে চলতেন। তা হচ্ছে- হাদীস শ্রবণের সাথে সাথে তিনি তা লিখে রাখতেন। তিনি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন না; বরং যা শুনতেন তা লিখে নেয়া ছিল তাঁর স্থায়ীভাবে অনুসৃত নীতি। তাঁর শ্রুত হাদীসসমূহ তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থই থাকতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন হাদীস স্বীয় পাণ্ডুলিপি না দেখে কখনো বর্ণনা করতেন না। তিনি যখন কাউকে হাদীস লিখাতেন, তখন হাদীস লিখিত হওয়ার পর তাঁকে বলতেন, যা লিখেছ তা পড়ে শুনাও। এতে হাদীসের ভাষা ও শব্দে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারতো না। তাঁর থেকে সে যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীস শ্রবণ করতেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম শাফি'ঈ (রহ.), 'আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) এবং আল-ওয়াকী' [মৃ. ১৯৭হি./৮১৩ খ্রি.] (রহ.) প্রমুখ। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) তো হাদীসের সত্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর ওপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করতেন। তিনি ইমাম আহ্মদ (রহ.) কে বলে রেখেছিলেন:

قال له: يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث، فأعلمني به أذهب إليه.

"হে আবূ 'আব্দিল্লাহ্! আপনার নিকট যখনই কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, আপনি তা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সে আলোকে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।"

এভাবে তাঁর সমসাময়িককালের অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ইল্মি হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত 'মুসনাদে আহ্মদ' নামক বহুল পরিচিত গ্রন্থখানি হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আহ্মদ (রহ.) এর অমর অবদান। মু'তাযিলীদের কিছু ভ্রান্ত মতবাদ অস্বীকার করায় তিনি আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং বেত্রাঘাত ও বহু ধরনের নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি আসমাউল রিজাল শাস্ত্রেরও বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। উক্ত বিষয়ে তিনি 'আত-তারীখ' নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'আসমাউর রিজাল'- এর গ্রন্থাবলীতে রাবীগণের সম্পর্কে তাঁর অনেক অভিমত বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ এসব অভিমতের খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও তাঁর রচিত আরো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো-'আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ', 'ফাযা'ইলুস সাহাবা', 'আল-ইলাল ওয়ার-রিজাল', 'কিতাবুল আমল', 'কিতাবুল মাসাইল', 'কিতাবুল মানাসিক', 'কিতাবুল ঈমান', 'কিতাবুল ই'তিকাদ', 'কিতাবুস-সালাত', 'কিতাবুল ওয়ারা' প্রভৃতি। দ্র. ***সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা'***, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭-৩৫৮; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭-৪১৮; অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৬।

[২৩৩] ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩; ***ইরশাদুস-সারী শারহু সহীহিল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

[২৩৪] ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭। ***ইরশাদুস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

[২৩৫] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬। ***ইরশাদুস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৪. 'আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী[২৩৬] (রহ.) [মৃ. ৭৪৮ হি.] বলেন:[২৩৭]

ويقول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: "وكان رأسا في الذكاء رأسا في العلم رأسا في الورع والعبادة.

'[মেধা ও জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাকওয়া ও ইবাদাতে তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে]।'

১৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার[২৩৮] (রহ.) বলেন:[২৩৯]

وعن مُحَمَّد بن بشار شيخ البخارى ومسلم، قال: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرى، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بسمرقند، ومُحَمَّد بن إسماعيل ببخارى.

'[দুনিয়ায় হাফিয হলেন চারজন: রায়-এ আবূ যুর'আহ (রহ.), নিশাপুরে মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.), সমরকন্দে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দুর রহমান আদ-দারিমী (রহ.), এবং বুখারায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.)]'।

১৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রহ.) আরো বলেন:[২৪০] ما قدم علينا، يعنى البصرة، مثل البخارى.

"আমাদের (বসরায়) নিকট ইমাম বুখারী (রহ.) মতো কেউ আগমন করেনি।

---

[২৩৬] **শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী [জ. ৬৭৩ হি./১২৭৫ খ্রি.-মৃ. ৭৪৮ হি./১৩৪৮ খ্রি.] (রহ):** তাঁর পুরো নাম আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন 'ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী। কিন্তু তিনি সারা বিশ্বে হাদীস বিশারদদের নিকট শুধু ইমাম যাহাবী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দামিশ্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈর্তৃক আবাসস্থল তুর্কমেনিস্তানের 'মিয়াফারিকীন'। তিনি সিরিয়া, মিসর ও হিজাযের বড় বড় মুসলিম মনীষীর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বহু দেশ সফর করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায়, বিশেষত আল-কুরআন ও আল-হাদীস সংক্রান্ত শিক্ষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হাদীসের হাফিয হিসেবে তিনি কিংবদন্তীর আসনে সমাসীন হলেও রিজাল শাস্ত্রের দক্ষতা তাঁর পারদর্শিতা ও মনীষাকে সুনামের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায়। ইসলামী কলা-কৌশল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশটি। এর মধ্যে বহুল পরিচিত ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ:
তাযকিরাতুল-হুফফায, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা', মীযানুল-ই'তিদাল, তাজরীদু আসমা'ইস্-সাহাবা, আল্-মুগনী, তারীখুল ইসলাম, আর্-রুয়াতুস সিকাত, মু'জামুশ্-শুয়ূখ, আল্-মুকতানা ফিল কুনা, আল্-মুশতাবাহ ফিল আসমা' ওয়াল আনসাব ওয়াল কুনা ওয়াল আলকাব এবং আল্-কাশিফ প্রভৃতি। ইমাম যাহাবী (রহ.) দামিশ্কে একাধিক বিভাগীয় সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন এবং চাকুরীর পাশাপাশি তিনি এসব গ্রন্থ রচনা করেন। [৭৪১ হি./১৩৪১ খ্রি.] সনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় লিখার কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা অব্যাহত রাখেন। দামিশ্কেই তাঁকে দাফন করা হয়। দ্র. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন [জ. ১৯৬৫ খ্রি.], প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০-৪৪।

[২৩৭] 'আব্দুল মুহসিন ইব্ন হামদ ইব্ন 'আব্দিল মুহসিন ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন হামদ আল-'আব্বাদ আল-বদর (রহ.) ইমাম বুখারী ওয়া কিতাবুহুল-জামি', (আল-মাদিনা আল-মুনাওয়ারা, বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩০৯ হি.), পৃ. ৩৫; ***তাযকিরাতুল-হুফফায,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।

[২৩৮] **মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রহ.):** তাঁর পুরো নাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ইব্ন 'উসমান আল-বাস্রী । তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ইমাম। তাঁর উপনাম ছিল বিন্দার। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 'আব্দুল 'আযীয আল-আকতার (রহ.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) 'ওমর ইব্ন 'আলী (রহ.) প্রমুখ। স্বীয় যুগে তাঁর থেকে বহু লোক হাদীস শিক্ষা করেন। তাদের মধ্যে ইব্ন খুযায়মাহ (রহ.), আবুল 'আব্বাস আস্-সিরাজ (রহ.), ইমাম বাগবী (রহ.), সা'ঈদ (রহ.), ইব্ন আবী দাউদ (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুতুবে সিত্তাহ-র সব ক'জন মুহাদ্দিসই তাঁর শিষ্য। সহীহ আল-বুখারীতে ২০৫ ও সহীহ মুসলিমে ৪৬০ টি হাদীস তাঁর থেকে গৃহীত হয়েছে। তিনি অসংখ্য হাদীসের হাফিয ও তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং 'ইল্মি হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন: وقال أَبُو دَاوُد: كتبتُ عَنْ بندار نحوًا من خمسين ألف حديث. আমি বুন্দার অর্থাৎ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রহ.) থেকে পঞ্চাশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। ইব্ন খুযাইমাহ (রহ.) বলেন:

وقال إمام الأئمة؛ ابن خزيمة، في كتاب "التوحيد" له: أخبرنا إمام أهل زمانه في العلم، والأخبار مُحَمَّد بن بشار.

মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার অর্থাৎ বিন্দার (রহ.) তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইল্মি হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। তিনি [২৫২ হি./৮৬৬ খ্রি.] সনে ইন্তিকাল করেন।

[২৩৯] ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

[২৪০] প্রাগুক্ত।

১৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রহ.) আরো বলেন:[২৪১] حين دخل البخارى البصرة: دخل اليوم سيد الفقهاء .

'[ইমাম বুখারী (রহ.) যখন বসরায় গমন করলেন, তখন তিনি (মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার) বললেন আজ (বসরায়) ফকীহদের সর্দার আগমন করেছেন]'[২৪২]।

১৮. রাজা ইব্ন মারজী (রহ.) বলেন:

فضل مُحَمَّد بن إسماعيل (يعني في زمانه) على العلماء كفضل الرجال على النساء وهو آية من آيات الله يمشي على الأرض.

'['আলিমগণের ওপর মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর মর্যাদা নারীদের ওপর পুরুষের মর্যাদার মতো। আর তিনি হলেন জমিনে চলমান আল্লাহর এক নিদর্শন]'[২৪৩]।

১৯. আহ্মদ ইব্ন হামদূন (রহ.) বলেন:[২৪৪]

وروى الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور بإسناده، عن أحمد بن حمدون، قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخارى، فقبل بين عينيه، وقال: دعنى أُقَبِّل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، ويا طبيب الحديث فى علله.

'[একদা ইমাম হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করে বললেন: আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করার অনুমতি দিন হে সমস্ত উস্তাযের উস্তায, মুহাদ্দীসগণের নেতা এবং হাদীসের চিকিৎসক!]'।

২০. হাফিয আহ্মদ ইব্ন হামদূন (রহ.) আরো বলেন:

وقال الحافظ أحمد بن حمدون رأيت البخاريّ في جنازة ومُحَمَّد بن يحيى الذهليّ يسأله عن الأسماء والعلل والبخاريّ يمر فيه كالسهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد.

'[এক জানাযায় ইমাম বুখারী (রহ.) উপস্থিত ছিলেন। দেখলাম ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহ্লী তাঁকে রাবীগণের নাম ও হাদীসের 'ইলাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, আর তিনি তীর নিক্ষেপ করার ন্যায় দ্রুতগতিতে সেগুলোর উত্তর দিচ্ছেন; যেন তিনি (সূরা ইখলাস) পড়ছেন[২৪৫]]'।

২১. কুতাইবা ইব্ন সাঈদ সাকাফী (রহ.), [জ. ১৪৯ হি./৭৬৬ খ্রি. -মৃ. ২৪০ হি./৮৫৪ খ্রি.) বলেন:[২৪৬]

جالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل مُحَمَّد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة، وقال أيضًا: لو كان في الصحابة لكان آية.

'[আমি ফকীহ্, 'আবিদ ও যাহিদগণের (দুনিয়া বিমুখ) সাথে বসেছি, কিন্তু বুঝ হওয়া থেকে শুরু করে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) মত কাউকে দেখিনি। তিনি ছিলেন তাঁর যামানার সাহাবীদের মাঝে

---

[২৪১] প্রাগুক্ত।

[২৪২] প্রাগুক্ত।

[২৪৩] *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত।

[২৪৪] *আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪; *তাহযীবুল-আসমা'ওয়াল-লুগাত,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; *সিয়ারু আ'লামী'ন্-নুবালা',* প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০০।

[২৪৫] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

[২৪৬] *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩; *ইরশাদুস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

‘ওমর (রা.) এর ন্যায়। (আমার মতে) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল (রহ.) সাহাবীদের যামানায় থাকলে (আল্লাহর) এক নিদর্শন হতেন[২৪৭]’।

২২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা‘ফর আল-বায়কান্দী (রহ.) [মৃ. ২৪৩ হি./৮৫৭ খ্রি.] বলেন:

لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر مُحَمَّد بن إسماعيل لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت مُحَمَّد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم.

‘[যদি আমি আমার বয়স থেকে কিছু বয়স মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.) কে দিতে পারতাম, তবে তা করতাম। কারণ আমার মৃত্যু শুধু ব্যক্তির মৃত্যু, আর মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.) এর মৃত্যু ‘ইল্ম বিলীন হওয়ার ন্যায়[২৪৮]’।

২৩. মাহমূদ ইব্নুন-নাযর আবূ সাহ্ল আশ-শাফি‘ঈ (রহ.) বলেন:

قال أبو سهل محمود بن النضر الفقيه: سمعت أكثر من ثلاثين عالما من علماء مصر يقولون حاجتنا في الدنيا النظر إلى مُحَمَّد بن إسماعيل.

‘[আমি বসরা, শাম, হিজায ও কূফায় গমন করেছি। সেখানকার ‘আলিমগণকে দেখেছি। যখনই তাঁদের নিকট ইমাম বুখারী (রহ.) এর বিষয় আলোচনায় আসত, তাঁরা তাঁকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিতেন[২৪৯]’।

২৪. ইমাম ‘আলী ইব্নুল-মাদীনী (রহ.) বলেন: دعوا قَوْله فَإِنَّهُ مَا رأى مثل نَفسه.

‘[বুখারী তাঁর মতো আর কাউকে দেখেনি[২৫০]’।

২৫. মূসা ইব্ন হারুন আল-হাম্মাল (রহ.) বলেন:[২৫১]

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُنَصِّبُوا آخَرَ مِثْلَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ.

‘[যদি মুসলিম সম্প্রদায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.) এর ন্যায় অপর একজন ব্যক্তি লাভ করতে চায়, তাঁরা তাতে সক্ষম হবে না]’।

২৬. আবূ জা‘ফর ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জু‘ফী আল-মুসনাদী (রহ.) বলেন: [২৫২]

مُحَمَّد بن إسماعيل إمام فمن لم يجعله إماما فأتهمه.

‘[মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল (রহ.) হলেন ইমাম। আর যে তাঁকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, তার (ঈমান) সম্পর্কে সন্দেহ করবে]’।

২৭. ইমাম ফির্বারী (রহ.) উল্লেখ করেন,

‘[আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছো? আমি বললাম, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.) এর নিকট। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দিও[২৫৩]’।

---

[২৪৭] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

[২৪৮] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭। ***ইরশাদুস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

[২৪৯] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯। ***ইরশাদুস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

[২৫০] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮। ***হুদা আস-সারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭;

[২৫১] প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

[২৫২] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮; ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৬৮; ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯; আল-মিয্যী (রহ.), প্রাগুক্ত, ২৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮; ***তাহযীবুত্-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

[২৫৩] ***মা তামাস্সু ইলাইহি হাজাতুল-কারী লি-সহীহিল-বুখারী,*** ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

২৮. ইমাম ফির্‌বারী (রহ.) আরো বলেন,

'[আমি আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে পিছনে হাঁটছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে কদম মুবারক রাখছেন, ইমাম বুখারীও ঠিক সেখানে তাঁর কদম রাখছেন[২৫৪]]'।

২৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ্-দ্বাওরাকী (রহ.) বলেন:[২৫৫]

مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فَفِيهِ هَذِه الْأمة.

'[মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (রহ.) হচ্ছেন এ উম্মতের জ্ঞানসমৃদ্ধ ফকীহ]'।

৩০. আবূ হাতিম আর-রাজী (রহ.)[২৫৬] [মৃ. ২৭৭ হি./৮৯০ খ্রি.] বলেন:[২৫৭]

لم تخرج خراسان قط أحفظ من مُحَمَّد بن إسماعيل ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه.

'[খুরাসানের স্নেহকূল থেকে তোমাদের মাঝে সৌভাগ্যক্রমে এমন এক ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব ঘটেছে, যাঁর থেকে বড় হাফিযুল হাদীস খুরাসানে আর জন্মায়নি এবং যাঁর চেয়ে জ্ঞানসম্পন্ন 'আলিম বাগদাদে আর শুভাগমন করেনি]'।

৩১. আবূ 'আমর আল-খাফ্‌ফাফ (রহ.), [মৃ. ২৯৯হি./৯১১ খ্রি.] বলেন:[২৫৮]

حَدثنَا التقي النقي الْعَالم الَّذِي لم أر مثله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل قَالَ وَهُوَ أعلم بِالْحَدِيثِ من أَحْمد وَإِسْحَاق وَغَيرهمَا بِعشْرين دَرَجَة وَمن قَالَ فِيهِ شَيْئا فَعَلَيهِ مني ألف لعنة.

'[এমন পরিচ্ছন্ন, সংযমী, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মানুষটি আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যার সমতুল্য আমি আর কাউকে দেখিনি। হাদীস শাস্ত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.), ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহি (রহ.), আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ অপেক্ষা বিশগুণ বেশি অভিজ্ঞ। তিনি আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর সামান্যতম সমালোচনা যে করল, আমার পক্ষ থেকে তার ওপর হাজার অভিশাপ]'।

---

[২৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[২৫৫] ***হুদা আস-সারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

[২৫৬] আবূ হাতিম আর-রাজী [জ. ২৪০হি./৮৫৪ খ্রি.-মৃ. ৩২৭ হি./৯৩৯(রহ.): মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌নুল-মুনযির ইব্‌ন দাউদ মিহরান আবূ হাতিম আল-হানযালী আর-রাযী (রহ.) হাদীস বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি [১৯৫ হি./৮১০ খ্রি.] সনে জন্মগ্রহণ করেন। [২০৯ হি./ ৮২৪ খ্রি.] সনে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহরাইন, মিসর, রামলাহ, দামিশ্‌ক এবং তারসূসের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে সফর করেন। তারপর হিম্‌স প্রত্যাবর্তন করে মক্কায় উপনীত হন এবং সেখান থেকে 'ইরাকে পৌঁছেন। এ লম্বা সফর যখন তিনি শেষ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। তিনি তাঁর পুত্র 'আব্দুর রহমান কে একবার বলেছিলেন:

أنه قال لابنه عبد الرحمن: يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر من ألف فرسخ.

হে প্রিয় বৎস! আমি হাদীসের সন্ধানে পায়ে হেঁটে হাজার ফারসাখেরও বেশি পথ অতিক্রম করেছি। 'ইরাকে পৌঁছে বস্‌রাহ শহরে গমন করেন। বস্‌রাহ শহরে তিনি আট মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। এখানে নিদারুন অর্থাভাবে পতিত হওয়ার কারণে তিনি নিজের ব্যবহারের পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত বিক্রয় করার মত অন্য কোন বস্তুই তাঁর নিকট অবশিষ্ট থাকল না। ফলে কয়েকদিন পর্যন্ত উপবাস থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু এই কঠিন দারিদ্র ও নিদারুণ অসহায় হয়েও তিনি হাদীস শিক্ষার কাজ অব্যাহত রাখেন। বস্তুত এরূপ কষ্ট স্বীকার করেই তিনি ইল্‌মি হাদীস শিক্ষার কাজ অব্যাহত রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত হাদীসের এক প্রখ্যাত হাফিয ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ইমাম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। অবশেষে [২৭৭ হি./৮৯০ খ্রি.] সনে পরলোক গমন করেন। দ্র. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

[২৫৭] ***মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪।

[২৫৮] ***মা তামাস্‌সু ইলাইহি হাজাতুল-কারী লি-সহীহিল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫; ***তাহযীবুত্-তাহযীব,*** প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; ***হুদা আস্-সারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫।

৩২. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাম্মাদ আল-আমুলী (রহ.) বলেন,

لوددت أني كنت شعرة في جسد مُحَمَّد بن إسماعيل.

'[আমার আশা যদি আমি ইমাম বুখারী (রহ.) এর বক্ষের একটি চুল হতে পারতাম[২৫৯]]'।

৩৩. ইমাম বুখারী (রহ.) এর প্রিয় শিক্ষক 'আলী ইব্ন হুজর (রহ.) বলেন:

أخرجت خراسان ثلاثة: أبا زرعة بالرى، ومُحَمَّد بن إسماعيل ببخارى، والدرمى بسمرقند. قال: والبخارى عندى أعلمهم وأبصرهم وأفهمهم.

'[খুরাসান নগরী তিনজন মনীষীর জন্ম দিয়েছে। রায় শহরে আবূ যুর'আহ্ (রহ.), বুখারায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এবং সমরকন্দে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দির রহমান আদ্-দারিমী (রহ.)। তবে আমার নিকট তাদের মধ্য হতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) সর্বাধিক বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ ও ফিক্হ শাস্ত্রে বেশি পারদর্শী]'[২৬০]।

৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুর রহমান আল-ফকীহ্ (রহ.) বলেন: একবার বাগদাদবাসীরা মিলে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর নিকট ছন্দাকারে একটি চিরকুট লিখে পাঠালেন:[২৬১]

(الْمُسلمُونَ بِخَير مَا بقيت لَهُم ... وَلَيْسَ بعْدك خير حِين تفتقد).

'[মুসলিম মিল্লাত কুশলেই আছে যতদিন আপনি তাঁদের মাঝে বিদ্যমান। আপনি বিহনে তাদের মাঝে আর কোন কল্যাণ থাকবে না]'।

* মোটকথা হাদীসে নববী পুরোপুরি আয়ত্ব করার পাশাপাশি এর রাবীগণ ও এর সহীহ-দ্ব'য়ীফ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ায় 'আলিম ও মুহাদ্দিসগণ তাঁকে 'আমীরুল-মু'মিনীন ফিল-হাদীস' খিতাবে ভূষিত করেন[২৬২]।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ্-র কল্যাণে ইমাম বুখারী (রহ.) এর অবদান চির স্মরণীয় থাকবে ততোদিন, ইল্মি হাদীসের চর্চা অব্যাহত থাকবে এ পৃথিবীতে যতোদিন। সুতরাং আমাদের উচিত তাঁর রেখে সঙ্কলনগুলোকে হৃদয়ে লালন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা।

---

[২৫৯] ***ইরশাদুস-সারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

[২৬০] ***তারীখু বাগদাদ,*** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮; ***তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাত,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯; ***সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা',*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।

[২৬১] ***তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা,*** প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮।

[২৬২] নূরুদ্দীন 'ইতর, ***মিনহাজুল-নাকদ ফী 'উলূমিল-হাদীস,*** (সিরিয়া: দারুল-ফিক্র, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৮৮; ড. সা'দ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্, ***মানাহিজুল-মুহাদ্দিসীন,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, তা. বি), পৃ. ১৩৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল-আদাবুল মুফরাদ

আল-আদাবুল মুফরাদ ইমাম বুখারী (রহ.) এর একটি অনন্য সঙ্কলন। যা তিনি সহীহ আল-বুখারী এর পরে সঙ্কলনের করেছেন। এ গ্রন্থটিতে তিনি ৬৪৫টি অনুচ্ছেদে ১৩৩৯ টি হাদীস সঙ্কলন করেনছেন।

এতে একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিষ্টাচার সম্বলিত হাদীসগুলো আলোচিত হয়েছে।

প্রথমত পিতা-মাতার অধিকার, তাদের হক আদায়ে সন্তানের করণীয় কি? তারপর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর সন্তানের হক সম্বলিত হাদীসগুলো আলোকপাত করা হয়েছে।

অত:পর ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন সংক্রান্ত হাদীসগুলো স্থান পেয়েছে। তারপর প্রতিবেশীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করে, উত্তম প্রতিবেশীর পরিচয় দেয়া হয়েছে। অত:পর এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দাস-দাসীর ব্যাপারে হাদীস সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তীতে হাস্যালাপ, পরামর্শ, অন্তরঙ্গতা, সচ্চরিত্র, কার্পণ্য, মনের প্রসন্নতা, চোখলখোর, সৌজন্য সাক্ষাত, মুসাফাহা, মুয়ানাকা, মানুষের প্রতি দয়া, পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, আপোস-মীমাংসা, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা, গালিগালাজ, শত্রুর উল্লাস, প্রশস্ত বাসগৃহ, নম্রতা অবলম্বন, মাযলুমের দু'আ, রোগীর সেবা, অহংকার, জাহিলী যুগের কসম, বিদ্রোহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ, দীর্ঘায়ূর জন্য দু'আ, আল্লাহর পথে জিহাদে কাতারবন্দি হওয়ার পর দু'আ।

আপদকালীন দু'আ, দু'আর ফযিলত, গীবত, মেহমানের আতিথেয়তা, বঞ্চিত অতিথি, রংধনু, ছায়াপথ, রহমতের স্থানে দু'আ, প্রাসাদ নির্মাণ, গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ, অবাঞ্চিত আকাঙ্খা, দ্রুত হাঁটা, নাম পরিবর্তন, সারম নামের পরিবর্তন, শিহাব নামের পরিবর্তন, বাচালতা, কাব্যিক উপমা প্রয়োগ, গোপন তথ্য ফাঁস করা, কৌলীণ্য, অশুভ লক্ষণ ধরা, ফাল নেওয়া।

তারপর হাঁচি, হাঁচির জবার দেওয়া, হাই তোলা, কদমবুসি বা পদচুম্বন, সালামের মাহাত্ম্য, ইঙ্গিতে সালাম, রাস্তাক হক, আমীরকে সালাম দেওয়া, মারহাবা স্বাগতম, মহিলাদের সালাম করা, পর্দার তিনটি সময়, অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অত:পর দাস-দাসীগণের অনুমতি প্রার্থনা, মায়ের নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা, বোনের নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা, ঘরে উঁকি মারলে শরীয়তের ফায়সালা, পত্রের উত্তর প্রদান, 'বাদ সমাচার' লিখা, রাস্তায় বসা, আমানতদারী, খাটে উপবেশন, চিৎ হয়ে শয়ন, উপুড় হয়ে শয়ন, পা ঝুলিয়ে বসা, যিয়াফত খাওয়ানো, খাত্না করা, জুয়া খেলা, গান গাওয়া, কু-ধারণা, পরিচয়, কবুতর যবেহ করা।

পরিশেষে অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো, বেহুদা কথাবার্তা বলা, লজ্জাশীলতা, ক্রোধ, ক্রোধের সময় কি বলবে?, ক্রোধের সময় মৌনতা অবলম্বন করবে, বন্ধুত্বের ব্যাপারেও আতিশয্য বাঞ্ছিত নয়, তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়।

এভাবে তিনি সুক্ষ থেকে সুক্ষ বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে সঙ্কলন করেছেন। প্রত্যেকটি বাবের অধীনে সহীহ, হাসান কিংবা যয়ীফ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ সংক্রান্ত এ অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন: ১ম পরিচ্ছেদে আল-আদবুল মুফরাদের পরিচয়।

২য় পরিচ্ছেদে আল-আদাবুল মুফরাদ রচনার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল, ৩য় পরিচ্ছেদে বাব ও বর্ণিত হাদীস সংখ্যা।

৪র্থ পরিচ্ছেদে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১ম পরিচ্ছেদ
আল-আদবুল মুফরাদের পরিচয়

জগতখ্যাত 'আলিম, বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস 'আল্লামা আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) সংকলিত সহীহ আল-বুখারী এর পর তাঁর যে গ্রন্থটি মুসলিম সমাজে সমধিক পরিচিত ও সমাদৃত তা হচ্ছে 'আল-আদাবুল মুফরাদ'। এটি বিশেষত: শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীসের সঙ্কলন। এতে ইসলামী সাম্রাজ্যে পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটি রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার ব্যবহারের আলোচনা সংক্রান্ত একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মূলে মুসলমানদের জন্য এ গ্রন্থটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। এটি একটি মহামূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থ। কোন মুসলিম আলিম, গবেষক, ছাত্র এ কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী নন। কেননা সুসভ্য জাতি গঠনের সকল উপাদান এতে এতো চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) ইসলামের ছোট, বড় ও সুক্ষ্ম বিষয়গুলো এ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে আদব ও নৈতিকতা সম্বলিত এতো বিশাল সমাহার আর দ্বিতীয়টি নেই।

এ গ্রন্থটিতে তিনি ৫৬টি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন। আর এ বিষয়বস্তুসমূহের অধীনেই শিরোনামহীন সাতটি বাবসহ মোট ৬৪৫টি বাব তুলে ধরেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ হলো- আত্মীয়তার সম্পর্ক, অভিভাবকত্ব, মেয়েদের দেখাশোনা, শিশুদের দেখাশোনা, প্রতিবেশী, উদারতা এবং এতিম, বাচ্চা মারা যাওয়া, মনিব হওয়া, দায়িত্ব, শুদ্ধি, প্রফুল্লভাবে মানুষের সাথে আচরণ, পরামর্শ, ভাল চরিত্রের লোকের সাথে লেনদেন, অভিশাপ ও মানহানি, লোকের প্রশংসা করা, পরিদর্শন এবং অতিথি, বৃদ্ধ, শিশু, করুণা, সামাজিক আচরণ, বিচ্ছেদ, পরামর্শ, মানহানি, গঠনে অপচয়, সমবেদনা, এই পৃথিবীতে যোগদান, অবিচার, অসুস্থতা এবং যারা অসুস্থ তাদের সাথে সাক্ষাত করা, সাধারণ আচরণ, মিনতি, অতিথি ও ব্যয়, বক্তৃতা, নাম, কুনিয়াহ্, কবিতা, শব্দ, হাঁচি ও হাই তোলা, অঙ্গভঙ্গি, অভিবাদন, প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া, চিঠি ও শুভেচ্ছা, বদ মেজাজ, বসা ও শুয়ে পড়া, সকাল ও সন্ধ্যা, ঘুমানো ও ঘুমাতে যাওয়া, জীবজন্তু, মাঝদিবসে ঘুম, লিঙ্গাগ্রচর্মচ্ছেদন, বাজি এবং অনুরূপ বিনোদন, বিভিন্ন, আচরণের বিভিন্ন দিক, রাগ ইত্যাদি।

হাফিজ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দির রহমান আদ-দারিমী তাঁর কিতাব লিখক ইসহাককে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে 'আব্দুল্লাহ্ ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। অত:পর বললেন, তুমি কিতাবটি নিয়ে আস, যেন আমি দেখতে পারি। অত:পর যখন বললাম কোন সমস্যা বা দুর্বল হাদীস পেয়েছেন? তিনি বললেন, সহীহ হাদীস ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) মানুষের কাছে অন্য হাদীস পাঠ করেন না। আমি বললাম, সহীহ হওয়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, ইমাম বুখারী (রহ.) এই কিতাব লিখার ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার শর্ত করেননি। যেমন শর্ত করেছেন 'আল-জামিউস-সহীহ' এর ক্ষেত্রে। সুতরাং এই গ্রন্থে অধিকাংশ হাদীস সহীহ ও হাসান। দুর্বল হাদীসও আছে, তার সংখ্যা একেবারেই কম। ভূপালের প্রখ্যাত মনীষী ও অগণিত গ্রন্থ প্রণেতা নাওয়ার সিদ্দিকী হাসান খাঁ (রহ.) [মৃ.১৩০৭ হি./১৮৯০ খ্রি.] এর একখানা পূর্ণাঙ্গ ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। শুধু তা-ই নয় শায়খ 'আব্দুল গাফ্ফার (রহ.) একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন। ইস্তাম্বুল থেকে ১৩০৬ হিজরী, কায়রো মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকীর সম্পাদনা সহ ১৩৪৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[২৬৩]

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে এ গ্রন্থখানা প্রথমত ১৯৮৪ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। ১৯৯১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে সবগুলো খণ্ড একত্রিত করে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (মা. জি. আ.) ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটির অনুবাদ করেন; যা আহসান পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এ দুর্লভ গ্রন্থটি মুসলিম মিল্লাতের নৈতিক চরিত্রের অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

---

[২৬৩] *তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী,* প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

এ যাবৎ আল-আদাবুল মুফরাদের তিনটি ব্যখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যথা-

১. আশ্-শায়খ ফাদলুল্লাহিল-জীলানী, *ফাদলুলৱাহিস্-সামাদ ফী তাওযীহিল-আদাবিল-মুফরাদ*[২৬৪], (কায়রো: মাকতাবাতুস-সুন্নাহ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.), ১ম সং। এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার জামিআ'তুল 'উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, ভারত এর অধ্যাপক । এতে তিনি সনদ ও মতন নিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত টীকা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এতে বহু হাদীসের ব্যাখা উল্লেখ করেননি।

২. ড. মুহাম্মদ লোকমান সালাফী, *রস্সুল-বারদি শরহুল আদাবিল মুফরাদ*, (রিয়াদ: তাবা'আতু দারিদ্-দা'ঈ, তৃতীয় সং, ১৪২৮ হি.)। এতে তিনি সকল মতন ও সনদ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এতে বহু মতনের শাব্দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যাতে হাদীসের ব্যাপক উপকারিতা নেই। কিন্তু সনদের সুনির্দিষ্ট পন্থা ও হাদীসের সাথে বাব সম্পর্কিত বিষয়াবলী উল্লেখ করা হয়নি। এটি হলো আল-আদাবুল মুফরাদের অতি মূল্যবান সর্বশেষ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। উল্লেখ্য, এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে হাদীসের মতনে প্রচুর ভুল পরিলক্ষিত হয়।

৩. আশ–শায়খ হুসাইন ইব্ন 'আওদাতিল-'আওয়ায়িশাহ্, *শরহু সহীহিল আদাবিল মুফরাদ*, (উইকিডিপিয়া)। এটি তিন খণ্ডে লিখিত। এতে মূল মতনের তাহকীক করার ক্ষেত্রে ভুল রয়েছে। আর তা অধিক বিস্তৃত; তাতে বহু উপকারিতা রয়েছে। ব্যাখ্যাকার এতে বহু উদ্ধৃতি নকল করেছেন। তার পদ্ধতিগত ত্রুটি হল সহীহ আদাবুল মুফরাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে। আর এ কারণে তিনি এ গ্রন্থের কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন এবং গ্রন্থ প্রণয়নে ইমাম বুখারী (রহ.) এর মানহাযের বিরোধিতা করেছেন।

[২৬৪] *খতমে বুখারী স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

২য় পরিচ্ছেদ

আল-আদাবুল মুফরাদ রচনার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল

উপস্থাপনা

আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (রহ.) অনন্য সঙ্কলন। এটি সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদলে কেবলমাত্র ইসলামী শিষ্টাচারকে অন্তর্ভূক্ত করে[২৬৫]। আর এ গ্রন্থে সাহাবী (রা.) ও তাবিঈ (রহ.) এর বক্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে[২৬৬]। আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসাকালানী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, "এ গ্রন্থের বেশিরভাগ হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি। আর এতে কিছু কিছু আসার মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে নানাবিধ উপকার বিদ্যমান। এতে ১৩২২টি হাদীস, মতান্তরে ১৩৩৯টি হাদীস ৬৪৩টি বাব মতান্তরে ৬৪৪ ও ৬৪৫টি বাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটির প্রায় সকল হাদীস সহীহ। এ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীস বিশুদ্ধ না হওয়ার পিছনে কারণ হলো ইমাম বুখারী (রহ.) এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের শর্তারোপ করেননি। কেননা, এ গ্রন্থের হাদীসগুলো শিষ্টাচার সম্বলিত, শর'ঈ আহকাম সম্পর্কিত নয়।

রচনার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীতে সতন্ত্রভাবে 'কিতাবুল-আদব' নামে একটি অধ্যায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আর তা হলো সহীহ আল-বুখারী-র সাতাশি নম্বর অধ্যায়। কিন্তু তিনি এ অধ্যায়টিকে যথেষ্ট মনে করেননি; এমনকি ভিন্ন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন "জুয্উন ফিল-আদব"। আর এ গ্রন্থটিই পরবর্তীতে "আল-আদাবুল মুফরাদ" নামে পরিচয় লাভ করে। মোটকথা, এ নামটি ব্যবহার হয়েছিল সতন্ত্রভাবে একটি গ্রন্থ সঙ্কলনের লক্ষ্যে; যাতে তিনি শিষ্টাচার সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসগুলো একত্রিত করবেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থটি শিষ্টাচার সম্বলিত সঙ্কলন, যা ইসলামী কৃষ্টি-শিষ্টাচারকে সন্নিবেশিত করেছে। এ গ্রন্থটি শিষ্টাচার সম্বলিত ইসলামী বিশ্বকোষ। এতে সুন্নাতে নববীর আলোকে ইসলামী শিষ্টাচারসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী এতে সঙ্কলন করা হয়েছে। যথা: আল-'আকাইদ, উসূলুদ্-দ্বীন, জ্ঞান, মানবাধিকার, দালাইলুন-নবুয়্যাহ, আয্-যুহ্দ ও মন গলানো উপদেশমালা।

আল-আদাবুল মুফরাদ হলো ইমাম বুখারী (রহ.) অনন্য সঙ্কলন। এটি সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদলে কেবলমাত্র ইসলামী শিষ্টাচারকে অন্তর্ভূক্ত করে[২৬৭]। আর এ গ্রন্থে সাহাবী (রা.) ও তাবিঈ (রহ.) এর বক্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে[২৬৮]। আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসাকালানী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, "এ গ্রন্থে সঙ্কলিত হাদীসের ক্ষেত্রে 'সহীহ' হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি। আর এতে কিছু কিছু 'আসার' মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে মুসলিম উম্মাহ্র নানাবিধ উপকার বিদ্যমান। এতে ১৩২২টি হাদীস, মতান্তরে ১৩৩৯টি হাদীস এবং ৬৪৪টি বাব মতান্তরে ৬৪৫টি বাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটির প্রায় সকল হাদীস সহীহ। এ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীস বিশুদ্ধ না হওয়ার পিছনে কারণ হলো ইমাম বুখারী (রহ.) এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের শর্তারোপ করেননি। কেননা, এ গ্রন্থের হাদীসগুলো শিষ্টাচার সম্বলিত; শর'ঈ আহকাম সম্পর্কিত নয়।

---

[২৬৫] A. C. Brown, Jonathan (2009). Hadith: ***Muhammad's Legacy in the Medieval Modern World*** (Foundation of Islam), o-34; ***The Prophet's Sense of Humour".*** Turn ToIslam-2017; Muhammad al-Bukhari. **"*Adabul Mufrad*"** . Darus Salam, 2014.

[২৬৬] موسوعة الحديث نسخة محفوظة، ١٣ مايو، ٢٠١٦.

[২৬৭] A. C. Brown, Jonathan (2009). Hadith: ***Muhammad's Legacy in the Medieval Modern World*** (Foundation of Islam), o-34; ***The Prophet's Sense of Humour".*** Turn ToIslam-2017; Muhammad al-Bukhari. **"*Adabul Mufrad*"** . Darus Salam, 2014.

[২৬৮] موسوعة الحديث نسخة محفوظة، ١٣ مايو، ٢٠١٦.

'সহীহ আল-বুখারী'-র সঙ্কলক হিসেবে ইমাম বুখারী (রহ.) সারা জাহানে পরিচিত। পরবর্তীতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিষ্টাচার ও পারস্পরিক আচার-আচরণ সম্বলিত গ্রন্থ 'আল-আদাবুল মুফরাদ' প্রণয়ন করেছেন; যা মুসলমানদের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে মাইলফলক। একজন মুসলমান প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কার্যক্রম তথা ইবাদাত বন্দেগী, খানা-পিনা, আরাম-বিশ্রাম থেকে শুরু করে পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে আচার-ব্যবহারের নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শিষ্টাচার সম্বলিত হাদীসগুলো এ গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) সন্নিবেশিত করেছেন।

'আল-আদাবুল মুফরাদ' সত্যিই তাঁর অসাধারণ ও অনন্য কীর্তি। দুর্বল ঈমান ও ইগোর উর্ধ্বে উঠতে না পেরে উত্তম আখলাকের ব্যাপারে যারা নিতান্তই অসহায় তাদের জন্য এটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। উন্নত চরিত্র গঠন, দ্বায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো, পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি, মানবিক গুনাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য কি করতে হবে?, কিভাবে করতে হবে?, সকল বিষয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন। আজকে আমরা পশ্চিমাদের 'ম্যানার্স এবং এটিকেট' শিখি। অথচ তা থেকে বহুগুণে উন্নত আচার ব্যবহার-শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর সেসবই আমাদের জন্য সঙ্কলন করেছেন ইমাম বুখারী (রহ.)। প্রতিনিয়তই 'আল-আদাবুল মুফরাদ' আমাদেরকে শিষ্টাচারী হওয়ার রসদ যুগিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের সুন্দর আখলাককে এতে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরকালে নাজাতের জন্য ও উত্তম শিষ্টাচার অর্জনে আল-আদাবুল মুফরাদ এ উল্লিখিত হাদীসগুলোর বিকল্প নেই। কেননা আদর্শ গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম আর কে ই বা আছে? অতএব নবীর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) আল-আদাবুল মুফরাদে প্রিয় নবীজীর শিষ্টাচার সম্বলিত হাদীসগুলো সঙ্কলন করেছেন। কোন সময় এটি সঙ্কলন করা হয়েছে তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ জানা যায়নি; তবে সহীহ আল-বুখারী এর সঙ্কলন কর্ম সমাপ্ত করার পর তিনি আল-আদাবুল মুফরাদ করেছেন বলে জানা যায়।

ইমাম বুখারী (রহ.) আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থটি রচনার কারণ হলো শিষ্টাচার সংক্রান্ত সকল হাদীসগুলোকে একত্রিত করে উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করে তাদেরকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) প্রণীত গ্রন্থটি মানব সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত।

৩য় পরিচ্ছেদ
বাব ও হাদীস সংখ্যা

ইমাম বুখারী (রহ.) সঙ্কলিত আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত বাব ও হাদীসের সংখ্যা নিরূপণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দারুল হাদীস, কায়রো থেকে ২০০৫ খ্রি. প্রকাশিত আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে ৬৪৩টি বাব উল্লেখ করা হয়েছে,[২৬৯] দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়া, বৈরুত থেকে ১৯৯৮ খ্রি. প্রকাশিত আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে ৬৪৪টি বাব উল্লেখ করা হয়েছে[২৭০]। এছাড়া বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থে বাব সংখ্যা ৬৪৫টি এবং হাদীস সংখ্যা ১৩৩৯টি উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭১] আহসান পাবলিকেশন, (ঢাকা: কাটাবন, ৪র্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৭) কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থে বাব সংখ্যা ৬৪৩টি এবং হাদীস সংখ্যা ১৩৩৬টি উল্লেখ করা হয়েছে। জামি'উল হাদীস গ্রন্থে বাব সংখ্যা ৬৪৩টি এবং হাদীস সংখ্যা ১৩৬৫টি উল্লেখ করা হয়েছে। অনুবাদ গ্রন্থে বাব সংখ্যা দু'টি বেশি। কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.) ৩৭৯নং বাব এর পর একটি শিরোনামবিহীন বাব উল্লেখ করেছেন। আর তিনি সে বাব টির কোন ক্রমিক নং নির্ধারণ না করলেও অনুবাদকগণ এটিকে ৩৮০নং বাব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। একইভাবে মূল গ্রন্থের ৩৮৩নং বাবের পর অনুবাদকগণ নিম্নোক্ত বাব টিকে ৩৮৫নং বাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন; মূল গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেননি।

قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (الشعراء: ٢٢٤).

"মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: "কবিগণ, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুগামী হয়"। সঙ্গত কারণে বাব সংখ্যা মূল গ্রন্থের অনুচ্ছেদের চেয়ে দু'টি বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৩টি এর স্থলে ৬৪৫টি হয়েছে। অনুরূপভাবে অনুবাদকগণ মূল গ্রন্থে একই ক্রমিকে বর্ণিত দু'টি হাদীসকে আলাদা আলাদা ক্রমিকে উল্লেখ করেছেন। যার ফলে মূল গ্রন্থে বর্ণিত ১৩২২টি হাদীসের সংখ্যা দাড়িঁয়েছে ১৩৩৬টি ও ১৩৩৯টিতে। যেমন- মূল গ্রন্থের ২৭০(০২)নং হাদীসটিকে অনুবাদ গ্রন্থে ২৭১নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও মূল গ্রন্থের ৩৪৮(০২)নং হাদীসটিকে অনুবাদ গ্রন্থে ৩৫০নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মূল গ্রন্থের ৫৯৯(০২)নং হাদীসটিকে অনুবাদ গ্রন্থে ৬০২নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মূল গ্রন্থের ৬০২(০২)নং হাদীসটিকে অনুবাদ গ্রন্থে ৬০৬নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ৬৫৮(০২)নং হাদীসটিকে অনুবাদ গ্রন্থে ৬৬৩নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ৭৯১(০২)নং হাদীটিকে অনুবাদ গ্রন্থে ৭৯৭ নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ৮৪১(০২)নং হাদীসটিকে অনুবাদ গ্রন্থে ৮৪৮ এবং ১০০১(০২)নং হাদীসটিকে ১০১৪নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবেই মূল গ্রন্থের চেয়ে অনুবাদ গ্রন্থের ১৪টি অথবা ১৭টি হাদীস বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

নিচে প্রতিটি বাবের সরল বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক বাবের অধীনে উল্লিখিত হাদীসগুলোর সংখ্যা ছকাকারে তুলে ধরা হলো।

বাব	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	باب قوله تعالى: و وصينا الإنسان بوالديه حسنا (العنكبوت: ٠٨). বাব: পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন: "আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছি।"	০২টি
০২	বাব: মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। باب بر الأم .	০২টি

[২৬৯] ***আল-আদাবুল-মুফরাদ,*** (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৫ খ্রি.)।

[২৭০] ***আল-আদাবুল-মুফরাদ,*** (বৈরুত: দারুল হাদীস, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়া, ১৯৯৮ খ্রি.)।

০৩	বাব: পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার। بَابُ بِرِّ الْأَبِ .	০২টি
০৪	বাব: পিতা-মাতার যুলুম সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার। بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَإِنْ ظَلَمَا.	০১টি
০৫	বাব: পিতা-মাতার সাথে নম্রভাষায় কথা বলা। باب لين الكلام لوالديه.	০২টি
০৬	বাব: পিতা-মাতার প্রতিদান। باب جزاء الوالدين.	০৫টি
০৭	বাব: পিতা-মাতার অবাধ্যতা। باب عقوق الوالدين.	০২টি
০৮	باب لعن الله من لعن والديه. বাব: পিতা-মাতাকে অভিশাপকারীর প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।	০১টি
০৯	بَاب يَبَرُّ وَالِدَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً. বাব: পাপ কাজ ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য।	০৩টি
১০	بَاب مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. বাব: পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও যে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করেনি।	০১টি
১১	বাব: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারে আয়ূ বৃদ্ধি। بَاب مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللَّهُ فِي عمره.	০১টি
১২	বাব: মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে না। باب لا يستغفر لأبيه المشرك.	০১টি
১৩	বাব: মুশরিক পিতার সাথে সদ্ব্যবহার। باب بر الوالد المشرك.	০৩টি
১৪	বাব: পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করবে না। باب لا يسب والديه.	০২টি
১৩	বাব: মুশরিক পিতার সাথে সদ্ব্যবহার। باب بر الوالد المشرك.	০৩টি
১৪	বাব: পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করবে না। باب لا يسب والديه.	০২টি
১৫	বাব: পিতা-মাতার অবাধ্যচারণের শাস্তি। باب عقوبة عقوق الوالدين.	০২টি
১৬	বাব: পিতাকে কাঁদানো। باب بكاء الوالدين .	০১টি
১৭	বাব: পিতা-মাতার দু'আ। باب دعوة الوالدين.	০২টি
১৮	باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. বাব: বিধর্মী মাতার কাছে ইসলামের গ্রহণের আহ্বান।	০১টি
১৯	বাব: পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার...তাঁদের মৃত্যুর পর। باب بر الوالدين بعد موتهما.	০৫টি
২০	باب بر من كان يصله أبوه. বাব: পিতা যাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতেন তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার।	০২টি
২১	بَابُ لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فيطفأ نورك. বাব: পিতার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, করলে আলো নির্বাপিত হবে।	০১টি
২২	বাব: ভালোবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে। باب الود يتوارث .	০১টি
২৩	بَابُ لَا يُسَمِّي الرَّجُلُ أَبَاهُ وَلَا يَجْلِسُ قبله ولا يمشى أمامه. বাব: পিতার নাম নিও না, তাঁর আগে বসো না এবং তাঁর আগে চলো না।	০১টি

২৪	বাব: পিতাকে কি পির্তৃপদবী যুক্ত নামে ডাকা যায়?। باب هل يكنى أباه.	০২ট
২৫	বাব: ওয়াজিব হক ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার। باب وجوب صلة الرحم.	০২টি
২৬	বাব: আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ। باب صلة الرحم .	০৩টি
২৭	বাব: আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল আচরণের ফযীলত। باب فضل صلة الرحم.	০৪টি
২৮	বাব: আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ূ বৃদ্ধি পায়। باب صلة الرحم تزيد في العمر.	০২টি
২৯	بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَحَبَّهُ أَهْلُهُ. বাব: আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণকারীকে তাঁর পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে।	০২টি
৩০	বাব: ঘনিষ্ঠতর জনের সাথে ঘনিষ্ঠতর আচরণ। باب بر الأقرب فالأقرب .	০৩টি
৩১	بَابُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قاطع رحم. বাব: যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী থাকে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না।	০১টি
৩২	বাব: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পাপ। باب إثم قاطع الرحم .	০৩টি
৩৩	বাব: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি পার্থিব জগতে। باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا.	০১টি
৩৪	বাব: প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নয়। باب ليس الواصل بالمكافىء .	০১টি
৩৫	بَابُ فَضْلِ مَنْ يَصِلُ ذَا الرَّحِمِ الظَّالِمِ. বাব: যালিম আত্মীয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার ফযীলত।	০১টি
৩৬	بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أسلم. বাব: ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ফল।	০১টি
৩৭	باب صلة ذي الرحم المشرك والتهديَّة. বাব: মুশরিক আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ ও উপহার দেওয়া।	০১টি
৩৮	بَابُ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أرحامكم. বাব: আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণের স্বার্থে বংশপঞ্জিকা জেনে রাখা।	০২টি
৩৯	بَابُ هَلْ يَقُولُ الْمَوْلَى إِنِّي مِنْ فُلَانٍ؟ . বাব: কোন বংশের আযাদকৃত দাস কি সেই বংশের লোক বলে নিজেকে পরিচয় দিবে ?।	০১টি
৪০	বাব: কোন বংশের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। باب مولى القوم من أنفسهم.	০১টি
৪১	باب من عال جاريتين أو واحدة. বাব: যে ব্যক্তি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান প্রতিপালন করে।	০৩টি
৪২	বাব: তিনটি বোনের প্রতিপালনকারী। باب من عال ثلاث أخوات .	০১টি
৪৩	বাব: স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখাত কন্যা লালন-পালন। باب فضل من عال ابنته المردودة.	০৩টি
৪৪	بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَمَنَّى مَوْتَ الْبَنَاتِ. বাব: যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে।	০১টি

৪৫	বাব: সন্তানই মানুষকে কৃপণ ও ভীরু করে। باب الولد مبخلة مجبنة.	০২টি
৪৬	বাব: শিশুকে কাঁধে উঠানো। باب حمل الصبي على العاتق.	০১টি
৪৭	বাব: সন্তানে চক্ষু জুড়ায়। باب الولد قرة العين.	০১টি
৪৮	বাব: বন্ধুর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করা। بَابُ مَنْ دَعَا لِصَاحِبِهِ أَنْ أَكثِر مَالَهُ وولده.	০১টি
৪৯	বাব: মা জাতি স্নেহময়ী। باب الوالدات رحيمات.	০১টি
৫০	বাব: শিশুদেরকে চুম্বন। باب قبلة الصبيان.	০২টি
৫১	বাব: সন্তানের প্রতি পিতার সদ্ব্যবহার ও আদব শিক্ষাদান। باب أدب الوالد وبره لولده.	০২টি
৫২	বাব: সন্তানের প্রতি পিতার সদ্ব্যবহার। باب بر الأب لولده.	০১টি
৫৩	বাব: যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না। باب من لا يرحم لا يُرحم .	০৫টি
৫৪	বাব: দয়ার শত ভাগ। باب الرحمة مائة جزء .	০১টি
৫৫	বাব: প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ। باب الوصاة بالجار .	০২টি
৫৬	বাব: প্রতিবেশীর অধিকার। باب حق الجار .	০১টি
৫৭	বাব: দান প্রতিবেশী থেকে শুরু করবে। باب يبدأ بالجار .	০৩টি
৫৮	বাব: সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে। باب يهدى إلى أقربهم بابا.	০২টি
৫৯	বাব: নিকট হতে নিকটতর প্রতিবেশী। باب الأدنى فالأدنى من الجيران .	০২টি
৬০	বাব: যে জন প্রতিবেশীর জন্য দরজা বন্ধ করে দেয়। باب من أغلق الباب على الجار.	০১টি
৬১	বাব: প্রতিবেশীকে ব্যতিরেকে ভুরি ভোজন। باب لا يشبع دون جاره .	০১টি
৬২	بَابُ يُكْثِرُ مَاءَ الْمَرَقِ فَيَقْسِمُ فِي الْجِيرَانِ. বাব: ঝোলে পানি বেশী করে দিবে এবং প্রতিবেশীর মাঝে বিতরণ করবে।	০২টি
৬৩	বাব: সর্বোত্তম প্রতিবেশী। باب خير الجيران.	০১টি
৬৪	বাব: সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রতিবেশী। باب الجار الصالح.	০১টি
৬৫	বাব: নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। باب الجار السوء.	০২টি
৬৬	বাব: প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না। باب لا يؤذى جاره.	০৩টি
৬৭	بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شاة. বাব: কোন প্রতিবেশী মহিলা তার অপর কোন প্রতিবেশী মহিলাকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেওয়াকেও অবমাননা মনে করবে না।	০২টি
৬৮	বাব: প্রতিবেশীর অভিযোগ। باب شكاية الجار .	০৩টি
৬৯	باب من آذى جاره حتى يخرج. বাব: যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করে।	০১টি
৭০	বাব: ইয়াহুদী প্রতিবেশী। باب جار اليهودي .	০১টি

৭১	বাব: মান-মর্যাদা। باب الكرم .	০১টি
৭২	বাব: সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার। باب الإحسان إلى البر والفاجر.	০১টি
৭৩	বাব: ইয়াতীমকে লালনকারীর মর্যাদা। باب فضل من يعول يتيما .	০১টি
৭৪	বাব: নিজস্ব ইয়াতীম লালন-পালনকারীর মাহাত্ম্য। باب فضل من يعول يتيما له .	০১টি
৭৫	باب فضل من يعول يتيما من بين أبويه. বাব: যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান লালন-পালন করে তার মর্যাদা।	০৪টি
৭৬	بَابُ خَيْرُ بيتٍ بيتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إليه. বাব: সর্বোত্তম গৃহ যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়।	০১টি
৭৭	বাব: ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসম হও। باب كن لليتيم كالأب الرحيم .	০৩টি
৭৮	بَابُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَبَّرَتْ عَلَى وَلَدِهَا ولم تزوج. বাব: ধৈর্যশীলা বিধবা রমণীর মাহাত্ম্য যে সন্তানের সদয় হয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না।	০১টি
৭৯	বাব: ইয়াতীমদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান। باب أدب اليتيم .	০১টি
৮০	বাব: সন্তানহারার মর্যাদা। باب فضل من مات له الولد .	০৯টি
৮১	বাব: গর্ভকালেই যার সন্তান মারা যায়। باب من مات له سقط.	০৪টি
৮২	বাব: উত্তম ব্যবহার। باب حسن الملكة.	০৩টি
৮৩	বাব: অসদ্ব্যবহার। باب سوء المِلكة .	০৩টি
৮৪	বাব: বেদুঈনের নিকট দাস-দাসী বিক্রি। باب بيع الخادم من الأعراب .	০১টি
৮৫	বাব: খাদেমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন। باب العفو عن الخادم .	০২টি
৮৬	বাব: দাস যখন চুরি করে। باب إذا سرق العبد .	০১টি
৮৭	বাব: খাদেম অপরাধ করলে। باب الخادم يذنب .	০১টি
৮৮	بَابُ مَنْ خَتَمَ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ سُوءِ الظن. বাব: যে ব্যক্তি ক্ষতির আশংকায় খাদেমের নিকট সীলমোহর করে মালা-মাল সোপর্দ করে।	০১টি
৮৯	باب من عَدَّ على خادمه مخافة الظَن. বাব: কু-ধারণা থেকে বাচাঁর জন্য খাদেমের কাছে মালা-মাল গুণে দেওয়া।	০২টি
৯০	বাব: খাদিমকে আদব-কায়দা শিক্ষাদান। باب أدب الخادم.	০২টি
৯১	باب لا تقل قبح الله وجهه. বাব: চেহারা বিকৃতির অভিশাপ দেওয়া তথা আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন- এ কথা বলো না।	০২টি
৯২	বাব: মুখমণ্ডলের ওপর মারবে না। باب ليجتنب الوجه في الضرب.	০২টি
৯৩	بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إيجاب.	০৫টি

	বাব: কেউ তার গোলামকে চপেটাঘাত করলে সে যেনো স্বেচ্চায় তাকে আযাদ করে দেয়।	
৯৪	বাব: গোলামের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ। باب قصاص العبد.	০৬টি
৯৫	باب اكسوهم مما تلبسون. বাব: তোমরা যা পরিধান করবে, দাস-দাসীদেরকেও তা পরিধান করাবে।	০২টি
৯৬	বাব: দাস-দাসীকে গালিগালাজ করা। باب سباب العبيد.	০১টি
৯৭	বাব: দাসকে কি সাহায্য করবে? باب هل يعين عبده؟.	০২টি
৯৮	بَابُ لَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لا يطيق. বাব: দাসের ঘাড়ে সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো ঠিক নয়।	০৩টি
৯৯	بَابُ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ. বাব: চাকর-নওকরের ভরণ পোষণ সদকাহ স্বরূপ।	০৩টি
১০০	بَابُ إِذَا كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ عَبْدِهِ. বাব: কেউ তার দাসের সাথে একত্রে আহার করা অপছন্দ করলে।	০১টি
১০১	বাব: নিজে যা খাবে, দাসকেও তা খাওয়াবে। باب يطعم العبد مما يأكل.	০১টি
১০২	بَابُ هَلْ يُجْلِسُ خَادِمُهُ مَعَهُ إِذَا أَكَلَ. বাব: কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদিমকেও কি সাথে বসাবে?	০২টি
১০৩	باب إذا نصح العبد لسيده. বাব: দাস যখন তার মুনিবের মঙ্গল কামলা করে।	০৪টি
১০৪	বাব: গোলামও একজন দায়িত্বশীল। باب العبد راع.	০২টি
১০৫	বাব: যে ব্যক্তি গোলাম হওয়া পছন্দ করে। باب من أحبَّ أن يكون عبدا.	০১টি
১০৬	বাব: আমার 'দাস' বলবে না। باب لا يقول عبدي.	০১টি
১০৭	বাব: দাস কি তাঁর মুনিবকে 'প্রভূ' বলে সম্বোধন করবে?। باب هل يقول سيدي؟.	০২টি
১০৮	বাব: গৃহকর্তা গৃহবাসীদের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক। باب الرجل راع في أهله.	০২টি
১০৯	বাব: স্ত্রীলোক পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক । باب المرأة راعية .	০১টি
১১০	باب من صُنع اليه معروف فليكافئه. বাব: যার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়, সে যেন তার উত্তম বিনিময় দেয়।	০২টি
১১১	بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمُكَافَأَةَ فَلْيَدْعُ لَهُ. বাব: কারো ভাল ব্যবহারের প্রতিদান দেয়া সম্ভব না হলে, তার জন্য দু'আ করবে।	০১টি
১১২	বাব: যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। باب من لم يشكر الناس .	০২টি
১১৩	বাব: অপর ভাইয়ের সাহায্য করা। باب معونة الرجل أخاه .	০১টি
১১৪	بَابُ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخرة. বাব: দুনিয়ার সৎকর্মশীলগণই আখিরাতের সৎকর্মশীল।	০৩টি

১১৫	বাব: প্রতিটি সৎকর্ম সদকাহ্ স্বরূপ। باب إنَّ كل معروفٍ صدقة.	০৪টি
১১৬	বাব: কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ। باب إماطة الأذى.	০৩টি
১১৭	বাব: উত্তম কথা। باب قول المعروف.	০৩টি
১১৮	بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَبْقَلَةِ (١) وَحَمَلِ الشَّيْءِ عَلَى عاتقه إلى أهله بالزبيل. বাব: সবজি বাগানে গমন এবং থলে ভর্তি জিনিসপত্রসহ তা কাধেঁ বহন করে বাড়ি ফিরা।	০২টি
১১৯	বাব: ভূ-সম্পত্তি দেখতে যাওয়া। باب الخروج إلى الضيعة .	০২টি
১২০	باب المسلم مرآة أخيه. বাব: এক মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের দর্পণ বা আয়না স্বরূপ।	০৩টি
১২১	بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ وَالْمُزَاحِ. বাব: যে ধরনের খেলাধূলা, হাসি-ঠাট্টা, ও রসিকতা অবৈধ।	০১টি
১২২	বাব: পুণ্যের পথ যে দেখায়। باب الدال على الخير.	০১টি
১২৩	বাব: মানুষের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন। باب العفو والصفح عن الناس .	০৩টি
১২৪	বাব: মানুষের সাথে হাসি মুখে মেলামেশা করা। باب الانبساط إلى الناس .	০৪টি
১২৫	বাব: মুচকি হাসি। باب التبَّسم .	০২টি
১২৬	বাব: হাসি। باب الضحك .	০৩টি
১২৭	بَابُ إِذَا أَقْبَلَ أَقْبَلَ جَمِيعًا، وَإِذَا أَدْبَرَ أدبر جميعا. বাব: তুমি আবির্ভূত হলে স্বশরীরে আবির্ভূত হও, আর প্রস্থান করলে স্বশরীরে প্রস্থান করো।	০১টি
১২৮	বাব: পরামর্শদাতা হলো আমানতদার। باب المستشار مؤتمن .	০১টি
১২৯	বাব: পরামর্শ। باب المشورة.	০২টি
১৩০	بَابُ إِثْمِ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ. বাব: যে ব্যক্তি তার ভাইকে ভ্রান্ত পরামর্শ দেয় তার পাপ।	০১টি
১৩১	বাব: পারস্পরিক সম্প্রীতি। بَابُ التَّحَابِّ بَيْنَ النَّاس.	০১টি
১৩২	বাব: অন্তরঙ্গতা। بَابُ الْأُلْفَةِ.	০৩টি
১৩৩	বাব: কৌতুক বা রসিকতা। بَابُ الْمِزَاحِ.	০৫টি
১৩৪	বাব: শিশুর সাথে রসিকতা।[২৭২] بَابُ الْمِزَاحِ مَعَ الصَّبِيِّ .	০২টি
১৩৫	বাব: সচ্চরিত্রতা।[২৭৩] بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ.	০৬টি
১৩৬	বাব: মনের ঐশ্বর্য বা উদারতা। بَابُ سَخَاوَةِ النَّفْسِ.	০৫টি
১৩৭	বাব: মনের সংকীর্ণতা বা কৃপণতা। بَابُ الشُّحِّ .	০৩টি

[২৭২] (১৩৫) ২৭০ নং ক্রমিকের হাদীসটি ১৩৪ ও ১৩৫ নং বাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একই ক্রমিকের হাদীস দু'বার বর্ণিত হয়েছে।
[২৭৩] প্রাগুক্ত।

১৩৮	বাব: সচ্চরিত্র যদি লোকে বুঝে।	بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ إِذَا فَقِهُوا . ১২টি
১৩৯	বাব: কার্পণ্য।	بَابُ الْبُخْلِ . ০৩টি
১৪০	বাব: উত্তম মাল উত্তম লোকের জন্য।	بَابُ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ . ০১টি
১৪১	বাব: যার প্রভাত শুভ ও নিরাপদ।	بَابُ مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ . ০১টি
১৪২	বাব: মনের প্রসন্নতা।	بَابُ طِيبِ النَّفْسِ . ০৪টি
১৪৩	বাব: দু:স্থের সাহায্য অপরিহার্য।	بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوفِ . ০২টি
১৪৪	বাব: সচ্চরিত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা।	بَابُ مَنْ دَعَا اللَّهَ أَنْ يُحَسِّنَ خُلُقَهُ. ০২টি
১৪৫	বাব: মু'মিন খোটা দিতে পারে না।	بَابُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ . ০৭টি
১৪৬	বাব: অভিশাপকারী।	بَابُ اللِّعَانِ . ০৩টি
১৪৭	বাব: যে ব্যক্তি তার গোলামকে অভিশাপ দিল তার উচিত তাকে মুক্ত করে দেওয়া।	بَابُ مَنْ لَعَنَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ. ০১টি
১৪৮	বাব: আল্লাহ্‌র লা'লত, আল্লাহ্‌র গযব ও জাহান্নামের অভিশাপ দেওয়া।	بَابُ التَّلَاعُنِ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَبِغَضَبِ اللَّهِ وَبِالنَّارِ. ০১টি
১৪৯	বাব: কাফিরদেরকে অভিসম্পাত দেওয়া।	بَابُ لَعْنِ الْكَافِرِ . ০১টি
১৫০	বাব: চোখলখোর।	بَابُ النَّمَّامِ . ০২টি
১৫১	বাব: যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শ্রবণ করে ও তা ছড়ায়।	بَابُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشَاهَا. ০৩টি
১৫২	বাব: লোকের দোষ অন্বেষণকারী।	بَابُ الْعَيَّابِ . ০৬টি
১৫৩	বাব: সামনাসামনি প্রশংসা করা।	بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَادُحِ . ০৪টি
১৫৪	বাব: কোনো ব্যক্তি তার সহযোগির প্রশংসা করলে তাতে তার ক্ষতির আশংকা না থাকলে।	بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ آمِنًا بِهِ. ০২টি
১৫৫	বাব: প্রশংসাকারীদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ।	بَابُ يُحْثَى فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ . ০৩টি
১৫৬	বাব: যে ব্যক্তি কবিতার মাধ্যমে প্রশংসা করল।	بَابُ مَنْ مَدَحَ فِي الشِّعْرِ. ০২টি
১৫৭	বাব: অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিকে দান করা তথা বখশিশ দেওয়া।	بَابُ إِعْطَاءِ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ. ০১টি
১৫৮	বাব: বন্ধুর সম্মান এমনভাবে প্রদর্শন করবে না, যাতে তার কষ্ট হয়।	بَابُ لَا تُكْرِمْ صَدِيقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ. ০১টি
১৫৯	বাব: সৌজন্য সাক্ষাত।	بَابُ الزِّيَارَةِ . ০২টি
১৬০	বাব: সৌজন্য সাক্ষাত করতে গিয়ে আহার গ্রহণ।[২৭৪]	بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ. ০৪টি
১৬১	বাব: সৌজন্য সাক্ষাতের ফযীলত।	بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَةِ . ০১টি

[২৭৪] (১৬০) এ বাবের ৩৪৮ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১৬২	بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ. বাব: যে কোনো সম্পাদায়কে ভালবাসে (আমলের দ্বারা) কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না।	০২টি
১৬৩	বাব: প্রবীণদের মর্যাদা। بَابُ فَضْلِ الْكَبِيرِ .	০৫টি
১৬৪	বাব: বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। بَابُ إِجْلَالِ الْكَبِيرِ .	০২টি
১৬৫	বাব: বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্য ও জিজ্ঞাসার সূচনা করবে। بَابُ يَبْدَأُ الْكَبِيرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ.	০১টি
১৬৬	بَابُ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْكَبِيرُ هَلْ لِلْأَصْغَرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ؟. বাব: প্রবীণ ব্যক্তি কথা না বললে কনিষ্ঠজন কি কথা বলতে পারে?	০১টি
১৬৭	বাব: বয়জ্যেষ্ঠদের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া। بَابُ تَسْوِيدِ الْأَكَابِرِ.	০১টি
১৬৮	بَابُ يُعْطَى التَّمْرَةَ أَصْغَرُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوِلْدَانِ. বাব: উপস্থিত শিশুদের মাঝে সর্বকনিষ্ঠকে প্রথম ফল খেতে দেওয়া।	০১টি
১৬৯	বাব: ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন। بَابُ رَحْمَةِ الصَّغِيرِ .	০১টি
১৭০	বাব: শিশুদের সাথে কোলাকোলি করা। بَابُ مُعَانَقَةِ الصَّبِيِّ .	০১টি
১৭১	বাব: ছোট বালিকাকে চুমু খাওয়া। باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة .	০২টি
১৭২	বাব: শিশুদের মাথায় হাত বুলানো। باب مسح رأس الصبي .	০২টি
১৭৩	বাব: ছোটদের 'হে আমার বৎস' বলে সম্বোধন। باب قول الرجل للصغير يا بني .	০৩টি
১৭৪	বাব: ভূ-পৃষ্ঠবাসীর প্রতি দয়া করো। باب ارحم من في الأرض.	০৪টি
১৭৫	বাব: পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া। باب رحمة العيال .	০২টি
১৭৬	বাব: নির্বাক প্রাণীর প্রতি দয়া। باب رحمة البهائم .	০৪ট
১৭৭	বাব: হুম্মারা পাখির বাসা থেকে ডিম আনা। باب أخذ البيض من الخُمَّرة .	০১টি
১৭৮	বাব: পিঞ্জিরায় পাখি রাখা। باب الطير في القَفَص .	০২টি
১৭৯	বাব: লোকের মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি করা। باب ينمى خيرا بين الناس .	০১টি
১৮০	বাব: মিথ্যা সর্বদা বর্জনীয়। باب لا يَصلُحُ الكذب .	০২টি
১৮১	বাব: যে ব্যক্তি মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। باب الذي يصبر على أذى الناس.	০১টি
১৮২	বাব: উৎপাত সহ্য করা। باب الصبر على الأذى .	০২টি
১৮৩	বাব: আপোস-মীমাংসা। باب إصلاح ذات البين.	০২টি
১৮৪	بَابُ إِذَا كَذبتَ لِرجلٌ هُو لَك مُصدقٌ. বাব: কারো সাথে এমনভাবে মিথ্যা কথা বলা যে, সে তাকে সত্য মনে করল।	০১টি
১৮৫	বাব: তোমার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করো না। باب لا تَعِد أَخاك شيئاً فَتُخلِفَه.	০১টি
১৮৬	বাব: বংশ তুলে খোঁটা দেওয়া। باب الطعن في الأنساب .	০১টি

১৮৭	বাব: নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালবাসা। باب حُب الرجل قومَه .	০১টি
১৮৮	বাব: কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। باب هجرة الرجل .	০১টি
১৮৯	বাব: মুসলমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। باب هجرة المسلم .	০৬টি
১৯০	باب من هجر أخاه سنة. বাব: যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে।	০২টি
১৯১	বাব: দুই সম্পর্কচ্ছেদকারী। باب المهتجرين .	০২টি
১৯২	বাব: হিংসা-বিদ্বেষ। باب الشحناء .	০৬টি
১৯৩	বাব: সালাম সম্পর্কচ্ছেদের কাফ্ফারা স্বরূপ। باب إن السلامَ يُجزئ من الصَّرم.	০১টি
১৯৪	বাব: তরুণদেরকে পৃথক পৃথক রাখা। باب التفرقة بين الأحداث .	০১টি
১৯৫	بَابُ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يستشره. বাব: পরামর্শ না চাইতেই কেউ তার ভাইকে পরামর্শ দেওয়া।	০১টি
১৯৬	বাব: যে ব্যক্তি মন্দ দৃষ্টান্ত অপছন্দ করে। باب من كره أمثال السوء .	০১টি
১৯৭	বাব: ধোকাঁবাজি ও প্রতারণা সম্পর্কে। باب ما ذكر في المكر والخديعة .	০১টি
১৯৮	বাব: গালি দেওয়া। باب السِّباب .	০৩টি
১৯৯	বাব: পানি পান করানো। باب سقى الماء .	০১টি
২০০	باب المستبان ما قالا فعلى الأول. বাব: যে ব্যক্তি গালিগালাজ শুরু করে উভয়ের পাপ তার ঘাড়ে বর্তায়।	০৪টি
২০১	باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. বাব: গালি বর্ষণকারী উভয় পক্ষই শয়তান সদৃশ্য তারা পরস্পর বিবাদ করে ও মিথ্যা কথা বলে।	০৩টি
২০২	বাব: মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। باب سباب المسلم فسوق .	০৭টি
২০৩	বাব: মুখের ওপর কথা না বলা। باب من لم يُواجه الناس بكلامه .	০২টি
২০৪	بَابُ مَنْ قَالَ لِآخَرَ يَا مُنَافِقُ فِي تأويل تأوله. বাব: কোন ব্যক্তি ব্যাখ্যাসাপেক্ষে অপরকে বললো, 'হে মুনাফিক'।	০১টি
২০৫	বাব: যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই বললো, 'হে কাফের'। باب من قال لأخيه يا كافر.	০২টি
২০৬	বাব: শত্রুর উল্লাস। باب شماتة الأعداء .	০১টি
২০৭	বাব: সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়। باب السرف في المال .	০২টি
২০৮	বাব: অপচয়কারীগণ। باب المبذرين .	০২টি
২০৯	বাব: বাসস্থান সংস্কারকরণ। باب إصلاح المنازل .	০১টি
২১০	বাব: বাড়ি নির্মাণে ব্যয়। باب النفقة في البناء .	০১টি

২১১	বাব: কর্মচারীর কাজে নিয়োগকর্তার সহযোগিতা।	باب عمل الرجل مع عماله.	০১টি
২১২	বাব: সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ।	باب التطاول في البنيان .	০৪টি
২১৩	বাব: যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করে।	باب مَن بَنى .	০৪টি
২১৪	বাব: প্রশস্ত বাসগৃহ।	باب المسكن الواسع .	০১টি
২১৫	বাব: স্বতন্ত্র কোঠায় অবস্থান।	باب مَنِ اتَّخَذَ الغُرفَ .	০১টি
২১৬	বাব: অট্টালিকায় কারুকার্য।	باب نقش البنيان .	০৩টি
২১৭	বাব: নম্রতা প্রদর্শন।[২৭৫]	باب الرفق .	০৯টি
২১৮	বাব: সরলভাবে জীবন যাপন।	باب الرفق في المعيش .	০১টি
২১৯	বাব: নম্রতা অবলম্বন করতে বান্দাকে যা দেওয়া হয়।	باب ما يُعطَى العبدُ على الرِّفق.	০১টি
২২০	বাব: শান্তনা প্রদান।	باب التسكين .	০২টি
২২১	বাব: কঠোরতা প্রদর্শন।	باب الخُرْق .	০৩টি
২২২	বাব: উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ।	باب اصطناع المال .	০৩টি
২২৩	বাব: মাযলূমের দু'আ।	باب دعوة المظلوم .	০১টি
২২৪	بَابُ سُؤَالِ الْعَبْدِ الرِّزْقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجل. বাব: আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার জীবিকা প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনে বান্দাদেরকে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। "হে প্রভূ আমাদেরকে জীবিকা প্রদান করুন। কেননা আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী"।		০১টি
২২৫	বাব: যুল্‌ম হলো অন্ধকার।	باب الظلم ظلمات .	০৮টি
২২৬	বাব: রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।	باب كفارة المريض .	০৬টি
২২৭	বাব: গভীর রজনীতে রোগীকে দেখতে যাওয়া।	باب العيادة جَوفَ الليل .	০৪টি
২২৮	بَابُ يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صحيح. বাব: রোগাগ্রস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে।[২৭৬]		০৯টি
২২৯	بَابُ هَلْ يَكُونُ قَوْلُ الْمَرِيضِ (إِنِّي وَجِعٌ) شكاية؟. বাব: রোগীর 'আমি অসুস্থ' বলা কি অভিযোগ?		০২টি
২৩০	বাব: সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া।	باب عيادة المغمى عليه .	০১টি
২৩১	বাব: রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া।	باب عيادة الصبيان .	০১টি
২৩২	বাব: শিরোনামহীন।	باب .	০১টি
২৩৩	বাব: রুগ্ন বেদুঈনকে দেখতে যাওয়া।	باب عيادة الأعراب .	০১টি

[২৭৫] (২১৭) এ বাবের ৪৬৩ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[২৭৬] (২২৮) এ বাবের ৫০১ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৩৪	বাব: রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া। بَابُ عِيَادَةِ الْمَرْضَى .	০৫টি
২৩৫	بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ. বাব: রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার জন্য রোগ মুক্তির দু'আ করা।	০১টি
২৩৬	বাব: রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করার ফযীলত।[২৭৭] بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ .	০১টি
২৩৭	বাব: রুগ্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকারীর আলাপ-আলোচনা। بَابُ الْحَدِيثِ لِلْمَرِيضِ وَالْعَائِدِ.	০১টি
২৩৮	বাব: রুগ্ন ব্যক্তির নিকট নামায আদায় করা। بَابُ مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَرِيضِ .	০১টি
২৩৯	বাব: রুগ্ন মুশরিক ব্যক্তির সেবা করা। بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ .	০১টি
২৪০	বাব: রোগীকে দেখতে গিয়ে কি বলবে? بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ .	০৩টি
২৪১	বাব: রুগ্ন ব্যক্তি কি উত্তর দিবে? بَابُ مَا يُجِيبُ الْمَرِيضُ .	০১টি
২৪২	বাব: রুগ্ন পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া। بَابُ عِيَادَةِ الْفَاسِقِ .	০১টি
২৪৩	বাব: মহিলাদের রুগ্ন পুরুষকে দেখতে (সেবা) যাওয়া। بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ.	০১টি
২৪৪	بَابُ مَنْ كَرِهَ لِلْعَائِدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفُضُولِ مِنَ الْبَيْتِ. বাব: রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে ঘরের অন্য কিছুর প্রতি তাকানো অবাঞ্ছনীয়।	০১টি
২৪৫	বাব: চক্ষুরোগে আক্রান্তকে দেখতে যাওয়া। بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ .	০৪টি
২৪৬	বাব: রুগ্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকারী কোথায় বসবে? بَابُ أَيْنَ يَقْعُدُ الْعَائِدُ؟ .	০২টি
২৪৭	বাব: পুরুষ তার গৃহে কি কাজ করবে? بَابُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ .	০৪টি
২৪৮	بَابُ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ. বাব: কেউ তার কোনো ভাইকে মহব্বত করলে তাকে তা অবগত করবে।	০৩টি
২৪৯	بَابُ إِذَا أَحَبَّ رَجُلًا فَلَا يُمَارِهِ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ. বাব: যাকে ভালবাসবে তার সাথে ঝগড়া করবে না ও তার নিকট কিছু চাইবে না।	০২টি
২৫০	বাব: বুদ্ধির উৎসস্থল হলো অন্তর। بَابُ الْعَقْلُ فِي الْقَلْبِ .	০১টি
২৫১	বাব: অহংকার-দাম্ভিকতা।[২৭৮] بَابُ الْكِبْرِ .	১০টি
২৫২	বাব: যে ব্যক্তি যুল্‌মের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। بَابُ مَنِ انْتَصَرَ مِنْ ظُلْمِهِ .	০২টি
২৫৩	বাব: দুর্ভিক্ষকালে ও ক্ষুধার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন। بَابُ الْمُوَاسَاةِ فِي السَّنَةِ وَالْمَجَاعَةِ.	০৪টি
২৫৪	বাব: অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন।[২৭৯] بَابُ التَّجَارِبِ .	০২টি
২৫৫	বাব: যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তার ভাইকে ভালবাসে। بَابُ مَنْ أَطْعَمَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ.	০১টি
২৫৬	বাব: জাহিলী যুগের কসম ও চুক্তি। بَابُ حِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ .	০১টি

[২৭৭] (২৩৬) এ বাবের ৫২১ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[২৭৮] (২৫১) এ বাবের ৫৪৮ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[২৭৯] (২৫৪) এ বাবের ৫৬৫ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৫৭	বাব: ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন।	بَابُ الْإِخَاءِ .	০২টি
২৫৮	বাব: ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি।	بَابُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ .	০১টি
২৫৯	বাব: যে ব্যক্তি প্রথম বৃষ্টিতে ভিজলো।	بَابُ مَنِ اسْتَمْطَرَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ .	০১টি
২৬০	বাব: ছাগল বরকত স্বরূপ।	بَابُ إِنَّ الْغَنَمَ بَرَكَةٌ .	০২টি
২৬১	বাব: উট তার মালিকের জন্য মর্যাদার উৎস।	بَابُ الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا .	০৪টি
২৬২	বাব: যাযাবর জীবন।	بَابُ الْأَعْرَابِيَّةِ .	০১টি
২৬৩	বাব: উজাড় জনপদে বসবাসকারী।[২৮০]	بَابُ سَاكِنِ الْقُرَى .	০১টি
২৬৪	বাব: মরু এলাকায় বসবাস।	بَابُ الْبَدْوُ إِلَى التِّلَاعِ .	০২টি
২৬৫	بَابُ مَنْ أَحَبَّ كِتْمَانَ السِّرِّ، وَأَنْ يُجَالِسَ كُلَّ قَوْمٍ فَيَعْرِفَ أَخْلَاقَهُمْ. বাব: গোপনীয়া রক্ষা এবং জানা শোনার জন্য লোকের সাথে মেলামেশা।		০১টি
২৬৬	বাব: সকল কাজে স্থিরতা অবলম্বন।	بَابُ التُّؤَدَةِ فِي الْأُمُورِ .	০১টি
২৬৭	বাব: কোন কাজে তাড়াহুড়া না করা।	بَابُ التُّؤَدَةِ فِي الْأُمُور .	০৪টি
২৬৮	বাব: বিদ্রোহ।	بَابُ الْبَغْيِ .	০৬টি
২৬৯	বাব: হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ।	بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ .	০২টি
২৭০	بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لَمَّا دَخَلَ الْبُغْضُ فِي النَّاسِ. বাব: মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় যে অসন্তুষ্ট হয় এবং হাদিয়া গ্রহণ করে না।		০১টি
২৭১	বাব: লজ্জাশীলতা।[২৮১]	بَابُ الْحَيَاءِ .	০৭টি
২৭২	বাব: সকালে উঠে কি বলবে?	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ .	০১টি
২৭৩	বাব: অপরকে দু'আয় শামিল করা।	بَابُ مَنْ دَعَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الدُّعَاءِ .	০১টি
২৭৪	বাব: হৃদয় নিংড়ানো দু'আ।	بَابُ النَّاخِلَةِ مِنَ الدُّعَاءِ .	০১টি
২৭৫	بَابُ لِيَعْزِمِ الدُّعَاءَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. বাব: পরম আগ্রহভরে ও দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, আল্লাহ্ কিছু করতে বাধ্য নন।		০২টি
২৭৬	বাব: দু'আর সময় হাত উঠানো।	بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ .	০৮টি
২৭৭	বাব: সায়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ)।	بَابُ سَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ .	০৬টি
২৭৮	বাব: ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা।	بَابُ دُعَاءِ الْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ .	০৫টি
২৭৯	বাব: শিরোনামহীন।	بَابٌ.	১২টি
২৮০	بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. বাব: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ।		০৪টি

[২৮০] (২৬৩) এ বাবের ৫৭৯ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[২৮১] (২৭১) এ বাবে ৫৯৯ ও ৬০২ নং ক্রমিকে দু'টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৮১	بَابُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. বাব: কারো উপস্থিতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যে তাঁর প্রতি দরূদ পড়ে না।[২৮২]	০৫টি
২৮২	বাব: যালিমের প্রতি বদ-দু'আ করা।[২৮৩] بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ ظَلَمَه .	০৩টি
২৮৩	বাব: দীর্ঘায়ূর জন্য দু'আ করা। بَابُ مَنْ دَعَا بِطُولِ الْعُمُرِ .	০২টি
২৮৪	বাব: তাড়াহুড়া না করলে দু'আ কবুল হয়ে থাকে। بَابُ مَنْ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ.	০২টি
২৮৫	বাব: অলসতা থেকে যে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চায়। بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الْكَسَلِ .	০২টি
২৮৬	بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. বাব: যে লোক আল্লাহ্‌র কাছে যাচনা করে না আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।[২৮৪]	০৩টি
২৮৭	بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. বাব: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাতারবন্দির সময় দু'আ করা।	০১টি
২৮৮	بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. বাব: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আসমূহ।	২৪টি
২৮৯	বাব: ঝড়-বৃষ্টির সময় দু'আ করা। بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ .	০১টি
২৯০	বাব: মৃত্যু কামনা করে দু'আ করা। بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ .	০১টি
২৯১	بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. বাব: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আসমূহ।	১২টি
২৯২	বাব: আপদকালীন দু'আ। بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ .	০৩টি
২৯৩	বাব: ইস্তিখারার দু'আ। بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ .	০৪টি
২৯৪	বাব: শাসকের পক্ষ হতে যুল্‌মের ভয় করা। بَابُ إِذَا خَافَ السُّلْطَانَ .	০৩টি
২৯৫	بَابُ مَا يُدَّخَرُ لِلدَّاعِي مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. বাব: প্রার্থনাকারীর জন্য যে সওয়াব ও প্রতিদান সঞ্চিত হয়।	০২টি
২৯৬	বাব: দু'আর ফযীলত। بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ .	০৫টি
২৯৭	বাব: প্রবল বাতাসের সময় পড়ার দু'আ। بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرِّيحِ .	০২টি
২৯৮	বাব: তোমরা বাতাসকে গালি দেওয়া। بَابُ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ .	০২টি
২৯৯	বাব: বজ্রধ্বনির সময় দু'আ। بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّوَاعِقِ .	০১টি
৩০০	বাব: যখন বজ্রধ্বনি শুনবে। بَابُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ .	০২টি
৩০১	بَابُ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.	০৩টি

[২৮২] (২৮১) এ বাবের ৬৪৭ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[২৮৩] (২৮২) এ বাবের ৬৫১ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[২৮৪] (২৮৬) এ বাবের ৬৫৮ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

	বাব: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে।	
৩০২	বাব: পরীক্ষায় নি:পতিত হওয়ার দু'আ করা দূষণীয়। بَابُ مَنْ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِالْبَلَاءِ .	০২টি
৩০৩	বাব: যে ব্যক্তি চরম বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ.	০২টি
৩০৪	بَابُ مَنْ حَكَى كَلَامَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعِتَابِ. বাব: যে রাগের সময় কোন ব্যক্তির কথার পুনরাবৃত্তি করে।	০১টি
৩০৫	বাব: শিরোনামহীন। بَابٌ.	০৩টি
৩০৬	بَابُ الْغِيبَةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الحجرات: ١٢). বাব: গীবত- আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী: তোমরা একে অপরের গীবত করো না।	০২টি
৩০৭	বাব: মৃত ব্যক্তির গীবত। بَابُ الْغِيبَةِ لِلْمَيِّتِ.	০১টি
৩০৮	بَابُ مَنْ مَسَّ رَأْسَ صَبِيٍّ مَعَ أَبِيهِ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ. বাব: পিতার উপস্থিতিতে পুত্রের মাথায় হাত বুলানো ও তার জন্য দু'আ করা।	০১টি
৩০৯	بَابُ دَالَّةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. বাব: মুসলমানদের খাদ্য-পানীয় ও তৈজসপত্র বিনা অনুমতিতে পরস্পরের ব্যবহার।	০১টি
৩১০	بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ. বাব: মেহমানের সমাদর ও সশরীরে তার খিদমত করা।	০১টি
৩১১	বাব: মেহমানের আতিথেয়তা। بَابُ جَائِزَةِ الضَّيْفِ.	০১টি
৩১২	বাব: আতিথ্য তিন দিন। بَابُ: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .	০১টি
৩১৩	বাব: মেহমান মেযবানের অসুবিধা করে থাকবে না। بَابُ لَا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.	০১টি
৩১৪	বাব: মেযবানের বাড়ির আঙ্গিনায় মেহমানের ভোর। بَابُ إِذَا أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ .	০১টি
৩১৫	বাব: মেযবানের বাড়িতে মেহমান বঞ্চিত অবস্থায় ভোর হলে। بَابُ إِذَا أَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا.	০১টি
৩১৬	বাব: মেহমানের সেবায় সশরীরে মেযবান। بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ الضَّيْفَ بِنَفْسِهِ.	০১টি
৩১৭	بَابُ مَنْ قَدَّمَ إِلَى ضَيْفِهِ طَعَامًا فَقَامَ يُصَلِّي. বাব: মেহমানের সামনে খাবার দিয়ে নিজে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া।	০১টি
৩১৮	বাব: নিজ পরিবার-পরিজনের ব্যয় করা। بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ .	০৪টি
৩১৯	بَابُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللُّقْمَةُ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ. বাব: সর্ব ব্যাপারে সাওয়াব আছে এমন কি নিজের স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া গ্রাসেও।	০১টি
৩২০	বাব: রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাকালীন দু'আ করা। بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.	০১টি
৩২১	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فُلَانٌ جَعْدٌ، أَسْوَدُ، أَوْ طَوِيلٌ، قَصِيرٌ، يُرِيدُ الصِّفَةَ وَلَا يُرِيدُ الْغِيبَةَ. বাব: গীবতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির এরূপ বলা: অমুক কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি প্রভৃতি বলা।	০৩টি
৩২২	বাব: যিনি মনে করেন, ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নয়। بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِحِكَايَةِ الْخَبَرِ بَأْسًا.	০১টি

৩২৩	বাব: যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন করে। بَابُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا .	০১টি
৩২৪	বাব: কোনো ব্যক্তির মন্তব্য, লোক ধ্বংস হয়ে গেলো। بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: هَلَكَ النَّاسُ .	০১টি
৩২৫	বাব: মুনাফিককে 'সায়্যিদ' বা নেতা বলে সম্বোধন করবে না। بَابُ لَا يَقُولُ لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ.	০১টি
৩২৬	বাব: অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে কি বলবে? بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا زُكِّيَ.	০৩টি
৩২৭	بَابُ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ: اللَّهُ يَعْلَمُهُ. বাব: অজানা ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন বলবে।	০১টি
৩২৮	বাব: রংধনু। بَابُ قَوْسُ قُزَحٍ.	০১টি
৩২৯	বাব: ছায়াপথ। بَابُ الْمَجَرَّةِ.	০২টি
৩৩০	بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ. বাব: যে ব্যক্তি এভাবে বলতে অপছন্দ করে: হে আল্লাহ! আমাকে রহমতের অবস্থান স্থলে রাখো।	০১টি
৩৩১	বাব: তোমরা যুগ-কালকে গালি দিওনা। بَابُ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ.	০২টি
৩৩২	بَابُ لَا يُحِدُّ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ النَّظَرَ إِذَا وَلَّى. বাব: কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্থানকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকায়।	০১টি
৩৩৩	বাব: তোমার সর্বনাশ হোক বলা। بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: وَيْلَكَ .	০৪টি
৩৩৪	বাব: ইমারাত নির্মাণ। بَابُ الْبِنَاءِ.	০২টি
৩৩৫	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَأَبِيكَ. বাব: কোনো ব্যক্তির কথা, "না, তোমার পিতার শপথ" অর্থাৎ তোমার মঙ্গল হোক বলা।	০১টি
৩৩৬	بَابُ إِذَا طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ طَلَبًا يَسِيرًا وَلَا يَمْدَحُهُ. বাব: কারো কাছে কিছু চাইলে তোষামোদ না করে সোজাসুজি চাওয়া।	০২টি
৩৩৭	বাব: কারো মন্তব্য, তোমার শত্রুর অমঙ্গল হোক। بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا بُلَّ شَانِئُكَ.	০১টি
৩৩৮	بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُ وَفُلَانٌ. বাব: কোনো লোক যেন এভাবে না বলে, আল্লাহ ও অমুক।	০১টি
৩৩৯	বাব: আল্লাহর মর্জি ও আপনার মর্জি বলা। بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ.	০১টি
৩৪০	বাব: গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ। بَابُ الْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ .	০৫টি
৩৪১	বাব: সৎ স্বভাব ও উত্তম পন্থা।[২৮৫] بَابُ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ الْحَسَنِ .	০৩টি
৩৪২	بَابُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ. বাব: যাকে তুমি পাথেয় দাওনি, সে তোমার নিকট বয়ে আনবে উত্তম বার্তা।	০২টি
৩৪৩	বাব: অবাঞ্ছিত আকাঙ্খা। بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي .	০১টি
৩৪৪	বাব: তোমরা আঙ্গুরকে কারম নামকরণ করো না। بَابُ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ.	০১টি

[২৮৫] (৩৪১) এ বাবের ৭৯১ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৫	বাব: কারো এরূপ বলা, তোমার অকল্যাণ হোক। بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْحَكَ .	০১টি
৩৪৬	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: يَا هَنْتَاهُ. বাব: কারো কথা, 'ইয়া হানতাহ্' তথা হে শ্যালিকা, হে পাগলি বলা।	০৩টি
৩৪৭	বাব: কারো কথা, আমি ক্লান্ত। بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: إِنِّي كَسْلَانُ .	০১টি
৩৪৮	বাব: যে ব্যক্তি অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করে। بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنَ الْكَسَلِ.	০১টি
৩৪৯	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ. বাব: কারো কথা, আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত।	০২টি
৩৫০	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. বাব: কারো বক্তব্য, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক।	০২টি
৩৫১	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: يَا بُنَيَّ، لِمَنْ أَبُوهُ لَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ. বাব: কারো অমুসলিম সন্তানকে 'হে বৎস' বলা।	০৩টি
৩৫২	বাব: কেউ যেন না বলে 'আমার আত্মা নাপাক হয়ে গেছে'। بَابُ لَا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي.	০২টি
৩৫৩	বাব: আবুল-হাকাম উপনাম। بَابُ كُنْيَةِ أَبِي الْحَكَمِ .	০১টি
৩৫৪	بَابُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ. বাব: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভাল নাম হতকচিত করতো।	০১টি
৩৫৫	বাব: দ্রুত হাঁটা। بَابُ السُّرْعَةِ فِي الْمَشْيِ .	০১টি
৩৫৬	বাব: মহামহিম আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নাম। بَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.	০২টি
৩৫৭	বাব: নাম পরিবর্তন। بَابُ تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى الِاسْمِ .	০১টি
৩৫৮	বাব: মহামহিম আল্লাহ্র নিকট অপছন্দনীয় নাম। بَابُ أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلّ.	০১টি
৩৫৯	বাব: অপরকে ক্ষুদ্রতাবাচক নামে ডাকা। بَابُ مَنْ دَعَا آخَرَ بِتَصْغِيرِ اسْمِهِ .	০১টি
৩৬০	বাব: কোনো ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় নামে ডাকা। بَابُ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ.	০১টি
৩৬১	বাব: আছিয়া নাম পরিবর্তন। بَابُ تَحْوِيلِ اسْمِ عَاصِيَةَ .	০২টি
৩৬২	বাব: সারম নাম পরিবর্তন। بَابُ الصَّرْمِ.	০২টি
৩৬৩	বাব: গুরাব (কাক) নাম পরিবর্তন। بَابُ غُرَابٍ .	০১টি
৩৬৪	বাব: শিহাব নাম পরিবর্তন। بَابُ شِهَابٍ .	০১টি
৩৬৫	বাব: 'আস বা অবাধ্য নাম পরিবর্তন। بَابُ الْعَاصِ .	০১টি
৩৬৬	بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَيَخْتَصِرُ وَيَنْقُصُ مِنَ اسْمِهِ شَيْئًا. বাব: কেউ তার সঙ্গীকে তার নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকতে পারে।	০২টি
৩৬৭	বাব: জাহ্ম নাম রাখা। بَابُ زَحْمٍ .	০২টি
৩৬৮	বাব: 'বার্রা' নাম রাখা। بَابُ بَرَّةَ .	০২টি

৩৬৯	বাব: আফ্লাহ, বরকত, নাফি প্রভৃতি নাম রাখা।	بَابُ أَفْلَحَ .	০২টি
৩৭০	বাব: রাবাহ নাম রাখা।	بَابُ رَبَاحٍ .	০১টি
৩৭১	বাব: নবীগণের নামানুসারে নাম রাখা।	بَابُ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ .	০৫টি
৩৭২	বাব: হুয্ন-দু:খ (নাম প্রসঙ্গে)।	بَابُ حَزْنٍ .	০২টি
৩৭৩	بَابُ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ. বাব: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ও উপনাম।		০৪টি
৩৭৪	بَابُ هَلْ يُكَنَّى الْمُشْرِكُ. বাব: মুশরিকের ব্যাপারে উপনাম তথা কুনিয়াত প্রয়োগ করা যায় কি?		০১টি
৩৭৫	বাব: বালকের উপনাম।	بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ .	০১টি
৩৭৬	বাব: শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর পিতা বলে অভিহিত করা।	بَابُ الْكُنْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ.	০২টি
৩৭৭	বাব: নারীদের নাম, অমুকের মা বলে অভিহিত করা।	بَابُ كُنْيَةِ النِّسَاءِ .	০২টি
৩৭৮	بَابُ مَنْ كَنَّى رَجُلًا بِشَيْءٍ هُوَ فِيهِ أَوْ بِأَحَدِهِمْ. বাব: কেউ কারো এমন কিছু দ্বারা উপনাম রাখলো যা তার বা তাদের কারো মধ্যে আছে।		০১টি
৩৭৯	بَابُ كَيْفَ الْمَشْيُ مَعَ الْكُبَرَاءِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ؟. বাব: প্রবীণ ও মর্যাদাশালী লোকদের সাথে কিভাবে হাঁটবে।		০১টি
৩৮০	বাব: শিরোনামবিহীন অধ্যায়। [২৮৬]	بَابٌ.	০২টি
৩৮১	বাব: কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভমূলক হয়ে থাকে।	بَابُ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ .	০৮টি
৩৮২	بَابُ الشِّعْرُ حَسَنٌ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَمِنْهُ قَبِيحٌ. বাব: উত্তম বাক্যের ন্যায় উত্তম কবিতাও আছে, নিকৃষ্ট কবিতাও আছে।		০৫টি

[২৮৬] মূল গ্রন্থের ৩৭৯নং বাবটিকে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থে দু'টি বাব তথা ৩৭৯ ও ৩৮০নং বাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থের ৩৮০নং বাবটিকে মূল গ্রন্থে বাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। মূল গ্রন্থের ৩৭৯নং বাবের অধীনে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে; কেননা মূল গ্রন্থে অনুবাদ গ্রন্থের (৩৭৯ ও ৩৮০নং বাব) কে ৩৭৯নং বাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনূদিত গ্রন্থে ৩৭৯ ও ৩৮০নং বাবদ্বয়কে আলাদা আলাদা বাব হিসেবে উল্লেখ করে ৩৭৯নং বাবের অধীনে (০১) একটি ও ৩৮০নং বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে মূল গ্রন্থে ৩৭৯নং বাবের পরবর্তী বাবগুলোর ক্রমিক নম্বরে (০১) এক করে বৃদ্ধি করে হিসেব করতে হবে। অর্থাৎ ৩৮০নং বাবটিকে ৩৮১নং বাব হিসেবে গণনা করতে হবে, ৩৮১নং বাবটিকে ৩৮২নং বাব হিসেবে গণনা করতে হবে এবং ৩৮২নং বাবটিকে ৩৮৩নং বাব হিসেবে গণনা করতে হবে।

৩৮৩	বাব: কবিতা শোনার ফরমায়িশ করা। بَابُ مَنِ اسْتَنْشَدَ الشِّعْرَ.	০১টি
৩৮৪	বাব: যে ব্যক্তি কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা নিন্দনীয় মনে করে। بَابُ مَنْ كَرِهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشِّعْرُ.	০১টি
৩৮৫	قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (الشعراء: ٢٢٤). বাব: মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: "কবিগণ, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুগামী হয়।"[২৮৭]	০১টি
৩৮৬	বাব: কোন কোন কথায় যাদুকরী প্রভাব থাকে। بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.	০২টি
৩৮৭	বাব: অবাঞ্ছিত কবিতা। بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّعْرِ .	০১টি
৩৮৮	বাব: বাচালতা। بَابُ كَثْرَةِ الْكَلَامِ .	০৩টি
৩৮৯	বাব: আশা-আকাঙ্খা। بَابُ .	০১টি
৩৯০	بَابُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ وَالشَّيْءِ وَالْفَرَسِ: هُوَ بَحْرٌ. বাব: কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘোড়াকে 'সাগর' বা 'সমুদ্র' বলে অভিহিত করা।	০১টি
৩৯১	বাব: ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা। بَابُ الضَّرْبِ عَلَى اللَّحْنِ .	০২টি
৩৯২	بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ. বাব: বাতিল বস্তু সম্পর্কে সম্পর্কে 'এটা কিছুই না' বলা।	০১টি
৩৯৩	বাব: কাব্যিক উপমা প্রয়োগ। بَابُ الْمَعَارِيضِ .	০৩টি
৩৯৪	বাব: গোপন তথ্য ফাঁস করা। بَابُ إِفْشَاءِ السِّرِّ .	০১টি
৩৯৫	بَابُ السُّخْرِيَةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ (الحجرات: ١١). বাব: উপহাস করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: "একদল অপর দলকে যেনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে।"	০১টি
৩৯৬	বাব: কাজ-কর্মে ধীরস্থিরতা। بَابُ التُّؤَدَةِ فِي الْأُمُورِ .	০২টি
৩৯৭	বাব: যে ব্যক্তিকে পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেয়। بَابُ مَنْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا.	০২টি
৩৯৮	বাব: যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে। بَابُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى .	০১টি
৩৯৯	বাব: বিদ্রোহ। بَابُ الْبَغْيِ .	০১টি

[২৮৭] মূল গ্রন্থের ৩৮৩নং বাবটিকে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থে দু'টি বাব তথা ৩৮৪ ও ৩৮৫নং বাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থের ৩৮৫নং বাবটিকে মূল গ্রন্থে বাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। মূল গ্রন্থের ৩৮৩নং বাবের অধীনে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মূল গ্রন্থের ৩৮৩নং বাবটিকে অনূদিত গ্রন্থে ৩৮৪ ও ৩৮৫নং বাব হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিটি বাবের অধীনে একটি করে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল গ্রন্থের ৩৮৩ নং বাবটিকে অনূদিত গ্রন্থে ৩৮৪ ও ৩৮৫নং বাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে মূল গ্রন্থের ৩৮৩নং বাবের পরবর্তী বাবগুলোর ক্রমিক নম্বরে (০২) দুই করে বৃদ্ধি করে হিসেব করতে হবে। অর্থাৎ ৩৮৪নং বাবটিকে ৩৮৬নং বাব হিসেবে গণনা করতে হবে, ৩৮৫ নং বাবটিকে ৩৮৭নং বাব হিসেবে, ৩৮৬নং বাবটিকে ৩৮৮নং বাব হিসেবে গণনা করতে হবে। যদি এভাবে শেষ পর্যন্ত করা হলে মূল গ্রন্থের ৬৪৩নং বাবটি ৬৪৫নং বাবে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং মূল গ্রন্থের ৬৪৩ টি বাবে ও অনূদিত গ্রন্থের ৬৪৫ টি বাবের মাঝে কোন ধরনের গড়মিল ও পার্থক্য থাকবে না।

৪০০	বাব: বিদ্রোহের শেষ পরিণাম। بَابُ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ .	০২টি
৪০১	বাব: কৌলীণ্য বা বংশমর্যাদা। بَابُ الْحَسَبِ .	০৪টি
৪০২	বাব: মানবাত্মাসমূহ বিন্যাসবদ্ধ সৈন্যদল।[২৮৮] بَابُ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ .	০২টি
৪০৩	বাব: আশ্চার্যান্বিত হলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলা। بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ: سُبْحَانَ اللَّهِ.	০২টি
৪০৪	বাব: মাটিতে হাত স্পর্শ করা। بَابُ مَسْحِ الْأَرْضِ بِالْيَدِ .	০১টি
৪০৫	বাব: নুড়ি পাথর। بَابُ الْخَذْفِ .	০১টি
৪০৬	বাব: তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। بَابُ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ .	০১টি
৪০৭	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. বাব: কারো বক্তব্য, অমুক অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে।	০১টি
৪০৮	বাব: লোকজন মেঘমালা দেখলে কি বলবে? بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى غَيْمًا.	০২টি
৪০৯	বাব: অশুভ লক্ষণ। بَابُ الطِّيَرَةِ .	০১টি
৪১০	বাব: যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ মানে না তার মর্যাদা। بَابُ فَضْلِ مَنْ لَمْ يَتَطَيَّرْ.	০১টি
৪১১	বাব: জিনের আছর থেকে বাঁচার অহেতুক তদবীর। بَابُ الطِّيَرَةِ مِنَ الْجِنِّ .	০১টি
৪১২	বাব: শুভ লক্ষণ। بَابُ الْفَأْلِ.	০২টি
৪১৩	বাব: উত্তম নামকে বরকতময় মনে করা। بَابُ التَّبَرُّكِ بِالِاسْمِ الْحَسَنِ .	০১টি
৪১৪	বাব: ঘোড়ায় কুলক্ষণ। بَابُ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ .	০৩টি
৪১৫	বাব: হাঁচি। بَابُ الْعُطَاسِ .	০১টি
৪১৬	বাব: হাঁচির সময় যা বলবে। بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ .	০২টি
৪১৭	বাব: হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া। بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ .	০৪টি
৪১৮	বাব: হাঁচি শুনে উত্তরে আল-হামদু লিল্লাহ বলা। بَابُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ.	০১টি
৪১৯	বাব: হাঁচি শুনলে কিভাবে জবাব দিবে? بَابُ كَيْفَ تَشْمِيتُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ.	০৪টি
৪২০	بَابُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ لَا يُشَمَّتُ. বাব: হাঁচিদাতা আল্লাহ্‌র প্রশংসা না করলে হাঁচির জবাব দিবে না।	০২টি
৪২১	বাব: হাঁচিদাতা প্রথমে কি বলবে? بَابُ كَيْفَ يَبْدَأُ الْعَاطِسُ؟.	০৩টি
৪২২	بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْحَمُكَ إِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ. বাব: যিনি বলেন, যদি তুমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে থাক তবে আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করবেন।	০১টি
৪২৩	বাব: কেউ যেন হাঁচি দিয়ে 'আ-ব' না বলে। بَابُ لَا يَقُولُ: آبَّ .	০১টি

[২৮৮] (৪০২/৪০৪) এ বাবের ৯০০ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪২৪	বাব: পুণ: পুণ: হাঁচি আসলে।	بَابُ إِذَا عَطَسَ مِرَارًا .	০২টি
৪২৫	বাব: যখন কোন ইয়াহুদী হাঁচি দেয়।[২৮৯]	بَابُ إِذَا عَطَسَ الْيَهُودِيُّ .	০১টি
৪২৬	বাব: পুরুষ কর্তৃক নারীর হাঁচির জবাব দেওয়া।	بَابُ تَشْمِيتِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ .	০১টি
৪২৭	বাব: হাই তোলা।	بَابُ التَّثَاؤُبِ .	০১টি
৪২৮	বাব: কাউকে ডাকলে জবাবে 'লাব্বাইক' বলা।	بَابُ مَنْ يَقُولُ: لَبَّيْكَ، عِنْدَ الْجَوَابِ.	০১টি
৪২৯	বাব: কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানে দাঁড়ানো।	بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ .	০৪টি
৪৩০	বাব: উপবিষ্ট লোকের উদ্দেশ্যে কারো দাঁড়ানো।	بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْقَاعِدِ.	০১টি
৪৩১	বাব: কেউ হাই তুললে সে যেন নিজ মুখে হাত দেয়।[২৯০]	بَابُ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.	০৩টি
৪৩২	বাব: একে অপরের মাথার উকুন বেছে দিবে কি?	بَابُ هَلْ يَفْلِي أَحَدٌ رَأْسَ غَيْرِهِ؟.	০২টি
৪৩৩	বাব: অবাক-বিস্ময়ে মাথা দোলানো এবং দাঁত দিয়ে হাত চেপে ধরা।	بَابُ تَحْرِيكِ الرَّأْسِ وَعَضِّ الشَّفَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ.	০১টি
৪৩৪	বাব: হতবাক হয়ে বা অন্য কোন কারণে কারো নিজ উরুতে চপেটাঘাত করা।	بَابُ ضَرْبِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ أَوِ الشَّيْءِ.	০২টি
৪৩৫	বাব: অপর ভাইয়ের উরুতে চপেটাঘাত করে কথা বলা যদি উদ্দেশ্য খারাপ না হয়।	بَابُ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ فَخِذَ أَخِيهِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ سُوءًا.	০৩টি
৪৩৬	বাব: যে উপবিষ্ট ব্যক্তি তার সম্মানে অপরের দণ্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করে।	بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَقُومَ لَهُ النَّاسُ.	০২টি
৪৩৭	বাব: শিরোনামবিহীন।[২৯১]	بَابٌ.	০২টি
৪৩৮	বাব: কারো পায়ে ঝি ঝি ধরলে যা বলবে।	بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَدِرَتْ رِجْلُهُ.	০১টি
৪৩৯	বাব: শিরোনামবিহীন।[২৯২]	بَابٌ .	০১টি
৪৪০	বাব: শিশুদের সাথে মুসাফাহা করা।	بَابُ مُصَافَحَةِ الصِّبْيَانِ .	০১টি
৪৪১	বাব: মুসাফাহা (করমর্দন)।	بَابُ الْمُصَافَحَةِ .	০২টি
৪৪২	বাব: শিশুর মাথায় মহিলার হাত বুলানো।	بَابُ مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَ الصَّبِيِّ .	০১টি
৪৪৩	বাব: মু'আনাকা (আলিঙ্গন)।	بَابُ الْمُعَانَقَةِ .	০১টি
৪৪৪	বাব: নিজ কন্যাকে চুমু খাওয়া।	بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ .	০১টি
৪৪৫	বাব: হাতে চুম্বন করা।	بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ .	০৩টি

[২৮৯] (৪২৫/৪২৭) এ বাবের ৯৪০ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[২৯০] (৪৩১/৪৩৩) এ বাবের ৯৫১ নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[২৯১] শিরোনামবিহীন এ বাবটি মূল গ্রন্থের ৪৩৫ নং বাব।
[২৯২] শিরোনামবিহীন এ বাবটি মূল গ্রন্থের ৪৩৭ নং বাব।

৪৪৬	বাব: কদমবুচি বা পদচুম্বন। بَابُ تَقْبِيلِ الرَّجُلِ .	০২টি
৪৪৭	বাব: একজনের সম্মানে অপরজন দাঁড়ানো। بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيمًا.	০১টি
৪৪৮	বাব: সালামের সূচনা। بَابُ بَدْءِ السَّلَامِ .	০১টি
৪৪৯	বাব: সালামের প্রসার। بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ .	০৩টি
৪৫০	বাব: যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয়। بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ .	০৪টি
৪৫১	বাব: সালাম বিনিময়ের ফযীলত।[২৯৩] بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ .	০৩টি
৪৫২	بَابُ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. বাব: সালাম হলো মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার পবিত্র নামসমূহের একটি নাম।	০২টি
৪৫৩	بَابُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ. বাব: সাক্ষাতে সালাম করা মুসলমানের হক।	০১টি
৪৫৪	বাব: পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম প্রদান করবে। بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ.	০৩টি
৪৫৫	বাব: আরোহী উপবিষ্ট জনকে সালাম প্রদান করবে। بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْقَاعِدِ.	০২টি
৪৫৬	বাব: পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে? بَابُ هَلْ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الرَّاكِبِ؟.	০১টি
৪৫৭	বাব: কমসংখ্যকগণ বেশিসংখ্যকগণকে সালাম দিবে। بَابُ يُسَلِّمُ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .	০২টি
৪৫৮	বাব: ছোটরা বড়দেরকে সালাম প্রদান করবে।[২৯৪] بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ.	০১টি
৪৫৯	বাব: সালামের পরিসীমা।[২৯৫] بَابُ مُنْتَهَى السَّلَامِ .	০১টি
৪৬০	বাব: যে ব্যক্তি ইঙ্গিতে সালাম দেয়। بَابُ مَنْ سَلَّمَ إِشَارَةً .	০৩টি
৪৬১	বাব: সালাম শুনিয়ে দেয়া। بَابُ يُسْمِعُ إِذَا سَلَّمَ .	০১টি
৪৬২	বাব: যে ব্যক্তি সালাম আদান-প্রদানের জন্য বের হয়। بَابُ مَنْ خَرَجَ يُسَلِّمُ وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ .	০১টি
৪৬৩	বাব: মজলিসে উপস্থিত হয়ে সালাম প্রদান।[২৯৬] بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا جَاءَ الْمَجْلِسَ.	০১টি
৪৬৪	বাব: মজলিস হতে বিদায়কালে সালাম প্রদান। بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ.	০১টি
৪৬৫	বাব: মজলিস হতে বিদায়কালে সালাম প্রদানকারীর হক। بَابُ حَقِّ مَنْ سَلَّمَ إِذَا قَامَ.	০৩টি
৪৬৬	بَابُ مَنْ دَهَنَ يَدَهُ لِلْمُصَافَحَةِ. বাব: মুসাফাহা তথা করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাতে তেল মালিশ করা।	০১টি
৪৬৭	বাব: পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা। بَابُ التَّسْلِيمِ بِالْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهَا.	০১টি
৪৬৮	বাব: শিরোনামবিহীন।[২৯৭] بَاب.	০৩টি

[২৯৩] (৪৫১/৪৫৩) ৯৮৭ নং ক্রমিকে বর্ণিত হাদীসটি এ বাবে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

[২৯৪] ১০০১নং ক্রমিকের হাদীসটি ৪৫৮ ও ৪৫৯নং বাবে তথা মূল গ্রন্থের ৪৫৬ ও ৪৫৭নং বাবে বর্ণিত হয়েছে।

[২৯৫] প্রাগুক্ত।

[২৯৬] (৪৬৩) এ বাবটিতে ১০০৭নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এটি মূল গ্রন্থের ৪৬১নং বাব।

[২৯৭] শিরোনামবিহীন এ বাবটি মূল গ্রন্থের ৪৬৬নং বাব।

৪৬৯	বাব: ফাসিক তথা পাপাচারীকে সালাম প্রদান করা। بَابُ لَا يُسَلَّمُ عَلَى فَاسِقٍ.	০৩টি
৪৭০	بَابُ مَنْ تَرَكَ السَّلَامَ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي. বাব: (জা'ফরান মিশ্রিত খুশবু) ব্যবহারকারী ও পাপাচারীকে সালাম প্রদান না করা।	০৩টি
৪৭১	বাব: আমীরকে সালাম প্রদান। بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْأَمِيرِ .	০৫টি
৪৭২	বাব: ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান। بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّائِمِ .	০১টি
৪৭৩	বাব: 'আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন' বলা। بَابُ حَيَّاكَ اللَّهُ .	০১টি
৪৭৪	বাব: মারহাবা বা স্বাগতম। بَابُ مَرْحَبًا .	০২টি
৪৭৫	বাব: কিভাবে সালামের উত্তর প্রদান করবে? بَابُ كَيْفَ رَدُّ السَّلَامِ؟ .	০৬টি
৪৭৬	বাব: যে ব্যক্তি সালামে উত্তর প্রদান করেনি। بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ .	০৩টি
৪৭৭	বাব: যে ব্যক্তি সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে। بَابُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ .	০২টি
৪৭৮	বাব: শিশুদের সালাম প্রদান করা। بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ.	০২টি
৪৭৯	বাব: মহিলাদের পক্ষ হতে পুরুষদেরকে সালাম প্রদান করা। بَابُ تَسْلِيمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ.	০২টি
৪৮০	বাব: পুরুষদের পক্ষ হতে মহিলাদের কে সালাম প্রদান করা। بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ.	০২টি
৪৮১	বাব: নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করা বাঞ্ছনীয় নয়। بَابُ مَنْ كَرِهَ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ.	০২টি
৪৮২	বাব: পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত কিভাবে নাযিল হয়েছে?. بَابُ كَيْفَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ؟.	০১টি
৪৮৩	বাব: পর্দার তিন সময়। بَابُ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ .	০১টি
৪৮৪	বাব: কোন ব্যক্তির স্বীয় স্ত্রীর সাথে খাবার গ্রহণ। بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ.	০২টি
৪৮৫	বাব: অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ। بَاب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْكُونٍ.	০২টি
৪৮৬	بَابُ (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (النور: ٥٨). বাব: দাস-দাসীগণ অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট প্রবেশ করবে।	০১টি
৪৮৭	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) (النور: ٥٩). বাব: মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অমিয়বাণী, "শিশুরা যখন বালেগ হয়"।	০১টি
৪৮৮	বাব: মায়ের কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রার্থনা করবে। بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ.	০২টি
৪৮৯	বাব: পিতার নিকটও প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবে। بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ .	০১টি
৪৯০	বাব: পিতা ও পুত্রের নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবে। بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ وَوَلَدِهِ.	০১টি
৪৯১	বাব: নিজ বোনের নিকটও প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করবে। بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ.	০১টি
৪৯২	বাব: নিজ ভাইয়ের নিকটও প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করবে। بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَخِيهِ.	০১টি
৪৯৩	বাব: তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। بَابُ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا.	০১টি

৪৯৪	বাব: সালাম ব্যতীত অনুমতি প্রার্থনা। بَابُ الِاسْتِئْذَانُ غَيْرُ السَّلَامِ .	০২টি
৪৯৫	بَابُ إِذَا نَظَرَ بِغَيْرِ إِذَنٍ تُفْقَأُ عَيْنُهُ. বাব: অনুমতি ব্যতীত ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মারলে চোখ ফুটো করে দেওয়া।	০২টি
৪৯৬	বাব: অবলোকনের কারণেই অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। بَابُ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ	০৩টি
৪৯৭	বাব: ঘরের ভিতরের লোককে সালাম দেওয়া। بَابُ إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ.	০১টি
৪৯৮	বাব: ডেকে পাঠানোই ব্যক্তির অনুমতি প্রার্থনা হিসেবে ধর্তব্য। بَابُ دُعَاءُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ.	০৪টি
৪৯৯	বাব: দরজার সামনে কিভাবে দণ্ডায়মান হবে? بَابُ كَيْفَ يَقُومُ عِنْدَ الْبَابِ؟.	০১টি
৫০০	بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: حَتَّى أَخْرُجَ، أَيْنَ يَقْعُدُ؟. বাব: অনুমতি প্রার্থনা করলে যদি প্রতি উত্তর আসে আমি আসছি, তখন সাক্ষাতপ্রত্যাশী কোথায় বসবে?	০১টি
৫০১	বাব: দরজায় আঘাত (খটখট) করা। بَابُ قَرْعِ الْبَابِ.	০১টি
৫০২	বাব: কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করলে। بَابُ إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ.	০২টি
৫০৩	بَابُ إِذَا قَالَ: أَدْخُلُ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ. বাব: যখন কেউ বলে আসতে পারি? অথচ সে সালাম প্রদান করেনি।	০২টি
৫০৪	বাব: কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়? بَابُ كَيْفَ الِاسْتِئْذَانُ؟ .	০১টি
৫০৫	বাব: প্রশ্নকারীর ‘কে?’ বলার জবাবে ‘আমি’ বলা প্রসঙ্গে। بَابُ مَنْ قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا.	০২টি
৫০৬	بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقِيلَ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ. বাব: অনুমতি প্রার্থনার জবাবে ‘নিরাপদে প্রবেশ করুন’ বলা।	০১টি
৫০৭	বাব: ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মারা।[২৯৮] بَابُ النَّظَرِ فِي الدُّورِ .	০৫টি
৫০৮	বাব: সালামের সাথে ঘরে প্রবেশের ফযীলত। بَابُ فَضْلِ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ.	০২টি
৫০৯	بَابُ إِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْبَيْتَ يَبِيتُ فِيهِ الشَّيْطَانُ. বাব: ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ না করলে সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে।	০১টি
৫১০	বাব: যে প্রবেশের অনুমতি প্রয়োজন নেই। بَابُ مَا لَا يُسْتَأْذَنُ فِيهِ .	০১টি
৫১১	বাব: বাজারের বিপণি বিতানে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা। بَابُ الِاسْتِئْذَانِ فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ.	০২টি
৫১২	بَابُ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى الْفُرْسِ؟. বাব: পারস্যবাসীদের নিকট কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করবে?	০১টি
৫১৩	بَابُ إِذَا كَتَبَ الذِّمِّيُّ فَسَلَّمَ، يُرَدُّ عَلَيْهِ.	০১টি

[২৯৮] (৫০৫/৫০৭) এ বাবে ১০৯০নং ক্রমিকে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

	বাব: যিম্মী পত্রের মাধ্যমে সালাম দিলে উত্তর দিতে হবে।	
৫১৪	বাব: যিম্মীকে আগে সালাম দিবে না। [২৯৯] بَابُ لَا يَبْدَأُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ.	০২টি
৫১৫	বাব: যে ব্যক্তি যিম্মিকে ইশারায় সালাম প্রদান করে। بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ إِشَارَةً.	০২টি
৫১৬	بَابُ كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟. বাব: যিম্মীদের সালামের জবাব কিভাবে প্রদান করতে হয়?	০২টি
৫১৭	بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ. বাব: মুসলিম ও মুশরিকদের সম্মিলিত মজলিশে সালাম দেওয়া।	০১টি
৫১৮	بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟. বাব: আহলে কিতাবদের বরাবরে কিভাবে পত্র লিখবে?	০১টি
৫১৯	بَابُ إِذَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. বাব: আহলে কিতাব সম্প্রদায় "আস-সামু আলাইকুম তথা তোমার মরণ হোক" বললে।	০১টি
৫২০	بَابُ يُضْطَرُّ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أَضْيَقِهَا. বাব: আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা।	০১টি
৫২১	বাব: যিম্মীর জন্য কিভাবে দু'আ করবে? بَابُ كَيْفَ يَدْعُو لِلذِّمِّيِّ؟ .	০৩টি
৫২২	বাব: না চিনে কোনো খিস্টানকে সালাম দেওয়া। بَابُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ.	০১টি
৫২৩	বাব: যখন কেউ বলে অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে। بَابُ إِذَا قَالَ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ.	০১টি
৫২৪	বাব: চিঠি-পত্রের উত্তর প্রদান। بَابُ جَوَابِ الْكِتَابِ .	০১টি
৫২৫	বাব: মহিলাদের চিঠি-পত্র লেখা এবং তাদের জবাবী পত্র। بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى النِّسَاءِ وَجَوَابِهِنَّ.	০১টি
৫২৬	বাব: চিঠি-পত্রের শুরুতে কিভাবে লিখবে? بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ صَدْرُ الْكِتَابِ؟ .	০১টি
৫২৭	বাব: 'বাদ সমাচার' বা বাদ সমাচার লেখা। بَابُ أَمَّا بَعْدُ .	০২টি
৫২৮	بَابُ صَدْرِ الرَّسَائِلِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. বাব: চিঠি-পত্রের শিরোনামে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা।	০২টি
৫২৯	বাব: চিঠি-পত্রের শিরোনামে কি লেখা হবে? بَابُ بِمَنْ يَبْدَأُ فِي الْكِتَابِ؟ .	০৫টি
৫৩০	বাব: 'সকাল কেমন অতিবাহিত হলো'? বলা। بَابُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ .	০২টি
৫৩১	بَابُ مَنْ كَتَبَ آخِرَ الْكِتَابِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَكَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ. বাব: যে ব্যক্তি পত্রের শেষে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ লিখে এবং তার সাথে সাথে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও পত্র প্রেরণের তারিখও লিখে।	০১টি

[২৯৯] (৫১৪/৫১২) এ বাবে ১১০২(০১) ও ১১০২(০২) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একই ক্রমিকে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৩২	বাব: আপনি কেমন আছেন? বলা। بَابُ كَيْفَ أَنْتَ؟ .	০১টি
৫৩৩	بَابُ: كَيْفَ يُجِيبُ إِذَا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟. বাব: সকাল কিভাবে অতিবাহিত হলো? সে কিভাবে এর জবাব দিবে?	০৩টি
৫৩৪	বাব: প্রশস্ততর মজলিসই উত্তম। بَابُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا .	০১টি
৫৩৫	বাব: কিবলামুখী হয়ে বসা। بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ .	০১টি
৫৩৬	বাব: মজলিস হতে উঠে গিয়ে পুণরায় আসা। بَابُ إِذَا قَامَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ.	০১টি
৫৩৭	বাব: রাস্তায় বসা। بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ .	০১টি
৫৩৮	বাব: মজলিসে বসার স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া। بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الْمَجْلِسِ .	০১টি
৫৩৯	বাব: মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা। بَابُ يَجْلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ انْتَهَى .	০১টি
৫৪০	বাব: দুইজনের মাঝখানে ফাঁক করে বসবে না। بَابُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ .	০১টি
৫৪১	বাব: লোক ডিঙ্গিয়ে মজলিস প্রধানের কাছে গিয়ে বসা। بَابُ يَتَخَطَّى إِلَى صَاحِبِ الْمَجْلِسِ.	০২টি
৫৪২	বাব: তার পার্শ্বচরই সর্বাধিক সম্মানের পাত্র। بَابُ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ جَلِيسُهُ.	০২টি
৫৪৩	بَابُ هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسِهِ؟. বাব: কোন ব্যক্তি কি তার পার্শ্বচরের দিকে পদবিস্তার করে বসবে?	০১টি
৫৪৪	বাব: মজলিসে বসে থুথু নিক্ষেপ করা। بَابُ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَيَبْزُقُ .	০১টি
৫৪৫	বাব: বারান্দায় মজলিস। بَابُ مَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ .	০২টি
৫৪৬	بَابُ مَنْ أَدْلَى رِجْلَيْهِ إِلَى الْبِئْرِ إِذَا جَلَسَ وَكَشَفَ عَنِ السَّاقَيْنِ. বাব: যে কোন ব্যক্তি স্বীয় পায়ের নলা উদলা করে কূপের পাশে বসে পদদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়।	০২টি
৫৪৭	بَابُ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ. বাব: মজলিসে কেউ জায়গা ছেড়ে দিলেও সেখানে বসবে না।	০১টি
৫৪৮	বাব: আমানত (বিশ্বস্ততা)। بَابُ الْأَمَانَةِ .	০১টি
৫৪৯	বাব: কারো দিকে তাকালে পুরোপুরি তাকাবে। بَابُ إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا .	০১টি
৫৫০	بَابُ إِذَا أَرْسَلَ رَجُلًا فِي حَاجَةٍ فَلَا يُخْبِرُهُ. বাব: কেউ কোনো প্রয়োজনে একজনকে অপরজনের নিকট পাঠালে সে যেনো (কাউকে) তা অবহিত না করে।	০১টি
৫৫১	بَابُ هَلْ يَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟. বাব: কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, তুমি কোথা থেকে এসেছো?	০২টি
৫৫২	بَابُ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. বাব: কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনা, অথচ তারা তা অপছন্দ করে।	০১টি

৫৫৩	বাব: খাটে উপবেশন।[৩০০] بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ .	০৬টি
৫৫৪	بَابُ إِذَا رَأَى قَوْمًا يَتَنَاجَوْنَ فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ. বাব: কোন সম্প্রদায়কে গোপনে আলাপরত দেখলে সেখানে তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করবে না।	০২টি
৫৫৫	بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. বাব: তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে কানে কানে কথা বলবে না।	০১টি
৫৫৬	বাব: চারজন একত্রিত হলে। بَابُ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً .	০৪টি
৫৫৭	بَابُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْقِيَامِ. বাব: কেউ কারো কাছে বসলে উঠে যাওয়ার সময় তার অনুমতি নিবে।	০১টি
৫৫৮	বাব: রোদে বসবে না। بَابُ لَا يَجْلِسُ عَلَى حَرْفِ الشَّمْسِ .	০১টি
৫৫৯	বাব: পায়ের গোছা ও কোমরে বেঁধে কাপড় পরা। بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ .	০১টি
৫৬০	বাব: আরামে বসার উদ্দেশ্যে বালিশ প্রদান। بَابُ مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ .	০২টি
৫৬১	বাব: দুই হাঁটু খাড়া করে তা দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে নিতম্বের ওপর বসা। بَابُ الْقُرْفُصَاءِ.	০১টি
৫৬২	বাব: চার জানু হয়ে বসা। بَابُ التَّرَبُّعِ .	০৩টি
৫৬৩	বাব: কাগড় জড়িয়ে গোট মেরে বসা। بَابُ الِاحْتِبَاءِ .	০২টি
৫৬৪	বাব: যে ব্যক্তি হাঁটু গেঁড়ে বসে। بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ .	০১টি
৫৬৫	বাব: চিৎ হয়ে শয়ন বা শরীর এলিয়ে দেওয়া। بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ .	০২টি
৫৬৬	বাব: উপুড় হয়ে শয়ন। بَابُ الضَّجْعَةِ عَلَى وَجْهِهِ .	০২টি
৫৬৭	বাব: ডান হাতে আদান-প্রদান করা। بَابُ لَا يَأْخُذُ وَلَا يُعْطِي إِلَّا بِالْيُمْنَى .	০১টি
৫৬৮	বাব: বসার সময় জুতা কোথায় রাখবে? بَابُ أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَلَسَ؟ .	০১টি
৫৬৯	بَابُ الشَّيْطَانُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالشَّيْءِ يَطْرَحُهُ عَلَى الْفِرَاشِ. বাব: শয়তান খড়কুটা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এসে তা বিছানার ওপর ছড়িয়ে দেয়।	০১টি
৫৭০	বাব: উন্মুক্ত ছাদে শয়ন করা। بَابُ مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ لَهُ سُتْرَةٌ .	০৩টি
৫৭১	বাব: পা ঝুলিয়ে বসা যাবে কি? بَابُ هَلْ يُدْلِي رِجْلَيْهِ إِذَا جَلَسَ؟ .	০১টি
৫৭২	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ. বাব: কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কি বলবে?	০২টি
৫৭৩	بَابُ هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ أَيْدِي أَصْحَابِهِ، وَهَلْ يَتَّكِئُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ؟. বাব: কোনো ব্যক্তি কি তার সঙ্গীদের দিকে নিজের পদদ্বয় প্রসারিত করে দিতে পারে বা তাদের সামনে হেলান দিয়ে বসতে পারে?	০১টি
৫৭৪	বাব: প্রত্যুষে পড়ার দু'আ। بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ .	০৩টি

[৩০০] (৫৫৩/৫৫১) উক্ত বাবে ১১৬১ ও ১১৬৫নং ক্রমিকে দু'টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৫৭৫	বাব: সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যা বলবে।	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَمْسَى.	০৩টি
৫৭৬	বাব: শয্যা গ্রহণকালে যে দু'আ পড়বে।	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ .	০৮টি
৫৭৭	বাব: শয়নকালে দু'আর ফযীলত।	بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ .	০২টি
৫৭৮	বাব: গালের নিচে হাত রাখবে।[৩০১]	بَابُ يَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ .	০১টি
৫৭৯	বাব: শিরোনামবিহীন।[৩০২]	بَابٌ .	০১টি
৫৮০	বাব: কেউ বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে তা যেনো ঝেড়ে নেয়।	بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلْيَنْفُضْهُ.	০১টি
৫৮১	বাব: রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হলে কি বলবে?।	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ بِاللَّيْلِ.	০১টি
৫৮২	বাব: কেউ হাতের খাদে চর্বি নিয়ে ঘুমালে।	بَابُ مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ .	০২টি
৫৮৩	বাব: বাতি নিভানো।	بَابُ إِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ .	০৩টি
৫৮৪	বাব: শয়নকালে ঘরে প্রজ্বলিত আগুন রাখবে না।	بَابُ لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ حِينَ يَنَامُونَ.	০৪টি
৫৮৫	বাব: বৃষ্টিতে আশাবাদী হওয়া ও বরকত লাভ করা।	بَابُ التَّيَمُّنِ بِالْمَطَرِ .	০১টি
৫৮৬	বাব: ঘরে চাবুক ঝুলিয়ে রাখা।	بَابُ تَعْلِيقِ السَّوْطِ فِي الْبَيْتِ .	০১টি
৫৮৭	বাব: রাত্রিবেলায় ঘরের দরজা বন্ধ রাখা।	بَابُ غَلْقِ الْبَابِ بِاللَّيْلِ .	০১টি
৫৮৮	বাব: রাতের সূচনায় শিশুদের (নিজের সাথে) একত্র রাখা।	بَابُ ضَمِّ الصِّبْيَانِ عِنْدَ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ.	০১টি
৫৮৯	বাব: পশুর লড়াই অনুষ্ঠান।	بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .	০১টি
৫৯০	বাব: কুকুর ও গাধার নৈশ চিৎকার।	بَابُ نُبَاحِ الْكَلْبِ وَنَهِيقِ الْحِمَارِ .	০৩টি
৫৯১	বাব: কেউ মোরগের ডাক শুনলে।	بَابُ إِذَا سَمِعَ الدِّيَكَةَ .	০১টি
৫৯২	বাব: মশাকে গালি দিও না।	بَابُ لَا تَسُبُّوا الْبُرْغُوثَ .	০১টি
৫৯৩	বাব: কায়লুলা বা দুপুরে আহারোত্তর বিশ্রাম।	بَابُ الْقَائِلَةِ .	০৪টি
৫৯৪	বাব: শেষ বেলায় নিদ্রা।	بَابُ نَوْمِ آخِرِ النَّهَارِ .	০১টি
৫৯৫	বাব: সাধারণ দাওয়াত।	بَابُ الْمَأْدُبَةِ .	০১টি
৫৯৬	বাব: খাত্না (লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদন)।	بَابُ الْخِتَانِ .	০১টি
৫৯৭	বাব: স্ত্রীলোকের খাত্না করা।	بَابُ خَفْضِ الْمَرْأَةِ .	০১টি
৫৯৮	বাব: খাত্না উপলক্ষ্যে দাওয়াত।	بَابُ الدَّعْوَةِ فِي الْخِتَانِ .	০১টি

[৩০১] (৫৭৮/৫৭৬) উক্ত বাবে ১২১৫নং ক্রমিকে দু'টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[৩০২] ইমাম বুখারী (রহ.) আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে আটটি বাবের শিরোনাম উল্লেখ করেননি। বাবগুলো হলো- ২৩২, ২৭৯, ৩০৫, ৩৮০নং বাব। ৩৮০নং বাবটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে যা সহজে অনুধাবিত হয়, তা হলো শিরোনামবিহীন এ বাবটি ক্রমিকবিহীন বটে। অর্থাৎ ৪৩৫নং বাব; যা মূল গ্রন্থে ৪৩৭নং বাব। ৪৩৭নং বাব; যা মূল গ্রন্থে ৪৩৯নং বাব। ৪৬৮নং বাব; যা মূল গ্রন্থে ৪৬৬নং বাব। ৫৭৯নং বাব; যা মূল গ্রন্থে ৫৭৭নং বাব।

৫৯৯	বাব: খাত্না উপলক্ষ্যে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ। بَابُ اللَّهْوِ فِي الْخِتَانِ .	০১টি
৬০০	বাব: যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) প্রদত্ত দাওয়াত। بَابُ دَعْوَةِ الذِّمِّيِّ .	০১টি
৬০১	বাব: বাঁদীদের খাত্না। بَابُ خِتَانِ الْإِمَاءِ .	০১টি
৬০২	বাব: বড়দের খাত্না করানো। بَابُ الْخِتَانِ لِلْكَبِيرِ .	০৩টি
৬০৩	বাব: শিশু সন্তানের জন্মগ্রহণ উপলক্ষ্যে দাওয়াত। بَابُ الدَّعْوَةِ فِي الْوِلَادَةِ .	০১টি
৬০৪	বাব: শিশুকে মিষ্টিমুখ (তাহনীক) করানো। بَابُ تَحْنِيكِ الصَّبِيِّ .	০১টি
৬০৫	বাব: জন্মের সময় নবজাতককে দু'আ করা। بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْوِلَادَةِ .	০১টি
৬০৬	بَابُ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ سَوِيًّا وَلَمْ يُبَالِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. বাব: ছেলে মেয়ে নির্বেশেষে সুষ্ঠু দেহী নবজাতকের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করা।	০১টি
৬০৭	বাব: নাভীর নিচের লোম মুণ্ডানো। بَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ .	০১টি
৬০৮	বাব: (কোনো কাজ করার) সময়সীমা নির্ধারণ করা। بَابُ الْوَقْتِ فِيهِ .	০১টি
৬০৯	বাব: জুয়া খেলা। بَابُ الْقِمَارِ .	০২টি
৬১০	বাব: মোরগের দ্বারা জুয়া খেলা। بَابُ قِمَارُ الدِّيكِ .	০১টি
৬১১	بَابُ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ. বাব: যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি।	০১টি
৬১২	বাব: কবুতরের জুয়া। بَابُ قِمَارِ الْحَمَامِ .	০১টি
৬১৩	বাব: নারীদের উদ্দেশ্যে জন্তুযানে হুদী (উট চালনার) গান গাওয়া। بَابُ الْحُدَاءِ لِلنِّسَاءِ.	০১টি
৬১৪	বাব: গান গাওয়া। بَابُ الْغِنَاءِ .	০৩টি
৬১৫	بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَصْحَابِ النَّرْدِ. বাব: যে ব্যক্তি পাশা (তাস/দাবা) খেলোয়ারদেরকে সালাম দেয়নি।	০১টি
৬১৬	বাব: (তাস/দাবা) খেলার পাপ। بَابُ إِثْمِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ .	০৪টি
৬১৭	بَابُ الْأَدَبِ وَإِخْرَاجِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ. বাব: (তাস/দাবা) খেলোয়ারকে শাস্তি প্রদান ও বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা।	০৫টি
৬১৮	বাব: মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দুবার দংশিত হয় না। بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.	০১টি
৬১৯	বাব: রাত্রিকালে তীরন্দাযী করা। بَابُ مَنْ رَمَى بِاللَّيْلِ .	০৩টি
৬২০	بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً. বাব: আল্লাহ্ কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় তাঁর কোনো বান্দার মৃত্যুদান করতে ইচ্ছা করলে সেখানে যাওয়ার জন্য তার একটি প্রয়োজন সৃষ্টি করেন।	০১টি
৬২১	বাব: কোন ব্যক্তি নিজ পরিধেয় বস্ত্রে নাকের ময়লা পরিষ্কার করা। بَابُ مَنِ امْتَخَطَ فِي ثَوْبِهِ.	০১টি

৬২২	বাব: মনের মধ্যে সৃষ্ট কুমন্ত্রনা। بَابُ الْوَسْوَسَةِ .	০৩টি
৬২৩	বাব: কু-ধারণা। بَابُ الظَّنِّ .	০৪টি
৬২৪	বাব: বাঁদী বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মস্তক মুণ্ডানো। بَابُ حَلْقِ الْجَارِيَةِ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.	০১টি
৬২৫	বাব: বগলের লোম পরিষ্কার করা। بَابُ نَتْفِ الْإِبْطِ .	০৩টি
৬২৬	বাব: সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহাদ্য প্রদর্শন। بَابُ حُسْنِ الْعَهْدِ.	০১টি
৬২৭	বাব: পরিচয়। بَابُ الْمَعْرِفَةِ .	০১টি
৬২৮	বাব: শিশুদের জন্য খেলা-ধুলার অনুমতি। بَابُ لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ .	০৩টি
৬২৯	বাব: কবুতর জবেহ করা।[৩০৩] بَابُ ذَبْحِ الْحَمَامِ .	০২টি
৬৩০	بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ. বাব: যার প্রয়োজন রয়েছে সেই অপরের কাছে যাবে।	০১টি
৬৩১	বাব: জনসমাবেশের মাঝে থুথু ফেলার নিয়ম। بَابُ إِذَا تَنَخَّعَ وَهُوَ مَعَ الْقَوْمِ.	০১টি
৬৩২	بَابُ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ لَا يُقْبِلُ عَلَى وَاحِدٍ. বাব: কোনো ব্যক্তি একদল লোকের সাথে কথা বলার সময় একজনকে লক্ষ্য করে বলবে না।	০১টি
৬৩৩	বাব: অহেতুক দৃষ্টিপাত। بَابُ فُضُولِ النَّظَرِ .	০২টি
৬৩৪	বাব: বেহুদা কথাবার্তা। بَابُ فُضُولِ الْكَلَامِ .	০২টি
৬৩৫	বাব: দ্বিমুখী চরিত্রের লোক। بَابُ ذِي الْوَجْهَيْنِ .	০১টি
৬৩৬	বাব: দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ। بَابُ إِثْمِ ذِي الْوَجْهَيْنِ .	০১টি
৬৩৭	বাব: অনিষ্টের ভয়ে যাকে পরিহার করা হয় সে নিকৃষ্ট। بَابٌ: شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُتَّقَى شَرُّهُ.	০১টি
৬৩৮	বাব: লজ্জাশীলতা। بَابُ الْحَيَاءِ .	০২টি
৬৩৯	বাব: যুলুম-নির্যাতন। بَابُ الْجَفَاءِ.	০২টি
৬৪০	بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. বাব: তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।	০১টি
৬৪১	বাব: ক্রোধ। بَابُ الْغَضَبِ.	০২টি
৬৪২	বাব: ক্রোধের সময় কি বলবে?।[৩০৪] بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ.	০১টি
৬৪৩	বাব: ক্রোধের সময় মৌনতা অবলম্বন করবে। بَابُ يَسْكُتُ إِذَا غَضِبَ.	০১টি
৬৪৪	বাব: বন্ধুর সাথে ভালবাসার আতিশয্য দেখাবে না। بَابُ أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا.	০১টি
৬৪৫	বাব: তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়। بَابُ لَا يَكُنْ بُغْضُكَ تَلَفًا .	০১টি

[৩০৩] (৬২৯/৬২৭) উক্ত বাবে **১৩০১**নং ক্রমিকে দু'টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[৩০৪] (৬৪২/৬৪০) উক্ত বাবে **১৩১৯**নং ক্রমিকে দু'টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীদের নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা

ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা হাজারের অধিক। কারো কারো মতে তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা এক হাজার আঁশিজন। এ গ্রন্থে তিনি শিক্ষকমণ্ডলী ব্যতিরেকে স্বীয় ছাত্র ও সহপাঠীদের থেকেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি আল-আদাবুল মুফরাদে ১১১জন শিক্ষকমণ্ডলী হতে ৬৪৮ খানা হাদীস হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন[৩০৫]। তাঁদের কারো কারো নিকট হতে মাত্র ০১টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কারো কারো নিকট হতে ০২টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, আবার কারো কারো নিকট হতে যথাক্রমে ০৩টি, ০৪টি, ০৫টি, ০৬টি, ০৭টি, ০৮টি, ০৯টি, ১১টি, ১২টি, ১৪টি, ১৫টি, ১৬টি, ১৭টি, ১৯টি, ২৬টি, ২৮টি, ৩১টি, ৪৬টি এবং ৫৮টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে ৪০জন শিক্ষক হতে ০১টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১২ জন শিক্ষক থেকে ০২টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ১১জন শিক্ষক হতে ০৩টি ও ০৪টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ০৯ জন হতে ০৫টি করে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, ০৩জন শিক্ষক হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ০৬টি ও ১৪টি করে, ০২ জন শিক্ষক হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যথাক্রমে ০৭টি, ১১টি, ১২টি, ১৫টি, ১৭টি এবং ১৯টি করে, বাকীদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন পর্যায়ক্রমে ০৯টি, ১৬টি, ২৬টি, ২৮টি, ৩১টি, ৪৬টি ও ৫৮টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যা সহজে অনুধাবনের লক্ষ্যে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

শিক্ষক মণ্ডলীর সংখ্যা	তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা	সর্বমোট
৪০ জন	০১টি করে	৪০টি
১২ জন	০২টি করে	২৪টি
১১ জন	০৩টি করে	৩৩টি
১১ জন	০৪টি করে	৪৪টি
০৯ জন	০৫টি করে	৪৫টি
০৩ জন	০৬টি করে	১৮টি
০২ জন	০৭টি করে	১৪টি
০১ জন	০৮টি করে	০৮টি
০৩ জন	০৯টি করে	২৭টি
০২ জন	১১টি করে	২২টি
০২ জন	১২টি করে	২৪টি
০৩ জন	১৪টি করে	৪২টি
০২ জন	১৫টি করে	৩০টি
০১ জন	১৬টি করে	১৬টি
০২ জন	১৭টি করে	৩৪টি
০২ জন	১৯টি করে	৩৮টি
০১ জন	২৬টি করে	২৬টি
০১ জন	২৮টি করে	২৮টি
০১ জন	৩১টি করে	৩১টি
০১ জন	৪৬টি করে	৪৬টি

[৩০৫] ফাদলুল্লাহিল-জীলানী আল-হিন্দি, ***ফাদলুল্লাহিস্-সামাদ ফী তাওযীহিল-আদাবিল-মুফরাদ,*** (কায়রো: মাকতাবাতুস-সুন্নাহ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ. ৭০৯-৭১৬ ।

০১ জন	৫৮টি করে	৫৮টি

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলী নাম ও তাদের বর্ণিত হাদীস সমূহ নিম্নে ছকাকারে বিস্তারিতভাবে পেশ করা হলো:

ক্র. নং	নাম	বর্ণিত হাদীস
০১	আদম ইব্ন আবী আইয়াস আল-খুরাসানী (রহ.) [১৩২-২২০ হি.]	০২, ১১ ৬৬, ৬৭, ১২৩, ১৭৬, ১৮৯, ২২৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৯, ৩৩৩, ৩৭৪, ৪৫৪, ৪৬১, ৪৭৩, ৬৩৮, ৬৮৪, ৭২৪, ৭৯৫, ৮৩৭, ৮৭৯, ৮৮৩, ৯০৩, ৯০৫, ৯১১, ৯৩১, ৯৭৭, ১০৬০, ১৩১২, ১৩১৬ = ৩১টি
০২	ইব্রাহীম ইব্ন হামযাহ্ (রহ.)	২৩৯ = ০১ টি
০৩	ইব্রাহীম ইব্নুল-মুনযির আস-সুদ্দী আল-মাদীনী (রহ.) [মৃ.২৩৬ হি.]	৫৭, ৩০২, ৩৩৮, ৪৯৭, ৬০৯, ৬৯৪, ৭০৪, ৭৭৩, ৭৭৬, ৮২২, ৮৭৩, ৯১৫, ১০১৯, ১০৫৫, ১০৮২, ১১৮০, ১১৮৩, ১২১৭, ১২৬১ = ১৯
০৪	ইব্রাহীম ইব্ন মূসা বিন্ত ইয়াযীদ আল-ফাররা আস-সাগীর আর-রাযী (রহ.) [২৩০ হি.]	১৯৫, ৪২৩, ৪২৯, ৫৫৮, ৬০১, ৬৪৫, ৮৪১, ১০৬৭, ১১৪২ = ০৯টি
০৫	আহ্মদ ইব্ন ইসহাক আস-সারমারী (রহ.)	৮৭৭ = ০১টি
০৬	আহ্মদ ইব্ন ইসকাব আল-হাদরামীয়্যি আস-সাফার (রহ.)	৯৪১, ১২১৯ = ০২টি
০৭	আহ্মদ ইব্ন আইউব ইব্ন রাশিদ আদ-দাবিয়্যি (রহ.)	৫১৬ = ০১টি
০৮	আহ্মদ ইব্ন আবী বকর আয-যুহরী আল-মাদানীয়্যি আল-আওফীয়্যি (রহ.) [১৫০-২৯২ হি.]	৮১৭ = ০১টি
০৯	আহ্মদ ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-মারুযীয়্যি (রহ.)	৪১৮ = ০১টি
১০	আহ্মদ ইব্ন হাফস আবিল-'আমর আস-সালামী আল-নিসাপুরী (রহ.)	৪২৮, ১০০১ = ০২টি
১১	আহ্মদ ইব্নুল-হামীদ আত-তারসীসী আল-কূফী (রহ.) [মৃ. ২২০ হি.]	১০৩ = ০১টি
১২	আহ্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন মূসা আল-হামাসী (রহ.)	৫৯৬, ৭৯৬, ১১০২, ১২৩৪, ১২৪৮ = ০৫টি
১৩	আহ্মদ ইব্ন সালিহ আল-মিসরী ইব্ন আত-তাবারী (রহ.) [১৮০- ২৪৮ হি.]	৮৮২ = ০১টি
১৪	আহ্মদ ইব্ন আসিম আল-বলখী (রহ.)	২৪০, ২৬১, ৫৭৯ = ০৩টি
১৫	আহ্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন সুহাইল আল-গাদাতী (রহ.)	৪৬৬ = ০টি
১৬	আহ্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস আল-ইয়ারবুয়ী আল-কূফী (রহ.) [১৩২-২২৭ হি.]	৩৬, ৩১২, ৪৬৮, ৪৮৫, ৪৯৫, ৫৯৭, ৬১৮, ৬৬২, ৭২৭, ৭২৮, ৭৯১, ১০১৫, ১২৩৩, ১২৭২, ১৩১৮ = ১৫টি

১৭	আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল-ওয়ালীদ আল-আরযাকী (রহ.)	১৬৬= ০১টি
১৮	আহ্মদ ইব্ন ইয়াকূব আল-মাস'উদী (রহ.)	৭৩, ৩১৯, ৫২৮, ৮১১ = ০৪টি
১৯	ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আল-আ'লা আল-মা'রুফ বি ইব্ন যাবরীক (রহ.)	২৪৮, ৪৯১, ১০৯৩, ১১৫৫ = ০৪টি
২০	ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আস-সাওয়্যাফ আল-বাহিলী (রহ.)	২৩, ৪৮২ = ০২টি
২১	ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (ইব্ন রাহ্ওয়াইহি) আল-হানযালী আল-মারুযী 'আলিম নিসাপুর (রহ.) [১৬৬ হি.-২৩৮ হি.]	২৩৪, ৫১৮, ৫৪০, ৫৫৫, ৫৮৯, ৭৩৮, ৮১৩ ৮৭১, ৯৩০, ৯৮৮, ৯৯৩, ১২০১ = ১২টি
২২	ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন নাসর আস-সা'দী আল-বুখারী রহ.	৭১০ = ০১টি
২৩	ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযিদ আল-ফিরাদীসী (রহ.)	১৫২ = ০১টি
২৪	ইসহাক ইব্ন আবী ইসরাঈল (ইবরাহীম) আল-মারুযী (রহ.) [মৃ.২৪৫ হি.]	১২২৯ = ০১টি
২৫	ইসমা'ঈল ইব্ন আবান (আবী উয়াইস) আল-ওয়াররাক আল-আযদী (রহ.)	৩০১, ৪১৪, ৮৯৩, ১০৪২, ১০৬২ = ০৫টি
২৬	ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন উয়াইস (রহ.)	৫০, ৫৩, ৫৫, ১০১, ১২২, ১৩১, ১৪৩, ২০২, ২০৬, ২০৮, ২২০, ২৬০, ২৭৩, ৩০১, ৩৭৮, ৩৯৮, ৪০৬, ৪১১, ৪১৪, ৪৩৯, ৪৪৯, ৪৮২, ৫২৫, ৫৭২, ৫৭৪, ৬০২, ৬৬১, ৬৬৬, ৬৯৭, ৭২৩, ৭৪৩, ৭৫৩, ৭৫৯, ৭৬৯, ৮৮৭, ৮৯২, ৯০৭, ৯১২, ৯১৬, ৯৩৩, ৯৮৪, ৯৯১, ১০০৬, ১০২১, ১০৫৪, ১১০৬, ১১১৯, ১১২২, ১১২৭, ১১৩২, ১১৬৮, ১১৯৫, ১২২১, ১২৬৯, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৮৭, ১৩১৭ = ৫৮টি
২৭	আসবাগ ইব্ন আল-ফারায আল-ফকীহ আল-উমাইয়্যি (রহ.) [জ. ১৫১ হি.-২২৫ হি.]	২২, ২৩৭, ৩৬৫, ৫৬২, ৯৯৬, ১২৪৮ = ০৬টি
২৮	আ্ইয়ুব ইব্ন সুলায়মান	১০৮৯ = ০১টি
২৯	বিশর ইব্নুল-হিকাম ইব্ন হাবীব আন-নিসাপূরী (রহ.)	৭২২, ৮০৬, ১০০২, ১২২৮ = ০৪টি
৩০	বিশর ইব্ন উবাইস ইব্ন মারহুম (রহ.)	৩০০, ৪৯৮, ৫০৭ = ০৩টি
৩১	বিশর ইব্ন আস-সাখতিয়ানী (রহ.)	০৬, ৪২, ৪৩, ৮১, ৮৭, ১১০, ১১৩, ১৬৭, ২০১, ২৩১, ২৫৫, ২৬৭, ৩২৫, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩৪, ৩৫৭, ৪১২, ৪৮৩, ৪৯৮, ৫০৭, ৬২৪, ৭৫৮, ৭৭১, ৮৮৮, ১৩১৩ = ২৬টি
৩২	বয়ান ইব্ন 'আমর আল-বুখারী (রহ.)	৬৭৫, ১০৬৬, ১১৪৩ = ০৩টি
৩৩	জুনদুল ইব্ন ওয়ালিক আত-তাগলিবী (রহ.)	৬২৭ = ০১টি
৩৪	হাতিম ইব্ন সিয়াহ (রহ.)	৪৮৪ = ০১টি
৩৫	হামিদ ইব্ন 'ওমর ইব্ন হাফস আল-কা'নাবী	৫৯১, ৯২৯,১০৩৩, ১১৫৭ = ০৪টি

	(রহ.)	
৩৬	হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল আন-নামাতী আল-মিসরী (রহ.) [মৃ. ২১৭ হি.]	৬৫, ১০৭, ১৬১, ১৬৩, ১৬৯, ১৭২, ২১০, ২৮৫, ২৪২, ৩৭১, ৫১২, ৭৪৮, ৭৪৯, ৯১১, ৯৬৭, ৯৭৭, ১০৬৯, ১২৪০, ১২৫৪ = ১৯টি
৩৭	হারমী ইব্ন হাফস আল-আনকী (রহ.)	১৪৯, ৩৭২, ৪৭১ = ০৩টি
৩৮	আল-হাসান ইব্ন বিশর ইব্ন সালম আল-হামদানী (রহ.)	৩০ = ০১টি
৩৯	আল-হাসান ইব্নুর-রবি‘ ইব্ন সুলাইমান আল-বাজলী আল-ক্বনরাবী (রহ.)	৬৪৯, ৬৮৩ = ০২টি
৪০	আল-হাসান ইব্ন ‘ওমর ইব্ন শাকীক আল-যুরমী আল-বালখী (রহ.)	২২৩, ৭৬৫, ৮৮৩, ১২৭৭ = ০৪টি
৪১	আল-হাসান ইব্ন ওয়াকী‘ ইব্নিল ক্বাসীম আর-রামলী (রহ.)	৫১৩ = ০১টি
৪২	আল-হাসান ইব্ন হারীস আল-মারুযী (রহ.)	১০৯ = ০১টি
৪৩	হাফস ইব্ন ‘ওমর ইব্ন হারিস ইব্ন সাখিরাহ (আবূ ‘ওমর) (রহ.)	১৫৬, ১৮২, ৩০৬, ৩৮২, ৪৬৯, ৫৩৮, ৬২১, ৭৮৬, ৮৪৫, ১২৬৫, ১২৮৩ = ১১টি
৪৪	আল-হাকাম ইব্ন নাফি‘ (আবূল ইয়ামান) আল-বাহরানী আল-হামসী (রহ.) [জ. ১৩৮ হি.-মৃ. ২২১ হি.]	৭০, ৯১, ১০০, ১৩২, ২১৪, ৫৫৯, ৫৬১, ৬৫৪, ৭৫২, ৮১৭, ৮২৭, ১০৬৮, ১১০৮, ১১০৯ = ১৪টি
৪৫	হায়াত ইব্ন শুরাইহ আল-হিমসী (রহ.)	৬০, ৮২, ২৪০, ৩৯৩, ৫৭৯ = ০৫টি
৪৬	খালিদ ইবনু খাদ্দাস ইব্ন আযলান (রহ.)	১০১২ = ০১টি
৪৭	খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ আল-ক্বতরানী (রহ.)	২১, ৯৩, ১৭৪, ১৭৫, ৩১৩, ৪৮০, ৫৭০, ৮০১, ৮৫২, ৮৭৮, ৯৫১, ১০০৮ = ১২টি
৪৮	খাত্তাব ইব্ন ‘ওসমান আত-তাঈ আল-খাওযী (রহ.)	৫৩৫, ১২০৪ = ০২টি
৪৯	খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাফওয়ান (রহ.)	৪৩৫, ৬৮৬, ১০০৫, ১৩০৬ = ০৪টি
৫০	খালফ ইব্ন মূসা ইব্ন খালফ (রহ.)	১১৮৭ = ০১টি
৫১	খালীফা ইব্ন খাইয়াত আল-আসফারী (রহ.) [মৃ. ২৪৪ হি.]	১৮৬, ৬১৬, ৬৯১, ৭১৩, ৭১৭, ১০৯৬ = ০৬টি
৫২	আল-খলীল ইব্ন আহ্মদ আল-মাযনী আল-বাসরী (রহ.)	৫৯৩ = ০১টি
৫৩	রুহ ইব্ন ‘আব্দিল মু’মিন আল-হাযলী (রহ.)	১১২১ = ০১টি
৫৪	যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ (রহ.) [মৃ. ২৩০ হি.]	২৯৬, ৫০৯, ৫৩০, ১০২০, ১২৪৬ = ০৫টি
৫৫	সাঈদ আল-হাকাম (ইব্ন আবী মারইয়াম) আল-যামহী (রহ.)	০৪, ৩১৬, ৪০৫, ৫২৯, ৫৪৭, ৮১৬, ৮৭৬, ৯০০, ৯৭৩, ১০১৭, ১১৩১, ১১৫১, ১২২৬, ১৩২২ = ১৪টি
৫৬	সা‘ঈদ ইব্ন দাউদ (ইব্ন আবী যুবায়ির) আল-মাদিনী (রহ.)	৪৪০ = ০১টি
৫৭	সা‘ঈদ ইব্নুর-রবী‘ আল-হারশী আল-হারুযী (রহ.)	৯৯২, ১২০২ = ০২টি
৫৮	সা‘ঈদ ইব্ন সুলায়মান আদ-দাবিয়্যি আল-	১৮৮, ২৩২, ৪১৩, ৮৭১, ১৩১৪ = ০৫টি

	ওয়াসিতী আল-বায্যায (সা'দওয়াইহ্)	
৫৯	সা'ঈদ ইব্ন 'ঈসা তালীদ আল-মিসরী (রহ.)	৮৬৬, ১১১২ = ০২টি
৬০	সা'ঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন ওফায়ির আল-মিসরী (রহ.) [জ. ৪১৬ হি. মৃ. ৫২৬ হি.]	২১৫, ২৬১, ৫৬৫, ৮৫৫ = ০৪টি
৬১	সা'ঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ আল-হারমী (রহ.)	৮২১ = ০১টি
৬২	সা'ঈদ ইব্ন মানসূর আল-মারুযী আল-বালখী সাহিবুস-সুনান (রহ.) [জ. ১১০ হি. মৃ. ২২৭ হি.]	৮৩০ = ০১টি
৬৩	সুলায়মান ইব্ন হারব আল-ওয়াশিযী কাযী মক্কা (রহ.) [মৃ. ২২৪ হি.]	০৫, ১২৬, ২৭৭, ৩৪২, ৩৫০, ৩৫৯, ৪৩১, ৪৮৯, ৫২৪, ৫৪৮, ৮২৯, ১০৭৪, ১১৬০, ১২০৬, ১২০৫, ১২৮২ = ১৬টি
৬৪	সুলায়মান ইব্ন দাউদ আবুর-রাবী' আল-আতকী আল-বাসরী (রহ.) [মৃ. ২২৪ হি.]	৩৮, ৪৪, ৬০৩ = ০৩টি
৬৫	সাহল ইব্ন বিকার আদ-দারিমী আল-বাসরী আদ-দারীর (রহ.) [মৃ. ২২৭ হি.]	৭৭৫ = ০১টি
৬৬	শিহাব ইব্ন 'ইবাদ আল-আবদী আল-কূফী (রহ.)	৪২১, ৬২৬ = ০২টি
৬৭	শিহাব ইব্ন মা'মার আবুল আযহার আল-'আওফী আল–বালখী (রহ.)	৮৯৬, ৯৮৯, ১৩০০ = ০৩টি
৬৮	সাদাকাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাসরী আল-খারিকী (রহ.) [মৃ. ২২৬ হি.]	১০২, ১১৭, ২৫৭, ২৬৬, ২৮৭, ৩৯১, ৪৭৬, ৮১৫, ৮২০ = ০৯টি
৬৯	যাহ্হাক ইব্ন মুখাল্লাদ আবূ আসীম আল-নীল (রহ.)	০৩, ১৪১, ২২৮, ৩৯৫, ৪৪৮, ৫৬৩, ৫৮১, ৭৬২, ৮৬৪, ১০০৭, ১০৯৬, ১০৯৯, ১১৩৩, ১১৪৫, ১২৯০ = ১৫টি
৭০	ত্বলাক ইব্ন গানাম আল-কূফী (রহ.)	৩৮২, ৯২৬ = ০২টি
৭১	'আসীম ইব্ন 'আলী আত-তামীমী (রহ.) [মৃ. ২২১ হি.]	২৪১, ৯২৭, ৯৩৫ = ০৩টি
৭২	'আব্বাস ইব্নুল-ওয়ালীদ আন-নারসী আল-বাসরী (রহ.)	৭১৬ = ০১টি
৭৩	'আব্দুল 'আলা ইব্ন মাসহার আল-গাস্সানী (রহ.)	৪৯০ = ০১টি
৭৪	'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবীস সাকান আতকী (রহ.)	৭৩১ = ০১টি
৭৫	'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাযা' আল-গাদাই (রহ.)	১৮৬, ৮৯১, ৫৩৭ = ০৩টি
৭৬	'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আল-আসদী আল-হুমায়দী আল-মাক্কী (রহ.) [মৃ. ২১৯ হি.]	২৫, ৫১, ১১৪, ১৩০, ৭৬৬, ১১৪০ = ০৬টি
৭৭	'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ আল-আসাজ্জ আল-কিন্দি মুহাদ্দিস আল-কূফা (রহ.) [মৃ. ২৫৭]	৩৬৭, ৩৯৪, ৪৩৩, ১২১১ = ০৪টি
৭৮	'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ আল-মিসরী (রহ.) [কাতিবুল-লাইস]	১২, ৪০, ৫৬, ৬৩, ৮০, ৮৪, ১৫৯, ১৯৩, ২৪৭, ২৬৫, ২৭২, ২৮৮, ৩৬৪, ৩৮৫, ৩৯৭, ৩৯৯, ৫৩৪, ৪৫৪, ৬০২, ৬৫৫, ৬৫৬, ৭৩৪, ৭৪৫, ৭৮৪, ৮০৮, ৮১০, ৮৪৬, ৮৮৬, ৯০০,

		৯৪৪, ৯৪৮, ১০১০, ১০২২, ১০৩৬, ১০৫০, ১০৫১, ১০৭০, ১০৭৩, ১০৭৯, ১১৩৭, ১১৭৫, ১১৯১, ১২৩৩, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২৭৮ = ৪৬টি
৭৯	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্দিল ওয়াহ্হাব আল-জামহী (রহ.)	১৩৫, ২৪৩, ৪৬৫, ৫৮৬, ৬৭৩ = ০৫টি
৮০	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘উসমান ইব্ন জাবলাহ (‘আবদানু) আল-মারুযী (রহ.) [মৃ. ২২১]	১৩৭, ৩৪৫, ১৩১৯ = ০৩টি
৮১	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আমর (আবূ মা‘মার) আল-মাক‘আদ আল-বাসরী [মৃ. ২২৪]	১২৪, ৪০২, ৪৩২, ৫৮৪, ৬১৫, ৬২০, ৬৩৪, ৭৩২, ৭৪৭, ৮৩৫, ৯৫৭ = ১১
৮২	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী শায়বাহ ইব্রাহীম (রহ.)	৮৩, ১৩৩, ২৩৫, ২৬২, ২৮৭, ২৯০, ৫৬৭ = ০৭টি
৮৩	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবীল-আসওয়াদ (রহ.) [জ. ১৬৩ হি.-মৃ. ২২৩ হি.]	১৫১, ১৭৩, ২৬২, ২৭৮, ২৯৬, ৩২৭, ৩৭৭, ৪৪১, ৪৫০, ৪৬৪, ৫১১, ৫৪১, ৫৭১, ৭৮৯, ৮৫৯, ৮৯৪, ৯৬৯ = ১৭টি
৮৪	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাসনাদী আল-জু‘ফী (রহ.) [মৃ. ২২৯ হি.]	১৭৩, ১৮৪, ২৬২, ২৯০, ৩২১, ৩৩২, ৪১০, ৪৪১, ৪৬৪, ৫১১, ৫৩৩, ৫৮২, ৫৯৩, ৬৫৮, ৬৬০, ৬৭৬, ৭০১, ৮৫৪, ৮৫৬, ৮৭৫, ৯১৪, ৯৭৪, ৯৭৮, ১১৩৬, ১১৭৬, ১১৮২, ১২২২, ১২৩৮ = ২৮টি
৮৫	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলামাহ আল-কা‘নাবী (রহ.)	১৯৯, ৩৫১, ৪৮৮, ৫৪৮, ৯৮০, ৯৮৫, ১০৩৫, ১৩২১ = ০৮টি
৮৬	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (রহ.)	৪৪৭ = ০১টি
৮৭	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াজীদ আল-আদাবী আল-কূফী (রহ.) [জ. ১২০ হি. - মৃ. ২১৩ হি.]	২৯, ৪১, ৭৬, ১১৫, ১২০, ১৯২, ২৫৯, ২৯৯, ৪০৪, ৫৪৬, ৬২৩, ১০৯২, ১১৬৪, ১২২৫, ১২৭৯ = ১৪টি
৮৮	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউসূফ আত-তানীসিয়্যি আল-কালা‘য়ী (রহ.) [জ. ১৪০ হি.-মৃ. ২৪৪ হি.]	৪৪২, ৪৪৬, ৭৪১, ৮৪৪, ৯৪২, ৯৫২, ৯৮৫, ১০৪৫, ১২৩৫ = ০৯টি
৮৯	‘আব্দুর রহমান ইব্ন শারীক আন-নাখয়ী (রহ.)	৭৯৭ = ০১টি
৯০	‘আব্দুর রহমান ইব্ন শায়বাহ আল-মাদিনী (রহ.)	১৪, ৪৫, ৩০৯, ৬৪৪, ৯৬৬ = ০৫টি
৯১	‘আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল-মুবারক ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ্ (রহ.)	৪৩৭, ৫৩২, ৮৯৮, ৯৭৬, ১১০০ = ০৫টি
৯২	‘আব্দুর রহমান ইব্ন ইউনূস ইব্ন হাশীম (রহ.)	৪৫৯ = ০১টি
৯৩	‘আব্দুস্-সালাম ইব্ন মুতাহ্হার (রহ.)	৩০৮, ৩৩৬ = ০২টি
৯৪	‘আব্দুল ‘আযীয ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ আল-উয়াইসী (রহ.)	৩০৫, ৩৩৭, ৩৬৩, ৪৬২, ৫৫০, ৬০০, ৭৫৪ = ০৭টি
৯৫	‘আব্দুল ‘আযীয ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রহ.)	৩৩৭ = ০১টি

৯৬	‘আব্দুল গাফ্ফার ইব্ন দাউদ আবূ সালিহ আল-হারাবী (রহ.)	৬৮৫, ১০২৩ = ০২টি
৯৭	‘আবদাহ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ আল-খাযা‘য়ী আল-সাফার (রহ.)	৩৫৫ = ০১টি
৯৮	‘আবদাহ ইব্ন ‘আব্দুর রহীম ইব্ন হাসান আল-মারুযী (রহ.)	৭৩৯ = ০১টি
৯৯	‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আবূ কুদামাহ আস-সারাখসী (রহ.) [মৃ. ২৪১ হি.]	৯১৮, ১০১২, ১২৬৮ = ০৩টি
১০০	‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবিল মুখতার বি আদম (রহ.)	৭১৫ = ০১টি
১০১	‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (রহ.)	৬৩, ৬৭০, ৭১৫, ৮৭০ = ০৪টি
১০২	‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন ইয়াইশ আল-মুহামিলী আল-আত্তার (রহ.)	৬২৮, ১১৬২ = ০২টি
১০৩	‘উসমান ইব্ন সালিহ আল-মিসরী (রহ.)	৫৯০ = ০১টি
১০৪	‘উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.)	৯৫০, ১০৫৭, ১১৭১ = ০৩টি
১০৫	‘উসমান ইব্নুল হাইসাম আল-বসরী মুয়াজ্জিনুল জামি‘ (রহ.) [মৃ. ২২০]	৯৬৩ = ০১টি
১০৬	ইসাম ইব্ন খালিদ আল-হাদরামী (রহ.)	১২৭, ১৬০, ৭৮৮, ১২৬৭ = ০৪টি
১০৭	‘আলী ইব্নুল জা‘দ আল-বাগদাদী আল-জাওহারী (রহ.) [জ. ১৩৪ হি.-মৃ. ২৩০ হি.]	২০, ৫৯৯, ৬১১, ১১৬১ = ০৪টি
১০৮	‘আলী ইব্ন হাজার ইব্ন ইয়াস আস-সা‘দী আল-মারুযী (রহ.) [জ. ১৫৪ হি.-মৃ. ২৪৪ হি.]	৩৪৮, ৫৩১, ৫৫৩, ৭০৫, ১১৭= ০৫টি
১০৯	‘আলী ইব্নুল হাসান ইব্ন শাকীক আল-মারুযী (রহ.) [জ. ১৩৭ হি.-মৃ. ২১৫ হি.]	৮০৫ = ০১টি
১১০	আলী ইব্ন হাকীম ইব্ন জিয়্যান (রহ.)	১২৫ = ০১টি
১১১	‘আলী ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জা‘ফর আবুল হাসান আল-মাদিনিয়্যি (রহ.) [জ. ১৬১ হি.-মৃ. ২৩৪ হি.]	১২৪, ১৪৮, ১৫০, ২৫০, ২৮৪, ৩৩৯, ৩৪৩, ৩৫৪, ৪৪৮, ৬১১, ৬৪৭, ৬৫১, ৭৬০, ৭৬৪, ৭৯৯, ৮০২, ৮২১ = ১৭টি

(বি. দ্র.)

* ইসহাক ইব্নুল-‘আলা’ (রহ.), (তিনি ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আল-আলা’)।
* ইসহাক ইব্ন মুখাল্লাদ (রহ.), (তিনি ইব্ন রাহ্ওয়াইহি)।
* ইসহাক ইব্ন নাসর (রহ.), (তিনি ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন নাসর)।
* ইসহাক ইব্ন ইয়াজিদ (রহ.), (তিনি ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযিদ)।
* আল-উয়াইসী (রহ.), (তিনি ‘আব্দুল ‘আযীয ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ্)।
* বিশর ইব্ন মারহুম (রহ.), (তিনি বিশর ইব্ন উবাইস)।
* আল-হুমায়দী (রহ.), (তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইব্নুয-যুবায়ির আল-আয্দী)।
* সা‘ঈদ ইব্ন তালীদ (রহ.), (তিনি সা‘ঈদ ইব্ন ‘ঈসা)।
* সা‘ঈদ ইব্ন ‘ওফায়ির (রহ.), (তিনি সা‘ঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন ওফায়ির)।
* সা‘ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (রহ.), (তিনি সা‘ঈদ ইব্নুল-হাকাম) আল-যামহী।

তৃতীয় অধ্যায়
সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদব

যে গ্রন্থটি সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) সারা জাহানে খ্যাতি অর্জন করেছেন; তা হলো আস-সহীহ আল-জামি' তথা সহীহ আল-বুখারী। এ গ্রন্থটি সঙ্কলনে ইমাম বুখারী (রহ.) দীর্ঘ ষোল বছর অক্লান্ত পরিশ্রম অব্যাহত রেখেছেন। তিনি প্রায় ছয় লক্ষ সহীহ হাদীস হতে যাচাই ও বাছাইয়ের মাধ্যমে এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। এটি আসমানের নিচে আল-কুরআনুল কারীমের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়িত। এ গ্রন্থটি তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা আত্হারের কাছে অবস্থান করে বিশেষ পন্থায় সঙ্কলন করেছেন।

এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমি প্রতিটি হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযূ ও গোসল করে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করতাম। প্রত্যেকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযূ-গোসল করা ও দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করার পদ্ধতি মক্কাতুল-মুকার্‌রামাহ ও মদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ উভয় স্থানেই তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। এক একটি হাদীস লিখার পূর্বে তিনি সে সম্পর্কে সর্বোতভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে তিনি একটি হাদীসও সঙ্কলন করেননি।

এ কথা দিবাকরের ন্যায় প্রস্ফুটিত যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন বড়মাপের একজন হাদীস বিশারদ ও মুজতাহিদ। তিনি তাঁর গ্রন্থখানাকে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে সাজিয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থটি আটানব্বইটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। প্রথমে ওহীর অধ্যায় ও সর্বশেষ তাওহীদের অধ্যায় নির্ধারণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে হিকমতের সাথে অধ্যায়ের পর অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। এ অধ্যায়সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অধ্যায় হলো কিতাবুল আদব; যা অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় সাতাশি নম্বর। আদব তথা শিষ্টাচারের মাধ্যমে একজন মানুষের আসল রূপ ভেসে উঠে। শিষ্টাচারপূর্ণ মানুষের মাঝে মনুষত্ব খুজে যায়, আর শিষ্টাচারহীন মানুষ পশুর ন্যায়। তাইতো শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন: বিয়াদব (শিষ্টাচারহীন মানুষ) আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রকৃত মানুষ হতে হলে যে গুণগুলো অর্জন করা প্রয়োজন, তা সবিস্তারে ইমাম বুখারী (রহ.) সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী থেকে সঙ্কলন করা হয়েছে। যা তিনি এ অধ্যায়ে ১২৮টি বাব ও ২৫৭টি হাদীসের সমন্বয়ে সঙ্কলন করেছেন। উল্লিখিত হাদীসগুলো মুসলিম মিল্লাতের নৈতিক চরিত্র গঠনে অনন্য ও অসাধারণ। তিনি কিতাবুল-লিবাস এর স্থান কিতাবুল আদবের আগে উল্লেখ করেছেন। কারণ, লিবাসের মাধ্যমে মানুষ আদব তথা শিষ্টাচার রক্ষা করতে পারে।

তাই কিতাবুল লিবাসকে আগে, আর কিতাবুল আদবকে পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এর অত্যন্ত সুনিপুন সঙ্কলন কিতাবুল আদবকে গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

যথা: প্রথম পরিচ্ছেদে কিতাবুল আদবের পরিচয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কিতাবুল কিতাবুল আদবের বাবসমূহের শিরোনাম ও হাদীস সংখ্যা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সহীহ আল-বুখারী সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি।

চতূর্থ পরিচ্ছেদে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ
কিতাবুল আদবের পরিচয়

কিতাব كتاب শব্দটি একবচন, বহুবচনে كتب। এটি فعال ওযনে বাবে نصر এর মাসদার। كتاب শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কিতাব, পুঁথি, নথি, খাতা, চিঠি, পত্র, আমলনামা।[৩০৬] একত্র করা, অঙ্কন করা, লিপিবদ্ধ করা এবং বই-পুস্তক ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মাসদার কখনো اسم فاعل আবার কখনো اسم مفعول এর অর্থে ব্যবহার হয়। এখানে كتاب শব্দটি اسم مفعول তথা مكتوب অর্থে ব্যবহৃত। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا এখানে كِتَابًا مَوْقُوتًا শব্দদ্বয় مكتوبا مَوْقُوتًا অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ ছাড়াও কুরআনুল-কারীমে كتاب শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

১. الفرض তথা অত্যাবশ্যক করা অর্থে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ[৩০৭]

২. ايجاب তথা আবশ্যক করা অর্থে। كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ [৩০৮]

৩. الحساب তথা গণনা করা অর্থে। كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا [৩০৯]

৪. الوقت المعين তথা নির্দিষ্ট করা অর্থে। وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ [৩১০]

৫. আমলনামা অর্থে। اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [৩১১]

৬. القرآنআল-কুরআন অর্থে। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [৩১২]

৭. الجزاء তথা কর্মফল অর্থে। كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ [৩১৩]

৮. الإنجيل অর্থে। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ [৩১৪]

৯. عدة المرأة অর্থে। حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [৩১৫]

তবে, এ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত 'কিতাব' দ্বারা সহীহ আল-বুখারী-র 'অধ্যায়' গুলোকে বুঝানো হয়েছে। আর الأداب শব্দটি বহুবচন, একবচনে الأدب। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- শিষ্টাচার, ভদ্র ব্যবহার, সম্মান ও শ্রদ্ধা। أدب বাবে كرم এর মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে- ভদ্র হওয়া, উত্তম চরিত্র ও সৌজন্যময় ব্যবহারে ভূষিত হওয়া। এ ছাড়া তত্ত্বাবধান করা, একত্রিত করা, আহবান করা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

---

[৩০৬] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, জানুয়ারি-২০০৫), ১৪তম সংস্করণ, পৃ. ৮১৫।

[৩০৭] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ১৮৩।

[৩০৮] সূরা আল-আন'আম, আয়াত নং ১২।

[৩০৯] সূরা আল-জাসিয়াহ, আয়াত নং ২৮।

[৩১০] সূরা আল-হিজর, আয়াত নং ০৪।

[৩১১] সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং ১৪।

[৩১২] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ১২৯।

[৩১৩] সূরা আল-মুত্বাফফিফিন, আয়াত নং ১৮।

[৩১৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৬৪।

[৩১৫] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ২৩৫।

وفي (القاموس): الأدب: حسن التناول، أَدُب كَحَسُنَ، أدَبًا، فهو أديب، والجمع أُدباء، وأدَّبه: علمه، فتأدّب واستأدب، والأدب بالفتح: العجب.

وفي (الصراح): أدب بفتحتين: فرهنگ ونگاه داشت حد هر جيز، ويقال: أدب الرجل يأدب بالضم فهو أديب، وأدبته فتأدب.

কোন কোন মনীষীর মতে- أدب শব্দটি مأدبة হতে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ খাওয়া-দাওয়ার জন্য লোকজনকে আহ্বান করা।[৩১৬]

وقيل: تعظيم من فوقك، والرفق بمن دونك، ويقال: إنه مأخوذ من المأدَبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه.

যেহেতু খাওয়া-দাওয়া ও শিষ্টাচারিতা উভয়ের প্রতি লোকদের আহ্বান করা হয়ে থাকে, সেহেতু উভয় অর্থের সাথে এর যথেষ্ট মিল খুজে পাওয়া যায় বলেই 'আদব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সাহিত্যকে আরবীতে أدب বলে। বহুবচন آداب। আর সাহিত্যিককে أديب বলা হয়। বহুবচন أدباء। আদাব শব্দটি বিভিন্ন যুগে ও সময়কালে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

(ক) জাহেলী যুগ

জাহেলী যুগে أدب শব্দটি الدعوة তথা আহবান অর্থে ব্যবহৃত হতো। উক্ত অর্থ হতে الدعاء على المأدبة অর্থাৎ ভোজসভার প্রতি আহবান অর্থে ব্যবহৃত হত।[৩১৭]

অতঃপর বস্তুগত বিষয় অথবা অর্থগত বিষয়ের প্রতি আহবান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم".

অর্থাৎ এই কুরআনুল কারীম যমীনে আল্লাহর ভোজসভা। সুতরাং তোমরা সাধ্যানুযায়ী তাঁর ভোজসভায় এগিয়ে এসো।[৩১৮]

অন্য হাদীসে এসেছে- "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ، فَهُوَ آمِنٌ".

অর্থাৎ এই কুরআনুল কারীম যমীনে আল্লাহর ভোজসভা। অতএব যে উক্ত ভোজসভায় প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা পাবে।[৩১৯]

(খ) ইসলামী যুগ

الخلق النبيل (উত্তম চরিত্র) অর্থে ব্যবহৃত হতো। যেমন: "ما نحل والد من نحل أفضل من أدب الحسن". অর্থাৎ "সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়াই হল একজন পিতার সর্বোত্তম উপহার"।

---

[৩১৬] মূল আরবী:

وَقِيلَ إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الطَّعَامِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُدْعَى إِلَيْه) فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٩٠).

[৩১৭] ড. মাজদী ওয়াহবাহ, মু'জামু মুসতালাহাতিল আদাব, (বৈরুত: ১৯৭৪), পৃ.৫-৬।

[৩১৮] কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৩।

[৩১৯] সুনান আদ-দারিমী, (মাকতাবাতুশ-শামিলাহ, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৩৬৫, পৃ. ২০৯৩ ।

(গ) উমাইয়্যাহ যুগ

উমাইয়্যাহ যুগে [৪১ হি.-মৃ. ১৩২ হি.] أدب শব্দটি শিক্ষাদান (التعليم) অর্থে ব্যবহৃত হতো। আর এ অর্থে তৎকালীন সময়ে আল মুআদ্দিবুন (المؤدبون) শিক্ষকগণ বলা হতো, ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে যাঁরা খলীফাদের সন্তানদেরকে কবিতা, খুতবা, জাহেলী ও ইসলামী যুগের আরব সমাজের বিভিন্ন তথ্য, নসবনামা ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন।

(ঘ) 'আব্বাসী আমল

'আব্বাসী আমলের [১৩২ হি.-মৃ. ৬০৬ হি.] শুরুর দিকে সভ্যতা ও শিক্ষাদান উভয়ের সমন্বিত অর্থে(التهذيب و التعليم معا) ব্যবহৃত হতো। তৎকালীন প্রখ্যাত লিখক ইব্নুল মুকাফফা' [জ. ১০৬ হি.-মৃ. ১৪২ হি.] এ অর্থে তাঁর দু'টি গ্রন্থের শিরোনাম প্রদান করেন,
আল-আদাবুল কাবীর (الأدب الكبير) ও আদাবুস-সাগীর (الأدب الصغير)।

(ঙ) হিজরী তৃতীয় শতক

হিজরী তৃতীয় শতকে মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণরীতি (سنن السلوك التي يجب أن تراعى عند طبقة الناس) এ অর্থে ব্যবহৃত হতো। আর এ অর্থে তৎকালীন প্রখ্যাত লেখক ইব্ন কুতাইবা (ابن قتيبة): [জ. ২১৩ হি.-মৃ. ২৭৬ হি.] তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের শিরোনাম দেন (أدب الكاتب) 'আদাবুল কাতিব'।

(চ) হিজরী চতুর্থ শতাব্দী

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ইখওয়ানুস সাফা (إخوان الصفا) আদাব শব্দটিকে كل المعارف غير الدينية التي ترقي بالإنسان اجتماعيا و ثقافيا. অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতীত অন্য সকল জ্ঞান যা মানবসমাজ ও সংস্কৃতিকে উন্নত করে) এ ব্যবহার করেন।

(ছ) আরবী সাহিত্যের পতনের যুগ

আরবী সাহিত্যের পতনের যুগে তৎকালীন খ্যাতিমান লেখক, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইব্ন খালদুন (ابن خلدون) [জ. ৭৩১ হি.-মৃ. ৮০৮ হি.] মনে করেন "সকল জ্ঞানই আদাব, চাই তা ধর্মীয় জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান হোক" (جميع المعارف دينية أو غير دينية)।

(জ) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে সাধারণ অর্থে আদাব বলতে বুঝায়, كل ما ينتجه العقل و الشعور. (জ্ঞান ও অনুভূতি সৃষ্ট সকল বস্তু)। আর বিশেষ অর্থে বুঝায়

الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء و السماعين.

'শ্রোতা ও পাঠক সমাজকে হৃদয়গ্রাহী করার মত আলঙ্কারিক সৃজনশীল কথা'।

১. ড. মাজদী ওয়াহ্বাহ বলেন, পাশ্চাত্যে আদাব (Literature) বলতে বুঝায়-

مجموعة الآثار النثرية و الشعرية التي تتميز سمو الأسلوب و خلود الفكرة الخاصة بلغة ما أو بشعب معين.[৩২০]

[৩২০] মু'জামু মুসতালাহাতিল আদাব, (বৈরুত: ১৯৭৪), পৃ. ৫-৬।

২. শ্রীশচন্দ্র দাস বলেন, নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্যজগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় ঝঙ্কৃত হয়, তার শিল্প-সঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য।[৩২১]

৩. হান্না আল-ফাখূরী সাহিত্যের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

الأدب هو مجموعة الآثار المكتوبة التي يتجلى فيها العقل الإنشاء أو الفن الكتابي.[৩২২]

৪. লিসানুল-আরব নামক প্রখ্যাত আরবী অভিধানে উল্লেখ রয়েছে,

و في لسان العرب (الأدب: الذي يتأدب به الأديب من الناس، سُميَ أدباً لأنه يأدب (يدعو) الناس إلى المحامید وينهاهم عن المقابح).[৩২৩]

৫. ইব্নুল-কায়্যিম (ফী মাদাবিযুস-সালিকীন) বলেন,

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (الأدب: اجتماع خصال الخير في العبد ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس).

৬. তিনি আরো বলেন,

وقال أيضاً (وحقيقة الأدب استعمال الخُلق الجميل) .

৭. কারো কারো মতে,[৩২৪] الْوُقُوفُ مَعَ الْمُسْتَحْسَنَاتِ

৮. ফাসলুল-খিতাব ফিয-যুহ্দ ওয়ার-রাকায়িক ওয়াল-আদাব এ উল্লেখ করা হয়েছে,

وفصل الخطاب في تعريف الأدب: أن الأدب هو اجتماع خِصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً.

আদব বা শিষ্টাচার হলো বান্দার মাঝে এমন কতগুলো উত্তম গুণের সমাহার; যেগুলো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত।[৩২৫]

৯. ড. মাহমূদ শাকির সাঈদ (রহ.) বলেন,

هو الأثر الذي يثير فينا لدى قرائته أو سماعه، متعة و اهتماما، أو يغير من موافقنا و اتجاهاتنا في الحياة. و بإيجاز: هو الذي يحرك عواطفنا و عقولنا.[৩২৬]

১০. 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) বলেন, الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق অর্থাৎ আদব হচ্ছে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করা।[৩২৭]

---

[৩২১] শ্রীশচন্দ্র দাস, সাহিত্য দর্শন, পৃ. ১৭।
[৩২২] হান্না আল-ফাখূরী, পৃ. ৩৪।
[৩২৩] ফাসলুল-খিতাব ফিয-যুহ্দ ওয়ার-রাকায়িক ওয়াল-আদাব, (আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ, তা. বি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭।
[৩২৪] ফাতহুল-বারী, (দিওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল-আশ্রাফিয়্যাহ, তা. বি.), ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০।
[৩২৫] ফাসলুল-খিতাব ফিয-যুহ্দ ওয়ার-রাকায়িক ওয়াল-আদাব, (আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ, তা. বি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭।
[৩২৬] ড. মাহমূদ শাকির সাঈদ, আসালীব ফী আদাবিল আতফাল, (রিয়াদ: দারুল মি'রাজ, ১৯৯৩), পৃ. ০৯।

১১. ‘আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন,

الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل.

‘আদব হলো মর্যাদা লাভের জন্য প্রশংসনীয় ও কঠোর সাধনা করা।’[৩২৮]

১২. মিরকাত গ্রন্থকার ‘আল্লামা মোল্লা ‘আলী ক্বারী (রহ.) উল্লেখ করেন, الْأَدَبُ اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا. অর্থাৎ কথায় ও কাজে এমন আচরণ প্রকাশ করা, যার দ্বারা প্রশংসা লাভ করা যায়।[৩২৯]

১৩. কারো কারো মতে, الوقوف مع الحسنات و الإغراض عن السيئات. অর্থাৎ ভাল কর্মসমূহের ওপর অবিচল থাকা এবং খারাপ কর্মসমূহ হতে বিরত থাকা।[৩৩০]

১৪. কেউ কেউ বলেন, التعظيم لمن فوقك و الرفق لمن دونك. অর্থাৎ বড়দের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মমতা বিতরণ করাকেই আদব বলা হয়।[৩৩১]

১৫. কোন কোন ‘উলামায়ে কিরামের মতে,

قال بعض العلماء: الأدب هو استعمال ما يجمل من الأقوال والأعمال والأحوال).

১৬. কারো কারো মতে,

وقال بعضهم (الأدب هو أن تكون على تعاليم الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً).

মোটকথা, আদব এমন কতগুলো উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যেগুলোর মাধ্যমে একজন মানুষ আদর্শবান হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়।

বি. দ্র. হাদীসের গ্রন্থসমূহে যে অধ্যায়ের মধ্যে শিষ্টাচার সংক্রান্ত বর্ণনা ও আলোচনা স্থান পেয়েছে; তাকেই ‘কিতাবুল আদব’ হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে।

---

[৩২৭] ‘আল্লামা মুল্লা ‘আলী ক্বারী (রহ.), *মিরকাতুল-মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল-মাসাবীহ*, (দিওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল-আশ্‌রাফিয়্যাহ, তা. বি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

[৩২৮] লুমআতুত-তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ০৭; শারহুত্-তীবী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ০৯।

[৩২৯] প্রাগুক্ত।

[৩৩০] প্রাগুক্ত।

[৩৩১] প্রাগুক্ত।

২য় পরিচ্ছেদ

কিতাবুল আদবের বাবসমূহের শিরোনাম ও হাদীস সংখ্যা

Morning Shows the Day অর্থাৎ প্রভাতের সূর্য প্রমাণ করে দিনটির অবস্থা কেমন হবে। তদ্রুপ ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবসমূহের শিরোনামগুলোর চমকপ্রদ উপস্থাপনা এর প্রতি পাঠকদের মোহিত ও মুগ্ধ করে। তাইতো যে কেহই এর শিরোনামসমূহ অধ্যয়ণ করবে; সে অতি সহজেই কিতাবুল আদবের প্রত্যেকটি বাবের শিরোনাম ও হাদীসসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী হবে। ১২৮টি বাবে কিতাবুল আদবের ২৫৭টি হাদীস সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে একটি বাবের অধীনে সর্বনিম্ন ০১টি ও সর্বোচ্চ ১০টি হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি এ অধ্যায়টির ৭০টি বাবে ০১টি করে, ৩০টি বাবে ০২টি করে, ১১টি বাবে ০৩টি করে, ০৬টি বাবে ০৪টি করে, ০৪টি বাবে ০৫টি করে, ০৪টি বাবে ০৬টি করে, ০১টি বাবে ০৭টি ও একটি বাবে ০৯টি এবং ০১টি বাবে ১০টি হাদীস উল্লেখ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ছকাকারে সহীহ আল-বুখারী কিতাবুল আদাবে বর্ণিত বাবসমূহ ও হাদীসসমূহের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো-

এক নজরে ছকাকারে সহীহ আল-বুখারী কিতাবুল আদাবে বর্ণিত বাবসমূহ ও হাদীসসমূহের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বাবের নাম বঙ্গানুবাদসহ	সংখ্যা
০১(২৪৩৩)	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. বাব: মহান আল্লাহ্‌র বাণী: আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।	০১টি
০২(২৪৩৪)	بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ. বাব: উত্তম ব্যবহার পাওয়ার কে বেশী হকদার?	০১টি
০৩(২৪৩৫)	بَابُ لاَ يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ. বাব: মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাবে না।	০১টি
০৪(২৪৩৬)	بَابٌ: لاَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. বাব: কোন লোক তার মাতা-পিতাকে গাল-মন্দ করবে না।	০১টি
০৫(২৪৩৭)	بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْه. বাব: মাতা-পিতার প্রতি উত্তম ব্যবহারকারীর দু'আ কবূল হওয়া।	০১টি
০৬(২৪৩৮)	بَابٌ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ. বাব: মাতা-পিতার অবাধ্যচারণ করা কবীরা গুনাহ।	০৩টি
০৭(২৪৩৯)	বাব: মুশরিক পিতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। بَابُ صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ.	০১টি

০৮(২৪৪০)	بَابُ صِلَةِ المَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ ابْنِهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؟ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ). বাব: যে স্ত্রীর স্বামী আছে, ঐ স্ত্রীর পক্ষে তার নিজের মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখা। লায়স (রহ.) আসমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কুরাইশরা যে সময় নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিল, ঐ চুক্তি কালীন সময়ে আমার মুশরিক মা তাঁর পিতার সঙ্গে এলেন। আমি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম: আমার মা এসেছেন, তবে সে অমুসলিম। আমি কি তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করবো? তিনি বললেন: হাঁ! তোমার মায়ের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।	০২টি
০৯(২৪৪১)	بَابُ صِلَةِ الأَخِ المُشْرِكِ. বাব: মুশরিক ভাইয়ের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা।	০১টি
১০(২৪৪২)	বাব: রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করার ফযীলত। بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ.	০২টি
১১(২৪৪৩)	বাব: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ। بَابُ إِثْمِ القَاطِعِ.	০১টি
১২(২৪৪৪)	بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ. বাব: রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করলে রিযিক বৃদ্ধি হয়।	০২ টি
১৩(২৪৪৫)	بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ. বাব: যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন।	০৩টি
১৪(২৪৪৬)	بَابُ تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلاَلِهَا. বাব: রক্ত সম্পর্ক সঞ্জীবিত হয়, যদি সুসম্পর্কের দ্বারা তা সিঞ্চন করা হয়।	০১টি
১৫(২৪৪৭)	بَابٌ: لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ. বাব: প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়।	০১টি
১৬(২৪৪৮)	بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ. বাব: যে লোক মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে।	০১টি
১৭(২৪৪৯)	بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا. বাব: অন্যের শিশু কন্যাকে নিজের সাথে খেলাধুলা করতে বাধা না দেয়া অথবা তাকে চুম্বন দেয়া, তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করা।	০১টি

১৮(২৪৫০)	بَابُ رَحْمَةِ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ أَنَسٍ: (أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ). বাব: সন্তানকে আদর স্নেহ করা, চুমু খাওয়া ও আলিঙ্গন করা। সাবিত (রা.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (স্বীয় পুত্র) ইবরাহীমকে চুমু দিয়েছেন ও তাঁর ঘ্রাণ নিয়েছেন।	০৬টি
১৯(২৪৫১)	بَابٌ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ. বাব: আল্লাহ দয়া-মায়াকে একশ' ভাগ করেছেন।	০১টি
২০(২৪৫২)	بَابُ قَتْلِ الوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ. বাব: সন্তান খাবে, এ ভয়ে তাকে হত্যা করা।	০১টি
২১(২৪৫৩)	বাব: শিশুকে কোলে নেওয়া। بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الحِجْرِ.	০১টি
২২(২৪৫৪)	বাব: শিশুকে রানে উপর রাখা। بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الفَخِذِ.	০১টি
২৩(২৪৫৫)	بَابٌ: حُسْنُ العَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ. বাব: সম্মানিত ব্যক্তির সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা ঈমানের অংশ।	০১টি
২৪(২৪৫৬)	বাব: ইয়াতীমের তত্তাবধানকারীর ফযীলত। بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا.	০১টি
২৫(২৪৫৭)	বাব: বিধবার ভরণ-পোষণের চেষ্টাকারী। بَابُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ.	০১টি
২৬(২৪৫৮)	بَابُ السَّاعِي عَلَى المِسْكِينِ. বাব: মিসকীনদের অভাব দূরীকরণের চেষ্টারত ব্যক্তি সম্পর্কে।	০১টি
২৭(২৪৫৯)	বাব: মানুষ ও পশুর প্রতি দয়া। بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ.	০৬টি
২৮(২৪৬০)	بَابُ الوَصَاةِ بِالْجَارِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى قَوْلِهِ – مُخْتَالًا فَخُورًا [النساء: ٣٦]. বাব: প্রতিবেশীর জন্য অসীয়ত। মহান আল্লাহর বাণী: তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গী, পথিক এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীর সাথেও। আল্লাহ অহংকারী লোককে কখনও ভালবাসেন না।	০২টি
২৯(২৪৬১)	بَابُ إِثْمِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ. বাব: যে ব্যক্তি অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, তার গুনাহ।	০১টি
৩০(২৪৬২)	بَابٌ: لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا. বাব: কোন ব্যক্তি নারী তার প্রতিবেশী নারীকে তুচ্ছ মনে করবে না।	০১টি
৩১(২৪৬৩)	بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. বাব: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।	০২টি

৩২(২৪৬৪)	بَابُ حَقِّ الجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ. বাব: প্রতিবেশীদের অধিকার নির্ধারত হবে দরজার নিকটবর্তীতার মাধ্যমে।	০১টি
৩৩(২৪৬৫)	بَابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. বাব: প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকাহ।	০২টি
৩৪(২৪৬৬)	بَابُ طِيبِ الكَلاَمِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ). বাব: মধুর ভাষা সাদাকাহ। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মধুর ভাষাও হল সাদাকাহ।	০১টি
৩৫(২৪৬৭)	بَابُ الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ. বাব: সকল কাজে নম্রতা।	০২টি
৩৬(২৪৬৮)	بَابُ تَعَاوُنِ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. বাব: মু'মিনের পরস্পর সহযোগিতা।	০২টি
৩৭(২৪৬৯)	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. বাব: আল্লাহ তা'আলার বাণী: যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে ঐ কাজের সওয়াবের একটি অংশ পাবে। ..... ক্ষমতাবান পর্যন্ত। كِفْلٌ অর্থ অংশ। আবূ মূসা (রা.) বলেছেন: হাবশী ভাষায় কিফলাইন শব্দের অর্থ হলো, দ্বিগুণ সওয়াব।	০১টি
৩৮(২৪৭০)	بَابُ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا. বাব: নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশালীন ছিলেন না, আর ইচ্ছা করে অশালীন উক্তি করতেন না।	০৪টি
৩৯(২৪৭১)	بَابُ حُسْنِ الخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ البُخْلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ) وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: (رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ). বাব: সচ্চরিত্রতা, দানশীলতা ও কৃপণতা ঘৃণ্য হওয়া সম্পর্কে। ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন। আর রমজান মাসে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন। আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন, যখন তাঁর কাছে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন: তুমি এই মক্কা উপত্যকার দিকে সফর কর এবং তাঁর বাণী শুনে এসো। তাঁর ভাই ফিরে গিয়ে বললেন: আমি তাঁকে উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিতে দেখেছি।	০৬টি
৪০(২৪৭২)	بَابٌ: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ. বাব: মানুষ নিজ পরিবারে কিভাবে চলবে।	০১টি
৪১(২৪৭৩)	بَابُ المِقَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. বাব: ভালোবাসা আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আসে।	০১টি

৪২(২৪৭৪)	বাব: আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে ভালোবাসা। بَابُ الحُبِّ فِي اللَّهِ.	০১টি
৪৩(২৪৭৫)	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. বাব: আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একদল অপর দলের প্রতি উপহাস করবে না। সম্ভবত: উপহাস্য দল, উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে.....আর তারাই যালিম।	০২টি
৪৪(২৪৭৬)	বাব: গালি ও অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ। بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ.	০৭টি
৪৫(২৪৭৭)	بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ: الطَّوِيلُ وَالقَصِيرُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ» وَمَا لاَ يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ. বাব: মানুষের গুণাগুণ উল্লেখ করা জায়েজ। যেমন লোকে কাউকে বলে 'লম্বা' অথবা 'খাটো'। আর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে 'যুল ইয়াদাইন (লম্বা হাতওয়ালা) বলেছেন। তবে কারো দুর্নাম অথবা অপমান করার উদ্দেশ্যে (জায়েজ) নয়।	০১টি
৪৬(২৪৭৮)	بَابُ الغِيبَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. বাব: গীবত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী: তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে .....অতি দয়ালু পর্যন্ত।	০১টি
৪৭(২৪৭৯)	بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ). বাব: নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: আনসারদের ঘরগুলো উত্তম।	০১টি
৪৮(২৪৮০)	بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِيَابِ أَهْلِ الفَسَادِ وَالرِّيَبِ. বাব: ফাসাদ ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের গীবত করা জায়েয।	০১টি
৪৯(২৪৮১)	بَابٌ: النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبَائِرِ. বাব: চোখলখোরী করা কবীরা গুনাহ।	০১টি
৫০(২৪৮২)	بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَقَوْلِهِ: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (القلم: ١١) وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (الهمزة: ١): يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ: وَيَعِيبُ وَاحِدٌ. বাব: চোগলখোরী নিন্দনীয় গুনাহ। আল্লাহর বাণী: অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত ব্যক্তি, পশ্চাতে নিন্দাকারী এবং চোগলখোরী করে বেড়ায় এমন ব্যক্তি। প্রত্যেক চোগলখোর ও প্রত্যেক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নিন্দাকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।	০১টি
৫১(২৪৮৩)	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. বাব: মহান আল্লাহর বাণী: তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর।	০১টি
৫২(২৪৮৪)	বাব: দু'মুখো ব্যক্তি সম্পর্কে। بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الوَجْهَيْنِ.	০১টি
৫৩(২৪৮৫)	بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ. বাব: আপন সঙ্গীকে তার সম্পর্কে অপরের উক্তি অবহিত করা।	০১টি

৫৪(২৪৮৬)	বাব: অপছন্দনীয় প্রশংসা। بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ.	০২টি
৫৫(২৪৮৭)	بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ: (إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ). বাব: নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কারো প্রশংসা করা। সা'দ (রা.) বলেন, আমি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যমীনের উপর বিচরণকারী কারো সম্পর্কে একথা বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতী 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম ব্যতীত।	০১টি
৫৬(২৪৮৮)	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل:٩٠) وَقَوْلِهِ: إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ (يونس:٢٣) ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ (الحج:٦٠) وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ. বাব: মহান আল্লাহর বাণী: নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচার ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দান করেন .....গ্রহণ, পর্যন্ত।	০১টি
৫৭(২৪৮৯)	بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق: ٥). বাব: একে অন্যকে হিংসা করা এবং পরস্পর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী: আমি হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।	০২টি
৫৮(২৪৯০)	بَابُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا. বাব: মহান আল্লাহর বাণী: হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশী অনুমান করা থেকে বিরত থাকো..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।	০১টি
৫৯(২৪৯১)	বাব: কি ধরনের ধারণা করা যেতে পারে। بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ.	০২টি
৬০(২৪৯২)	বাব: মু'মিনের নিজের দোষ গোপন রাখা। بَابُ سَتْرِ المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ.	০২টি
৬১(২৪৯৩)	بَابُ الكِبْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ثَانِيَ عِطْفِهِ (الحج: ٩): "مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ، عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ". বাব: অহংকার। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, (আল্লাহর বাণী) عِطْفِهِ অর্থাৎ তার ঘাড়। ثَانِيَ عِطْفِهِ : অর্থাৎ নিজে নিজে মনে অহমিকা পোষণকারী।	০২টি

৬২(২৪৯৪)	بَابُ الهِجْرَةِ وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ). বাব: সম্পর্ক ত্যাগ এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ এর বাণী: কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।	০৫টি
৬৩(২৪৯৫)	بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى وَقَالَ كَعْبٌ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً). বাব: যে আল্লাহর নাফরমানী করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয। কা'ব ইবন মালিক (রা.) যখন (তাবূক যুদ্ধের সময়) নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের আমাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পঞ্চাশ দিনের কথাও উল্লেখ করেন।	০১টি
৬৪(২৪৯৬)	بَابٌ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. বাব: আপন লোকের সাথে প্রতি দিনই সাক্ষাৎ করবে অথবা সকালে ও বিকেলে।	০১টি
৬৫(২৪৯৭)	بَابُ الزِّيَارَةِ، وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ، أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عِنْدَهُ. বাব: দেখা-সাক্ষাত এবং কোন লোকদের সাথে দেখা করতে গিয়ে, তাদের সেখানে খাবার গ্রহণ করা। সালমান (রা.) নবী সাল্লাম এর যমানায় আবূ দারদা (রা.) এর সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে খাবার গ্রহণ করেন।	০১টি
৬৬(২৪৯৮)	بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ. বাব: প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষে উত্তম পোশাক পরিধান করা।	০১টি
৬৭(২৪৯৯)	بَابُ الإِخَاءِ وَالحِلْفِ وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: (آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: (لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ). বাব: ভ্রাতৃত্বের ও প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন। আবূ জুহায়ফা (রা.) বলেন, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সালমান ও আবূ দারদা (রা.) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা.) বলেন: আমরা মদীনায় এলে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ও সা'দ ইব্নির-রাবী এর মধ্যে ভ্রাতৃতের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।	০২টি
৬৮(২৫০০)	بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: (أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكْتُ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى). বাব: মুচকি হাসি ও হাসি প্রসঙ্গে। ফাতেমা (রা.) বলেন, একবার নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন, আমি হেসে ফেললাম। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ হাসানো ও কাঁদানোর একমাত্র মালিক।	১০টি

৬৯(২৫০১)	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَا يُنْهَى عَنِ الكَذِبِ. বাব: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো" মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ।	০৩টি
৭০(২৫০২)	بَابٌ فِي الهَدْيِ الصَّالِحِ. বাব: উত্তম চরিত্র।	০২টি
৭১(২৫০৩)	بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الأَذَى وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: ١٠). বাব: ধৈর্যধারণ ও কষ্ট দেওয়া। আল্লাহর বাণী: নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের অগণিত পুরুস্কার দেওয়া হবে।	০২টি
৭২(২৫০৪)	بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالعِتَابِ. বাব: কারো মুখোমুখি তিরস্কার না করা।	০২টি
৭৩(২৫০৫)	بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ. বাব: কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বিনা কারণে কাফির বললে তা তার নিজের উপরই বর্তাবে।	০৩টি
৭৪(২৫০৬)	بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ". বাব: কেউ যদি কাউকে না জেনে কিংবা নিজ ধারণা অনুযায়ী (কাফির বা মুনাফিক) সম্বোধন করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। 'ওমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আ (রা.) কে বলেছিলেন, ইনি মুনাফিক। তখন নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তা তুমি কি করে জালনে? অথচ আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন: আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিলাম।	০৩টি
৭৫(২৫০৭)	بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ: جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (التوبة: ٧٣.) বাব: আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের ব্যাপারে রাগ করা ও কঠোরতা অবলম্বন করা জায়েয। আল্লাহ বলেছেন: কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো।	০৫টি

৭৬(২৫০৮)	بَابُ الحَذَرِ مِنَ الغَضَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (الشورى: ٣٧) وَقَوْلِهِ: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ، وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ (آل عمران: ١٣٤). বাব: ক্রোধ থেকে বেচেঁ থাকা। মহান আল্লাহর বাণী: যারা গুরুতর পাপ ও অশালীন কাজ থেকে বেচেঁ থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয়, তখন তারা (তাদের) মাফ করে দেয়। (এবং আল্লাহর বাণী): "যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, আর যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালবাসেন।	০৩টি
৭৭(২৫০৯)	بَابُ الحَيَاءِ. বাব: লজ্জাশীলতা।	০৩টি
৭৮(২৫১০)	بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. বাব: যখন তুমি লজ্জা ত্যাগ করবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।	০১টি
৭৯(২৫১১)	بَابُ مَا لاَ يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ. বাব: দীনের জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে সত্য বলতে লজ্জাবোধ করতে নেই।	০৩টি
৮০(২৫১২)	بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا) وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَاليُسْرَ عَلَى النَّاسِ. বাব: নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: তোমরা নম্র ব্যবহার করো, আর কঠোর ব্যবহার করো না। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার পছন্দ করতেন।	০৫টি
৮১(২৫১৩)	بَابُ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لاَ تَكْلِمَنَّهُ وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ). বাব: মানুষের সাথে হাসিমুখে মিলা-মিশা করা। ইব্নু মাসউদ (রা.) বলেন, মানুষের সাথে এমনভাবে মিলা-মিশা করবে, যেন তাতে তোমার দ্বীন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আর পরিবারের সঙ্গে হাসি তামাশা করা।	০২টি
৮২(২৫১৪)	بَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: (إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ). বাব: মানুষের সঙ্গে শিষ্টাচার করা। আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা কোন কোন কাওমের সাথে প্রকাশ্যে হাসি-খুশি মিলা-মিশা করি। কিন্তু আমাদের অন্তরগুলো তাদের উপর লানত বর্ষণ করে।	০২টি
৮৩(২৫১৫)	بَابٌ: لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: (لاَ حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ). বাব: মু'মিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। মু'আবিয়া (রা.) বলেছেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া সহনশীল সম্ভব নয়।	০১টি

৮৪(২৫১৬)	বাব: মেহমানের হক। بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ.	০১টি
৮৫(২৫১৭)	بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِه وَقَوْلِهِ: ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكْرَمِينَ (الذاريات: ٢٤). বাব: মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খিদমত করা। আল্লাহর বাণী: তোমার নিকট ইবরাহীম এর সম্মানিত মেহমানদের.....	০৪টি
৮৬(২৫১৮)	بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ. বাব: খাবার তৈরি করা ও মেহমানের জন্য কষ্ট স্বীকার করা।	০১টি
৮৭(২৫১৯)	بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الغَضَبِ وَالجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ. বাব: মেহমানের সামনে কারো উপর রাগ করা, আর অসহনশীল হওয়া অনুচিত।	০১টি
৮৮(২৫২০)	بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: لاَ آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. বাব: মেহমানকে মেজবানের (একথা) বলা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খান ততক্ষণ আমিও খাব না। এ সম্পর্কে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আবূ জুহায়ফার হাদীস রয়েছে।	০১টি
৮৯(২৫২১)	بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلاَمِ وَالسُّؤَالِ. বাব: বড়কে সম্মান কর। বয়সে বড়জনই কথাবার্তা ও প্রশ্নাদি আরম্ভ করবে।	০৩টি
৯০(২৫২২)	بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْلِهِ: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (الشعراء: ٢٢٥) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ). বাব: কবিতা পাঠ, সঙ্গীত ও উট চালানোর মধ্যে যা জায়েজ ও যা নাজায়েজ। আল্লাহ তা'আলার বাণী: আর বিপদগামী লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে..... তারা কোন পথে ফিরে বেড়াচ্ছে।	০৫টি
৯১(২৫২৩)	বাব: কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দা করা। بَابُ هِجَاءِ المشْرِكِينَ.	০৪টি
৯২(২৫২৪)	بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ، حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالعِلْمِ وَالقُرْآنِ. বাব: যে কবিতা মানুষকে এতখানি প্রভাবিত করে, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞানার্জন ও কুরআন থেকে বাধা দেয়, তা নিষিদ্ধ।	০২টি
৯৩(২৫২৫)	بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَرِبَتْ يَمِينُكِ، وَعَقْرَى حَلْقَى). বাব: নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি: তোমার ডান হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। তোমার হাত-পা ধ্বংস হোক এবং তোমার কণ্ঠদেশ ঘায়েল হোক।	০২টি

৯৪(২৫২৬)	بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا. বাব: 'যাআমূ' (তারা ধারণা করেন) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।	০১টি
৯৫(২৫২৭)	بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ. বাব: কাউকে 'ওয়ালাইকা' বলা।	০৯টি
৯৬(২৫২৮)	بَابُ عَلاَمَةِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ٣١). বাব: মহামহিম আল্লাহর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলার বাণী: (আপনি বলে দিন) যদি তোমরা আল্লাহকে সত্যই ভালবেসে থাকো, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন।	০৪টি
৯৭(২৫২৯)	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ. বাব: কেউ কাউকে দূর হও বলা।	০৪টি
৯৮(২৫৩০)	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: (مَرْحَبًا بِابْنَتِي) وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ). বাব: কাউকে 'মারহাবা' বলা। আয়েশা (রা.) বলেন, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা (রা.) কে বলেছেন: আমার মেয়ের জন্য 'মারহাবা'। উম্মে হানী (রা.) বলেন, আমি একবার নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এলাম। তিনি বললেন উম্মে হানী 'মারহাবা'।	০১টি
৯৯(২৫৩১)	بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ. বাব: কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে।	০২টি
১০০(২৫৩২)	بَابُ لاَ يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي. বাব: কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা 'খবীস, হয়ে গেছে।	০২টি
১০১(২৫৩৩)	بَابٌ: لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ. বাব: যমানাকে গালি দিবে না।	০২টি
১০২(২৫৩৪)	بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ: (إِنَّمَا المُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ القِيَامَةِ) كَقَوْلِهِ: (إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ) كَقَوْلِهِ: (لاَ مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ) فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ المُلْكِ، ثُمَّ ذَكَرَ المُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا (النمل: ٣٤). বাব: নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: প্রকৃত 'কারম' হলো মু'মিনের অন্তর। তিনি বলেছেন: প্রকৃত নি:সম্বল হলো সে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নি:সম্বল। যেমন (অন্যত্র) তাঁরই বাণী: প্রকৃত বাহাদুর হলো সে ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারে। আরও যেমন তাঁরই বাণী: আল্লাহ একমাত্র বাদশাহ। আবার তিনিই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত মালিক। এরপর বাদশাহদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী: "বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা তা ধ্বংস করে দেয়।"	০১টি

১০৩(২৫৩৫)	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فِيهِ الزُّبَيْرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. বাব: কোন ব্যক্তির এ কথা বলা আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান। এ সম্পর্কে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যুরায়র (রা.) এর একটি বর্ণনা আছে।	০১টি
১০৪(২৫৩৬)	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا). বাব: কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আল্লাহ আমাকে তোমার প্রতি কুরবান করুন। আবূ বকর (রা.) নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন: আমরা আমাদের পিতা ও মাতাদের আপনার প্রতি কুরবান করলাম।	০১টি
১০৫(২৫৩৭)	بَابُ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. বাব: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম।	০১টি
১০৬(২৫৩৮)	بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي) قَالَهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. বাব: নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: আমার নামে নাম রাখতে পার, তবে আমার কুনিয়াত দিয়ে কারো কুনিয়াত (ডাক নাম) রেখো না। আনাস (রা.) নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।	০৩টি
১০৭(২৫৩৯)	بَابُ اسْمِ الحَزْنِ. বাব: 'হাযন' নাম।	০১টি
১০৮(২৫৪০)	بَابُ تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ. বাব: নাম পরিবর্তন করে পূর্বের নামের চেয়ে উত্তম নাম রাখা।	০৩টি
১০৯(২৫৪১)	بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَقَالَ أَنَسٌ: (قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَهُ). বাব: নবীদের (আ.) নামে যারা নাম রাখেন। আনাস (রা.) বলেন, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রা.) চুমু দিয়েছেন।	০৬টি
১১০(২৫৪২)	بَابُ تَسْمِيَةِ الوَلِيدِ. বাব: ওয়ালীদ নাম রাখা।	০১টি
১১১(২৫৪৩)	بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَّصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْفًا وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا هِرٍّ). বাব: কারো সঙ্গীকে তার নামের কিছু হরফ কমিয়ে ডাকা। আবূ হাযিম (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 'ইয়া আবা হিররিন, বলে ডাক দেন।	০২টি
১১২(২৫৪৪)	بَابُ الكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ. বাব: কোন ব্যক্তির সন্তান জন্মাবার আগেই সে শিশুর নাম দিয়ে তার ডাকনাম রাখা।	০১টি
১১৩(২৫৪৫)	بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى. বাব: কারো অন্য কুনিয়াত থাকা সত্ত্বেও তার কুনিয়াত আবূ 'তুরাব, রাখা।	০১টি

১১৪(২৫৪৬)	بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ. বাব: আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত নাম।	০২টি
১১৫(২৫৪৭)	بَابُ كُنْيَةِ المُشْرِكِ وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ). বাব: মুশরিকের কুনিয়াত। মিসওয়ার (রা.) বলেন যে, আমি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কিন্তু যদি ইবন আবূ তালিব চায়।	০২টি
১১৬(২৫৪৮)	بَابٌ: المَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبِ وَقَالَ إِسْحَاقُ: سَمِعْتُ أَنَسًا: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ الغُلاَمُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَدَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ. বাব: পরোক্ষ কথা বলা মিথ্যা এড়ানোর উপায়। ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রা.) থেকে শুনেছি । আবূ তালহার একটি শিশুপুত্র মারা যায়। তিনি এসে (তার স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলেন: ছেলেটি কেমন আছে? উম্মে সুলায়ম (রা.) বললেন: সে শান্ত। আমি আশা করছি, সে আরামেই আছে। তিনি ধারণা করলেন যে, অবশ্যই তিনি সত্য বলেছেন।	০৪টি
১১৭(২৫৪৯)	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ. বাব: কোন কিছু সম্পর্কে, তা অবাস্তব মনে বলা যে, এটা কোন কিছুই নয়।	০১টি
১১৮(২৫৫০)	بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (الغاشية: ١٨) وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. বাব: আসমানের দিকে চোখ তোলা। মহান আল্লাহর বাণী: "লোকেরা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা কি আসমানের দিকে তাকায় না যে, তা কিভাবে এত উঁচু করে রাখা হয়েছে।" হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম আসমানের দিকে মাথা তোলেন।	০২টি
১১৯(২৫৫১)	بَابُ نَكْتِ العُودِ فِي المَاءِ وَالطِّينِ. বাব: (কোন কিছু তালাশ করার উদ্দেশ্যে) পানি ও মাটির মধ্যে লাঠি দিয়ে ঠোকা দেওয়া।	০১টি
১২০(২৫৫২)	بَابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الأَرْضِ. বাব: কারো হাতের কোন কিছু দিয়ে যমীনে ঠোকা মারা।	০১টি
১২১(২৫৫৩)	بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ. বাব: বিস্ময়বোধে 'আলহামদু আকবার' অথবা 'সুবহানাল্লাহ' বলা।	০২টি
১২২(২৫৫৪)	بَابُ النَّهْيِ عَنِ الخَذْفِ. বাব: ঢিল ছোড়া।	০১টি
১২৩(২৫৫৫)	بَابُ الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ. বাব: হাঁচিদাতার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা।	০১টি

১২৪(২৫৫৬)	بَابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ. বাব: হাঁচিদাতার আলহামদু লিল্লাহর জবাব দেওয়া।	০১টি
১২৫(২৫৫৭)	بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ. বাব: কিভাবে হাঁচির দু'আ মুস্তাহাব, আর কিভাবে হাই তোলা মাকরুহ।	০১টি
১২৬(২৫৫৮)	بَابُ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ. বাব: কেউ হাঁচি দিলে, কিভাবে জবাব দিতে হবে?	০১টি
১২৭(২৫৫৯)	بَابُ لاَ يُشَمَّتُ العَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ. বাব: হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' না বললে তার জবাব দেওয়া যাবে না।	০১টি
১২৮(২৫৬০)	بَابُ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. বাব: যদি কেউ হাই তোলে, তবে সে যেন নিজের হাত তার মুখে রাখে।	০১টি

৩য় পরিচ্ছেদ
সহীহ আল-বুখারী সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি

মনীষীগণ ইমাম বুখারী (রহ.) এর উঁচু মর্যাদার ব্যাপারে ভূয়সী প্রশংসা যেভাবে করেছেন; ঠিক তেমনিভাবে তাঁর সঙ্কলিত সহীহ আল–বুখারী এর ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন। নিম্নে সহীহ আল-বুখারী প্রসঙ্গে মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন হতে কিছু উক্তি উপস্থাপন করা হলো-

০১. ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,[৩৩২]

مَا أدخلت فِي كتاب (الْجَامِع) إِلَّا مَا صحَّ، وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطول.

'[আমি 'আল-জামি' গ্রন্থে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংযোজন করেছি। আর আমি গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশংকায় বহু সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি]'।

০২. ইমাম বুখারী (রহ.) এর শর্ত মুতাবিক তাঁর উক্ত গ্রন্থে কোন দ্ব'য়ীফ হাদীস নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন:

مَا أدخلت فِي كتابي الْجَامِع الا مَا صَحَّ وَتركت من الصَّحِيح حَتَّى لَا يطول.

'[আমি আমার কিতাব 'আল-জামি'-এর মাঝে সহীহ ব্যতীত অন্য কিছু প্রবিষ্ট করিনি। আর দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে অনেক সহীহ হাদীস (এ কিতাবে সংকলন করা হতে) আমি বাদ দিয়েছি]'[৩৩৩]।

০৩. ইমাম নববী (রহ.)[৩৩৪] [মৃ. ৬৭৬ হি.] বলেন,[৩৩৫]

اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخارى ومسلم. واتفق الجمهور على أن صحيح البخارى أصحهما صحيحًا، وأكثرهما فوائد.

'[হাদীসের সকল 'আলিম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, গ্রন্থাবদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়। আর অধিকাংশের মতে এ দুটির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ সহীহ এবং জনগণকে অধিক উপকার দানকারী হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী]'।

---

[৩৩২] ***আল-বদরুল মুনীর ফী তাখরীযুল আহাদীস ওয়াল আ'সার আল-ওয়াকিয়াহ ফির শারহিল কাবীর,*** (আর-রিয়াদ: দারুল হিজরাতি ওয়াত-তাওযী', ২০০৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[৩৩৩] ***ফাতহুল-বারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৭।

[৩৩৪] **ইমাম নববী (রহ.) [জ. ৬৩১ হি./ ১২৩৪ খ্রি.-মৃ. ৬৭৬ হি./১২৭৮ খ্রি.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়:** তাঁর পুরো নাম আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আন্-নববী। তিনি স্বীয় যুগের প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ৬৩১ হি./১২৩৪ খ্রি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। দুনিয়া ত্যাগী এই মহান ব্যক্তিত্ব দামিশ্কের দারুল-হাদীস আশরাফিয়ার 'শায়খুল-হাদীস' ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে একটি দিরহামও তিনি কখনও গ্রহণ করেন নি। সহীহ মুসলিমের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যগ্রন্থ 'শারহু নববী লি সহীহ মুসলিম' এবং সহীহ হাদীসের প্রসিদ্ধ সঙ্কলন 'রিয়াদুস-সালিহীন' ছাড়াও নানাবিধ বিষয়ে তিনি আরো বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- (১) সহীহ আল-বুখারী-র শরহু কিতাবিল ঈমান, (২) কিতাবুর-রওযা, (৩) কিতাবুল-মুবহামাত, (০৪) জামি'উস্-সুন্নাহ, (৫) মুখতাসার উসদুল-গাবাহ, (৬) বুস্তানুল 'আরিফীন, (৭) ইরশাদ ফী 'উলূমিল-হাদীস ইত্যাদি। দামিশ্কে জীবন কাটলেও মৃত্যুর পূর্বে নিজ গ্রাম 'নাওয়া' তে নীত হন এবং তথায় ৬৭৬ হি./১২৭৮ খ্রি. সনে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. তাবাকাতুল-হুফ্ফায, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০; মরহুম হাফিয মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (রহ.), বঙ্গানুবাদ রিযাদুস্-সালিহীন, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মে-২০১৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩-৪।

[৩৩৫] আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইব্ন শারফ আন-নববী (রহ.), ***তাহযীবুল আসমা' ওয়াল-লুগা'ত,*** (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

০৪. ইমাম নাসাঈ (রহ.) [মৃ. ৩০৩ হি.] বলেন,[৩৩৬]

أجود هذه الكتب كتاب البخارى. وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين، ووجوب العمل بأحاديثهما.

'[এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উত্তম গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম আল-বুখারী এর গ্রন্থ। আর সমগ্র উম্মত এ দু'টি (সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম) গ্রন্থের বিশুদ্ধতা আর এ দু'টির হাদীসসমূহের ওপর আমল করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেছেন]'।

০৫. জমহুর 'আলিমগণের মতে,[৩৩৭]

أصح الكتب بعد كتاب الله تحت السماء صحيح اللخاري.

'[আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী]'।

০৬. আল-ইয়াফি'ঈ (রহ.) [মৃ. ৭৬৮ হি.] বলেন,[৩৩৮]

البخاري الحافظ الإمام قدوة الأنام وعالي المقام جامع أصح الكتب المصنفة في السنن و الأحكام إمام المحدثين شيخ الإسلام.

'[ইমাম আল-বুখারী (রহ.) হাদীসের হাফিয, ইমাম, বিশ্ববাসীর নেতা, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। সুনান এবং আহকামের ওপর সংকলিত গ্রন্থাবলীর মাঝে সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থের সংকলক, মুহাদ্দিসগণের ইমাম এবং ইসলামের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি]'।

০৭. তাজউদ্দীন আস্-সূবকী (রহ.) [মৃ. ৭৭১ হি.] বলেন,[৩৩৯]

أما كتابه "الجامع الصحيح" فأجل كتب الإسلام، و أفضلها بعد كتاب الله.

'[তাঁর কিতাব 'আল-জামিউস-সহীহ' ইসলামী গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহ্র কিতাবের পর অধিক ফযীলতপূর্ণ কিতাব]'।

০৮. ড. সুবহী সালেহ বলেন,[৩৪০]

هو مصنف الكتاب العظيم " الجامع الصحيح" الذي هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد.

'[ইমাম আল-বুখারী (রহ.) মহান কিতাব 'আল-জামিউস্-সহীহ' এর সংকলক। আর এটি কুরআন মাজীদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ]'।

---

[৩৩৬] *তাহযীবু আসমাই'ল-লুগাত*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[৩৩৭] ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত।

[৩৩৮] প্রাগুক্ত।

[৩৩৯] প্রাগুক্ত।

[৩৪০] প্রাগুক্ত।

০৯. 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী[৩৪১] (রহ.) ভাষায়:

اتّفق عُلَمَاء الشرق والغرب على أَنه لَيْسَ بعد كتاب اله تَعَالَى أصح من صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم فرجح الْبَعْض مِنْهُم المغاربة صَحِيح مُسلم على صَحِيح البُخَارِيّ وَالْجُمْهُور على تَرْجِيح البُخَارِيّ على مُسلم لِأَنَّهُ أَكثر فَوَائِد مِنْهُ.

'[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেও 'আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, আল্লাহর কিতাবের পরে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহু মুসলিম এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধগ্রন্থ আর নেই। তবে কোন পশ্চিমদেশীয় 'আলিম সহীহ মুসলিমকে সহীহ আল-বুখারীর ওপর স্থান দিয়ে থাকলেও জামহুরের মতে সহীহ আল-বুখারী সহীহ মুসলিম থেকে অগ্রগণ্য, কারণ সহীহ আল-বুখারী সহীহু মুসলিম থেকে অধিক ফায়দা প্রদানকারী]'[৩৪২]।

১০ '[আলিমদের ভাষ্যমতে, প্রথম সহীহ গ্রন্থ হলো: ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) এর আস-সাহীহ গ্রন্থ; যা সহীহ আল-বুখারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনুস-সালাহ (রহ.), ইমাম নববী (রহ.), ইমাম 'আইনী (রহ.) ও ইমাম সুয়ূতী (রহ.) সহ অনেক মুহাদ্দিসগণ এটি বর্ণনা করেছেন]'[৩৪৩]।

১১. সহীহ আল-বুখারীর প্রশংসায় বর্ণিত কবিতার পংক্তি:

অনেকেই সহীহ আল-বুখারীর গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। নিম্নে জগতখ্যাত ইতিহাসবেত্তা, দার্শনিক, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির আল্লামা হাফিয আবুল-ফিদা ইব্ন ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর আদ্-দিমাশকী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ 'আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ' এর মধ্যে সহীহ আল-বুখারীর মর্যাদা প্রকাশে রচিত চমকপ্রদ কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করেছেন।[৩৪৪]

صحيح البخاري لو أنصفوه * لما خط إلا بماء الذهب

هو الفرق بين الهدي والعمى * هو السد بين الفتى والعطب

أسانيد مثل نجوم السماء * أمام متون كمثل الشهب

به قام ميزان دين النبي * ودان به العجم بعد العرب

حجاب من النار لا شك فيه * يميز بين الرضا والغضب

وستر رقيق إلى المصطفى * ونور مبين لكشف الريب

فيا عالما أجمع العالمون * على فضل رتبته في الرتب

---

[৩৪১] 'আল্লামা' বদরুদ্দীন আইনী (রহ.): তাঁর পুরো নাম আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন আহ্মদ মূসা বদরুদ্দীন 'আইনী । তাঁর পিতা আহ্মদ (৭২৫ হি./১৩২৫ খ্রি.-মৃ. ৭৮৪ হি./১৩৮২ খ্রি.) আলেপ্পোর অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি 'আইন-তাব্ নামক শহরে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানকার কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন। এ শহরেই বদরুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর শহরের অন্যান্য 'আলিমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করার পর আলেপ্পো, সিরিয়া, বায়তুল মুকাদ্দাস প্রভৃতি শহরের খ্যাতনামা হাদীস বিশারদদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর স্বনামধন্য শিক্ষকগণ হলেন-হাফিয যয়নুদ্দীন 'আব্দুর রহীম আল্-ইরাকী (রহ.), হাফিয সিরাজুদ্দীন বালকীনী (রহ.), তাকীউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখ। তিনি হাদীস, ফিক্হ, তারীখ প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বহু গ্রন্থের রচিয়তা হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো- 'উমদাতুল-ক্বারী, আল্-বিনায়াহ ফী শরহি হিদায়াহ, রামযুল হাকা'ইক ফী শরহি কানযিক দাকা'ইক, আল-ওয়াসীত ফী মুখতাসারিল মুহীত ইত্যাদি। দ্র. তরজমাতুল 'আইনী মুকাদ্দামাতু 'উমদাতিল-ক্বারী (মিসর: দারুল- ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ২-১০।

[৩৪২] ***উমদাতুল-ক্বারী শারহু সহীহ আল-বুখারী,*** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৫।

[৩৪৩] The Quranic Studies (A Half Yearly Resarch Journal), (Kustia: Islamic University, Vol-05, No- 4, December-2015), P-15.

[৩৪৪] ***তারীখু দিমাশক,*** প্রাগুক্ত, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৭৪।

سبقت الأئمة فيما جمعت * وفزت على رغمهم بالقصب

نفيت السقيم من الناقلين * ومن كان متهما بالكذب

وأثبت من عدلته الرواة * وصحت روايته في الكتب

وأبرزت في حسن تربيته * وتبويبه عجبا للعجب

فأعطاك ربك ما تشتهية * وأجزل حظك فيما يهب

وخصك في عرصات الجنان * بنعم تدوم ولا تنقضب

- ✓ যদি তারা (মনীষীগণ) সহীহ আল-বুখারী বিষয়ে ন্যায় বিচার করতেন; তাহলে তা (সহীহ আল-বুখারী) স্বর্ণজল ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে লিখা হতো না।
- ✓ এটি সুপথপ্রাপ্ত ও অন্ধের মাঝে পার্থক্যকারী; এটি যুবক ও ক্লান্তির মাঝে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।
- ✓ সনদগুলো আকাশের নক্ষত্রসম; মতনের পূর্বে সেগুলো তারকাতুল্য।
- ✓ এটির মাধ্যমে রাসূদের দ্বীনের মাপকাঠি স্থাপিত হয়েছে; আরবের পর অনারব জাতিও এর সম্মখে অবনত হয়েছে।
- ✓ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য পর্দা স্বরূপ; এতে কোন সন্দেহ নেই। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্রোধের মধ্যে পার্থক্যকারী।
- ✓ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছার জন্য এটি একটি কোমল পদা; সকল সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য এটি প্রকাশ্য দলীল।
- ✓ অতএব, ওহে জ্ঞানী! জ্ঞানীগণ এটির অধিক মর্যাদার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
- ✓ আপনি (সহীহ আল-বুখারী) যা সঙ্কলন করেছেন তাতে আপনি বিগত সকল ইমামকে অতিক্রম করেছেন। আপনি তাদেরকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।
- ✓ বর্ণনাকারীগণের মধ্য থেকে আপনি দূর্বল ও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত; বর্ণনাকারীদের বিলোপ সাধন করেছেন।
- ✓ সুপ্রতিষ্ঠিত আপনার ন্যায়পরায়ণতা রাবীদের মাঝে; বিশুদ্ধ হয়েছে আপনার রিওয়ায়াত কিতাবসমূহের মাঝে।
- ✓ সুন্দর বিন্যাস ও অধ্যায় প্রণয়নে আপনি সকলকের নিকট বিস্ময় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।
- ✓ অতএব, আপনার প্রভূ আপনাকে কাঙ্খিত বস্তু দান করুক। তিনি (আল্লাহ) যা দিবেন তা যেন পরিপূর্ণভাবে দান করেন।
- ✓ আপনার কারণেই ফাঁকা স্থানগুলো বাগানসমূহে পরিণত হলো; যেগুলোতে নিয়ামত বর্ষিত হওয়াকখনো নি:শেষ হবার নয়।

চতূর্থ পরিচ্ছেদ

সহীহ আল-বুখারী-এর কিতাবুল আদাবে উল্লিখিত ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা

ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা এক হাজার আশি জন। তন্মধ্যে সহীহ আল-বুখারীতে তিন শতাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে কেবলমাত্র তাঁদের নাম উপস্থাপন করা হয়েছে, যে সকল শিক্ষক থেকে তিনি সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসসমূহ সঙ্কলন করেছেন। অর্থাৎ তিনি যে সকল শিক্ষকমণ্ডলী সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসসমূহ সঙ্কলন করেছেন, নিম্নের ছকে তাঁদের নাম ও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলে ধরা হলো-

ক্রমিক নং	নাম	বর্ণিত হাদীস	সংখ্যা
০১	আবুল ওয়ালীদ (রহ.)	৫৯৭০, ৫৯৮২, ৫৯৯৬, ৬০১২, ৬০২৩, ৬০৯৮, ৬১৭২, ৬১৯৯	০৮টি
০২	কুতাইবা ইব্ন সা'ঈদ (রহ.)	৫৯৭১, ৬০১৮, ৬০৪৯, ৬০৮৬, ৬১০৮, ৬১৩১, ৬১৩৩, ৬১৩৭, ৬১৪৮, ৬১৬০, ৬১৬৯	১১টি
০৩	মুসাদ্দাদ (রহ.)	৫৯৭২, ৬০০৮, ৬০৭০, ৬০৮২, ৬০৯৯, ৬১১০, ৬১২৩, ৬১৪৪, ৬১৪৯, ৬১৬১, ৬১৭৭, ৬১৮৪, ৬১৮৭, ৬২০৩, ৬২১২, ৬২১৬	১৬টি
০৪	আহ্মদ ইব্ন ইউনূছ (রহ.)	৫৯৭৩, ৬০৫৭, ৬১২০	০৩টি
০৫	সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (রহ.)	৫৯৭৪, ৫৯৮৯, ৫৯৯৯, ৬০৩৬, ৬১৯১ ৬২১৫	০৬টি
০৬	সা'দ ইব্ন হাফস (রহ.)	৫৯৭৫	০১টি
০৭	ইসহাক (রহ.)	৫৯৭৬, ৬১০৭, ৬১২৪, ৬২১১	০৪টি
০৮	মুহাম্মদ ইব্নুল-ওয়ালীদ (রহ.)	৫৯৭৭	০১টি
০৯	আল-হুমায়দী 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রহ.)	৫৯৭৮, ৬০৬৩	০২টি
১০	ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (রহ.)	৫৯৮০, ৫৯৮৪, ৫৯৮৬, ৬০৫২, ৬০৬৮, ৬১৫৬, ৬১৮১, ৬২১৪	০৮টি
১১	মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.)	৫৯৮১, ৫৯৯৪, ৬০৯৬, ৬২০৮	০৪টি
১২	'আব্দুর রহমান (রহ.)	৫৯৮৩	০১টি
১৩	ইব্রাহীম ইব্ন আল-মুনযির (রহ.)	৫৯৮৫	০১টি
১৪	বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.)	৫৯৮৭, ৬০৬৪	০২টি
১৫	খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ (রহ.)	৫৯৮৮, ৬২০৪	০২টি
১৬	'আমর ইব্ন 'আব্বাস (রহ.)	৫৯৯০	০১টি
১৭	মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (রহ.)	৫৯৯১, ৬০০১, ৬০৩৪, ৬০৭১, ৬০৭২ ৬২২১	০৬টি
১৮	আবুল ইয়ামান (রহ.)	৫৯৯২, ৫৯৯৫, ৫৫৯৭, ৬০১০, ৬০৩৭, ৬০৬৫, ৬০৭৩, ৬০৭৪,	১৮টি

		৬০৭৫, ৬১২৮, ৬১৪৫, ৬১৫২, ৬১৭৩, ৬২০১, ৬২০৫, ৬২০৭, ৬২১৮, ৬২১৯	
১৯	হিব্বান (রহ.)	৫৯৯৩	০১টি
২০	মুহাম্মদ ইব্ন ইউসূফ (রহ.)	৫৯৯৮, ৬১৭৯,	০২টি
২১	আল-হাকাম ইব্ন নাফি‘ (রহ.)	৬০০০	০১টি
২২	মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (রহ.)	৬০০২, ৬০৪৩, ৬০৯০, ৬১৪১	০৪টি
২৩	‘আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.)	৬০০৩, ৬০৮১, ৬১৩৬, ৬১৩৮	০৪টি
২৪	‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন ইসমা‘ঈল (রহ.)	৬০০৪	০১টি
২৫	‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আব্দুল-ওহ্হাব (রহ.)	৬০০৫	০১টি
২৬	ইসমা‘ঈল ইব্ন আব্দুল্লাহ (রহ.)	৬০০৬, ৬০০৯, ৬০৮৫, ৬১০৪, ৬১২১	০৫টি
২৭	‘আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (রহ.)	৬০০৭, ৬১২৬, ৬১৫৮, ৬১৭৮	০৪টি
২৮	আবূ নু‘য়াইম (রহ.)	৬০১১, ৬০৫৬, ৬১৪৬, ৬১৭০, ৬২০০	০৫টি
২৯	‘ওমর ইব্ন হাফস (রহ.)	৬০১৩, ৬০৩৫, ৬০৪৮, ৬০৫০, ৬০৫৮, ৬১০০, ৬১০১	০৭টি
৩০	ইসমা‘ঈল ইব্ন আবী উয়াইস (রহ.)	৬০১৪	০১টি
৩১	মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল (রহ.)	৬০১৫	০১টি
৩২	‘আসিম ইব্ন আলী (রহ.)	৬০১৬, ৬২২৬	০২টি
৩৩	‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (রহ.)	৬০১৭, ৬০১৯, ৬০৬০, ৬০৭৬, ৬০৭৭, ৬১১৪, ৬১৩৫	০৭টি
৩৪	হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (রহ.)	৬০২০	০১টি
৩৫	‘আলী ইব্ন আইয়াশ (রহ.)	৬০২১	০১টি
৩৬	আদম (রহ.)	৬০২২, ৬০৪১, ৬০৬১, ৬১১৭, ৬১২২, ৬১২৫, ৬১২৯, ৬১৫৭, ৬১৯৬, ৬২০৯, ৬২২০	১১টি
৩৭	‘আব্দুল-‘আযীয ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ (আল-উয়াইসী) (রহ.)	৬০২৪, ৬০৬৯, ৬০৮৮	০৩টি
৩৮	‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘আব্দুল-ওয়াহ্হাব (রহ.)	৬০২৫, ৬১৩২, ৬১৬৬	০৩টি
৩৯	মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (রহ.)	৬০২৬, ৬০২৭, ৬০৫৯	০২টি
৪০	মুহাম্মদ ইব্নুল-আ‘লা’ (রহ.)	৬০২৮, ৬১৯৮	০২টি
৪১	হাফস ইব্ন ‘ওমর (রহ.)	৬০২৯, ৬০৩৯, ৬০৫১	০৩টি
৪২	মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (রহ.)	৬০৩০, ৬০৫৫, ৬০৯৫	০৩টি
৪৩	আসবাগ (রহ.)	৬০৩১, ৬১৫১	০২টি
৪৪	‘আমর ইব্ন ঈসা (রহ.)	৬০৩২	০১টি
৪৫	‘ওমর ইব্ন ‘আওন (রহ.)	৬০৩৩	০১টি
৪৬	‘আমর ইব্ন ‘আলী (রহ.)	৬০৪০	০১টি
৪৭	‘আলী ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ (রহ.)	৬০৪২, ৬০৬২, ৬১৮৩, ৬১৮৫, ৬১৮৮, ৬২০৬	০৬টি
৪৮	সুলায়মান ইব্ন হারব (রহ.)	৬০৪৪, ৬১৪২, ৬১৪৩, ৬১৫৩, ৬১৯৫, ৬২২২	০৬টি
৪৯	আবূ মা‘মার (রহ.)	৬০৪৫	০১টি
৫০	মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (রহ.)	৬০৪৬	০১টি

৫১	মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (রহ.)	৬০৪৭, ৬১৩৯, ৬১৪৭, ৬২১৭	০৪টি
৫২	কাবীসাহ (রহ.)	৬০৫৩	০১টি
৫৩	সাদাকাহ ইবনুল-ফাযল (রহ.)	৬০৫৪, ৬১৮৬, ৬১৯২	০৩টি
৫৪	মুহাম্মদ ইবনুল-সাব্বাহ (রহ.)	৬০৬০, ৬০৮৩	০২টি
৫৫	সাঈদ ইব্ন 'উফাইর (রহ.)	৬০৬৭	০১টি
৫৬	মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (রহ.)	৬০৭৮, ৬০৮০,৬১০৩, ৬১১২, ৬১৩০, ৬১৫০, ৬২১৩	০৭টি
৫৭	ইব্রাহীম (রহ.)	৬০৭৯	০১টি
৫৮	হিব্বান ইব্ন মূসা (রহ.)	৬০৮৪	০১টি
৫৯	মূসা (রহ.)	৬০৮৭	০১টি
৬০	ইবনু নুমা'ইর (রহ.)	৬০৮৯, ৬১৯৪	০২টি
৬১	ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (রহ.)	৬০৯২	০১টি
৬২	মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (রহ.)	৬০৯৩	০১ টি
৬৩	'ওসমান ইব্ন আবী শায়বাহ (রহ.)	৬০৯৪, ৬১১৫	০২টি
৬৪	ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (রহ.)	৬০৯৭	০১টি
৬৫	'আব্‌দান (রহ.)	৬১০২, ৬১৭১, ৬১৮০	০৩টি
৬৬	আহ্‌মদ ইব্ন সা'ঈদ (রহ.)	৬১০৩ (মুহাম্মদ)	
৬৭	মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.)	৬১০৫, ৬১১১, ৬১৫৯, ৬১৬২, ৬১৯৭, ৬২০২	০৬টি
৬৮	মুহাম্মদ ইব্ন 'উবাদাহ (রহ.)	৬১০৬	০১টি
৬৯	বুসরাতু ইব্ন সাফওয়ান (রহ.)	৬১০৯	০১টি
৭০	মাক্কী (রহ.)	৬১১৩	০১টি
৭১	ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন ইউসুফ (রহ.)	৬১১৬	০১টি
৭২	'আলী ইব্নুল-যা'দ (রহ.)	৬১১৯	০১টি
৭৩	আবুন-নু'মান হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (রহ.)	৬১২৭	০১টি
৭৪	ইসহাক ইব্ন মানসূর (রহ.)	৬১৩৪	০১টি
৭৫	আইয়াশ ইব্নুল-ওয়ালীদ (রহ.)	৬১৪০, ৬১৮২	০২টি
৭৬	'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (রহ.)	৬১৫৪	০১টি
৭৭	'আব্দুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.)	৬১৬৩	০১টি
৭৮	মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল-হাসান (রহ.)	৬১৬৪	০১টি
৭৯	সুলায়মান ইব্ন 'আব্দুর রহমান (রহ.)	৬১৬৫	০১টি
৮০	'আমর ইব্ন আসিম (রহ.)	৬১৬৭	০১টি
৮১	বিশর ইব্ন খালিদ (রহ.)	৬১৬৮	০১টি
৮২	'ইমরান ইব্ন মায়সারাহ (রহ.)	৬১৭৬	০১টি
৮৩	ইসহাক ইব্ন নাসর (রহ.)	৬১৯০	০১টি
৮৪	ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (রহ.)	৬১৯৩	০১টি
৮৫	আদম ইব্ন আবী আইয়াস (রহ.)	৬২২৩, ৬২২৫	০২টি
৮৬	মালিক ইব্ন ইসমা'ইল (রহ.)	৬২২৪	০১টি

চতুর্থ অধ্যায়

باب (বাব) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা

জগতবিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম বুখারী (রহ.) সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত باب(বাব) সমূহ এবং আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে উল্লিখিত باب(বাব) সমূহ নিয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় গ্রন্থের বাব সমূহের মধ্যে কিছু কিছু বাবের মাঝে হুবহু মিল রয়েছে। আবার কিছু কিছু বাবের মাঝে বেশিরভাগ কিংবা আংশিক মিল রয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত বেশির ভাগ বাবের মাঝে কোন ধরনের মিল খুজে পাওয়া যায় না।

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী সঙ্কলনে বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা ও শর্তারোপ করেছেন; যা আল-আদাবুল মুফরাদের সঙ্কলনের ক্ষেত্রে করেন নি। কেননা সহীহ আল-বুখারী-র কিতাবুল আদবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সঙ্কলন করা হয়েছে। আর আল-আদাবুল মুফরাদে সহীহ, হাসান, যয়ীফ হাদীসও তিনি সঙ্কলন করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত **১২৮**টি باب(বাব) এ **২৫৭**টি হাদীস সঙ্কলন করা হয়েছে; যা উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়াও তিনি আরো বিস্তারিতভাবে আল-আদাবুল মুফরাদে ৬৪৩টি, ৬৪৪টি এবং ৬৪৫টি باب(বাব) ও **১৩২২**টি হাদীস, মতান্তরে **১৩৩৯**টি হাদীসের সমন্বয়ে শিষ্টাচার তথা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বলিত হাদীসগুলো সঙ্কলন করেছেন।

তিনি সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীস সমূহকে মুসলিম উম্মাহ্-র শিষ্টাচার সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট মনে করেননি, বিধায় স্বতন্ত্রভাবে আল-আদাবুল মুফরাদ সঙ্কলন করেছেন। উভয় গ্রন্থের باب(বাব) গুলো নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে পাঁচটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তা হলো:

(এক) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদের (**১৭**) সতেরটি باب(বাব) এর মাঝে হুবহু মিল খুজে পাওয়া যায়।

(দুই) উভয় গ্রন্থের **৩৩**টি باب(বাব) এর মধ্যে বেশিরভাগ বা আংশিক মিল খুজে পাওয়া যায়।

(তিন) সহীহ আল-বুখারী-র কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৭৮টি باب (বাব) এর সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের বাবসমূহের সাথে কোন ধরনের মিল খুজে পাওয়া যায় না।

(চার) অনুরূপভাবে আল-আদাবুল মুফরাদের বাবসমূহের মধ্যে হতে ৫০টি باب(বাব) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের সাথে হুবহু, বেশিরভাগ কিংবা আংশিক মিল রয়েছে।

(পাঁচ) আল-আদাবুল মুফরাদের বাকী ৫৯৫টি باب(বাব) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের উল্লিখিত বাবের সাথে কোন ধরনের মিল নেই।

অথচ উভয় গ্রন্থের সঙ্কলক ইমাম বুখারী (রহ.) স্বয়ং নিজেই, তথাপিও এতো ভিন্নতা কেন? গবেষণার মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে এ অধ্যায়টিকে দুইটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে উভয় গ্রন্থের باب(বাব) সমূহে বিরাজমান পার্থক্যসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ

উভয় গ্রন্থের হুবহু/বেশিরভাগ মিল باب(বাব) সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

সহীহ আল-বুখারী-র কিতাবুল আদবে উল্লিখিত باب(বাব) সংখ্যা ১২৮টি। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত باب(বাব) এর সংখ্যা ৬৪৫টি। উভয় গ্রন্থের বাবসমূহ নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে ১৭টি باب(বাব) এর মাঝে হুবহু মিল খুজে পাওয়া যায়। باب(বাব) গুলো যথাক্রমে সহীহ আল-বুখারীর ০১(২৪৩৩)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ০১নং باب(বাব), ১০(২৪৪২)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ২৭নং باب(বাব), ১৫(২৪৪৭)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৪নং باب(বাব), ২৪(২৪৫৭)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৭৩নং باب(বাব), ২৮(২৪৬০)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৫৫নং باب(বাব), ৬১(২৪৯৩)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ২৫১নং বাব, ৭১(২৫০৩)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ১৮২নং باب(বাব), ৭৭(২৫০৯)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ২৭১ ও ৬৩৮নং باب(বাব), ৭৮(২৫১০)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৬৪০নং باب(বাব), ৮১(২৫১৩)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ১২৪নং باب(বাব), ৮৩(২৫১৫)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৬১৮নং باب(বাব), ৮৫(২৫১৭)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৩১০নং باب(বাব), ১০০(২৫৩২) নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৫২নংباب (বাব), ১০১(২৫৩৩)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৩১নং باب(বাব) ও ১১৪(২৫৪৬)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৫৮নং باب(বাব) এবং ১২৮(২৫৬০)নং বাবের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৪৩১নং باب(বাব)।

সহীহ আল-বুখারী-র কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদ এ উল্লিখিত باب(বাব) সমূহের মধ্য হতে হুবহু باب(বাব) সমূহ নিম্নে ছকাকারে তুলে ধরা হলো:

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
০১(২৪৩৩)	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا (العنكبوت: ٠٨). বাব: মহান আল্লাহর বাণী: আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।	০১	باب: قوله تعالي: و وصينا الإنسان بوالديه خسنا (العنكبوت: ٠٨). বাব: মহান আল্লাহর বাণী: পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন: "আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছি।"
১০(২৪৪২)	بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ. বাব: রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করার ফযীলত।	২৭	بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ. বাব: আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণের ফযীলত।

১৫(২৪৪৭)	بَابٌ: لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ. বাব: প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়।	৩৪	بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ. বাব: প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নয়।
২৪(২৪৫৭)	بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا. বাব: ইয়াতীমের তত্তাবধানকারীর ফযীলত।	৭৩	بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا. বাব: ইয়াতীমকে লালনকারীর মর্যাদা।
২৮(২৪৬০)	بَابُ الوَصَاةِ بِالْجَارِ. বাব: প্রতিবেশীর জন্য অসীয়ত।	৫৫	بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ. বাব: প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ।
৬১(২৪৯৩)	বাব: অহংকার। بَابُ الكِبْرِ .	২৫১	বাব: দাম্ভিকতা। بَابُ الكِبْرِ .
৭১(২৫০৩)	بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى. বাব: ধৈর্যধারণ ও কষ্ট দেওয়া।	১৮২	بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الأَذَى. বাব: উৎপাত সহ্য করা।
৭৭(২৫০৯)	বাব: লজ্জাশীলতা। بَابُ الحَيَاءِ .	২৭১, ৬৩৮	বাব: লজ্জাশীলতা। بَابُ الحَيَاءِ.
৭৮(২৫১০)	بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. বাব: যখন তুমি লজ্জা ত্যাগ করবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।	৬৪০	بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. বাব: যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।
৮১(২৫১৩)	بَابُ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ. বাব: মানুষের সাথে হাসিমুখে মিলা-মিশা করা।	১২৪	بَابُ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ. বাব: মানুষের সাথে হাসি মুখে মেলামেশা করা।
৮৩(২৫১৫)	بَابٌ: لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ. বাব: মু'মিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।	৬১৮	بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ. বাব: সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহাদ্য প্রদর্শন।
৮৫(২৫১৭)	بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِه বাব: মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খিদমত করা।	৩১০	بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ. বাব: মেহমানের সমাদর ও সশরীরে তার খেদমত করা।
১০০(২৫৩২)	بَابُ لاَ يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي. বাব: কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা 'খবীস, হয়ে গেছে।	৩৫২	بَابُ لَا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي. বাব: কেউ যেন না বলে 'আমার আত্মা নাপাক হয়ে গেছে'।
১০১(২৫৩৩)	بَابٌ: لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ. বাব: যমানাকে গালি দিবে না।	৩৩১	بَابُ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ. বাব: তোমরা যুগকে গালি দিওনা।
১০৫(২৫৩৭)	بَابُ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. বাব: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম।	৩৫৬	بَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. বাব: মহামহিম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম।

১০৫(২৫৩৭)	بَابُ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. বাব: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম।	৩৫৬	بَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. বাব: মহামহিম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম।
১১৪(২৫৪৬)	بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ. বাব: আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত নাম।	৩৫৮	بَابُ أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. বাব: মহামহিম আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় নাম।
১২৮(২৫৬০)	بَابُ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. বাব: যদি কেউ হাই তোলে, তবে সে যেন নিজের হাত তার মুখে রাখে।	৪৩১	بَابُ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. বাব: কেউ হাই তুললে সে যেন নিজ মুখে হাত দেয়।

২য় পরিচ্ছেদ

উভয় গ্রন্থে باب(বাব) সমূহের শিরোনামে আধাআধি বা আংশিক পার্থক্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের باب(বাব) সমূহ ও আল-আদাবুল মুফরাদ এর باب(বাব) সমূহের মাঝে একচল্লিশ (৪১)টি বাবের শিরোনামে অধিকাংশ বা আংশিক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের পার্থক্য তথা সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত باب(বাব) ও আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত باب(বাব) সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা বিস্তারিতভাবে আলাদা আলাদা ছকের মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
০৪(২৪৩৬)	بَابٌ: لاَ يَسُبُّ **الرَّجُلُ** وَالِدَيْهِ. বাব: কোন লোক তার মাতা-পিতাকে গাল-মন্দ করবে না।	১৪	باب لا يسب والديه. বাব: পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করবে না।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত باب(বাব) এ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের তুলনায় الرَّجُلُ শব্দটি বেশি। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে ৪নং باب(বাব) এর অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের ১৪নং باب(বাব) এর অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
০৬(২৪৩৮)	بَابٌ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ **مِنَ الكَبَائِرِ**. বাব: মাতা-পিতার অবাধ্যচারণ করা কবীরা গুনাহ।	০৭	باب: عقوق الوالدين. বাব: পিতা-মাতার অবাধ্যতা।

উভয় গ্রন্থের বাবদ্বয়ের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত باب(বাব) এ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের তুলনায় مِنَ الكَبَائِرِ অংশটি বেশি। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে ৬নং বাবের অধীনে (০৪) চারটি ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৭নং বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
০৭(২৪৩৯)	بَابُ صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ. বাব: মুশরিক পিতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।	১৩	باب: بر الوالد المشرك. বাব: মুশরিক পিতার সাথে সদ্ব্যবহার।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে صِلَةِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে بر উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়

গ্রন্থের শিরোনামে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহ.) শিষ্টাচার তথা নৈতিকতার ব্যাপকতা বুঝিয়েছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০১) একটি ও আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০৩) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১১(২৪৪৩)	بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ. বাব: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ।	৩২	باب إثم قاطع الرحم. বাব: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পাপ।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে الْقَاطِعِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে قاطع الرحم উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের তুলনায় আল-আদাবুল মুফরাদের বাবে শব্দ সংখ্যা বেশি উল্লেখ করেছেন। আর তাতে হাদীসের সমাহার ঘটিয়েছেন সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের তুলনায় তিনগুণ বেশি।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১২(২৪৪৪)	بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ. বাব: রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করলে রিয্ক বৃদ্ধি হয়।	২৮	باب صلة الرحم تزيد في العمر. বাব: আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ূ বৃদ্ধি পায়।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে تزيد في العمر এবং بِصِلَةِ الرَّحِمِ স্থলে صلة الرحم উল্লেখ করা হয়েছে। রিয্ক ও আয়ূ উভয়ের সম্পর্ক এক ও অভিন্ন। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে একজন মানুষ তখনই মারা যায় যখন তার রিয্ক শেষ হয়ে যায়। তিনি সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবে ও আল-আদাবুল মুফরাদের বাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এবং بِصِلَةِ الرَّحِمِ স্থলে صلة الرحم উল্লেখ করেছেন। আর তিনি উভয় গ্রন্থের বাবেই দু'টি করে হাদীস সঙ্কলন করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১৬(২৪৪৮)	بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ. বাব: যে লোক মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে।	৩৬	بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أسلم. বাব: ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ফল।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে فِي الشِّرْكِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে فِي الْجَاهِلِيَّةِ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় গ্রন্থের বর্ণিত বাবে একটি করে হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১৯(২৪৫১)	بَابٌ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ. বাব: আল্লাহ দয়া-মায়াকে একশ' ভাগ করেছেন।	৫৪	بَابُ الرَّحْمَةُ مِائَةُ جُزْءٍ. বাব: দয়ার শত ভাগ।

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে جَعَلَ اللَّهُ শব্দদ্বয় বেশি লিখছেন। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত বাবে একটি করে হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
২৭(২৪৫৯)	بَابُ رَحْمَةِ **النَّاسِ وَالبَهَائِمِ**. বাব: মানুষ ও পশুর প্রতি দয়া।	১৭৬	باب رحمة **البهائم**. বাব: নির্বাক প্রাণীর প্রতি দয়া।

উভয় গ্রন্থের বাবগুলোর মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে النَّاسِ وَالبَهَائِمِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে البَهَائِمِ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত পরিচ্ছেদে মানুষ ও পশু প্রতি দয়া সম্বলিত শিরোনাম করেছেন। অথচ তিনি আল-আদাবুল মুফরাদের বাবে শুধুমাত্র পশুর প্রতি দয়া সম্বলিত শিরোনাম স্থাপন করেছেন। আর তিনি সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০৬) ছয়টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০৪) চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৩০(২৪৬২)	بَابٌ: لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا. বাব: কোন ব্যক্তি নারী তার প্রতিবেশী নারীকে তুচ্ছ মনে করবে না।	৬৭	بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا **وَلَوْ فِرْسِنُ شاة**. বাব: কোন প্রতিবেশী মহিলা তার অপর কোন প্রতিবেশী মহিলাকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেওয়াকেও অবমাননা মনে করবে না।[৩৪৫]

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত শিরোনামের চেয়ে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত শিরোনামে وَلَوْ فِرْسِنُ شاة অংশটুকু বেশি। তবে সহীহ আল-বুখারীতে কিতাবুল আদবে উল্লেখিত হাদীসে এ বর্ধিত অংশটুকু তুলে ধরা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৩১(২৪৬৩)	بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. বাব: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে ঈমান	৬৬	باب لا يؤذى جاره. বাব: প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না।

[৩৪৫] সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের চেয়ে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত শিরোনামে وَلَوْ فِرْسِنُ شاة বেশি। তবে সহীহ আল-বুখারীতে কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসে এ বর্ধিত অংশটুকু তুলে ধরা হয়েছে।

	রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।		

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বাবে উল্লিখিত শিরোনামের চেয়ে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত শিরোনামে (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَ) অংশটুকু বেশি। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনাম বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত বাবের শিরোনাম তুলনামূল সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। তবে সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০২) দু'টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০৩) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	**শিরোনাম**	**বাব**	**শিরোনাম**
৩২(২৪৬৪)	بَابُ حَقِّ الجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ. বাব: প্রতিবেশীদের অধিকার নির্ধারত হবে দরজার নিকটবর্তীতার মাধ্যমে।	৫৯	باب الأدنى فالأدنى من الجيران. বাব: নিকট হতে নিকটতর প্রতিবেশী।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবে উল্লিখিত শিরোনাম ও আল-আদাবুল মুফরাদের বাবে উল্লিখিত শিরোনামের শব্দগত ভিন্নতা রয়েছে। তবে কিতাবুল আদবের বাবের শিরোনামে উল্লিখিত قُرْبِ الأَبْوَابِ এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের শিরোনামে উল্লিখিত الأدنى فالأدنى এর মর্ম একই। আবার কিতাবুল আদবের শিরোনামে حَقِّ الجِوَارِ আল-আদাবুল মুফরাদে তদস্থলে من الجيران উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	**শিরোনাম**	**বাব**	**শিরোনাম**
৩৩(২৪৬৫)	بَابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. বাব: প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকাহ।	১১৫	باب إِنَّ كل معروفٍ صدقة. বাব: প্রতিটি সৎকর্ম সদকা স্বরূপ।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আল-আদাবুল মুফরাদের বাবে কেবলমাত্র إِنَّ শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে শিরোনামটির গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০২) দু'টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০৪) চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	**শিরোনাম**	**বাব**	**শিরোনাম**
৩৫(২৪৬৭)	بَابُ الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ. বাব: সকল কাজে নম্রতা।	২১৭	باب الرفق. বাব: নম্রতা প্রদর্শন।

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত শিরোনামের চেয়ে যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত শিরোনামে (فِي الأَمْرِ كُلِّهِ) অংশটুকু বেশি। তবে উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০২) দু'টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০৩) তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৩৯ (২৪৭১)	بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ. বাব: সচ্চরিত্রতা, দানশীলতা ও কৃপণতা ঘৃণ্য হওয়া সম্পর্কে।	১৩৫	بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ. বাব: সচ্চরিত্রতা।
”	”	১৩৬	بَابُ سَخَاوَةِ النَّفْسِ. বাব: মনের ঐশ্বর্য বা উদারতা।
”	”	১৩৭	بَابُ الشُّحِّ. বাব: মনের সংকীর্ণতা বা কৃপণতা।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৩৯(২৪৭১)নং বাবটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের তিনটি বাবের মিল খুজে পাওয়া যায়। প্রথমত: উভয় গ্রন্থের بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ অংশটুকুর হুবহু মিল রয়েছে। দ্বিতীয়ত: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের শিরোনামে وَالسَّخَاءِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের শিরোনামে سَخَاوَةِ النَّفْسِ এবং وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ স্থলে الشُّحِّ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়গ্রন্থের সকল বাবে সঙ্কলিত হাদীসের সনদ ও মতন একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের অধীনে (০৬) ছয়টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর আল-আদাবুল মুফরাদের বাবত্রয়ের শিরোনামের অধীনে যথাক্রমে ১৩৫নং বাবে (০৬) ছয়টি, ১৩৬নং বাবে (০৫) পাঁচটি ও ১৩৭নং বাবে (০৩) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৪৬(২৪৭৮)	بَابُ الغِيبَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (الحجرات: ١٢). বাব: গীবত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী: তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে .....অতি দয়ালু পর্যন্ত।	৩০৬	بَابُ الْغِيبَةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الحجرات: ١٢). বাব: গীবত: আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: তোমরা একে অপরের গীবত করো না।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত বাবের শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সূরা আল-হুজুরাতে ১২নং আয়াতটি পুরোপুরিভাবে উল্লেখ করেছেন। আর আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের শিরোনামে সূরা আল-হুজুরাতে ১২নং আয়াতটির কিয়দাংশ উল্লেখ করেছেন। তবে সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০৩) তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৫৪(২৪৭৬)	بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ. বাব: অপছন্দনীয় প্রশংসা।	১৫৩	بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَادُحِ. বাব: সামনাসামনি প্রশংসা করা।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে مَا يُكْرَهُ مِن স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের مَا جَاءَ فِي উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও উভয় গ্রন্থের বাবের শিরোনামে শাব্দিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ ও মতন অভিন্ন; যাতে প্রতীয়মান হয় উভয় গ্রন্থের বাবের শিরোনামের উদ্দেশ্য একই ধরনের। সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০২) দু'টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০৪) চারটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৬৫(২৪৯৭)	بَابُ الزِّيَارَةِ، وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ. বাব: দেখা-সাক্ষাত এবং কোন লোকদের সাথে দেখা করতে গিয়ে, তাদের সেখানে খাবার গ্রহণ করা।	১৫৯	بَابُ الزِّيَارَةِ. বাব: সৌজন্য সাক্ষাত।
”	”	১৬০	بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ. বাব: সৌজন্য সাক্ষাত করতে গিয়ে আহার গ্রহণ।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬৫(২৪৯৭)নং বাবটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের দু'টি বাবের মিল খুজে পাওয়া যায়। প্রথমত: উভয় গ্রন্থের بَابُ الزِّيَارَةِ অংশটুকুর হুবহু মিল রয়েছে। দ্বিতীয়ত: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের শিরোনামে وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের শিরোনামে بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে কোন ধরনের ভিন্নতা খুজে পাওয়া যায়নি। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের অধীনে (০১) একটি এবং আর আল-আদাবুল মুফরাদের বাবদ্বয়ের শিরোনামের অধীনে যথাক্রমে ১৫৯নং বাবের অধীনে (০২) দু'টি ও ১৬০নং বাবের অধীনে (০৪) চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৬৭(২৪৯৯)	بَابُ الإِخَاءِ وَالحِلْفِ. বাব: ভ্রাতৃত্বের ও প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন।	২৫৭	بَابُ الْإِخَاءِ. বাব: ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন।
”	”	২৫৮	بَابُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ. বাব: ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬৭(২৪৯৯)নং বাবটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ২৫৭ ও ২৫৮নং বাবের মিল খুজে পাওয়া যায়। প্রথমত: উভয় গ্রন্থের بَابُ الْإِخَاءِ অংশটুকুর হুবহু মিল

রয়েছে। দ্বিতীয়ত: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের শিরোনামে وَالحِلْفِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের শিরোনামে بَابُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়গ্রন্থে বর্ণিত তিনটি বাবের শিরোনামত্রয়ের মূলভাব একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর আল-আদাবুল মুফরাদের বাবদ্বয়ের শিরোনামের অধীনে যথাক্রমে ২৫৭নং বাবে (০১) একটি, ২৫৮নং বাবে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৬৮(২৫০০)	بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ . বাব: মুচকি হাসি ও হাসি প্রসঙ্গে।	১২৫	باب التبَّسم. বাব: মুচকি হাসি।
”	”	১২৬	باب الضحك. বাব: হাসি।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬৮(২৫০০)নং বাবটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের দু'টি বাবের মিল খুজে পাওয়া যায়। প্রথমত: উভয় গ্রন্থের باب التبَّسم অংশটুকুর হুবহু মিল রয়েছে। দ্বিতীয়ত: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের শিরোনামে وَالضَّحِكِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের শিরোনামে باب الضحك উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদের বাবত্রয়ের মাঝে হুবহু মিল রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের অধীনে (১০) দশটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর আল-আদাবুল মুফরাদের বাবদ্বয়ের শিরোনামের অধীনে যথাক্রমে ১২৫নং বাবে (০২) দু'টি, ১২৬নং বাবে (০৩) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৯০(২৫২২)	بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْلِهِ: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (الشعراء: ٢٢٤-٢٢٧) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ). বাব: কবিতা পাঠ, সঙ্গীত ও উট চালানোর মধ্যে যা জায়েজ ও যা নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলার বাণী: আর বিপদগামী লোকেরাই কবিদের অনুসরণ	৩৮৫	قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (الشعراء: ٢٢٤). বাব: মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: “কবিগণ, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুগামী হয়।”

	করে থাকে..... তারা কোন পথে ফিরে বেড়াচ্ছে।		
”	”	৩৮৭	بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّعْرِ. বাব: অবাঞ্ছিত কবিতা।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৯০(২৫২২)নং বাবটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৮৫ ও ৩৮৭নং বাবের আংশিক মিল খুজে পাওয়া যায়। যেমন: প্রথমত- সহহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত বাবের (وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ) এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের শিরোনামে (مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّعْرِ) উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত- সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবে বর্ণিত শিরোনামে (مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالحُدَاءِ) এ অংশটুকু আল-আদাবুল মুফরাদে বর্নিত বাবের তুলনায় বেশি।

তৃতীয়ত- সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত বাবের শিরোনামটিতে সূরা আশ-শুয়ারা' এর চারটি আয়াত তথা ২২৪নং আয়াত থেকে ২২৭নং আয়াত পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে সূরা আশ্-শুয়ারা' এর কেবলমাত্র ২২৪নং আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সকল বাবের লক্ষ্য একই ধরনের।

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের অধীনে (০৫) পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর আল-আদাবুল মুফরাদের বাবদ্বয়ের শিরোনামের অধীনে যথাক্রমে ৩৮৫ ও ৩৮৭নং বাবে (০১) একটি করে হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৯২(২৫২৪)	بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ، حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالعِلْمِ وَالقُرْآنِ. বাব: যে কবিতা মানুষকে এতখানি প্রভাবিত করে, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞানার্জন ও কুরআন থেকে বাধা দেয়, তা নিষিদ্ধ।	৩৮৪	بَابُ مَنْ كَرِهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشِّعْرُ. বাব: যে ব্যক্তি কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা নিন্দনীয় মনে করে।

উল্লিখিত বাবসমূহের মাঝে শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও অর্থগত দিক থেকে উভয়ে গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে চমৎকার মিল রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত বাবটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আর আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবটি তুলনামূলকভাবে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। তবে উভয়ে গ্রন্থের বাবসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাছাকাছি। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০২) দু'টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০১) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৯৫(২৫২৭)	بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ. বাব: কাউকে 'ওয়াইলাকা' বলা।	৩৩৩	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: وَيْلَكَ. বাব: তোমার সর্বনাশ হোক বলা।

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের চেয়ে যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামে (مَا جَاءَ فِي) অংশটুকু বেশি। তবে উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। সহীহ আল-বুখারীর এর

কিতাবুল আদবে উক্ত (باب) বাবের অধীনে (০৯) নয়টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র (باب) বাবের অধীনে (০৪) চারটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
৯৮(২৫৩০)	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا. বাব: কাউকে 'মারহাবা' বলা।	৪৭৪	بَابُ مَرْحَبًا. বাব: মারহাবা বা স্বাগতম।

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের চেয়ে যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামে (قَوْلِ الرَّجُلِ) অংশটুকু বেশি। তবে উভয় বাবদ্বয়ের শিরোনামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১০৩(২৫৩৫)	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فِيهِ الزُّبَيْرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. বাব: কোন ব্যক্তির এ কথা বলা আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান। এ সম্পর্কে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যুবায়র (রা.) এর একটি বর্ণনা আছে।	৩৫০	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. বাব: কারো বক্তব্য, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক।

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত শিরোনামের চেয়ে যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত শিরোনামে (فِيهِ الزُّبَيْرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.) অংশটুকু বেশি। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত বাবদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য ও ভাব একই রকম। সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১০৭(২৫৩৯)	بَابُ اسْمِ الحَزْنِ. বাব: 'হাযন' নাম।	৩৭২	بَابُ حَزْنٍ. বাব: হাযন-দু:খ (নাম প্রসঙ্গে)।

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের চেয়ে যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামে (اسْمِ) অংশটুকু বেশি। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত বাবদ্বয়ের শিরোনামের মূল উদ্দেশ্য একই। সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১০৯(২৫৪১)	بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ. বাব: নবীদের (আ.) নামে যারা নাম রাখেন।	৩৭১	بَابُ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ. বাব: নবীগণের নামানুসারে নাম রাখা।

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত শিরোনামের চেয়ে যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত শিরোনামে (مَنْ سَمَّى بِ) অংশটুকু বেশি। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত বাবসমূহের মূল উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০৬) ছয়টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০৫) পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১১১(২৫৪৩)	بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَّصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْفًا. বাব: কারো সঙ্গীকে তার নামের কিছু হরফ কমিয়ে ডাকা।	৩৬৬	بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَيَخْتَصِرُ وَيَنْقُصُ مِنَ اسْمِهِ شَيْئًا. বাব: কেউ তার সঙ্গীকে তার নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকতে পারে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ১১১(২৫৪৩)নং বাবটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৬৬নং বাবের বেশিরভাগ মিল খুজে পাওয়া যায়। প্রথমত: উভয় গ্রন্থের بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَّصَ مِنَ اسْمِهِ। অংশটুকুর হুবহু মিল রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের শিরোনামে حَرْفًا এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের শিরোনামে شَيْئًا উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত বাবদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় গ্রন্থের বাবের অধীনে (০২) দু'টি করে হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১১২(২৫৪৪)	بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ. বাব: কোন ব্যক্তির সন্তান জন্মাবার আগেই সে শিশুর নাম দিয়ে তার ডাকনাম রাখা।	৩৭৫	بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ. বাব: বালকের উপনাম।
”	”	৩৭৬	بَابُ الْكُنْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ. বাব: শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর পিতা বলে অভিহিত করা।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ১১২(২৫৪৪)নং বাবটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের দু'টি বাবের মিল খুজে পাওয়া যায়। প্রথমত: উভয় গ্রন্থের الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ। অংশটুকুর হুবহু মিল রয়েছে। দ্বিতীয়ত: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বাবের শিরোনামে وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবের শিরোনামে الْكُنْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনটি বাবের উদ্দেশ্য একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামের অধীনে (০১) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর আল-আদাবুল মুফরাদের বাবদ্বয়ের শিরোনামের অধীনে যথাক্রমে ৩৭৫নং বাবে (০১) একটি, ৩৭৬নং বাবে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১২১(২৫৫৩)	بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ. বাব: বিস্ময়বোধে 'আলহামদু আকবার' অথবা 'সুবহানাল্লাহ' বলা।	৪০৩	بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ: سُبْحَانَ اللَّهِ. বাব: আশ্চার্যান্বিত হলে 'সুবহানাল্লাহ' বলা।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে سُبْحَانَ الله উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে التَّكْبِيرِ তথা الله أكبر শব্দদ্বয় উল্লেখ করা হয়নি। তবে উভয় গ্রন্থের বাবদ্বয়ে বর্ণিত শিরোনামের উদ্দেশ্য একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় গ্রন্থের বাবের অধীনে (০২) দু'টি করে হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১২২(২৫৫৪)	বাব: ঢিল ছোড়া। بَابُ النَّهْيِ عَنِ الخَذْفِ.	৪০৫	বাব: নুড়ি পাথর। بَابُ الْخَذْفِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে النَّهْيِ عَنِ الخَذْفِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে الْخَذْف উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে النَّهْيِ عَنِ শব্দদ্বয় উল্লেখ করা হয়নি। তবে উভয় গ্রন্থের বাবে বর্ণিত শিরোনামের উদ্দেশ্য একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় গ্রন্থের বাবের অধীনে (০১) একটি করে হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১২৩(২৫৫৫)	بَابُ الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ. বাব: হাঁচিদাতার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা।	৪১৬	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ. বাব: হাঁচির সময় যা বলবে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থের বাবে বর্ণিত শিরোনামের উদ্দেশ্য একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১২৪(২৫৫৬)	بَابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ. বাব: হাঁচিদাতার আলহামদু লিল্লাহ-র জবাব দেওয়া।	৪১৭	بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. বাব: হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া।

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত শিরোনামের চেয়ে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবের শিরোনামে (إِذَا حَمِدَ اللَّهَ) অংশটুকু বেশি। তবে উভয় গ্রন্থের বাবে বর্ণিত শিরোনামের উদ্দেশ্য এক ও

অভিন্ন। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবে উক্ত বাবের অধীনে (০২) দু'টি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের অত্র বাবের অধীনে (০৪) চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১২৬(২৫৫৮)	بَابُ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ. বাব: কেউ হাঁচি দিলে, কিভাবে জবাব দিতে হবে?	৪১৬	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ. বাব: হাঁচির সময় যা বলবে।

উভয় গ্রন্থের বাবে إِذَا عَطَسَ অংশটুকুর হুবহু মিল রয়েছে। তাছাড়া সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে كَيْفَ يُشَمَّتُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে مَا يَقُولُ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে العَاطِس শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। তবে উভয় গ্রন্থের বাবে বর্ণিত শিরোনামের উদ্দেশ্য একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব		আল-আদাবুল মুফরাদ	
বাব	শিরোনাম	বাব	শিরোনাম
১২৭(২৫৫৯)	بَابُ لاَ يُشَمَّتُ العَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ. বাব: হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ্' না বললে তার জবাব দেওয়া যাবে না।	৪২০	بَابُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ لَا يُشَمَّتُ. বাব: হাঁচিদাতা আল্লাহর প্রশংসা না করলে হাঁচির জবাব দিবে না।

উভয় গ্রন্থের বাবসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত বাবে لاَ يُشَمَّتُ العَاطِس এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে لَا يُشَمَّتُ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত বাবে العَاطِس শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। তবে উভয় গ্রন্থের বাবে বর্ণিত শিরোনামের উদ্দেশ্য একই ধরনের। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারীর এর কিতাবুল আদবের বাবের অধীনে (০১) একটি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের বাবের অধীনে (০২) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

سند (বর্ণনার ধারাবাহিকতা) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী তথা হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব অত্যধিক। বর্ণনাকারীর মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, দীনদারী, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণ থাকলে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করা হয়। তাই হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য সনদের ভূমিকা মূল বিষয়।

এ অধ্যায়ে সনদের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় অতি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। অত:পর অধ্যায়টিকে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: প্রথম পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত বেশিরভাগ মিল/হুবহু সনদ নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদসমূহের তুলনামূলক পার্থক্য ও ভিন্নতা প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে।

سند (সনদ)

سند শব্দটি إسم مصدر একবচন, বহুবচনে أسانيد, মূল অক্ষর د – ن – س। এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ-

০১. المعتمد তথা নির্ভর করা।[৩৪৬]

০২. الاتصال তথা মিলানো।

০৩. الاعتقاد তথা বিশ্বাস করা।

০৪. الثقة তথা ভরসা করা।

০৫. الارتفاع من الأرض তথা উঁচু ভূমি।

০৬. প্রমাণ (Document)।

০৭. নির্ভরযোগ্য (Dependable) ইত্যাদি।[৩৪৭]

০৬. এছাড়া অভিধানে শব্দটির তিনভাবে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৩৪৮] যেমন-

(এক) سند একবচন, বহুবচনে سندات অর্থ- সনদ, স্বীকৃতিপত্র, প্রতিশ্রুতিপত্র, প্রমাণপত্র, দস্তাবিজ, আইনানুগ কাগজ, রশিদ ইত্যাদি।

(দুই) سند একবচন, বহুবচনে إسناد অর্থ- ঠেকনা, ঠেস, অবলম্বন, ভরসার স্থল, নির্ভরতার ক্ষেত্র, ডোরাকাটা ইয়ামানী বস্ত্র, নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত বা বিশারদ ব্যক্তি ইত্যাদি।

(তিন) سند একবচন, বহুবচনে أسانيد অর্থ- সনদ, বর্ণনার সূত্র, বর্ণনাকারীদের পরম্পরা।

* তবে হাদীসের سند হিসেবে তৃতীয় প্রকারই ধর্তব্য।

যেহেতু সনদ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতার প্রমাণ বহন করে, তাই একে 'সনদ' বলা হয়। আর নির্ভরযোগ্য এ অর্থে যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া সনদের ওপর নির্ভরশীল।

---

[৩৪৬] ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, ***তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস***, (ঢাকা: মাকতাবাতুল-ইসলাম, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ১৪।

[৩৪৭] আরবী ভাষায় পাহাড়-পর্বত কিংবা উপত্যকার উঁচু ভূমিকেও 'সনদ' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য এই যে, সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তি হাদীসের বর্ণনা পরম্পরাকে এর সবচেয়ে উঁচু স্তর (অর্থাৎ প্রথম বক্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছিয়ে থাকেন। (দ্র. ড. জামালুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০)।

[৩৪৮] হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ***মিসবাহুল-লুগাত (আরবী বাংলা),*** (বাংলা বাজার: থানভী লাইব্রেরী, রজব ১৪২৪ হি./সেপ্টেম্বর ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৯৮।

সনদের পারিভাষিক সংজ্ঞায় সনদ বিশেষজ্ঞদের মতামত নিম্নরূপঃ

১. ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান বলেন, سلسلة الرجال الموصلة للمتن. "মতন পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলা হয়।"[৩৪৯]

২. 'আল্লামা ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) বলেন, والإسنادُ:حكاية طريق المتن. "অর্থাৎ মতনের পূর্বে বর্ণনাসূত্রকে সনদ বলা হয়।"[৩৫০]

৩. ড. রাওয়াস কালা'জীর বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাকেই সনদ বলা হয়।"[৩৫১]

৪. কেউ কেউ বলেন, "হাদীসের মতন তথা মূল বক্তব্যে পৌঁছার বর্ণনা পরম্পরাকে সনদ বলা হয়।"[৩৫২]

৫. মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) এর মতে, السند هو الطريق الموصلة إلى المتن. "মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছবার পরম্পরা বর্ণনা সূত্রই হচ্ছে সনদ।"[৩৫৩]

৬. শায়খ 'আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (রহ.) বলেন,[৩৫৪] السَّنَد طَرِيق الحَدِيث وَهُوَ رِجَاله الَّذين . رَوَوْهُ

অর্থাৎ হাদীস মূল কথাটুকু যে সূত্রে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সঙ্কলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।[৩৫৫]

---

[৩৪৯] ***তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস***, প্রাগুক্ত, ২য় সং, পৃ. ১৪।

[৩৫০] ***নুযহাতুন-নযর,*** পৃ. ৩৭।

[৩৫১] ***মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা,*** পৃ. ২৫১; ***উলূমুল হাদীস,*** পৃ. ১২৬।

[৩৫২] ***মুকাদ্দামা ই'লাইস সুনান,*** পৃ. ২০।

[৩৫৩] মুফতী 'আমীমুল ইহসান, ***মীযানুল আখবার,*** (ঢাকা: দারসুন পাবলিকেশন্স কর্তৃক অনূদিত, ২০১৬), পৃ. ২১।

[৩৫৪] ***মুকাদ্দামাতু ফী উসূলিল হাদীস,*** (বৈরুত: দারুল-বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ৪০।

[৩৫৫] যেমন সহীহ আল-বুখারীর ১ম হাদীস:

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১ম পরিচ্ছেদ

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হুবহু/বেশিরভাগ মিল সনদসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে **১২৮**টি বাবে উল্লিখিত ২৫৭টি হাদীসের মধ্যে ৫৬টি হাদীসের সনদ একইভাবে আল-আদাবুল মুফরাদে ৬৪৫টি বাবে উল্লিখিত **১৩৩৯**টি হাদীসের মধ্যে ৫৬টি হাদীসের সনদের সাথে হুবহু মিল পরিদৃষ্ট হয়। কিছু কিছু হাদীসের সনদে শাব্দিক কিংবা অর্থগত পার্থক্য রয়েছে বটে, তবে মূলভাব ও উদ্দেশ্য একই।

উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত সনদসমূহের মধ্য হতে যে সকল সনদের মাঝে হুবহু কিংবা বেশিরভাগ মিল রয়েছে, সে সকল সনদের বিস্তারিত বিরবণ তুলনামূলকভাবে এ পরিচ্ছেদে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসে উল্লিখিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদসমূহের মধ্যে (উভয় গ্রন্থের) বেশিরভাগ মিল/হুবহু সনদসমূহ নিম্নে ছকাকারে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০১	৫৯৭০- حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا- صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ- عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	০১- **أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَامِدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ البُخَارِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ النَّيَازِكِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًا فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلاثِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ الجَلِيلِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حُرَيْثٍ البُخَارِيُّ الْكِرْمَانِيُّ الْعَبْقَسِيُّ البَزَّارُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلاثِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ الْأَحْنَفِ الْجُعْفِيُّ البُخَارِيُّ قال:** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৫৯৭০নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **১**নং হাদীসের সনদ এক ও অভিন্ন। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদের বাড়তি অংশটুকু ইমাম বুখারী (রহ.) ও তাঁর ছাত্রদের বর্ণনার ক্রমাধারা।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০২	৫৯৮৫- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا	০৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

	مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٥٩٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.	اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. ٥٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৮৫নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫৭নং হাদীসের সনদে হুবহু মিল রয়েছে। আর সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৮৬নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫৬নং হাদীসের সনদের সাথে বেশির ভাগ মিল রয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৩	٥٩٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.	٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ **قَالَ**: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদ এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদের মধ্যে قَالَ অংশটুকু বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৪	٥٩٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.	٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের অমিল নেই। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদ একই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৫	٥٩٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ.	١٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের গড়মিল নেই। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদ একই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৬	٥٩٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.	٩١- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের অমিল নেই। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদ হুবহু বর্ণিত হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ

০৭	৫৯৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের অমিল দেখা যায়নি। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদ একই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৮	٦٠٠٠- حَدَّثَنَا **أَبُو اليَمَانِ** الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ البَهْرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ المسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ.	١٠٠- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ **قَالَ**: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসের সনদে أَبُو حَدَّثَنَا اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ البَهْرَانِيُّ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের সনদে حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَউল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদে حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ এর পরে قَالَ অংশটুকু বেশি এবং সহীহ আল-বুখারী এর হাদীসে উল্লিখিত সনদে أَبُو اليَمَانِ البَهْرَانِيُّ ও অংশটুকু আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদের তুলনায় বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৯	٦٠٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ.	٢١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদ এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদের মধ্যে قَالَ শব্দটি সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদের চেয়ে দু'বার তুলনামূলক বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১০	٦٠٠٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٣٧٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ **قَالَ**: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদ এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদের মধ্যে حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ এর পরবর্তী قَالَ অংশটুকু বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ

١١	٦٠١٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	١٠١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের অমিল নেই। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদ একই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
١٢	٦٠١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	١٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত দু'টো হাদীসের সনদ এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের সনদের মধ্যে حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ ও حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ এর পরে قَالَ শব্দটি আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদের চেয়ে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসের সনদ থেকে তুলনামূলক দু'বার বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
١٣	٦٠١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، **حَدَّثَنَا اللَّيْثُ**، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ.	٧٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ **قَالَ**: **حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ**: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০১৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৭৪১নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا اللَّيْثُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
١٤	٦٠٢٠- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.	١٠٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে বর্ণিত সনদ এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদের মধ্যে حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ এর পরে قَالَ শব্দটি সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের সনদে তুলনামূলক বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
١٥	٦٠٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو	٢٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبُو

	غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদ এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদের মধ্যে حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ এর পরে قَالَ শব্দটি সহীহ আল-বুখারী এর বর্ণিত সনদের তুলনায় বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৬	٦٠٢٢- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، **حَدَّثَنَا** سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى **الأَشْعَرِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.	٢٢٥- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ **قَالَ**: **حَدَّثَنِي** سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে বর্ণিত সনদ এক ও অভিন্ন। তবে আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে উল্লিখিত সনদে আদম (রহ.) এর নামটি পিতার নাম সহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসের সনদের حَدَّثَنَا آدَمُ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ অংশটুকু বেশি, حَدَّثَنِي স্থলে حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ এবং حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ স্থলে حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের বর্ণিত হাদীসের সনদে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের সনদের তুলনায় الأَشْعَرِيِّ শব্দটি বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৭	٦٠٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، **عَنْ صَالِحٍ**، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.	٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ **قَالَ**: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০২৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৪৬২নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে অধিকাংশ মিল পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের বর্ণিত সনদে একজন রাবীর (عَنْ صَالِحٍ) নাম বেশি এবং আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসে বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ এর পরে قَالَ শব্দটি বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৮	٦٠٣٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، **حَدَّثَنَا** حَمَّادٌ **هُوَ ابْنُ زَيْدٍ**، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.	٣٠٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ **قَالَ**: **أَخْبَرَنَا** حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও শাব্দিক কিছু পরিবর্তন বিদ্যমান। যেমন: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের সনদের حَدَّثَنَا এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে أَخْبَرَنَا قَالَ: উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের সনদে

هُوَ ابْنُ زَيْدٍ উল্লেখ করে রাবী حَمَّادٌ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; যা আল-আদাবুল মুফরাদের হাদীসের সনদের তুলনায় বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ **قَالَ: أَخْبَرَنَا** فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ.	٦٠٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، **حَدَّثَنَا** فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ.	١٩

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও শাব্দিক কিছু পরিবর্তন বিদ্যমান। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের সনদের حَدَّثَنَا এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের সনদে: أَخْبَرَنَا قَالَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ **قَالَ: حَدَّثَنَا** عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ**، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ.	٦٠٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، **حَدَّثَنَا** عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، **حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ**، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٢٠

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৪৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৪৩২নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত হাদীসের সনদে حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ এর স্থলে حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ এবং قَالَ:حَدَّثَنَا উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٣٤- **حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبِي **قَالَ: حَدَّثَنَا** الْأَعْمَشُ قَالَ: **حَدَّثَنَا** عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ.	٦٠٤٨- **حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ**، حَدَّثَنَا أَبِي، **حَدَّثَنَا** الأَعْمَشُ، قَالَ: **حَدَّثَنِي** عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ.	٢١

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৪৮নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৪৩৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে তিনটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত হাদীসের সনদে قَالَ: حَدَّثَنِي অত:পর قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ এবং حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ এর স্থলে قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣١١- حَدَّثَنَا **صَدَقَةُ** قَالَ: **حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ**: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ **قَالَ**: سَمِعَ	٦٠٥٤- حَدَّثَنَا **صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ**، سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ، سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ:	٢٢

	أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৫৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের **১৩১১**নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত হাদীসের সনদে حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ এর স্থলে أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ও حَدَّثَنَا صَدَقَةُ سَمِعْتُ ابْنَ এবং سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ এর স্থলে الْمُنْكَدِرِ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ.	٦٠٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، **قَالَ**: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ.	٢٣

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৫৬নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩২২নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا سُفْيَانُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত হাদীসের সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ এবং كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ এর স্থলে قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٠٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبِي **قَالَ**: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦٠٥٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.	٢٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৫৮নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৪০৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে কোন ধরনের গড়মিল নেই। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে তিন বার قَالَ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ **قَالَ**: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا **قَالَ**: **حَدَّثَنِي** بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.	٦٠٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، **حَدَّثَنَا** بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ **بْنِ أَبِي مُوسَى**، عَنْ أَبِي مُوسَى.	٢٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৬০নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৩৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে তিনটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন বিদ্যমান। আর তা হলো সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের

قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ এর স্থলে حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ও قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا বর্ণিত সনদে عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى এর স্থলে عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى এবং بْنُ عَبْدِ اللَّهِ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٣٣- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ.	٦٠٦١- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ.	٢٦

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৬১নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৩৩নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، **وَالْقَعْنَبِيُّ**، **قَالَا**: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.	٦٠٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ **اللَّيْثِيِّ**، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ **الأَنْصَارِيِّ**.	٢٧

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৭৭নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৯৮৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে চারটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَالْقَعْنَبِيُّ ও أَخْبَرَنَا مَالِكٌ এর স্থলে قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ এবং عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ এর স্থলে عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ অত:পর عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ এর স্থলে عَنْ أَبِي أَيُّوبَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ **بْنُ سَلَّامٍ قَالَ**: **حَدَّثَنَا** عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٦٠٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، **أَخْبَرَنَا** عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٢٨

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৫৮নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৪০৩নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ এবং أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ এর স্থলে قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ **قَالَ**: **حَدَّثَنَا** عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ	٦٠٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، **أَخْبَرَنَا** عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ	٢٩

	سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.	سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৮০নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৪৭নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে কোন ধরনের পার্থক্য নেই। তবে সহীহ আল-বুখারী কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে أَخْبَرَنَا স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا: قَالَ এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩০	٦٠٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.	٣٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ **قَالَ**: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬০৯৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৮৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে অনুরূপভাবে কোন ধরনের পার্থক্য নেই। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩১	٦١٠٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ.	٣٩٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبِي **قَالَ**: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১০০নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৯০নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا أَبِي এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا أَبِي: قَالَ এবং حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ এর স্থলে حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: قَالَ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩২	٦١٠١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ.	٤٣٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبِي **قَالَ**: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১০১নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৪৩৬নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে তিনটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا أَبِي এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا: قَالَ উল্লেখ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: قَالَ এবং حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ এর স্থলে حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: قَالَ করা হয়েছে। অর্থাৎ قَالَ শব্দটি তিন বার বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣١٢- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ.	٦١١٧- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ العَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ.	٣٣

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের **৬১১৭**নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের **১৩১২**নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে এক স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةউল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٩٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ **قَالَ**: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ** مَوْلَى أَنَسٍ.	٦١١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ- **قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ- سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ**.	٣٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের **৬১১৯**নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৫৯৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে গড়মিল পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَة এবং عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ- سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ এর স্থলে عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَنَسٍ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٧٣- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.	٦١٢٥- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.	٣٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের **৬১২৫**নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৪৭৩নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে এক স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةউল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٦٩- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.	٦١٢٩- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.	٣٦

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১২৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ২৬৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে এক স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةউল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٥٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُمَا **حَدَّثَا، أَوْ حَدَّثَاهُ،** أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.	٦١٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ **هُوَ** ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.	٣٧

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৪২নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৫৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দুই স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: أَنَّهُمَا حَدَثَا، أَوْ حَدَّثَاهُ এর স্থলে أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ এবং حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ **قَالَ:** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ **قَالَ:** حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.	٦١٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**.	٣٨

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৪৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৩৬০নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا يَحْيَى এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ এবং حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ এর স্থলে حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি দু' বার এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ **قَالَ**: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ.	٦١٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ.	٣٩

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৪৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮৫৮নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٦٢- حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ**: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ **قَالَ**: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٦١٥٠- حَدَّثَنَا **مُحَمَّدٌ**، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. * وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، **قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ**.	٤٠

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৫০নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮৫২নং হাদীসের সনদের হুবহু মিল দৃশ্যমান। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি দু' বার এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٧٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى **قَالَ**: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.	٦١٥٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**.	٤١

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৫৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮৭০নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٧٢- حَدَّثَنَا مُوسَى **قَالَ**: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.	٦١٥٩- حَدَّثَنَا مُوسَى **بْنُ إِسْمَاعِيلَ**، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.	٤٢

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৫৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৭৭২নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল

আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا مُوسَى এবং حَدَّثَنَا هَمَّامٌ এর স্থলে حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি দু' বার এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে بْنُ إِسْمَاعِيلَ এবং رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ **قَالَ:** حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٦١٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٤٣

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৭৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮০৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে এক স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا سُفْيَانُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨١٥- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ **قَالَ: حَدَّثَنَا** ابْنُ عُيَيْنَةَ **قَالَ:** حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ.	٦١٨٦- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ **بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا** ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.**	٤٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৮৬নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮১৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে তিনটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ এর স্থলে حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ এবং قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ও أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ এর স্থলে قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে بْنُ الفَضْلِ এবং رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٤١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى **قَالَ:** حَدَّثَنَا هِشَامُ **بْنُ يُوسُفَ،** أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ **أَخْبَرَهُ** قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ.	٦١٩٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، **أَخْبَرَهُمْ** قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ.	٤٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৯৩নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮৪১নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا هِشَامٌ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَالَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ এর স্থলে أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ এবং يُوسُفَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.	٦١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.	٤٦

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৯৮নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮৪০নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের হাদীসের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের সনদে حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٥٢- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.	٦٢٠٤- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.	٤٧

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২০৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮৫২নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝেও একইভাবে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত হাদীসের সনদে حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨١٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ **قَالَ: حَدَّثَنَا** شُعَيْبُ بْنُ **أَبِي حَمْزَةَ قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦٢٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، **أَخْبَرَنَا** شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٤٨

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২০৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮১৭নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত হাদীসের সনদে حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ এবং حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ এর স্থলে حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ قَالَ: উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٨٣- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.	٦٢٠٩- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.	٤٩

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২০৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮৮৩নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত হাদীসের সনদে حَدَّثَنَا شُعْبَةَ قَالَ: উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ **قَالَ**: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ **قَالَ**: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.	٦٢١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.	٥٠

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২১৬নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৯৬৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا يَحْيَى এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى এবং حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ এর স্থলে قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٠٥- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ.	٦٢٢٠- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ.	٥١

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২২০নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৯০৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে একটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَউল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩١٩- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦٢٢٣- حَدَّثَنَا آدَمُ **بْنُ أَبِي إِيَاسٍ**، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٥٢

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২২৩নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৯১৯নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا آدَمُ এবং حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ এর স্থলে قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে بْنُ الفَضْلِ এবং رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٢٧- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ **قَالَ**: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ **قَالَ**: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي	٦٢٢٤- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.	٥٣

		هُرَيْرَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২২৪নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৯২৭নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ এর স্থলে أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ এবং قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি দু' বার এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٣١- حَدَّثَنَا آدَمُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ **قَالَ**: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ.	٦٢٢٥- حَدَّثَنَا آدَمُ **بْنُ أَبِي إِيَاسٍ**، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ.	٥٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২২৫নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৯৩১নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে তিনটি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ এবং قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ এর স্থলে حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ও سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি দু' বার এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে بْنُ أَبِي إِيَاسٍ বেশি উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٢٨- حَدَّثَنَا عَاصِمٌ **قَالَ**: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦٢٢٦- حَدَّثَنَا عَاصِمُ **بْنُ عَلِيٍّ**، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٥٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬২২৬নং হাদীসে বর্ণিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৯২৮নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে দু'টি স্থানে শাব্দিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের সনদে উল্লিখিত حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদের বর্ণিত সনদে حَدَّثَنَا عَاصِمٌ এবং قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ এর স্থলে حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদে قَالَ শব্দটি এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদে بْنُ عَلِيٍّবেশি উল্লিখিত হয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদসমূহের তুলনামূলক পার্থক্য

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে ১২৮টি বাবে উল্লিখিত ২৫৭টি হাদীসের মধ্যে ৬৮টি হাদীসের সনদ আল-আদাবুল মুফরাদে ৬৪৫টি বাবে উল্লিখিত ১৩৩৯টি হাদীসের মধ্যে ৮৬টি হাদীসের সনদের সাথে আধাআধি কিংবা আংশিক পার্থক্য রয়েছে। উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত সনদসমূহের অধিকাংশ কিংবা আংশিক পার্থক্য সম্বলিত বিস্তারিত বর্ণনা তুলনামূলকভাবে এ পরিচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদ সমূহের মধ্যে (উভয় গ্রন্থের) যে সকল সনদে অধিকাংশ কিংবা আংশিক পার্থক্য রয়েছে, সে সকল সনদ নিম্নে ছকাকারে তুলে ধরা হলো-

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٥٩٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. * وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ.	٠١

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৭১নং ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫নং হাদীসের সনদের মাঝে ابْنِ شُبْرُمَةَ থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু রয়েছে। তবে প্রথমাংশে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٥٩٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، قَالَ: ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٠٢

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৭২নং ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২০নং হাদীসের সনদের মাঝে حَبِيبٍ থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু মিল রয়েছে। তবে প্রথমাংশে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের মিল নেই। উল্লেখ্য, আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটির সনদ দু'ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.	٥٩٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	٠٣

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৭৩নং ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৭নং হাদীসের সনদের মাঝে عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু রয়েছে। তবে প্রথমাংশে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. ٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. ٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٤٦٠- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ.	٥٩٧٥- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ المسَيِّبِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.	٠٤

সর্বশেষ দু'জন রাবী ব্যতীত সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৭৫নং হাদীস এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৬, ২৯৭, ৪৪২ ও ৪৬০নং হাদীসে উল্লিখিত সনদসমূহের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ، فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ. ١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. ٥٧٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ.	٥٩٧٦- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٠٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৭৬নং হাদীসের সনদের عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ অংশের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ১৫নং হাদীসের সনদের নিম্নলিখিত অংশের মিল খুজে পাওয়া যায়। (حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيه.) এছাড়া আল-আদাবুল মুফরাদের ১৮ ও ৫৭৮নং হাদীসের সনদের মাঝে মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا	٥٩٧٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ	٠٦

	جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ.	الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

উভয় গ্রন্থের ৫৯৭৭ ও ৩০নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে কোন ধরনের সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায় নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٥- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ.	٥٩٧٨- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	٠٧

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৭৮নং হাদীসটি ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৫নং হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় শায়খ কুরাইশ বংশোদ্ভুত আল-হুমায়দী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহ.) এর স্বীয় ওস্তাদ আল-হুমায়দী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৭৮নং হাদীসটি হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৫নং হাদীসটি হযরত ইবনু 'উয়ায়নাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে উভয় রাবী তথা হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও হযরত ইবনু 'উয়ায়নাহ (রহ.) হিশাম ইবন 'উরওয়াহ [জ. ৬১ হি./৬৮০ খ্রি. -মৃ. ১৪৬ হি./৭৬৩ খ্রি.] (রহ.) তিনি তাঁর পিতা থেকে। তাঁর পিতা হযরত আসমা' বিনতু আবী বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٦٧٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.	٥٩٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ.	٠٨

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৮০নং হাদীস এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৬৭৪নং হাদীসটির সূত্র হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.)। গবেষণার দৃষ্টিতে তাকালে অনুধাবন করা যায় যে, যদিও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সূত্রপাত। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী (রহ.) পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন শায়খের মাধ্যমে পৌঁছেছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ. ٣٤٩- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ.	٥٩٨١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	٠٩

উল্লিখিত হাদীস তিনটির সনদের প্রারম্ভে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'ওমর (রা.) এর নাম রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৮১নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৬নং হাদীসের সনদ হুবহু মিল থাকলেও ৩৪৯নং হাদীসের সনদে কোন রকম মিল খুজে পাওয়া যায়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٦٩- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:	٥٩٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:	١٠

	أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. ٥٩٨٣- وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ. ٢٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ .

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৮২ ও ৫৯৮৩নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৬৯ ও ২২৮নং হাদীসের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল খুজে পাওয়া যায় না।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১১	٥٩٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ.	٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৮৪নং হাদীস এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৬৪নং হাদীসখানা স্বীয় শায়খ ইয়াহ্ইয়া ইবনু বুকাইর (রহ.) এবং ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালিহ (রহ.) হতে একই সনদে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ এক ও অভিন্ন। তবে শিক্ষকের নাম ভিন্ন।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১২	٥٩٨٧- حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٥٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ থেকে শেষ পর্যন্ত মিল থাকলেও শুরু থেকে عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ পর্যন্ত কোন ধরনের মিল পরিলক্ষিত হয়নি।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৩	٥٩٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.	٥٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا الرَّدَّادِ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কেবলমাত্র سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ নামটি হুবহু উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩١- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. ٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ٣٧١- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ.	٦٠١٣- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ.	١٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০১৩নং হাদীসের সনদ এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯১, ৯৫ ও ৩৭১নং হাদীসের সনদে কোন মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٢٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦٠١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	١٥

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত ৬০১৮ ও ১২৩নং হাদীসের সনদ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبُرِيُّ থেকে শেষ পর্যন্ত মিল থাকলেও শুরু থেকে حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبُرِيُّ পর্যন্ত কোন ধরনের মিল পরিদৃষ্ট হয়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣١١- وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. ٤٦٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. ٤٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ.	٦٠٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	١٦

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৩০নং হাদীসটির সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩১১নং হাদীসের সনদ একই রকম। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত সনদের শুরুতে مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ এর নামটি উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এ নামটি আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের

সনদে উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪৬৯ ও ৪৭৫নং হাদীসের সনদ ব্যতিক্রম।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
২৯২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ.	وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.	১৭

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদে কোন রকম মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
২৯৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا.	٦٠٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ.	১৮

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে ابْنُ الْمُنْكَدِرِ নামটি ব্যতিরেকে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ.	٦٠٣٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعَ سَلَّامَ بْنَ مِسْكِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	১৯

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সূত্রমূলে হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.)। সঙ্গত কারণে তাঁর নাম উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ব্যতীত কারো নাম উভয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٢٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. ٤٣١- **حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ**، عَنْ زُبَيْدٍ.	٦٠٤٤- **حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ**، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. * تَابَعَهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ.	২০

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৪৪নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪২৯ ও ৪৩১নং হাদীসে বর্ণিত সনদের মাঝে কেবলমাত্র حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ মিল খুজে পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোন মিল দেখা যায়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَبِيعٍ الْبَاهِلِيُّ	٦٠٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ، عَنْ	২১

	طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২২	٦٠٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.	٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَبِيعٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২৩	٦٠٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.	١١٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২৪	٦٠٦٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٦٠٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٤١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ١٢٨٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৬৪, ৬০৬৬নং এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪১০ ও ১২৮৭নং হাদীসের সনদে মাঝে আংশিক মিল খুজে পাওয়া যায়। যেমন: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৬৪নং হাদীসের সনদে উল্লিখিত অংশটুকুর সাথে أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪১০নং হাদীসের সনদে উল্লিখিত অংশটুকুর مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ যথেষ্ট মিল রয়েছে। এছাড়াও ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৬৬নং হাদীসটিতে পরিপূর্ণ সনদ উল্লেখ করলেও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১২৮৭নং হাদীসের সনদে ইনকিতা করছেন। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদে عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ এর নাম বাদ দিয়েছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٠٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ.	٦٠٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	২৫

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٩٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ٤٠٠- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٤٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٤١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٧٢٤- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. ١٢٨٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦٠٦٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٦٠٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٦٠٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	২৬

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৬৪, ৬০৬৫ ও ৬০৬৬নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৯৮, ৪০০, ৪০৭, ৪১০, ৭২৪ এবং ১২৮৭নং হাদীসের সনদে আংশিক মিল থাকলেও তুলনামূলকভাবে গড়মিলই বেশি লক্ষ্য করা যায়।।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حُدِّثَتْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ- أَوْ عَطَاءٍ - أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ.	٦٠٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ هُوَ ابْنُ الحَارِثِ، - وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا - أَنَّ عَائِشَةَ، حُدِّثَتْ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ.	২৭

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে গড়মিল বিদ্যমান।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٧٠- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.	٦٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.	٢٨

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.	٢٩

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٥٠- حَدَّثَنِا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا. ٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٥٤- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦٠٨٤- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٣٠

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের সনদের মাঝে পরিপূর্ণ কিংবা আংশিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেননা, সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৮৪নং হাদীসের সনদের সূত্র আম্মাজান হযরত 'আয়িশা (রা.)। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৫২, ২৫৩ ও ২৫৪নং হাদীসের সনদের সূত্র হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) এবং ২৫০নং হাদীসের সূত্র হযরত জাবির (রা.)।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ	٦٠٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.	٣١

	* قَالَ الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: بِالخَبَرِ كُلِّهِ. ٦٠٨٧- حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٦٠٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ٦٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٦١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৮৬, ৬০৮৭, ৬০৮৮, ৬০৯৩ ও ৬১৬৪নং হাদীসের সনদ এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯২২নং হাদীসের সনদের মাঝে কোন রকমের মিল পরিলক্ষিত হয় না। কেননা, প্রত্যেকটি হাদীসের সনদের সূত্র আলাদা আলাদা।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ.	٦٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٣٢

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.	٦٠٩٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٣٣

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ عَنْ أَبِي وَائِلٍ থেকে শেষ পর্যন্ত মিল থাকলেও শুরু থেকে عَنْ أَبِي وَائِلٍ পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতায় পার্থক্য বিদ্যমান।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٢٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.	٦١٠٧- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٣٤

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদে হযরত ইবনু শিহাব যুহরী (রহ.) ও হযরত হুমায়দ ইবনু 'আব্দির রহমান (রহ.) এর নাম উল্লেখ রয়েছে। তবে হাদীসদ্বয়ের সনদের শুরু এবং শেষে অমিল দৃশ্যমান।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣١٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٦١١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٣٥

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১১৪নং হাদীসটিতে পরিপূর্ণ সনদ উল্লেখ করলেও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩১৭নং হাদীসের সনদে ইনকিতা করছেন। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদে عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ এর নাম বাদ দিয়েছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ.	٦١١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ.	٣٦

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٦٠٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.	٦١١٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	٣٧

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদে ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ অংশটুকুর হুবহু মিল রয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের শুরু ও শেষে কোন ধরনের মিল পাওয়া যায়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣١٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.	٦١٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ.	٣٨

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১২০নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩১৬নং হাদীসের সনদের সাথে عَنْ مَنْصُورٍ থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মিল থাকলেও শুরু থেকে عَنْ مَنْصُورٍ পর্যন্ত কোন মিল পাওয়া যায়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٧٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ	٦١٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ	٣٩

	عَنْهَا.	اللَّهُ عَنْهَا.

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১২৬ নং হাদীসটিতে পরিপূর্ণ সনদ উল্লেখ করলেও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৭৪নং হাদীসের সনদে ইনকিতা করছেন। অর্থাৎ আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত সনদে عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة এর নাম বাদ দিয়েছেন।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٠	٦١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৩০নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩১৬নং হাদীসের সনদের সাথে هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মিল থাকলেও শুরু থেকে هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ পর্যন্ত কোন রকমের মিল পরিলক্ষিত হয়নি।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤١	٦١٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ.	١٣١١- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৩১নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩১১নং হাদীসের সনদের সাথে ابْنَ الْمُنْكَدِرِ থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মিল থাকলেও শুরু থেকে ابْنَ الْمُنْكَدِرِপর্যন্ত উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে পার্থক্য রয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٢	٦١٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	١٢٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৩৩নং হাদীসের সনদ ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১২৭৮নং হাদীসের সনদের সাথে ابْنِ شِهَابٍ থেকে শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ মিল থাকলেও শুরু থেকে ابْنِ شِهَابٍপর্যন্ত উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে মোটেও মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٣	٦١٤٠- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	٥١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
৩৫২- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ.	٦١٦٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. ٦١٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٦١٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى. * تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ. ٦١٧١- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.	٤٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৬৮, ৬১৬৯, ৬১৭০ ও ৬১৭১নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৫২নং হাদীসের সনদের মাঝে পুরোপুরি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
৯৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.	٦١٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.	٤٥

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
৯৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.	٦١٧٥- قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ.	٤٦

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে মিলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অমিল বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٠٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.	وَقَالَتْ عَائِشَةُ.	٤٧

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদের মাঝে কোন মিল লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও উভয় হাদীস আম্মাজান 'আয়িশা সিদ্দীকাহ (রা.) মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٦٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ،	٦١٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،	٤٨

	عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয় হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে উভয় গ্রন্থের বর্ণিত সনদের মাঝে পার্থক্য বিরাজমান।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৪৯	٦١٨٢- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.	٧٩٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৫০	٦١٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٨٠٤- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৪৮নং হাদীসের সনদের সঙ্গে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮০৪নং হাদীসের সনদের সাথে سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মিল রয়েছে বটে, তবে শুরু থেকে سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ পর্যন্ত উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৫১	٦١٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٨٣٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ٨٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ.

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসত্রয়ের সনদের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৫২	٦١٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. ٦١٩٦- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ. ٦١٩٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.	٩٦١— بغير سند.

যেহেতু আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটি সনদবিহীন, সেহেতু সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৮৮,৬১৮৬ ও ৬১৯৭নং হাদীসের বর্ণিত সনদের মাঝে মিল কিংবা অমিল সম্বলিত কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٤١- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.	٦١٩٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ.	٥٣

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটি ইসহাক ইবনু নাসর (রহ.) হতে সঙ্কলন করেছেন। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটি 'আলী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। দু' শিক্ষক ব্যতিরেকে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ এক ও অভিন্ন। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে عَنْ أَبِيهِ এর পর عَنْ جَدِّهِ উল্লেখ করেছেন; যা সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লেখ করেননি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٦١— بغير سند،	٦١٩٦- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ.	٥٤

যেহেতু আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটি সনদবিহীন, সেহেতু মিল কিংবা অমিল কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٧٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَيْمٍ. ٨٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ ثُمَامَةَ.	٦٢٠١- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.	٥٥

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসত্রয়ের সনদের মাঝে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٦٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ. ٨٤٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.	٦٢٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ.	٥٦

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসত্রয়ের সনদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١١٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ:	٦٢٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،	٥٧

	ح حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.	أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২০৭নং হাদীসে বর্ণিত সনদের الزُّهْرِيِّ পর্যন্ত আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ভিন্ন সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত সনদের কোন রকমের মিল না থাকলেও উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সনদের সূত্রপাত হযরত 'উরওয়া ইবনুয-যুবায়ির (রা.) এর মাধ্যমে হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৫৮	٦٢١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.	٨٧٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২১২নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮৭৯নং হাদীসের সনদের সাথে حَدَّثَنَا شُعْبَةُ থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মিল রয়েছে বটে, তবে শুরু থেকেحَدَّثَنَا شُعْبَةُ পর্যন্ত উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৫৯	٦٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ.	٨٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২১৩নং হাদীসের সনদের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮৮২নং হাদীসের সনদের সাথে ابْنِ شِهَابٍ থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মিল রয়েছে বটে, তবে শুরু থেকে ابْنِ شِهَاب পর্যন্ত উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদে কোন ধরনের মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৬০	٦٢١٨- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. ٦٢١٩- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.	٦٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. ٦٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ سِنَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. ٦٣٨- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

٦٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا أَبَا رِشْدِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٧٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. ٧٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ. ٩٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى الْكَلْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.		

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২১৮ ও ৬২১৯নং হাদীসের সনদের সঙ্গে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৬২২, ৬৩৪,৬৩৮, ৬৪৭, ৭২৭, ৭২৭, ৭২৮ এবং ৯০নং হাদীসের সনদের কোন ধরনের মিল নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

متن (মতন) এর দৃষ্টিকোন থেকে উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা

সাধারণত আমরা মতন বলতে হাদীসের মূল শব্দাবলিকে বুঝি। কেননা হাদীসের সনদের ধারা যেখানে সমাপ্ত হয়, এর পরের অংশই মতন। ইমাম বুখারী (রহ.) সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে ও আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের মতনে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় প্রতিয়মাণ হয়েছে যে, উভয় গ্রন্থের কতিপয় হাদীসের মতনের কোন ধরনের ভিন্নতা নেই অর্থাৎ হবহু মিল বিদ্যমান। আবার কয়েকটি হাদীসে বেশিরভাগ মিল খুজে পাওয়া যায় অর্থাৎ হালকা বা আংশিক অমিল রয়েছে। আবার কিছু কিছু হাদীসে বেশিরভাগ অমিল পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ আংশিক মিল খুজে পাওয়া। আবার কিছু কিছু হাদীসে মোটেও মিল নেই। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়ে হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত বেশিরভাগ মিল/হুবহু মতন নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অত:পর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত মতনের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে মতনের আভিধানিক ও পারিভাষিক বর্ণনার পর উভয় পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

متن (মতন)

متن (মতন) শব্দটি একবচন, বহুবচনে متون। মূল অক্ষর ن + ت + م । متان (মিতান)ও এর বহুবচনে আসে। যেমন- سهم (সাহ্‌ম)এর বহুবচন سهام (সিহাম)। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ:

* ما صلب و ارتفع من الأرض "মাটির উপরিভাগের কঙ্কর ও উঁচু অংশকে মতন বলা হয়"।[৩৫৬]

* الظهر তথা পিঠ।[৩৫৭]

* متن الأرض ভূপৃষ্ঠের উঁচু ও সমতল অংশ। [৩৫৮]

* পিঠ, পৃষ্ঠ, মূল অংশ, মূল পাঠ ইত্যাদি।[৩৫৯]

* Text.[৩৬০]

* الصلب الشديد

* الأَصل

* الصلب

* هو القوي الشديد الذي لا يلحقه في افعاله مشقة ولا كلفة

* هي في اللغة ما يتقوى به الشئ

* আল-কুরআনে শব্দটি মজবুত ও শক্তিশালী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. "নিশ্চয় আল্লাহ রিযিকদাতা ও মহা শক্তিশালী।[৩৬১]"

---

[৩৫৬] *তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[৩৫৭] ড. ইবরাহীম মাদকুর, ***আল-মু'জামুল-ওয়াসীত,*** (কায়রো: দারুল-লিইশায়াতিল-ইসলামিয়্যাহ, রবিউল-আউয়াল ১৩৯২ হি./মে ১৯৭২ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ৮৫২।

[৩৫৮] প্রাগুক্ত ।

[৩৫৯] ***আল-কামূসুল ওয়াজীয ওয়াফী (আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান),*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৪।

[৩৬০] প্রাগুক্ত ।

[৩৬১] **সূরা আয্-যারিয়াত,** আয়াত-৫৮।

* الوثوق

* العزم

* হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী স্বীয় অভিধানে মতনের নিম্নোক্ত আভিধানিক অর্থ তুলে ধরেছেন।

১. متن الشئ বস্তুর বাহিরের অংশ।

২. متن الأرض ভূপৃষ্ঠের উঁচু ও সমতল অংশ।

৩. متن الطريق রাস্তার মধ্যস্থল।

৪. متن الكتاب বইয়ের মূল অংশ (টিকা ইত্যাদি ছাড়া)।

৫. متن اللغة ভাষার মৌলিক নিয়ম-কানুন ও একক শব্দসমূহ।

৬. حبل متين মানে শক্ত রশি।

৭. متن الظهر পিঠের পার্শ।

৭. رأى متين শক্তিশালী রায় বা মতামত।[৩৬২]

* আলাউদ্দীন আল-আযহারী (রহ.) এর মতে,

متن হলো কোন বস্তুর উপরের অংশ, পৃষ্ঠ, পুস্তকের মূল লিখা, শক্ত, মযবুত ইত্যাদি।[৩৬৩] ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু ভূমিকেও 'মতন' বলা হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে প্রত্যেকটি বস্তুও শক্ত ও মযবুত অংশকে 'মতন' বলা হয়। যেমন মানুষ তার পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে শক্তিশালী হয়। এ কারণে পৃষ্ঠকে 'মতন' বলা হয়। মতনের পারিভাষিক সংজ্ঞায় হাদীস বিশারদদের মতামত নিম্নরূপ:

১. 'আল্লামা ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) বলেন, هو غاية ما ينتهي إليه اسناد من الكلام. "যেখানে সনদের ক্রমধারা পরিসমাপ্ত হয়, তাকে মতন বলে।"

২. ড. নূরুদ্দীন ইতর (রহ.) [জ. ১৩৪৩ হি.-মৃ. ১৪২২হি.] বলেন, هو ما انتهى إليه السند من الكلام. "সনদ সূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে তার পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়।[৩৬৪]"

৩. শায়খ 'আব্দুল মুহাদ্দিস দিহলবী (রহ.) বলেন, والمتن ما انتهى إليه الإسناد. "সনদসূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে তার পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়"।[৩৬৫]

৪. 'আল্লামা জুরজানী (রহ.) [জ. ৭৪০ হি./১৩৪০ খ্রি.-মৃ. ৮১৬ হি./১৪১৩ খ্রি.] বলেন, هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. "হাদীসের সে সকল শব্দই মতন যার দ্বারা হাদীসের অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়"।[৩৬৬]

৫. ড. মাহমূদ আত্-ত্বহান (মা. জি. আ.) বলেন, ما ينتهي إليه السند من الكلام.

---

[৩৬২] *মিসবাহুল-লুগাত (আরবী বাংলা),* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৪।

[৩৬৩] *আরবী বাংলা অভিধান,* প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২০৭।

[৩৬৪] ড. নূরুদ্দীন 'ইতর, *মিনহাজুন-নাকদ ফী 'উলূমিল-হাদীস,* (সিরিয়া: দারুল-ফিক্‌র, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ৩২১।

[৩৬৫] *লুম'আতুত-তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ,* (সিরিয়া: দারুন-নাওয়াদির, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১।

[৩৬৬] *আদ-দীবায ফী মুস্তালাহুল-হাদীস,* (মিসর:মাতবা'আহ আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদিহী, ১৩৫০ হি./১৯৩১ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

৬. মুফতী 'আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন, المتن هو الذي ألفاظ الحديث. "মতন হলো হাদীসের শব্দসমূহ"[৩৬৭]।

যেহেতু রাবী সনদ বর্ণনা করার মাধ্যমে হাদীসটিকে তার মূল বক্তা [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] পর্যন্ত পৌঁছিয়ে শক্তিশালী, মযবুত ও নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন, তাই একে 'মতন' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[৩৬৭] ***মীযানুল আখবার,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১ম পরিচ্ছেদ

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হুবহু/বেশিরভাগ মিল মতনসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব ও আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের সঙ্কলক ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই। কিন্তু তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থ দু'টির বর্ণিত বাবসমূহে কতিপয় হাদীসের মতনে হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়। আবার কতিপয় হাদীসের মতনে আংশিক মিল দেখা যায়। তবে বহু হাদীস এমন রয়েছে, যে হাদীসসমূহের সনদে কোন ধরনের মিল দেখা যায় না। সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে ও আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের মতনের মধ্য হতে যে সকল হাদীসের মতনের মাঝে হুবহু/বেশিরভাগ মিল বিদ্যমান, সেসকল হাদীসমূহের (উভয় গ্রন্থের) মতনের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা নিম্নে ছকাকারে তুলে ধরা হলো:

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١- (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)، **قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟** قَالَ: (ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)، **قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟** قَالَ: (ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.	٥٩٧٠- (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) **قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟** قَالَ: (بِرُّ الوَالِدَيْنِ) **قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟** قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.	٠١

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ০১(২৪৩৩)নং বাবে বর্ণিত ৫৯৭০নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১নং বাবের ১নং হাদীসের মতনের সাথে বেশির ভাগ মিল রয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির মতনে ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটির মতনে ثُمَّ أَيٌّ؟ قُلْتُ: উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মূলভাব ও বিষয় একই রকম।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥- **مَنْ أَبَرُّ؟** قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «**أَبَاكَ**».	٥٩٧١- **مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟** قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «**ثُمَّ أَبُوكَ**».	٠٢

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৭১নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ০৫নং হাদীসের মতনের অর্থগত তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত মতনে উল্লিখিত مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত মতনে مَنْ أَبَرُّ؟ এবং ثُمَّ أَبُوكَ এর স্থলে أَبَاكَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٩٧- **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ** قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ	٥٩٧٥- "**إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ** عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَكَرِهَ	٠٣

	لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المالِ".	السُّؤَالِ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ وَأْدِ الْبَنَات.

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ০৬(২৪৩৮)নং বাবের ৫৯৭৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩৯নং বাবের ২৯৭নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর বর্ণিত হাদীসের মতন إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ দিয়ে শুরু। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের মতন শুরু করা হয়েছে أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ দিয়ে। এছাড়াও উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক নেই। যেমন: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ ও ০৬নং বিষয়টি আল-আদাবুল মুফরাদে যথাক্রমে ০৫, ০৪, ০৬, ০১, ০৩ ও ০২নং উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নের ছকে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
আল-আদাবুল মুফরাদ	০৫	০৪	০৬	০১	০৩	০২

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৪	٥٩٧٦- «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ» **قُلْنَا: بَلَى** يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ **فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ** الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ" فَمَا زَالَ **يَقُولُهَا**، حَتَّى قُلْتُ: **لاَ يَسْكُتُ.**	١٥- «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» **ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى** يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ- وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا- أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، مَا زَالَ **يُكَرِّرُهَا** حَتَّى قُلْتُ: **لَيْتَهُ سَكَتَ.**

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ০৬(২৪৩৮)নং বাবের ৫৯৭৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৭নং বাবের ১৫নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির قُلْنَا: بَلَى স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিতে يَقُولُهَا أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ এর স্থলে فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ ও قَالُوا: بَلَى এর ثَلَاثًا قَالُوا: بَلَى স্থলে يُكَرِّرُهَا অত:পর لاَ يَسْكُتُ এর স্থলে لَيْتَهُ سَكَتَ উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উভয় গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) ভিন্ন ভিন্ন শায়খ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; যদিও হাদীসটির সনদের বেশিরভাগ একই রকম।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৫	٥٩٧٨- أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة: ٨].	٢٥- أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا:(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة: ٨].

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ০৭(২৪৩৯)নং বাবের ৫৯৭৮নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩নং বাবের ২৫নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থের

সনদের মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) একই মতনের হাদীস উভয় গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সনদে সঙ্কলন করেছেন। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসদ্বয় সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٦- رَأَى **عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، **فَالْبَسْهَا** يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا»، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.	٥٩٨١- رَأَى **عُمَرُ** حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ **وَالبَسْهَا** يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الوُفُودُ. قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ» فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا» فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.	٠٦

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ০৯(২৪৪১)নং বাবে বর্ণিত ৫৯৮১নং হাদীসের মতনের সাথে আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনের عُمَرُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের সনদে عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এবং وَالبَسْهَا এর স্থলে فَالْبَسْهَا উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিও সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٦٤- (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ **قَاطِعُ رَحِمٍ**).	٥٩٨٤- (لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ **قَاطِعٌ**).	٠٧

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৮৪নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৬৪নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে হাদীসের মতনে উল্লিখিত قَاطِعٌ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে قَاطِعُ رَحِمٍ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٧- «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».	٥٩٨٥- «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».	٠٨

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ১২(২৪৪৪)নং বাবে বর্ণিত ৫৯৮৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৮নং বাবের ৫৭নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। অনুরূপভাবে উভয় হাদীসের সনদের মাঝেও কোন ভিন্নতা নেই। অর্থাৎ সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিও সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٦- «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ	٥٩٨٦- «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ،	٠٩

	وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».	لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১২**(২৪৪৪)নং বাবে বর্ণিত ৫৯৮৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৮নং বাবের ৫৬নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। কিন্তু উভয় গ্রন্থের সনদের মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) একই মতনের হাদীস উভয় গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সনদে ভিন্ন ভিন্ন শায়খ থেকে রিয়াওয়াত করেছেন। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٠- "**خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ:** هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: **أَلَا تَرْضَيْنَ** أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: **فَذَلِكَ لَكِ "ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا** إِنْ شِئْتُمْ: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [مُحَمَّد: ٢٢]".	٥٩٨٧- "**إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ:** هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، **قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ** أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: **فَهُوَ لَكِ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاقْرَءُوا** إِنْ شِئْتُمْ: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [مُحَمَّد: ٢٢]".	١٠

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১৩**(২৪৪৫)নং বাবে বর্ণিত ৫৯৮৭নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৬নং বাবের ৫০নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ قَالَتِ الرَّحِمُ **স্থলে** আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিতে فَهُوَ لَكِ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى **পর অত:** أَلَا تَرْضَيْنَ **স্থলে** قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ এবং الرَّحِمُ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ فَذَلِكَ لَكِ" ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا **স্থলে** اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاقْرَءُوا **উল্লেখ** করা হয়েছে।

বি. দ্র. উভয় গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) ভিন্ন ভিন্ন শায়খ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; যদিও বর্ণিত সনদের বেশিরভাগ একই রকম।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٦٨- «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».	٥٩٩١- «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».	١١

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১৫**(২৪৪৭)নং বাবে উল্লিখিত **৫৯৯১**নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৪নং বাবের ৬৮নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। অনুরূপভাবে উভয় হাদীসের সনদের মাঝেও কোন ভিন্নতা নেই। সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিও সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٠- أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، **فَهَلْ** لِي	٥٩٩٢- أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، **هَلْ** لِي فِيهَا **مِنْ أَجْرٍ؟**	١٢

	قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ».	فِيهَا **أَجْرٌ؟** قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ».

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১৬**(২৪৪৮)নং বাবে বর্ণিত **৫৯৯২**নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৩৬**নং বাবের ৭০নং হাদীসের মতনের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটি هَلْ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিতে فَهَلْ এবং مِنْ أَجْرٍ স্থলে أَجْرٌ উল্লেখ করা হয়েছে। আর উভয় হাদীসের সনদের মাঝেও কোন ভিন্নতা নেই এবং সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিও সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣٢- جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، **فَسَأَلَتْنِي** فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلَّا تَمْرَةً وَاحِدَةً، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ».	٥٩٩٥- جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ **تَسْأَلُنِي**، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ».	١٣

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১৮**(২৪৫০)নং বাবে বর্ণিত **৫৯৯৫**নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৭৪**নং বাবের **১৩২**নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটি تَسْأَلُنِي স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিতে فَسَأَلَتْنِي উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় হাদীসের সনদের মাঝেও কোন ভিন্নতা নেই। অনুরূপভাবে সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিও সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩١- «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ».	٥٩٩٧- «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ».	١٤
٩٥- «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ».	٦٠١٣- «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ».	

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১৮**(২৪৫০) ও **২৭**(২৪৫৯)নং বাবের **৫৯৯৭** ও **৬০১৩**নং হাদীসদ্বয়ের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫০ ও **৫৩**নং বাবের **৯১** ও **৯৫**নং হাদীসদ্বয়ের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থের **৫৯৯৭**নং হাদীসের সনদের সাথে **৯১**নং হাদীসের হুবহু মিল থাকলেও **৬০১৩**নং হাদীসের সাথে **৯৫**নং হাদীসের সনদের সাথে কোন ধরনের মিল খুজে পাওয়া যায় না। তবে প্রতিটি হাদীস বিশুদ্ধ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٠- «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟».	٥٩٩٨- «أَوَأَمْلِكُ لَكَ **أَنْ نَزَعَ اللَّهُ** مِنْ	١٥

	قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ».	٩٨- «أَوَ أَمْلِكُ **إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ** مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟».

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১৮**(২৪৫০)নং বাবে উল্লিখিত ৫৯৯৮নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫০নং বাবের ৯০নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। উভয় হাদীসের সনদের মাঝেও কোন ভিন্নতা নেই। আর সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিও সহীহ। একইভাবে ৫৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৯৮নং হাদীসের সাথে উক্ত হাদীসের মতনের সাথে অধিকাংশ মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসে إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরুপভাবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত সনদের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
١٦	٦٠٠٠- «**جَعَلَ اللَّهُ** الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ **تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا**، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ».	١٠٠- «**جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ **تِسْعَةً وَتِسْعِينَ**، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ».

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১৯**(২৪৫৯)নং বাবে বর্ণিত ৬০০০নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫৪নং বাবের ১০০নং হাদীসের মতনের সাথে পুরোপুরি মিল রয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটি جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিতে تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا এবং جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এর স্থলে تِسْعَةً وَتِسْعِينَ উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটিও সহীহ।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
١٧	٦٠٠٥- «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.	١٣٥- «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ২৪(২৪৫৬)নং বাবে বর্ণিত ৬০০৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৭৫নং বাবের **১৩৫**নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থের সনদের মাঝেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সহীহ।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
١٨	٦٠٠٨- «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، **وَإِذَا** حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».	٢١٣- «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، **فَإِذَا** حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ২৭(২৪৫৯)নং বাবে বর্ণিত ৬০০৮নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১০৮নং বাবের ২১৩নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির মতনের وَإِذَا এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটির মতনে فَإِذَا উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٧٨- "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ **اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ**، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ **بَلَغَنِي**، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ **خُفَّهُ**، ثُمَّ أَمْسَكَهَا بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ **قَالَ**: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».	٦٠٠٩- "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، **اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ**، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ **بَلَغَ بِي**، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلَأَ **خُفَّهُ** ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ **فَقَالَ**: «**نَعَمْ**، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».	١٩

একই সনদে বর্ণিত সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের ২৭(২৪৫৯)নং বাবে বর্ণিত ৬০০৯নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৭৬নং বাবের ৩৮৭নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির মতনে اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটির মতনে بَلَغَ بِي ও اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ এর স্থলে بَلَغَنِي এবং خُفَّهُ এর স্থলে خُفَّاهُ অত:পর فَقَالَ: «نَعَمْ، **এর স্থলে** قَالَ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٠١- (مَا زَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ). ١٠٤- (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ). ١٠٥- (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ). ١٠٦- (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ).	٦٠١٤- (مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ). ٦٠١٥- (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ).	٢٠

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত চারটি হাদীসের মতনে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থের ৬০১৪ ও ১০১নং এবং ৬০১৫ ও ১০৪নং হাদীসে বর্ণিত

সনদ হুবহু এক ও অভিন্ন। আর ১০৫ ও ১০৬নং হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ বিপরীত। যদিও উল্লিখিত ছয়টি হাদীসেই প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٢٣- «**يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ،** لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».	٦٠١٧- «**يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ،** لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».	٢١

উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের মতন হুবহু এক। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ অংশটুকু দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٠٢- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ **فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ،** وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».	٦٠١٨- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ **فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ،** وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».	٢٢

উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের মতনে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসের فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٤١- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ»، قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». ٧٤٣- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى	٦٠١٩- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». ٦١٣٦- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». ٦١٣٨- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».	٢٣

		يُخْرِجَهُ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০১৯, ৬১৩৬ ও ৬১৩৮নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৭৪১নং হাদীসের মতনে অধিকাংশ মিল রয়েছে। এ ছাড়াও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০১৯নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৭৪১নং হাদীসের মতনে হুবহু মিল দৃশ্যমান।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٠٧- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». ١٠٨- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا».	٦٠٢٠- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا».	٢٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০২০নং হাদীসটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১০৭ ও ১০৮নং হাদীসের মতন এক ও অভিন্ন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٢٤- «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». ٢٣١- «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». ٢٣٣- «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». ٣٠٤- «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ،».	٦٠٢١- «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».	٢٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০২১নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২২৪, ২৩১, ২৩৩ ও ৩০৪নং হাদীসের মতনের মাঝে কোন ধরনের পার্থক্য নেই। ইমাম বুখারী (রহ.) একই মতনের হাদীসগুলো উভয় গ্রন্থে বারংবার উল্লেখ করে কাঙ্খিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٢٥- «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ». ٣٠٦- «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ، فَلْيَنْفَعْ نَفْسَهُ، وَلْيَتَصَدَّقْ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «**لِيُعِنْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ**»، **قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ،**	٦٠٢٢- «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ» أَوْ قَالَ: «بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ».	٢٦

		أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০২২নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২২৫নং হাদীসের মতনের মাঝে পরিপূর্ণ মিল পরিলক্ষিত হয়। আর আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩০৬নং হাদীসটির মতনে «لِيُعِنْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ» অংশটুকুর মতনে ভিন্নতা দেখা গেলেও মূল ভাব একই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২৭	٦٠٢٤- دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: **وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ**، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ".	٤٦٢- دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: **عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ**، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ".

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতন এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আর বুখারী এর কিতাবুল আদবে وَ বর্ণটি বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২৮	٦٠٣٠- أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: **عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ**. قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ وَالفُحْشَ» قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ».	٣١١- أَنَّ يَهُودًا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: **عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ**، قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ»، قَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ».

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতন এক ও অভিন্ন। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসে عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের

মতনে عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আর বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির মতনে و বর্ণটি বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٣٠- لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا لَعَّانًا، وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ».	٦٠٣١- لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا، وَلاَ فَحَّاشًا، وَلاَ لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ المِعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ». ٦٠٤٦- لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلاَ لَعَّانًا، وَلاَ سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المِعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ».	٢٩

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৪৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪৩০নং হাদীসের মতনের হুবহু মিল রয়েছে। অনুরূপভাবে ৬০৩১নং হাদীসের মতনে تأخير ও تقديم করা হলেও ৪৩০নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ মিল পরিলক্ষিত হয়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٠٣- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا، لَنْ تُرَاعُوا»، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، فَقَالَ: «لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ».	٦٠٣٣- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا» وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: " لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا. أَوْ: إِنَّهُ لَبَحْرٌ".	٣٠

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৩৩নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩০৩নং হাদীসের মতনের পরিপূর্ণ মিল রয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٩٨- مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا.	٦٠٣٤-" مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لاَ ".	٣١

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৩৪নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৯৭নং হাদীসের মতনের পরিপূর্ণ মিল খুজে পাওয়া যায়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٧١- لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا،	٦٠٢٩- لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا».	٣٢

	٦٠٣٥- لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا».	وَكَانَ يَقُولُ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০২৯ ও ৬০৩৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদের ২৭১নং হাদীসের মতনের পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনে কোন ধরনের অমিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩৩	٦٠٤٤- «سِبَابُ المسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».	٤٢٩- «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ». ٤٣١- «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৪৪নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪২৯ ও ৪৩১নং হাদীসের মতনে কোন ধরনের পার্থক্য নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩৪	٦٠٤٥- «لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ».	٤٣٢- «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৪৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪৩২নং হাদীসের মতনের পরিপূর্ণ মিল পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় গ্রন্থে এক ও অভিন্ন মতনের হাদীস সঙ্কলন করেছেন।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩৫	٦٠٤٨- اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ» فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ» فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَأْسٌ، أَمَجْنُونٌ أَنَا، اذْهَبْ.	٤٣٤- اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ»، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَالَ: أَتَرَى بِي بَأْسًا، أَمَجْنُونٌ أَنَا؟ اذْهَبْ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৪৮নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৪৩৪নং হাদীসের মতনে কোন ধরনের গড়মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩৬	٦٠٥٤- «ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ»	١٣١١- «ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو

	فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الكَلاَمَ، **قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،** قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلاَمَ؟ قَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ». ٦١٣١- «ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ- أَوْ بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ-» فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الكَلاَمَ، **فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،** قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي القَوْلِ؟ فَقَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ- أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».	الْعَشِيرَةِ»، فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، **فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،** قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ الْكَلَامَ، قَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ- أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ- اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত **৬১৩১** ও ৬০৫৪নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত **১৩১১**নং হাদীসের মতনে দু'স্থান ব্যতিরেকে হুবহু মিল রয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬০৫৪নং হাদীসে فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ স্থলে فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ এবং **৬১৩১**নং হাদীসে فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩৭	٦٠٥٥- خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ المَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».	٧٣٥- فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ»، فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، أَوْ بِجَرِيدَتَيْنِ، فَكَسَرَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا إِنَّهُ سَيُهَوَّنُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ، أَوْ: لَمْ تَيْبَسَا".

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৫৫নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৭৩৫নং হাদীসের মতনের সাথে অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে পার্থক্যের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনে একই ধরনের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩৮	٦٠٥٦- «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ».	٣٢٢- «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৫৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩২২নং হাদীসের মতনের পরিপূর্ণ মিল পাওয়া যায়।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৩৯	٦٠٥٨- «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ	٤٠٩- «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ

	اللَّهِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ».	اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৫৮নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৪০৯নং হাদীসের মতনের পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) একই মতনের হাদীস উভয় গ্রন্থে সঙ্কলন করেছেন।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٠	٦٠٦٠- سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَةِ فَقَالَ: " أَهْلَكْتُمْ، أَوْ: قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ".	٣٣٤- سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ، ظَهْرَ الرَّجُلِ».

ইমাম বুখারী (রহ.) সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬০নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৩৪নং হাদীসের মতনে কোন ধরনের পার্থক্য খুজে পাওয়া যায় না। কেননা, উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতন একই রকম।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤١	٦٠٦١- أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ- يَقُولُهُ مِرَارًا- إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلاَ يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا" **قَالَ وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ: «وَيْلَكَ»**.	٣٣٣- أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، يَقُولُهُ مِرَارًا، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا- إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ- وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا".

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬১নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৩৩নং হাদীসের মতনে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে قَالَ وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ: «وَيْلَكَ» অংশটুকু বেশি; যা আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের মতনে উল্লেখ করা হয়নি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٢	٦٠٦٤- «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، **وَلاَ تَحَسَّسُوا**، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». ٦٠٦٦- «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، **وَلاَ تَحَسَّسُوا**، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا،	١٢٨٧- «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، **وَلَا تَنَافَسُوا**، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

	وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».	

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬৪ ও ৬০৬৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ১২৮৭নং হাদীসের মতনে অনেকাংশে মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মতনে وَلاَ تَحَسَّسُوا অংশটুকু বেশি। অপরদিকে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের মতনে وَلَا تَنَافَسُوا অংশটুকু বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৪৩	٦٠٦٥- «لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ **ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ**».	٣٩٨- «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ **ثَلَاثِ لَيَالٍ**».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৯৮নং হাদীসের মতনে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনের শেষভাবে ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ উল্লেখ করা হয়েছে। আল-আদাবুল মুফরাদে ثَلَاثِ لَيَالٍ এর স্থলে ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৪৪	٦٠٧٧- لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ".	٣٩٩- «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». ٤٠٦- «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». ٩٨٥- «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». ٩٩٧- أَنَّهُ لَقِيَ فَارِسًا فَبَدَأَهُ بِالسَّلَامِ، فَقُلْتُ: تَبْدَأُهُ بِالسَّلَامِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا مَاشِيًا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬৭নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৯৯, ৪০৬, ৯৮৫নং হাদীসের মতনে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে। তবে ৯৯৭নং হাদীসটিতে মতনের দিক থেকে মিল না থাকলেও তা অর্থগত দিক বিবেচনায় পেশ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৪৫	٦٠٧٨- «إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ»	٤٠٣- «إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ»،

	قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ" قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ.	قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ.

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৪০৩নং হাদীসটির মতন সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬৫নং হাদীসের মতনের অনুরূপ।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٦	٦٠٨٠- «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ البَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ».	٣٤٧- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا خَرَجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُمْ.

উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মতনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে উভয় হাদীসে বর্ণিত মতনের ভাব ও উদ্দেশ্য এক।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٧	٦٠٩٤- «**إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ**، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ **لَيَصْدُقُ** حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. **وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ**، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا».	٣٨٦- «**عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ**، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ **يَصْدُقُ** حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، **فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ**، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا».

উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটির মতন إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ দিয়ে শুরু। পক্ষান্তরে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটি عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ দিয়ে শুরু। শাব্দিক ও অর্থগত দিক নিয়ে তুলনা করলে পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। আবার সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনে لَيَصْدُقُ স্থলে يَصْدُقُ উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ এর স্থলে وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
٤٨	٦٠٩٩- " لَيْسَ أَحَدٌ، أَوْ: لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ	٣٨٩- «لَيْسَ أَحَدٌ- أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ- أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُمْ لَيَدَّعُونَ لَهُ

	لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ".	وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ».

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৮৯নং হাদীসটির মতন সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৯৯নং হাদীসের মতনের মতোই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৪৯	٦١٠٠- قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ».	٣٩٠- قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً، كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ، إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قُلْتُ أَنَا: لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ».

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৯০নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬৫নং হাদীসের মতন এক ও অভিন্ন।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৫০	٦١٠١- صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».	٤٣٦- صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৪৩৬নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬১০১নং হাদীসের মতন হুবহু। অর্থাৎ উভয় হাদীসের মতনে কোন ধরনের গড়মিল খুজে পাওয়া যায়নি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৫১	٦١١٩- «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا».	٥٩٩- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، **وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ**.

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৫৯৯নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬১০১নং হাদীসের মতন একই রকম। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ অংশটুকু বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٢٦٢- "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ "	٦١٠٧- "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ "	٥٢

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬১০৭নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ১২৬২নং হাদীসের মতনের পরিপূর্ণ মিল রয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣١٧- «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»	٦١١٤-«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»	٥٣

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১১৪নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩১৭নং হাদীসের মতনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল রয়েছে। যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় ওস্তাজ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (রহ.) এর সনদে এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটি প্রিয় শায়খ ও পিতা ইসমা'ঈল (রহ.) এর সনদে বর্ণনা করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣١٢- «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ»، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، **إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً**، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ	٦١١٧- «الحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: "مَكْتُوبٌ فِي الحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الحَيَاءِ وَقَارًا، **وَإِنَّ مِنَ الحَيَاءِ سَكِينَةً**" فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: «أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ»	٥٤

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১১৭নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১৩১২নং হাদীসের মতনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল রয়েছে। কিন্তু সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত সনদের মাঝে একটি و (ওয়াও) বেশি; যা আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত মতনে কম রয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারীর কিতাবুল আদবে وَإِنَّ مِنَ الحَيَاءِ سَكِينَةً এর স্থলে إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থের উল্লিখিত হাদীস একই সূত্রে বর্ণিত।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٦٠٢- مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، **كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ**	٦١١٨- مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، يَقُولُ: **إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ**	٥٥

	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ»	**الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ»**

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১১৮নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৬০২নং হাদীসের মতনের সঙ্গে দুইস্থান ব্যতীত মিল দৃশ্যমান। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত সনদের মাঝে দুইস্থানে মতনের মাঝে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের মতনে হ্রাস করা হয়েছে। স্থান দু'টি যথাক্রমে- সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَضَرَّ بِكَ، এর স্থলে حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي، উল্লেখ فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» এর স্থলে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٩٩- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، **وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ**	٦١٠٢- «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، **فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ**»	٥٦

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১০২নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫৯৯নং হাদীসের মতনের সঙ্গে বেশিরভাগ মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে অর্থগত মিল থাকলেও শাব্দিক ভিন্নতা বিদ্যমান। অর্থাৎ সহীহ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনে فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ» এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অর্থগত দিক থেকে উভয় হাদীসে উল্লিখিত মতন এক ও অভিন্ন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٣١٦- "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"	٦١٢٠- "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"	٥٧

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ১৩১৬নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬১২০নং হাদীসের মতন হুবহু। অর্থাৎ উভয় হাদীসের মতনে কোন ধরনের গড়মিল খুজে পাওয়া যায়নি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٦٠- «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، لَا تَحُتُّ وَرَقَهَا»، **فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ**، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: **يَا أَبَتِ، وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ**، قَالَ: مَا مَنَعَكَ	٦١٤٤- «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ المسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلاَ تَحُتُّ وَرَقَهَا» **فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ**، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي **قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ**، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا،	٥٨

	لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ	أَنْ تَقُولَهَا؟ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا لَمْ أَرَكَ، وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا، فَكَرِهْتُ

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৪৪নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৬০নং হাদীসের মতনের সঙ্গে অধিকাংশ মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে অর্থগত মিল থাকলেও শাব্দিক ভিন্নতা বিদ্যমান। অর্থাৎ সহীহ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনে فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا এবং فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ، এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে النَّخْلَةُ এর স্থলে قُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ، উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অর্থগত দিক বিবেচনায় উভয় হাদীসে উল্লিখিত মতন এক ও অভিন্ন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٤٧٣- «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»	٦١٢٥- «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا»	٥٩

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১২৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৪৭৩নং হাদীসের মতনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পরিলক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের সনদের মাঝেও হুবহু মিল দৃশ্যমান।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٧٤- مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، **وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ**، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، **فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا**	٦١٢٦- «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، **وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ**، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، **فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ**»	٦٠

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১২৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৭৪নং হাদীসের মতনের সঙ্গে বেশিরভাগ মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের অর্থগত মিল থাকলেও শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনে وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত মতনে فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ بِهَا لِلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ এর স্থলে وَجَلَّ بِهَا উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও শাব্দিক ভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু অর্থগত দিক বিবেচনায় উভয় হাদীসে উল্লিখিত মতন এক ও অভিন্ন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٦٩- **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لَيُخَالِطُنَا،	٦١٢٩- **إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ**	٦١

	وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟»	حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟»

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ২৬৯নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬১২৯নং হাদীসের মতন একই রকম। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনের সূচনায় إِنْ বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনে كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সহীহ।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৬২	٦١٣٠- كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي»	٣٦٨- كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৩০নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৬৮নং হাদীসের মতনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পরিলক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের সনদের মাঝে যদিও ভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু হাদীসদ্বয় সহীহ।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৬৩	٦١٣١- اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، **فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ– أَوْ بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ–**» فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الكَلاَمَ، **فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي القَوْلِ؟ فَقَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ–** أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ – اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»	١٣١١- اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، **بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ**»، فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، **فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ الْكَلَامَ، قَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ–** أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ – اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ১৩১১নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬১৩১নং হাদীসের মতনে অর্থগত দিক থেকে পরিপূর্ণ মিল থাকলে শব্দগত দিক থেকে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ– أَوْ بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ এবং بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَنْتَ لَهُ فِي القَوْلِ؟ فَقَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ এর স্থলে قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ الْكَلَامَ، قَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٢٧٨- «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ **مِنْ جُحْرٍ** مَرَّتَيْنِ»	٦١٣٣- «لاَ يُلْدَغُ المؤْمِنُ **مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ** مَرَّتَيْنِ»	٦٤

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত **১২৭৮**নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত **৬১৩৩**নং হাদীসের মতন একই রকম। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনে مِنْ جُحْرٍ স্থলে وَاحِدٍ مِنْ جُحْرٍ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনে وَاحِد অংশটি আল-আদাবুল মুফরাদে হ্রাস করা হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٤١- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ»، قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ٧٤٣- «**مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ**، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ»	٦٠١٩- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ٦١٣٥- «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ»،	٦٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত **৬০১৯**নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৭৪১**নং হাদীসের মতনের সঙ্গে হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত **৬১৩৫**নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৭৪৩**নং হাদীসের মতনের সঙ্গে বেশিরভাগ মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ) لِيَصْمُتْ অংশটুকু বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٥٩- «كَبِّرِ الْكِبَرَ»- قَالَ يَحْيَى: لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ- فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "**اسْتَحِقُّوا قَتِيلَكُمْ**- أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ- بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ	٦١٤٢- «كَبِّرِ الكُبْرَ»- قَالَ يَحْيَى: يَعْنِي: لِيَلِيَ الكَلاَمَ الأَكْبَرُ- فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"**أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ**- أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ- بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ " قَالُوا:	٦٦

	يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ. **فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ**، قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ، فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا	مِنْكُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ، قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ. **فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ** قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ، فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ، فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৪২নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৫৯নং হাদীসের মতনের সাথে আংশিক পার্থক্য বিদ্যমান, অর্থাৎ প্রায়ই মিল রয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের মাঝে অর্থগত মিল থাকলেও শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ সহীহ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনে أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে اسْتَحِقُّوا فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ এর স্থলে فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ এবং قَتِيلَكُمْ قِبَلِهِ উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও শাব্দিক ভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু অর্থগত দিক বিবেচনায় উভয় হাদীসে উল্লিখিত মতন এক ও অভিন্ন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٥٨- «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»	٦١٤٥- «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»	٦٧

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের ৬১৪৫নং হাদীসে ও আল-আদাবুল মুফরাদের ৮৫৮নং হাদীসে হুবহু মতন উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এর শর্তানুযায়ী উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত সহীহ হাদীসদ্বয়ের সনদও একই ধরনের।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
١٢٦٤- «يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ»	٦١٤٩- «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالقَوَارِيرِ» قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ، قَوْلُهُ: «سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ» ٦١٦١- «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ» ٦٢١٠- «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ» قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: يَعْنِي النِّسَاءَ ٦٢١١- «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ القَوَارِيرَ» قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ	٦٨

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৪৯, ৬১৬১, ৬২১০ এবং ৬২১১নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১২৬৪নং হাদীসের মতনে হুবহু ও বেশিরভাগ মিল পরিলক্ষিত হয়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٦٢- اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ	٦١٥٠- اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى	٦٩

	اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ المشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**فَكَيْفَ بِنَسَبِي**» فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ *«**لاَ تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**»	اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي؟**» فَقَالَ: لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৫০নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮৬২নং হাদীসের মতনে হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই। তবে فَكَيْفَ بِنَسَبِي এর স্থলে فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي؟ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত মতনে

«لاَ تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». এ অংশটুকু বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٧٠- «لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»	٦١٥٤- «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»	٧٠

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতন একই ধরনের এবং শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্যও নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٧٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: فَإِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ»	٦١٥٩- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»	٧١

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতন একই ধরনের। একইভাবে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্যও নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٥٢- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ مِنْ كَبِيرٍ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا يَوْمَئِذٍ	٦١٦٨- «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ٦١٦٩- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ٦١٧٠- الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ٦١٧١- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا» قَالَ: مَا	٧٢

	أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»	

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৬৮, ৬১৬৯, ৬১৭০ এবং ৬১৭১নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৫২নং হাদীসের মতনে বেশিরভাগ মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রত্যেকটি হাদীসের মতনের মূল ভাব এক ও অভিন্ন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٥٨- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: فَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَصَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ»، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: «مَاذَا تَرَى؟» فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا»، قَالَ: هُوَ الدُّخُّ، قَالَ: «اخْسَأْ فَلَمْ تَعْدُ قَدْرَكَ» ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ»	٦١٧٢- «قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَمَا هُوَ؟» قَالَ: الدُّخُّ، قَالَ: «اخْسَأْ»	٧٣

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৭২নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯৫৮নং হাদীসের মতনে অধিকাংশ মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের মতন সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত মতনের তুলনায় বিস্তারিত ও বড়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٥٨- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ	٦١٧٥- «إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ	٧٤

	اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "خَسَأْتُ الكَلْبَ: بَعَّدْتُهُ (خَاسِئِينَ) [البقرة: ٦٥]: مُبْعَدِينَ "	حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: فَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَصَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ»، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: «مَاذَا تَرَى؟» فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا»، قَالَ: هُوَ الدُّخُّ، قَالَ: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُ قَدْرَكَ» ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمًا إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَسْمَعُ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافُ – وَهُوَ اسْمُهُ – هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ» * " إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ "

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে ৬১৭৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯৫৮নং হাদীসের মতনে বেশিরভাগ মিল দৃশ্যমান। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ আল-বুখারী এর

কিতাবুল আদবে ৬১৭৫নং হাদীসের মতনের তুলনায় আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯৫৮নং হাদীসের মতন তুলনামূলক বেশি উল্লেখ করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٠٩- "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي " ٨١٠- "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي " قَالَ مُحَمَّدٌ: أَسْنَدَهُ عَقِيلٌ	٦١٧٩- «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي» ٦١٨٠- «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي» تَابَعَهُ عُقَيْلٌ	٧٥

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত চারটি হাদীসের মতন একই ধরনের। অনুরুপভাবে উল্লিখিত হাদীসসমূহে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্যও নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٠٤- **يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ**، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».	٦١٨٤- **يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ**، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» **أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ**.	٧٦

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতনের মাঝে অধিকাংশ মিল বয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনে يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ এর স্থলে يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ এবং সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসের মতনে أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ অংশটুকু বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨١٥- وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ: الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ»	٦١٨٦- وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَقُلْنَا: لاَ نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ»	٧٧

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৮৬নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮১৫নং হাদীসের মতন একই ধরনের এবং শব্দগত ও অর্থগত কোন গড়মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٣٧- «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي» ٨٤٥- «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي»	٦١٨٧- «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي»	٧٨

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৮৭নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮৩৭ ও ৮৪৫নং হাদীসের মতনে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের মতনের মাঝে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٦١- (سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي)	٦١٨٨- «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» ٦١٩٦- «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي،	٧٩

	٦١٩٧- «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي،	

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৮৮, ৬১৯৬ এবং ৬১৯৭নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯৬১নং হাদীসের মতন একই ধরনের। অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচটি হাদীসের মাঝে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৮০	٦١٩٠- «مَا اسْمُكَ» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي	٨٤١- «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ»، قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৯০নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮৪১নং হাদীসের মতন একই ধরনের। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৮১	٦١٩٣- «مَا اسْمُكَ» قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ»	٨٤١- «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ»، قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৯৩নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৮৪১নং হাদীসের মতন একই ধরনের। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৮২	٦١٩٦- «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، **فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ**».	٩٦١- سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৯৬নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯৬১নং হাদীসের মতন একই ধরনের। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনে এ অংশটুকু (فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ) ব্যতীত উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৮৩	٦١٩٨- وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ»، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.	٨٤٠- وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৯৮নং হাদীসের মতন এবং আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৯৬১নং হাদীসের মতন একই ধরনের। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٥٢- إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، **وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ، فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ امْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسْ أَبَا تُرَابٍ»	٦٢٠٤- إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، **وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ، فَاضْطَجَعَ إِلَى الجِدَارِ إِلَى المِسْجِدِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الجِدَارِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ»	٨٤

আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৮৫২নং হাদীসটির মতন ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬২০৪নং হাদীসের মতন একই রকম। তবে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত মতনে وَمَا سَمَّاهُ أَبُو وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، **স্থলে** تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সহীহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨١٧- «أَحْنَى الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ»	٦٢٠٥- «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ»	٨٥

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটিতে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের তুলনায় يَوْمَ القِيَامَةِ শব্দদ্বয় বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	স সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٨٣- «ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ- وَيْحَكَ- بِالْقَوَارِيرِ».	٦٢٠٩- «ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ، وَيْحَكَ بِالقَوَارِيرِ».	٨٦

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতন একই ধরনের। অর্থাৎ শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٧٩- «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».	٦٢١٢- «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».	٨٧

উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের মতন একই ধরনের। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনে কোন ধরনের পার্থক্য নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৮৮	٦٢١٣- **سَأَلَ أُنَاسٌ** رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» **قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،** فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، **يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ،** فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ».	٨٨٢- **سَأَلَ نَاسٌ** النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ»، **فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،** فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ **يَخْطَفُهَا الشَّيْطَانُ، فَيُقَرْقِرُهُ بِأُذُنَيْ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ،** فَيَخْلِطُونَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كِذْبَةٍ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬২১৩নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৮৮২নং হাদীসের মতনের অধিকাংশ মিল রয়েছে। তবে কয়েকটি স্থানে উভয় গ্রন্থে অমিল দেখা যায়। যেমন- এক. سَأَلَ نَاسٌ এর স্থলে **দুই.** سَأَلَ أُنَاسٌ এর স্থলে قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ তিন. فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ চার. يَخْطَفُهَا الشَّيْطَانُ এর স্থলে يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيُقَرْقِرُهُ بِأُذُنَيْ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
৮৯	٦٢١٦- أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ **بَيْنَ المَاءِ وَالطِّينِ،** فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ» فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ» فَإِذَا عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، أَوْ تَكُونُ» فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ، فَقُمْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ، قَالَ: اللَّهُ المُسْتَعَانُ	٩٦٥- أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ **مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ،** فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَحْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَذَهَبَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَإِذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ- وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ- وَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، أَوْ تَكُونُ»، فَذَهَبْتُ، فَإِذَا عُثْمَانُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ، قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬২১৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৯৬৫নং হাদীসের মতনের মিল রয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনে بَيْنَ الماءِ وَالطِّينِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের মতনে مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٠٥- **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، **وَلَا يُنْكِي الْعَدُوَّ**، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ»	٦٢٢٠- **نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، **وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ**، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ»	٩٠

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২২০নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৯০৫নং হাদীসের মতনে অধিকাংশ মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসে نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসে نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يُنْكِي الْعَدُوَّ এবং صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ এর স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩١٩- "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، **فَإِذَا قَالَ: هَاهْ**، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ"	٦٢٢٣- "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، **فَإِذَا قَالَ: هَا**، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ"	٩١

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১২৫(২৫৫৭)**নং বাবে উল্লিখিত ৬২২৩নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৪১৩**নং বাবের **৯১৯**নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির فَإِذَا قَالَ: هَا এর স্থলে আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের মতনে فَإِذَا قَالَ: هَاهْ، উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٢٧- إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: **الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ**، فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: فَإِذَا قَالَ: هَاهْ، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ"	٦٢٢٤- إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: **الحَمْدُ لِلَّهِ**، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: **يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ**، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ"	٩٢

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১২৪(২৫৫৬)**নং বাবের ৬২২৪নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৪১৭**নং বাবের **৯২৭**নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত মতনে দু'স্থানে পার্থক্য বিদ্যমান। যথা- সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির মতনে الحَمْدُ لِلَّهِ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটির মতনে الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِذَا

يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ এর স্থলে يَرْحَمُكَ اللَّهُ উল্লেখ করা হয়েছে। একস্থানে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির মতনে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের মতনের তুলনায় বেশি বাক্য উল্লেখ রয়েছে। অপরস্থানে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসটিতে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসের তুলনায় বেশি বাক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٣١- عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، **فَقَالَ: شَمَّتَّ هَذَا** وَلَمْ تُشَمِّتْنِي؟ قَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، **وَلَمْ تَحْمَدْهُ**»	٦٢٢٥- عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، **فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَمَّتَّ هَذَا** وَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، **وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ**»	٩٣

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১২৭(২৫৫৯)**নং বাবে বর্ণিত ৬২২৫নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৪১৮**নং বাবের **৯৩১**নং হাদীসের মতনের সাথে দু'স্থানে পার্থক্য ব্যতীত হুবহু মিল রয়েছে। তবে সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির মতনে فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا وَلَمْ تَحْمَدِ এবং فَقَالَ: شَمَّتَّ هَذَا স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটির মতনে رَسُولَ اللَّهِ، شَمَّتَّ هَذَا اللَّهَ এর স্থলে وَلَمْ تَحْمَدْهُ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٢٨- "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، وَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. **فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ** فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ"	٦٢٢٦- "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، **وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ**: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ"	٩٤

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবের **১২৮(২৫৬০)**নং বাবে বর্ণিত ৬২২৬নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত **৪১৭**নং বাবের **৯২৮**নং হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ মিল রয়েছে। কেবলমাত্র সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসটির মতনে وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ স্থলে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসটির মতনে فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ উল্লেখ করা হয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত মতনসমূহের তুলনামূলক পার্থক্য

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে ১২৮টি বাবে উল্লিখিত ২৫৭টি হাদীসের মধ্যে ২৯টি হাদীসের মতন আল-আদাবুল মুফরাদে ৬৪৫টি বাবে ১৩৩৯টি হাদীসের মধ্যে ৩৭টি হাদীসের মতনের সাথে বেশিরভাগ কিংবা আংশিক পার্থক্য ও ভিন্নতা রয়েছে। এ পরিচ্ছেদে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত মতনসমূহের বেশিরভাগ ও আংশিক পার্থক্য সম্বলিত বিস্তারিত বর্ণনা আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত হাদীসের মতন ও আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত হাদীসের মতনসমূহের মধ্যে (উভয় গ্রন্থের) মতনসমূহের যে সকল মতনে বেশিরভাগ পার্থক্য ও ভিন্নতা রয়েছে, সে সকল মতন নিয়ে বিশদ আলোচনা নিম্নে ছকাকারে তুলে ধরা হলো-

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٠- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الْجِهَادَ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»	٥٩٧٢- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»	٠١

সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৮২নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২০নং হাদীসের মতনের অর্থগত তেমন কোন পার্থক্য নেই। শাব্দিক পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত মতনে উল্লিখিত؟ أُجَاهِدُ স্থলে قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قَالَ: نَعَمْ، এবং قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الْجِهَادَ، فَقَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» স্থলে قَالَ: অতঃপর «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٢٧- «مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، فَقَالُوا: كَيْفَ يَشْتِمُ؟ قَالَ: «يَشْتِمُ الرَّجُلَ، فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ»	٥٩٧٣- «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»	٠٢

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৭৩নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ২৭নং হাদীসের মতনের সাথে অর্থগত দিক থেকে মিল খুজে পাওয়া। আর শাব্দিক দিক থেকে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মাঝে আংশিক মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে একই বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٠- «مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالسَّرِقَةِ؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هُنَّ الْفَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ الْعُقُوبَةُ، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،	٥٩٧٧- ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَالَ: " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ	٠٣

	الزُّورِ " قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: «شَهَادَةُ الزُّورِ»	وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَفَزَ قَالَ: «وَالزُّورُ»

আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩০নং হাদীসটি সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৭৭নং হাদীসের সাথে ভাব ও অর্থগত দিক থেকে পরিপূর্ণ মিল থাকলেও শাব্দিক দিক থেকে উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট অমিল বিদ্যমান। অনুরূপভাবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতনেও কম-বেশি রয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৪	৫৯৮০- أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:- يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالعَفَافِ، وَالصِّلَةِ).	৩৯১- (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِدَرَجَةٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟) قَالُوا: بَلَى، قَالَ: (صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ).

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৮০নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৯১নং হাদীসের মতনে শব্দগত ও অর্থগত আংশিক মিল রয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৫	৫৯৮২- قَالَ: قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ»	২২৮- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «أَمِطِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ»

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৮২নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ২২৮নং হাদীসের মতনে শব্দগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অর্থগত যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৬	৫৯৮৩- أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، فَقَالَ القَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَبٌ مَا لَهُ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا» قَالَ: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ	৬৯- جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقَصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ» قَالَ: أَوَ لَيْسَتَا وَاحِدًا؟ قَالَ: «لَا، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَةَ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَالْمَنِيحَةُ الرَّغُوبُ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ»

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৮৩নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৬৯নং হাদীসের মতনে শব্দগত ও অর্থগত আংশিক মিল রয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মাঝে মতনের দিক থেকে মিলের চেয়ে অমিল বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৭	৫৯৮৯- «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا	৫৩- "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ

	وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ»	الرَّحِمَ، وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ "

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৫৯৮৯নং হাদীসটির সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৫৩নং হাদীসের মতনের সাথে অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে অর্ধেক মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে সহীহ আল বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনে উল্লিখিত الرَّحِمُ شِجْنَةٌ অংশটুকু আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের মতনে উল্লেখ করা হয়নি। পক্ষান্তরে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীসের মতনে قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي অংশটুকু বেশি উল্লেখ করা হয়েছে; যা সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৫৯৮৯নং হাদীসের মতনে উল্লেখ করা হয়নি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৮	٦٠٥٢- مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ "ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»	٧٣٥- فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ»، فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، أَوْ بِجَرِيدَتَيْنِ، فَكَسَرَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا إِنَّهُ سَيُهَوَّنُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ، أَوْ: لَمْ تَيْبَسَا"

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৫২নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৭৩৫নং হাদীসের মতনের সাথে অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনের মূল ভাষ্য এক ও অভিন্ন।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
০৯	٦٠٦٢- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ»	١١٧٥- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ- الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ- وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ. وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ- وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৬২নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ১১৭৫নং হাদীসের মতনের সাথে অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য বিরাজমান। আর উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনের মূল বক্তব্যের মাঝেও ভিন্নতা রয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১০	٦٠٧٣- وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا. فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا، حِينَ طَالَتِ الهِجْرَةُ، فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا، وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي. فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالاَ: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ: ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمِ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ، وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولاَنِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ» فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ نَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ،	٣٩٧- فَهُوَ لِلَّهِ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْمُهَاجِرِينَ حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا، وَلَا أُحَنِّثُ نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا. فَلَمَّا طَالَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالَا: كُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ. وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الْحِجَابِ، وَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا يَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: قَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا التَّذْكِيرَ وَالتَّحْرِيجَ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ بِنَذْرِهَا أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ بَعْدَ مَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا

	فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا	

যদিও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৭৩নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৩৯৭নং হাদীসের মতনের মূল বক্তব্য একই রকম। তথাপিও অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে উভয়গ্রন্থে বর্ণিত মতনের মাঝে পার্থক্য ও ভিন্নতা বিদ্যমান।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٧٠- جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»	٦٠٨٣- «لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ» فَقَالَ: «قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي»	١١

যদিও উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনে শপথের বর্ণনা রয়েছে। তবে পেক্ষাপট, শব্দগত ও অর্থগত পার্থক্যই তুলনামূলক বেশি।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٩٤٧- مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهَا قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ، وَكَانَتْ إِذَا أَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّبَتْ بِهِ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ، وأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَرَحَّبَ وَقَبَّلَهَا، وَأَسَرَّ إِلَيْهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لِلنِّسَاءِ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَضْلًا عَلَى النِّسَاءِ، فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ، بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهَا: مَا قَالَ لَكِ؟ قَالَتْ: إِنِّي إِذًا لَبَذِرَةٌ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ فَقَالَ: «إِنِّي مَيِّتٌ»، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيَّ فَقَالَ: «إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي بِي لُحُوقًا»، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَنِي	«أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكْتُ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى»	١٢

উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনের মাঝে কোন ধরনের মিল খুজে পাওয়া যায়নি। যদিও উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনে হাসি-কান্নার বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৩	٦٠٨٤- أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».	٢٥٠- مَا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي ٢٥٢- «أَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ» ٢٥٣- «لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ» ٢٥٤- خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَبْكَى الْقَوْمَ، وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: «يَا مُحَمَّدُ، لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي؟»، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، وَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا».

উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসমূহের মতনের মাঝে শাব্দিকভাবে ও অর্থগতভাবে তেমন কোন মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৪	٦٠٨٦- لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ، قَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ» قَالَ: فَغَدَوْا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، وَكَثُرَ فِيهِمُ الجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: فَسَكَتُوا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: بِالخَبَرِ كُلِّهِ. ٦٠٨٧- أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَيْسَ لِي، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»	٩٢٢- دَعَوْتُمُونِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَلَمْ يَكُنْ لِي بُدٌّ مِنْ أَنْ أُجِيبَكُمْ، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ، إِنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لِأَخِيهِ عَلَيْهِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَحْضُرُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ"، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ أَصَابَ طَعَامَنَا: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَبِرًّا، فَغَضِبَ عَلَيْهِ حِينَ أَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ

	قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ- قَالَ إِبْرَاهِيمُ: العَرَقُ المِكْتَلُ - فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ، تَصَدَّقْ بِهَا» قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «فَأَنْتُمْ إِذًا». ٦٠٨٨- «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ»، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَالَ أَنَسٌ: «فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ»، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، «فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ». ٦٠٩٣ -أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: قَحَطَ المَطَرُ، فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ. فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ، فَاسْتَسْقَى، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ المَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ المَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ، يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ. ٦١٦٤- أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «وَيْحَكَ» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: مَا أَجِدُ،	لِأَبِي أَيُّوبَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ إِذَا قُلْتُ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَبِرًّا، غَضِبَ وَشَتَمَنِي؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: إِنَّا كُنَّا نَقُولُ: إِنَّ مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ أَصْلَحَهُ الشَّرُّ، فَاقْلِبْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ حِينَ أَتَاهُ: جَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا وَعَرًّا، فَضَحِكَ وَرَضِيَ وَقَالَ: مَا تَدَعُ مُزَاحَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: جَزَى اللَّهُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَيْرًا.

	فَأُتِيَ بِعَرَقٍ، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ طُنُبَيْ المَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: «خُذْهُ» تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «وَيْلَكَ».	

উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসমূহের মতনের মাঝে শাব্দিকভাবে ও অর্থগতভাবে তেমন কোন মিল নেই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৫	٦٠٩٣- أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: قَحَطَ المَطَرُ، فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ. فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ، فَاسْتَسْقَى، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ المَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ المَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ، يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.	٦١٢- قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا، فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا يُرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ، فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِي اللَّهَ، فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيبُ الدَّارِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَدَامَتْ جُمُعَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ. فَتَبَسَّمَ لِسُرْعَةِ مَلَالِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدِهِ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا»، فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ.

প্রথমত: সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬০৯৩নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৬১২নং হাদীসের মতনের সাথে অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে আংশিক মিল রয়েছে। দ্বিতীয়ত: উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনের মূল বক্তব্যের মাঝেও কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
১৬	٦١٠٢- «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ».	٤٦٧- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে উল্লিখিত ৬১০২নং হাদীসটির মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে উল্লিখিত ৪৬৭নং হাদীসের মতনের সাথে অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে বেশিরভাগ মাঝে মিল রয়েছে। দ্বিতীয়ত: উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মতনের মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন ।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٨٤٦- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنُ سَلُولٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَقَالَ: لَا تُؤْذِينَا فِي مَجْلِسِنَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: «أَيْ سَعْدُ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ؟»، يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولٍ.	٦١١٥- اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.	١٧

উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতনের মাঝে শাব্দিকভাবে ও অর্থগতভাবে তেমন কোন মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٣٦٠- «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، لَا تَحُتُّ وَرَقَهَا» ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا؟ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا لَمْ أَرَكَ، وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا، فَكَرِهْتُ.	٦١٢٢- «مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَنَحَاتُ» فَقَالَ القَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» وَعَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.	١٨

উভয়গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতনের মাঝে ভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্য এবং মূলভাব এক।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥١٠- مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّا كَذَلِكَ، يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ	٦١٤٠- «دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ»، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اطْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، فَسَكَتُّ، فَقَالَ: «يَا	١٩

	غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ»، فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ، قَالَ: «فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ»، فَقَالَ الآخَرُونَ: وَاللَّهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: «لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ، مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ»، فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ، الأُولَى لِلشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا».	الصَّالِحُونَ، وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَجُوبُهَا فَيَلْبَسُهَا، وَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، وَلَأَحَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ».

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতনের মাঝে তেমন কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২০	٦١٤٢- «كَبِّرِ الكُبْرَ»- قَالَ يَحْيَى: يَعْنِي: لِيَلِيَ الكَلاَمَ الأَكْبَرُ- فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ- أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ - بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ، فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا، قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ: قَالَ يَحْيَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ، وَحْدَهُ.	٣٥٩- «كَبِّرِ الْكِبَرَ»- قَالَ يَحْيَى: لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ- فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَحِقُّوا قَتِيلَكُمْ- أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ- بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ، قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ، فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ، فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৪২নং ও আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৩৫৯নং হাদীসের মতনের মাঝে কিছু কিছু অংশের মিল রয়েছে। আবার কিছু কিছু অংশে অমিল রয়েছে। যদিও উভয় হাদীসের আলোচ্য বিষয় একই ধরনের।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২১	قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ».	١٠٣٠- أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১০৩০নং হাদীসের মতনে ভিন্নতা থাকলেও উভয় গ্রন্থে বর্ণিত মতনের মূল উদ্দেশ্য একই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٦٩- "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ".	٦١٨١- "قَالَ اللَّهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ".	٢٢

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৮১নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৭৬৯নং হাদীসের মতনের সাথে হুবহু মিল না থাকলেও উভয় হাদীসের মূল বক্তব্যের ধরন এক ও অভিন্ন।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٧٩٥- "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: الْكَرْمَ، وَقُولُوا الْحَبَلَةَ"، يَعْنِي: الْعِنَبَ.	٦١٨٢- "لاَ تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ، وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ".	٢٣

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬১৮২নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৭৯৫নং হাদীসের মতন এবং মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা ও ব্যতিক্রম। অর্থাৎ উভয়ের মাঝে কোন ধরনের মিল নেই।

আল-আদাবুল মুফরাদ	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	ক্র. নং
٥٧٢- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَّا الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، وَامْسَحْ الرُّغَامَ عَنْهَا، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثُّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ. ٨٢٨- فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيهِ عِنْدَنَا، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: بَعْضُ بَنِيكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَسْأَلُكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَتْ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى أَنِّي رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلُ يُوحِي إِلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ كَفَّ- أَوْ كَتِفَ- ابْنِ عَفَّانَ بِيَدِهِ: «اكْتُبْ، عُثْمُ»، فَمَا كَانَ اللَّهُ يُنْزِلُ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى	٦٢٠١- «يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ» قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لاَ نَرَى.	٢٤

		اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا رَجُلًا عَلَيْهِ كَرِيمًا، فَمَنْ سَبَّ ابْنَ عَفَّانَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২০১নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ৫৭২নং হাদীসের মতনে কিছু শাব্দিক মিল থাকলেও তুলনামূলক গড়মিলই বেশি।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২৫	٦٢٠٣- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْسِبُهُ - فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.	٢٦٩- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟». ٨٤٧- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا- وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكَنَّى: أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ حَزِينًا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُهُ؟» قِيلَ لَهُ: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২০৩নং হাদীসের মতনের সাথে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ২৬৯ ও ৮৪৭নং হাদীসের মতনে ভিন্নতা থাকলেও হাদীসত্রয়ের মূল উদ্দেশ্য একই।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২৬	٦٢٠٧- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَإِذَا فِي المَجْلِسِ أَخْلاَطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَاليَهُودِ، وَفِي المُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا المَرْءُ، لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَّى كَادُوا	١١٠٨- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ - فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةِ الْأَوْثَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

	يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ- يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ- قَالَ كَذَا وَكَذَا» فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ) [آل عمران: ١٨٦] الآيَةَ. وَقَالَ: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) [البقرة: ١٠٩] فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ فِي العَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الكُفَّارِ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمُوا.	

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২০৭নং হাদীসের মতন আকারে বড়। পক্ষান্তরে আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত ১১০৮নং হাদীসের মতন তুলনামূলক ছোট। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মতনের মাঝে সামান্য মিল রয়েছে এবং মূল ভাষ্য এক ও অভিন্ন।

ক্র. নং	সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদব	আল-আদাবুল মুফরাদ
২৭	٦٢١٨- اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ	٦٢٢- قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مِائَةَ مَرَّةٍ. رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ.

	الحُجَرِ- يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ- رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ» *قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لاَ» قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ. ٦٢١٩- أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المِسْجِدِ، فِي العَشْرِ الغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ العِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المِسْجِدِ، الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» قَالاَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا».	٦٣٤- أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ، قَالَ: «إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدَ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَنْفُضْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». ٦٣٨ - "أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ". ٦٤٧- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا، فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ، فَخَرَجَ وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ وَاسْمُهَا بَرَّةُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَمَا تَعَالَى النَّهَارُ، وَهِيَ فِي مَجْلِسِهَا، فَقَالَ: " مَا زِلْتِ فِي مَجْلِسِكِ؟ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِكَلِمَاتِكِ وَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ- أَوْ مَدَدَ- كَلِمَاتِهِ". * أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ جُوَيْرِيَةَ إِلَّا مَرَّةً. ٧٢٧- اللَّهُمَّ لَمْ تُعْطِنِي مَالًا فَأَتَصَدَّقَ بِهِ، فَابْتَلِنِي بِبَلَاءٍ يَكُونُ- أَوْ قَالَ: فِيهِ أَجْرٌ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تُطِيقُهُ، أَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ". ٧٢٨- «ادْعُ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ سَلْهُ»، فَجَعَلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا أَنْتَ مُعَذِّبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تَسْتَطِيعُهُ- أَوَ قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُوا- أَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،

		وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ " وَدَعَا لَهُ، فَشَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. ٩٠٢- "بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ؟ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي"، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ، أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবে বর্ণিত ৬২১৮ ও ৬২১৯নং হাদীস এবং আল-আদাবুল মুফরাদে ৬২২, ৬৩৪, ৬৩৮, ৬৪৭, ৭২৭, ৮২৮ ও ৯০২নং হাদীসে বর্ণিত মতনসমূহের মাঝে তেমন কোন মিল খুজে পাওয়া যায়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোর মতনে ভিন্নতা ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.) তদ্বীয় গ্রন্থে হাদীসগুলো সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে উন্নত চরিত্র অর্জনে ধন্য করেছেন।

উপসংহার

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম, হাদীস সঙ্কলনের এক মহান দিশারী ও সংস্কারক। তিনি ছিলেন উঁচু পর্যায়ের হাদীস বিজ্ঞানী ও প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী, প্রত্যুৎপন্নমতি, দৃঢ়চেতা, উল্লিখযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সন্তান ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি হাদীস শাস্ত্রের ওপর গবেষণা করে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ-র নিগুঢ় তত্ত্ব অনুধাবন, অনন্য স্মৃতিশক্তি, উন্নত মানসিকতা, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ইজতিহাদের ক্ষমতা এবং দ্বীনের পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ কেউই ছিল না। পার্থিব লোভ লালসা থেকে মুক্ত জীবন, হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ও ইতিহাসের জ্ঞানের অধিকারের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত।

ইমাম বুখারী (রহ.) এর পূর্ব পর্যন্ত হাদীস সঙ্কলনের প্রতি লক্ষ্য করলে সাধারণত দেখা যায় যে, বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের যথার্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে হাদীসের সনদকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৩৬৮] তাঁরা হাদীসের মতনের প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ করেননি। অথচ হাদীসের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সনদ ও মতন উভয়ই সমানভাবে গুরুত্ববহ। ইমাম বুখারী (রহ.) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাদীস শাস্ত্রে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি কে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দানের ক্ষমতা [جوامع الكلم] প্রদান করা হয়েছে। তাঁর মুবারক মুখনি:সৃত অনেক হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম ও ভাব উপলব্ধি করা অতীব কঠিন ও দুরূহ। এ ধরনের হাদীসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন পথিকৃৎ। এ কারণেই সম্ভবত না'ঈম ইব্‌ন হাম্মাদ ইমাম বুখারী (রহ.) কে এ উম্মতের ফকীহ্‌ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৬৯]

ইসলামের শত্রুদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল পবিত্র ইসলামের সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ করা। অতএব শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হাদীসও তাদের অমূলক ও অশোভন সমালোচনা থেকে রক্ষা পায়নি। তারা এতেও ছিদ্রান্বেষণের অপচেষ্টা বারবার চালিয়ে যেতে মোটেও কম করেনি; বরং নানা অজুহাত উত্থাপন করে হাদীসকে কলুষিত করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছে।[৩৭০] ইমাম বুখারী (রহ.) সুদৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে

---

[৩৬৮] যেমন ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহ মুসলিম গ্রন্থের ভূমিকায় হাদীসকে নিম্নবর্ণিত তিনভাগে বিভক্ত করেছেন:

(ক) এমন হাদীস যা তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন হাফিয এবং বিশ্বস্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত: (ما رواه الحفاظ المتقنون)

(খ) এমন হাদীস যার বর্ণনাকারী দোষত্রুটি মুক্ত এবং স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ততা মধ্যম স্তরের: (ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ و الإتقان)

(গ) এমন হাদীস যাকে দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিগণ বর্ণনা করেছেন: (ما رواه الضعفاء المتركون)

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, (শায়খ গোলাম 'আলী এণ্ড সন্স, (লাহোর: তাজিরান-ই-কুতুব, প্রকাশকাল ১৩৭৬ হি./১৯৫৬ খ্রি.), পৃ. ৩-৪; ইমাম নববী (রহ.) আল-মুকাদ্দামাতু 'আলাল মুসলিম, (শায়খ গোলাম 'আলী এণ্ড সন্স, লাহোর), পৃ. ১৫।

[৩৬৯] মূল আরবী: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة

[৩৭০] এতদপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য:

وَعَن الْمِقْدَام بن معدي كرب عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «أَلا إِنِّي أُوتيت الْكتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ لحم الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبع وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ إِلَى قَوْلِهِ: «كَمَا حَرَّمَ الله».

মিকদাদ ইব্‌ন মা'দীকারিব (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সতর্ক হও! আমাকে আল-কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ একটি বস্তুও দান করা হয়েছে। সতর্ক থাকো! অতি সন্নিকট সময়ে কতিপয় পরিতৃপ্ত ব্যক্তি আপন আসনে উপবিষ্ট হয়ে বলবে, ঐ কুর'আনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তোমরা

তাদের এসব অজুহাত খণ্ডনকল্পে এগিয়ে আসেন। যে সব হাদীস বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয় তিনি পবিত্র কুর'আন, হাদীস এবং যুক্তির আলোকে সে সকল হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস বিজ্ঞানের ইমাম, হুজ্জাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত সংস্কারক ছিলেন। আর হাদীস বর্ণনা, রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, অধিক শিক্ষকমণ্ডলী থেকে হাদীস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করে জটিল ও দুর্বোধ্য হাদীসের ভাব ও অর্থ সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যার মাধ্যমে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল। অত্র অভিসন্দর্ভটিতে ইমাম বুখারী (রহ.) সঙ্কলিত আল-আদাবুল মুফরাদ ও সহীহ আল-বুখারী এর কিতাবুল আদবের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যা মুসলিম উম্মাহ-র শিষ্টাচার শিক্ষায় বিরাট ভূমিকা রাখবে। কেননা ইমাম বুখারী (রহ.) এর পূর্বে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে হাদীস গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে সেসব গ্রন্থাবলী থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সংগৃহীত হাদীসসমূহকে তাঁর নির্ধারিত কঠিন শর্তের মানদণ্ডে যাচাই করেছেন। হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের সময় ইমাম বুখারী (রহ.) এর কাছে যতগুলো হাদীস জমা ছিল, তার সবক'টিই তিনি সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন কিনা, এ সম্পকে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়:

مَا أدخلت فِي كتاب (الْجَامِع) إِلَّا مَا صحَّ، وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطول.

'আমি 'আল-জামি' গ্রন্থে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংযোজন করেছি। আর আমি গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশংকায় বহু সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।'[৩৭১]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে তাঁর স্ব স্ব গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন। তিনি কোন অবস্থাতেই তাঁর গ্রন্থে বুঝে-শুনে কোন প্রকার দুর্বল হাদীস স্থান দেননি। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মিশন। আমরা নানাবিধ বিষয় তুলনামূলক পর্যালোচনায় উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি।

এ সকল আলোচনার উপসংহারে আমরা নি:সন্দেহে বলতে পারি যে, মহান আল্লাহর কিতাবের পর ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক সঙ্কলিত সহীহ আল-বুখারী এর স্থান সবার শীর্ষে। মহান আল্লাহর কাছে ইমাম বুখারী (রহ.) এর জান্নাতের সুউচ্চ স্থান প্রার্থনা করছি।

তাতে যা হালাল পাও, তা-ই হালাল জান। আর তাতে যা যা হারাম পাও, তাই হারাম হিসেবে গ্রহণ কর। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন, সেসব বস্তুও হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর ন্যায়। [দ্র. ইমাম আত্-তিব্‌রিযী (রহ.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৩।]

[৩৭১] *আল-বদরবল মুনীর ফী তাখরীযুল-আহাদীস ওয়াল আ'সার আল-ওয়াকিয়াহ ফির শারহিল কাবীর*, (রিয়াদ: দারুল হিজরাতি ওয়াত-তাওযী', ২০০৪), প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আস্-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা*, (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিঈয়্যাহ, সেপ্টেম্বর-২০০২), পৃ. ৭৪।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুর'আনুল-কারীম, তাফসীর, হাদীস, থিসিস, ইতিহাস, ইসলামী সাহিত্য, ইংরেজী গ্রন্থাবলী, পাণ্ডুলিপি, অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষ

১. আল-কুর'আনুল-কারীম।

২. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), ***সহীহ আল-বুখারী,*** (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.)।

৩. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), ***আল-আদাবুল-মুফরাদ,*** (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৫ খ্রি.)।

৪. ফাদলুল্লাহিল-জীলানী আল-হিন্দি, ***ফাদলুল্লাহিস্-সামাদ ফী তাওযীহিল-আদাবিল-মুফরাদ,*** (কায়রো: মাকতাবাতুস-সুন্নাহ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.), ১ম সং।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, ***আল-আদাবুল-মুফরাদ এর অনুবাদ,*** (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারী-২০১৭), ৪র্থ সং।

৬. ***আল-আদাবুল-মুফরাদ এর অনুবাদ,*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, সেপ্টেম্বর- ২০১৪), ৫ম মুদ্রণ।

৭. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আল-মুগীরা আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), ***আত্-তারীখুল-আওসাত্,*** (কায়রো: মাকতাবাতু দারুত্-তুরাস, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), ১ম সং।

৮. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), ***আত-তারীখুল-কাবীর,*** (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল-মা'আরিফিল-'উসমানিয়্যাহ, ডিকান, তা. বি.)।

৯. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আল-মুগীরা ইব্ন বারদিযবাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), ***জুযউল-কিরা'য়াতি খালফাল-ইমাম,*** (কায়রো: মাকতাবাতুস-সালাফিয়্যাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), ১ম সং।

১০. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আবূল-হাসান আল-কুশায়রী আন-নিসাপুরী (রহ.), ***সহীহ মুসলিম,*** (চকবাজার: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.)।

১১. আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রহ.), ***আল-জামি' আত্-তিরমিযী,*** (বাংলাবাজার: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.)।

১২. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আল-আশআস ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাশীর ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আমর আল-আযদী আস্-সাজিস্তানী (রহ.), ***সুনানু আবী দাউদ,*** (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল-আসরিয়্যাহ, তা. বি.)।

১৩. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, ***আহ্মদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য,*** (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: পিএইচ. ডি. থিসিস, নভেম্বর- ২০১২)।

১৪. আবূ 'আব্দির রহমান আহ্মদ ইব্ন শুয়াইব ইব্ন 'আলী আল-খুরাসানী আন্-নাসাঈ (রহ.), ***সুনান আন-নাসাঈ,*** (দিওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল-আশরাফিয়্যাহ, তা. বি.)।

১৫. মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আমির আল-আসবাহী আল-মাদানী (রহ.), ***মুয়াত্তা লিল-ইমাম মালিক,*** (দিওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল-আশরাফিয়্যাহ, তা. বি.)।

১৬. ইব্ন মাযাহ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ আল-কাযভিনী (রহ.), ***সুনানু ইবনি মাযাহ,*** (দিওবন্দ: আশরাফিয়্যাহ বুক ডিপো, তা. বি.)।

১৭. ***সহীহ আল-বুখারী এর অনুবাদ,*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, জুন-২০১০), ৮ম সং।

১৮. ***খতমে বুখারী স্মারক,*** (ঢাকা: দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডিসেম্বর-২০১৫)।

১৯. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (রহ.), ***সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী,*** (রাজশাহী: আল মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, সেপ্টেম্বর-২০০৪)।

২০. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (রহ.), ***হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত,*** (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, নভেম্বর-২০০১)।

২১. মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ্ ইব্ন মুয়ায্যাম শাহ্ আল-কাশমীরী আল-হিন্দি ওয়া দিওবন্দী (রহ.), ***ফায়যুল-বারী আলা সহীহিল-বুখারী,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), ১ম সং।
২২. ইব্ন বাত্তাল আবূল হাসান 'আলী ইব্ন খালফ ইব্ন 'আব্দুল মালিক (রহ.), ***শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (রিয়াদ: মাকতাবাতুর-রুশদ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), ৩য় সং।
২৩. যায়নুদ্দীন 'আব্দুর-রহমান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন রজব ইব্ন আল-হাসান আস-সালামী আল-বাগদাদী ওয়া দিমাশকী আল-হাম্বলী (রহ.), ***ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল-গুরাবা' আল-আসরিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ১ম সং।
২৪. আহম্দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন 'আব্দিল-মালিক আল-কুস্তালানী আল-কাতবিনী আল-মিসরী আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন (রহ.), ***ইরশাদুস্-সারী লি শারহি সহীহিল-বুখারী,*** (মিসর: আল-মাতবা'আতুল-কুবরা আল-উমায়রিয়্যাহ, ১৩২৩ হি.), ৭ম সং।
২৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইউসূফ ইব্ন 'আলী ইব্ন সা'ঈদ শামসুদ্দীস আল-কিরমানিয়্যি (রহ.), ***আল-কাওয়াকিবুদ-দুরারিয়্যি ফী শারহি সহীহিল বুখারী,*** (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল-আরাবী, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), ২য় সং।
২৬. আহ্মদ ইব্ন 'উসমান ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাওরানী আশ্-শাফি'ঈ ওয়া আল-হানাফী (রহ.), ***শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াতুত-তুরাসিল-আরাবী, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), ১ম সং।
২৭. আবূ সুলায়মান হাম্দ ইব্ন মুহাম্মদ আল-খাত্তাবী (রহ.), ***আ'লামুল-হাদীস (শারহু সহীহিল-বুখারী),*** (উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়: ইহ্ইয়াতুত্-তুরাসিল-আরাবী, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), ১ম সং।
২৮. আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হুসাইন আল-গাইতানী আল-হানাফী বদরুদ্দীন আইনী (রহ.), ***'উমদাতুল-ক্বারী শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল-আরাবী, তা. বি.)।
২৯. যাকারিয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন যাকারিয়া আল-আনসারী যাইনুদ্দীন আবূ ইয়াহ্ইয়া আস-সানীকিয়্যি আল-মিসরী আল-শাফি'ঈ (রহ.), ***মিনহাতুল-বারী বি শারহি সহীহিল-বুখারী (তুহ্ফাতুল-বারী),*** (বিয়াদ: মাকতাবাতুর-রুশদ লিল-নাসরী ওয়াত-তাওযী', ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), ১ম সং।
৩০. আবূ ইসহাক আল-হুয়ায়নী আল-আসরী হিজাজি মুহাম্মদ শরীফ হাফিযাহুলালাহ, ***শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ,: তা. বি)।
৩১. উসামা 'আলী মুহাম্মদ সুলায়মান হাফিযাহুল্লাহ, ***শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: তা. বি)।
৩২. আবুল ফদ্বল আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), ***আন-নুকাত আলা সহীহিল-বুখারী,*** (কায়রো: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যাহ লিন-নাসরি ওয়াত্-তাওয়ী', ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), ১ম সং।
৩৩. 'আব্দুল কারীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'আব্দির-রহমান ইব্ন হামদ আল-খুযাইর হাফিযাহুলালাহ, ***শারহু সহীহিল-বুখারী,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: তা. বি.)।
৩৪. 'আব্দুল কারীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'আব্দির-রহমান ইব্ন হামদ আল-খুযাইর হাফিযাহুলালাহ, ***শারহু মুকাদ্দামাতি সহীহ মুসলিম,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: তা. বি.)।
৩৫. 'আব্দুল কারীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন আব্দির-রহমান ইব্ন হাম্দ আল-খুযাইর হাফিযাহুলালাহ, ***শারহু মুকাদ্দামাতি সুনানি ইবনি মাযাহ,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: তা. বি.)।
৩৬. 'আব্দুল কারীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'আব্দির-রহমান ইব্ন হামদ আল-খুযাইর হাফিযাহুলালাহ, ***শারহু জামি' আত্-তিরমিযী,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: তা. বি.)।
৩৭. 'আব্দুল কারীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'আব্দির-রহমান ইব্ন হামদ আল-খুযাইর হাফিযাহুলালাহ, ***শারহুল-মুয়াত্তা,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: তা. বি.)।
৩৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আল-মু'জামুল ওয়াফী (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান),*** (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, মার্চ ২০১৪), ১৪শ সং।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আল-কামূসুল ওয়াজীয ওয়াফী (আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান),*** (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৩ ও মার্চ-২০১৪), ৬ষ্ঠ ও ১৪তম সং ।

৪০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক অভিধান,*** (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৫), ৪র্থ সং।

৪১. ***Samsad English Dictionary,*** Revaised & Enlarged Fifth Edition, (Calkata: Debajyoti Datta, Shiahu Sahitya Samsad Pvt Ltd, August-1980) .

৪২. ***বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান,*** (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, বৈশাখ ১৪২৫/এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.), ৩য় সং।

৪৩. আলহাজ্ব মৌলভী ফিরোজুদ্দীন, ***ফিরোজুল-লুগাত,*** (সাহারানপুর: যাকারিয়া বুক ডিপো, তা. বি.)।

৪৪. ***ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ (উর্দূ-বাংলা অভিধান),*** (ঢাকা: রশিদিয়া লাইব্রেরী, রমযান-১৪১৮ হি./জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রি.)।

৪৫. ড. ইব্রাহীম মাদকুর, ***আল-মু'জামুল-ওয়াসীত,*** (কায়রো: দারুল-লিইশায়াতিল-ইসলামিয়্যাহ, রবিউল-আউয়াল ১৩৯২ হি./মে ১৯৭২ খ্রি.), ২য় সং।

৪৬. হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ***মিসবাহুল-লুগাত (আরবী বাংলা),*** (বাংলা বাজার: থানভী লাইব্রেরী, রজব ১৪২৪ হি./সেপ্টেম্বর ২০০৩ খ্রি.), ১ম প্রকাশ ।

৪৭. ড. মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (রহ.), ***কালিমাতুল কুরআন,*** (ঢাকা: উম্মুল কুরা প্রকাশনী, রমাদান ১৪২৮ হি./সেপ্টেম্বর ২০০৭)।

৪৮. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ***আল কুরআনের বাংলা অভিধান,*** (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, সাওয়াল ১৪২৩ হি./ডিসেম্বর ২০০২), ১ম প্রকাশ।

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবূল হাসান (রহ.), ***তানযীমুল-আশতাত***, (হাটহাজারী: আল-হিলাল প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম সং।

৫০. ***The Quranic Studies (A Half Yearly Resarch Journal),*** (Kustia: Islamic University, Vol-05, No- 4, December-2015).

৫১. ***The Encyclopedia of Islam,*** v-1, p-1296-1297.

৫২. Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, ***Hadith Literature,*** p- 88-97.

৫৩. T.P. Hughes, ***Dictinary of Islam,*** p-44.

৫৪. ***The New Encyclopedia Britannica,*** v-01, p-795.

৫৫. অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন (রহ.), ***ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা,*** (ঢাকা: হাদীস সোসাইটি পাবলিকেশন্স, এপ্রিল-২০১৬)।

৫৬. মওলানা মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহীম (রহ.), ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস,*** (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জুন-২০১৬), ১৬তম সং।

৫৭. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন (মা. জি. আ.), ***রিজালশাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত,*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ-২০০৫), ২য় সং।

৫৮. আল্লামা সাইয়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ 'আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারাকাতী (রহ.), ***তারীখু ইল্‌মিল হাদীস,*** বঙ্গানুবাদ লুকমান আহ্‌মদ আমীমী, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৪২১হি./২০০০খ্রি.), ১ম প্রকাশ।

৫৯. ***সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় খণ্ড, ১৪০২ হি./জুন-১৯৮২ খ্রি.), ৫ম সং।

৬০. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ***আস্-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা***, (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, সেপ্টেম্বর-২০০২)।

৬১. মূফতী ইদরীস কাসেমী (রহ.), ***কাশফুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী,*** (ঢাকা: ইদরীসিয়া ওয়েলফার ট্রাস্ট, ১ম খণ্ড, আগস্ট-২০১৪), ১ম প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

৬২. শাহ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দিহলভী (রহ.), ***বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন,*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৭), ৩য় সং।

৬৩. ড. শফিকুল ইসলাম, ***হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান,*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ফেব্রুয়ারী-২০১০), ২য় সং।

৬৪. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ***হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি,*** (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন-২০০৯)।

৬৫. কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.), ***শামায়েলে নববী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,*** (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, মার্চ-২০১২)।

৬৬. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু (রহ.), ***আল- হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন,*** (মিশর: মাকতাবাতুত-তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.)।

৬৭. ড. মাহমূদ ত্বহান, ***উসূলুত-তাখরীজ ওয়া দিরাসাতুল-আসানীদ,*** (ঢাকা: মাকতাবাতুল-আযহার, ২০১২ খ্রি.)।

৬৮. ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ গায্যালী (রহ.), ***আদাবুন-নাবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম***, (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ডিসেম্বর-২০১৩ খ্রি./১৩৬৭ হি.), ৩য় মুদ্রণ।

৬৯. 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, ***মিফতাহুস-সুন্নাহ,*** (মিসর: মাকতাবাতুল-'আরাবিয়্যাহ, ১৩৪৭ হি./১৯২৮ খ্রি.)।

৭০. আবুল ফদ্বল আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), ***তাহযীবু'ত-তাহযীব,*** (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১ম সং।

৭১. আবুল-ফদ্বল আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), ***তাকরীবুত-তাহযীব,*** (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১ম সং।

৭২. আবুল-ফদ্বল আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), ***হুদা আস্-সারী,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), ১ম সং।

৭৩. আবুল-ফদ্বল আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), ***ফাতহুল-বারী,*** (বৈরুত: দারু- ইহ্ইয়াতুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১৪০২ হি.), ২য় সং।

৭৪. আবুল-ফদ্বল আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), ***আল-মুকাদ্দামাহ,*** (বৈরুত: দারু- ইহ্ইয়াতুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১৪০২ হি.), ২য় সং।

৭৫. আবুল-ফদ্বল আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাজর আল-'আসকালানী (রহ.), ***তাওযীহুন-নাযার ফী তাওযীহী নুখবাতিল-ফিকার,*** (ঢাকা: কুতুবখানা-ই-রশিদীয়া, তা. বি)।

৭৬. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ আল-কাযবিনী (রহ.), ***সুনানু ইবনি মাযাহ,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: দারু- ইহ্ইয়াইল-কুতুবিল-'আরাবিয়্যাহ, তা. বি.)।

৭৭. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ ইব্ন আল-মুগিরাহ ইব্ন সালিহ ইব্ন বকর আস-সুলাইমিয়্যি (রহ.), ***সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ,*** (বৈরুত: আল-মাকতাবুল-ইসলামী, তা. বি.)।

৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন মা'আয ইব্ন মা'বাদ আত্-তামীমী আবূ হাতিম আদ্-দারিমী আল-বুস্তী (রহ.), ***আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহ ইব্ন হিব্বান,*** (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), ১ম সং।

৭৯. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল ইবন্ হিলাল ইব্ন আসাদ আশ-শায়বানী (রহ.), ***মুসনাদুল-ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), ১ম সং।

৮০. শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী (রহ.), ***সিয়ারু আ'লামী'ন্-নুবালা,*** (আল-ক্বাহিরাহ: দারুল হাদীস, তা. বি)।

৮১. শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী (রহ.) ***তাযকিরাতু'ল- হুফ্ফায,*** (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, প্রকাশকাল ১৪১৯ হি. /১৯৯৮ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৮২. আবুল ফিদাহ ইসমা'ঈল ইব্ন ওমর ইব্ন কাসীর আল-ক্বারশী আল-বাসরী আদ্ দিমাশ্কী (রহ.), ***জামী'উ'ল মাসানীদ ওয়াস্- সুনান, মুকাদ্দিমা,*** (বৈরুত: দারু খুদরিল-লিত্তাবাআ'তি ওয়ান নাসরি ওয়াত্ তাওযী'ঈ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), ২য় সং।

৮৩. আবুল ফিদাহ ইসমা'ঈল ইব্ন ওমর ইব্ন কাসীর আল-ক্বারশী আল-বাসরী আদ্ দিমাশ্কী (রহ.), ***আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ্,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: দারু হিজরিল-লিত্তাবাআ'তি ওয়ান নাসরি ওয়াত্ তাওযী'ঈ ওয়াল ই'লান, প্রকাশকাল ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.)।

৮৪. আবুল ফিদাহ ইসমা'ঈল ইব্ন ওমর ইব্ন কাসীর আল-ক্বারশী আল-বাসরী আদ্ দিমাশ্কী (রহ.), ***তাফসীরুল-কুরআনিল-'আযীম,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.), ১ম সং।

৮৫. 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী আশ-শাফি'ঈ (রহ.), ***তাবাকাতু'ল-হুফ্ফায,*** (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.)।

৮৬. শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী (রহ.), ***তাহযীবু তাহযীবিল-কামাল ফী আসমাঈর-রিজাল,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: আল-ফারুক আল-হাদীসাহ লিত্তাবাআতি ওয়ান-নাশ্র, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), ১ম সং।

৮৭. শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী (রহ.), ***তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফইয়াতুল-মাশাহীর ওয়াল-আ'লাম,*** (বৈরুত: দারুল-কিতাবিল-আরবী, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ২য় সং।

৮৮. শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন ক্বাইমায আয্-যাহাবী (রহ.), ***মীযানুল-'ইতিদাল ফী নাক্বদির-রিজাল,*** (বৈরুত: দারুল-মা'রিফাহ লিত্ব-তবাআতি ওয়ান-নাশ্র, ১৩৮২ হি./১৯৬৩ খ্রি.), ১ম সং।

৮৯. আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শার্ফ আন্-নববী (রহ.), ***তাহযীবু আসমাই'ল-লুগাত,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)।

৯০. হাফিয ইউসুফ ইব্ন 'আব্দির-রহমান ইব্ন ইউসুফ আবিল-হুযায জামালুদ্দীন ইবনিয-যাকিয়্যি আবী মুহাম্মদ আল-ক্বাদা'ঈ আল-কালবী আল-মিয্যী (রহ.), ***তাহযীবুল- কামাল ফী আসমায়ি'র রিজাল***, (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.)।

৯১. আবূ বকর আহ্মদ ইব্ন সাবিত ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মাহ্দী আল-খতীব আল-বাগদাদী (রহ.), ***তারীখু বাগদাদ,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.), ১ম সং।

৯২. আবুল ফালাহ আব্দুল-হাই ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল-'ইমাদ আল-আকরী আল-হাম্বলী (রহ.), ***শাযারাতু'য যাহাব,*** (বৈরুত: দারু ইব্ন কাসীর, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ১ম সং।

৯৩. ইউসূফ ইব্ন তাগরী বারদী ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আয-যাহিরী আল-হানাফী আবুল-মাহাসিন জামালুদ্দীন (রহ.), ***আন-নুজূমু'যয-যাহিরাহ,*** (মিসর: দারুল-কুতুব, তা. বি.)।

৯৪. 'ওমর ইব্ন রিদ্বা ইব্ন মুহাম্মদ রাগিব ইব্ন 'আব্দিল গণী কাহ্হালা আল-দিমাশকী (রহ.), ***মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন***, (বৈরুত: মাকতাবাতুল মাসনা, তা. বি.)।

৯৫. মাজদুদ-দ্বীন আবুস্-সা'আদাত আল-মুবারক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল কারীম আশ্-শায়বানী আল-জাযারী ইবনুল-আসীর (রহ.), ***জা'মিউ'ল-উসূল মিন আহাদীসির রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রি.)।

৯৬. আবূ মুহাম্মদ আফীফুদ্দীন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন আ'সআদ ইব্ন 'আলী ইব্ন সুলায়মান আল ইয়াফি'ঈ (রহ.), ***মিরআতু'ল-জিনান,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), ১ম সং।

৯৭. আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আবী বকর ইব্ন খাল্লিকান আল-বুরমাকী আল-ইরবালী (রহ.), ***ওয়াফাতু'ল-আ'ইয়ান,*** (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯০০ খ্রি.) ।

৯৮. ইউসুফ ইব্ন ইল্ইয়ান ইব্ন মূসা সারকাইস (রহ.), ***মু'জামু'ল-মাতবু'আতি'ল-'আরাবিয়্যাহ,*** (মিসর: মাতবাআ'তু সারকাইস, ১৩৪৬ হি./১৯২৮ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. খায়রুদ্দীন যিরাকলী (রহ.), ***আল-আ'লাম,*** (বৈরুত: দারুল-ইল্‌ম লিলমালাইয়্যিন, ১৯৯২ খ্রি.), ১০ম সং।

১০০. ড. ফুআদ সিযগীন, ***তারীখুত্-তুরাসিল 'আরাবী,*** (রিয়াদ: জা'মিআতুল ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন সউদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯১)।

১০১. তাজুদ্দীন আব্দুল-ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন তাকিউদ্-দ্বীন আস সুবকী (রহ.), ***তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা,*** (আল-মাকতাবাহ্ আশ-শামিলাহ: হিজরুন-লিত্-তাবা'য়াতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত্-তাওযী', ১৪১৩ হি.), ২য় সং।

১০২. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌ন আল-মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী ইব্‌ন আবী হাতিম (রহ.), ***আজ-জারহ ওয়াত্-তা'দীল,*** (ভারত: তাবায়া'তু মাজলিসি দায়িরাতিল-মাআ'রিফিল-'উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, ডিকান; বৈরুত: দারু ইয়াহ্‌ইয়াতিত্-তুরাসিল আরাবিয়্যি, ১২৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), ১ম সং।

১০৩. আবুল-হুসাইন ইব্‌ন আবী ই'য়ালা মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ [***তাবাকাতু'ল-হানাবিলাহ,*** (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা. বি.)।

১০৪. সুলায়মান ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আইউব ইব্‌ন মুতীর আল-লাখমী আল-শামী আবুল কাসিম আত্-তাবরানী (রহ.), ***মুসনাদুশ-শামিয়্যিন,*** (বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ১ম সং।

১০৫. আবুল-ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উকবাহ ইব্‌ন আল-আরযাক আল-গাস্‌সানী আল-মাক্কী আল-মা'রুফ বিল-আরযাকী (রহ.), ***আখবারু মাক্কা ওয়া মা জায়া ফীহা মিলাল 'আসার,*** (বৈরুত: দারুল-উন্দুলুস, তা. বি.)।

১০৬. মা'মার ইব্‌ন রশীদ (রহ.), ***সহীহ আল-জামি',*** (বৈরুত: তাওয়ীউল-মাকতাবিল-ইসলামী, তা. বি.)।

১০৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন আল-জারুদ আত্-ত্বয়ালিসিয়্যি আল-বাসরী (রহ.), ***মুসনাদু আবী দাউদ আত্-ত্বয়ালিসিয়্যি,*** (মিসর: দারু হিজর, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ১ম সং।

১০৮. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আল-'আব্বাস আল-মাক্কী আল-ফাকিহী (রহ.), ***আখবারু মাক্কা ফী কাদিমিদ্-দাহর ওয়া হাদীসিহি,*** (বৈরুত: দারু-খিযর, ১৪১৪ হি.), ২য় সং।

১০৯. আবূ বিশর মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন মুসলিম আল-আনসারী আদ-দুলাভী আর-রাযি (রহ.), ***আল-কুনা ওয়াল-আসমা',*** (বৈরুত: দারু ইবনু হাজম, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি.), ১ম সং।

১১০. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আল-হাকিম মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামদুইয়াহ ইব্‌ন নূয়া'ইম ইব্‌ন আল-হিকাম আদ্-দাবিয়্যি আত্-ত্বহমানিয়্যি আন-নিসাপুরী (রহ.), ***আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), ১ম সং।

১১১. আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন 'আলী আল-ক্বাদা'ঈ আল-মিসরী (রহ.), ***মুসনাদুশ-শিহাব,*** (বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪০৭ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ২য় সং।

১১২. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্দির-রহমান ইব্‌ন আল-ফযল ইব্‌ন বাহরাম ইব্‌ন 'আব্দিস-সামাদ আত্-তামীমী আস্-সমরকান্দী (রহ.), ***মুসনাদুদ-দারিমী আল-মারূফ বি সুনান আদ্-দারিমী,*** (সৌদি আরব: দারুল-মা'না লিন-নাসরি ওয়ায-তাওযী', ১৪১২ হি./২০০০ খ্রি.), ১ম সং।

১১৩. আবূ 'আব্দির রহমান আহমদ ইব্‌ন শুয়াইব ইব্‌ন 'আলী আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ (রহ.), ***আল-মুজতাবা মিনাস্-সুনান বা আস্-সুনান আস্-সুগরা,*** (হালব: মাকতাবুল-মাতবু'আতিল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ২য় সং।

১১৪. আবূ 'আব্দির রহমান আহ্‌মদ ইব্‌ন শুয়াইব ইব্‌ন 'আলী আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ (রহ.), ***আস্-সুনান আল-কুবরা,*** (বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), ১ম সং।

১১৫. আবূল হাসান আলী ইব্‌ন 'ওমর ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মাহদী ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন আন-নু'মান ইব্‌ন দীনার আল-বাগদাদী আদ্-দারু কুত্বনী (রহ.), ***সুনান আদ্-দারু কুত্বনী,*** (বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), ১ম সং।

১১৬. আবূ বকর 'আব্দুর-রায্‌যাক ইব্‌ন হুমাম ইব্‌ন নাফি' আল-হুমায়রি আল-ইয়ামানি আস্-সুন'আনী (রহ.), ***আল-মুসান্নাফ,*** (বৈরুত: আল-মাকতাবুল-ইসলামী, ১৪০৩ হি.), ২য় সং।

Dhaka University Institutional Repository

১১৭. আবুল ফিদাহ ইসমা'ঈল ইব্ন 'ওমর ইব্ন কাসীর আর কারশী আদ্ দিমাশ্কী আল-বসরী (রহ.), ***তাফসীরুল-কুরআনিল-আযীম,*** (আল-মাকতাবাহ্ আশ-শামিলাহ: দারু তাইয়্যিবাতিল-লিলনাসরি ওয়াত-তাওযী', ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.)।

১১৮. 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবী বকর জালালুদ্দীন আস-সূয়ূতী, ***আদ্-দুররুল-মানসূর,*** (বৈরুত: দারুল-ফিকর, তা. বি.)।

১১৯. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন ফারহুল-আনসারী আল-খাযরাযী শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, ***তাফসীরুল-কুরতুবী,*** (কায়রো: দারুল-কুতুবিল-মিসরিয়্যাহ, ১৩৮৪ হি./১৯৪৬ খ্রি.), ২য় সং।

১২০. মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াজীদ ইব্ন কাসীর ইব্ন গালিব আল-আমলিয়্যি, ***জামি'উল-বায়ান ফী তা'বীলিল-কুরআন,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), ১ম সং।

১২১. হামযাহ ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আবূ ইয়া'লা আল-মারুফ বি ইবনিল-কালানসিয়্যি (রহ.), ***তারীখু দিমাশক লি ইব্নিল-কালানসিয়্যি,*** (দিমাশ্ক: দারু হাস্সান লিত-তাবা'আতি ওয়ান-নাসর, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), ১ম সং।

১২২. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মুনিয়্যিল-হাশিমী বিল-বিলায়ি আল-বাসরী আল-বাগদাদী (রহ.), ***আত্-তাবাকাতুল-কুবরা,*** (আল-মাদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল-উলূম ওয়াল-হিকাম, ১৪০৮ হি.), ২য় সং।

১২৩. আবুল হুসাইন ইব্ন আবী ইয়ালা, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.), ***তাবাকাতুল-হানাবিলাহ,*** (বৈরুত: দারুল-মাআরিফাহ, তা. বি.)।

১২৪. আবুল কাশিম 'আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন হিবাতুল্লাহ আল-মারুফ বি ইব্ন আসাকীর (রহ.), ***তারীখু মাদীনাতি দিমাশক,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: দারুল-ফিকর লিল-ত্বয়াতি ওয়ান-নাসরি ওয়াত্-তাওযী' ১৪১৫ হি./১৯৫৫ খ্রি.)।

১২৫. ***তাহযীবুল- কামাল ফী আসমায়ি'র রিজাল,*** (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.)।

১২৬. আবূ বকর 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়ির ইব্ন ঈসা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ আল-ক্বরশী আল-আসদী আল-হুমায়দী আল-মাক্কী (রহ.), ***মুসনাদুল-হুমায়দী,*** (সিরিয়া: দারুস-সিকা, ১৯৯৬ খ্রি.), ১ম সং।

১২৭. আশ-শাফিঈ আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস ইব্ন আল-'আব্বাস ইব্ন উসমান ইব্ন শাফি'ঈ ইব্ন 'আব্দিল-মুত্তালিব ইব্ন 'আব্দিল মান্নাফ আল-মুত্তালিবিয়্যি আল-ক্বরশী আল-মাক্কী (রহ.), ***আল-মুসনাদ,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, প্রকাশকাল ১৪০০ হি.)।

১২৮. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন আল-জারুদ আত্-ত্বয়ালিসী আল-বাসরী (রহ.), ***মুসনাদু আবী দাউদ আত্-ত্বয়ালিসী,*** (মিসর: দারু হিজর, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ১ম সং।

১২৯. আবূস-সারিয়্যি হান্নান ইব্ন আস-সারিয়্যি ইব্ন মাসআস ইব্ন আবী বকর ইব্ন শিব্র ইব্ন সা'ফুক ইব্ন 'আমর ইব্ন যারারাহ ইব্ন আদাস ইব্ন যায়িদ আত্-তামীমী আদ্-দারিমী আল-কূফী (রহ.), ***আয্-যুহদ,*** (কুয়েত: দারুল-খুলাফা' লিল-কুতুবিল-ইসলামী, ১৪০৬ খ্রি.), ১ম সং।

১৩০. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল হামীদ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন নসর আল-কাসিয়্যি (রহ.), ***আল-মুন্তাখাব মিন মুসনাদি আব্দ ইব্ন হুমায়দ,*** (কায়রো: মাকতাবাতুস্-সুন্নাহ, ১ম সং, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.)।

১৩১. মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন আইউব ইব্ন সা'দ শামসুদ্দীন ইব্ন কাইয়্যিম আয্-যাওজিয়্যাহ (রহ.), ***যা'দুল-মা'আদ ফী হাদিয়্যি খায়রিল-ইবাদ,*** (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, কুয়েত: মাকতাবাতুল-মানার আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ২৭তম সং।

১৩২. আবূ মুহাম্মদ আল-হারিস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দাহির আত্-তামীমী আল-বাগদাদী (রহ.), ***বাগিয়্যাতুল-বাহিস আন যাওয়ায়িদি মুসনাদিল-হারিস,*** (আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ: মারকাযু খিদমাতিস্-সুন্নাহ ওয়াস-সিরাতিন-নাববিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), ১ম সং।

১৩৩. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ ইব্ন জা'ফার ইব্ন 'আলী ইব্ন হামকুন আল-ক্বাদাঈ আল-মিসরী (রহ.), ***মুসনাদুশ-শিহাব,*** (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ২য় সং।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪. আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন 'ওমর ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মাহ্দিয়্যি ইব্ন মাস'উদ ইব্নুন-নু'মান ইব্ন দীনার আল-বাগদাদী আদ্-দারু কুত্বনী (রহ.), ***সুনান আদ-দারু কুত্বনী,*** (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.)।

১৩৫. আবূ ই'য়ালা আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আল-মুসান্না ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হিলাল আত্-তামীমী, ***মুসনাদু আবী ই'য়ালা,*** (দিমাশ্ক: দারুল মা'মূন লিত্-তুরাসি, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ১ম সং।

১৩৬. আবূ বকর ইব্ন আবী আসীম ইব্ন আহ্মদ ইব্ন 'আমর ইব্ন দ্বাহ্হাক ইব্ন মুখাল্লাদ আশ্-শায়বানী (রহ.), ***আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী,*** (রিয়াদ: দারুর-রা'ইয়াহ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), ১ম সং।

১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন 'উমর ইব্ন আবী বকর ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাখযূমী আল-কুরশী বদরুদ্দীন আল-মারুফ বিদ্-দামামীনী (রহ.), ***মিসবাহুল-জামি',*** (সিরিয়া: দারুন-নাওয়াদির, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), ১ম সং।

১৩৮. সুলায়মান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আইউব ইব্ন মুতীর আল-লাখমী আশ্-শামী আবুল কাসিম আত্-তাবরানী (রহ.), ***আল-মু'জামুল-আওসাত্ব,*** (কায়রো: দারুল-হারামাইন, তা. বি.)।

১৩৯. 'আব্দুল-'আযীম ইব্ন 'আব্দুল-কাবিয়্যি ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আবূ মুহাম্মদ যাজিয়্যিউদ্দীন আল-মুনযিরী (রহ.), ***আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.), ১ম সং।

১৪০. আবূ 'ওমর ইউসূফ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল বার্র ইব্ন আসীম আন-নামরী আল-কুরতুবী (রহ.), ***আত্-তামহীদ,*** (মরক্কো: উযারাতু উমূমিল-আওকাফ ওয়াশ-শুয়ূনিল-ইসলামিয়্যাহ, ১৩৮৭ হি.)।

১৪১. আবূ নুয়া'ইম আহ্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন মিহরান আল-আসবাহানী (রহ.), ***তারীখু আসবাহান,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), ১ম সং।

১৪২. আবূ নুয়া'ইম আহ্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন মিহরান আল-আসবাহানী (রহ.), ***হিলইয়্যাতুল-আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল-আসফিয়্যাহ,*** (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), ১ম সং।

১৪৩. 'আলী ইব্ন আল-জা'দ ইব্ন 'উবায়দ আল-জুহায়রী আল-বাগদাদী (রহ.), ***মুসনাদু ইবনিল-যা'দ,*** (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতু-নাদির, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), ১ম সং।

১৪৪. 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী আশ-শাফি'ঈ (রহ.), ***আল-জামি' আস-সাগীর,*** (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ: তা. বি.)।

১৪৫. সুলায়মান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আইউব ইব্ন মুতীর আল-লাখমী আশ-শামী আবুল কাসিম আত্-তাবরানী (রহ.), ***আল-মু'জামুল-কাবীর,*** (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, তা. বি.), ২য় সং।

১৪৬. সুলায়মান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আইউব ইব্ন মুতীর আল-লাখমী আশ-শামী আবূল কাসিম আত্-তাবরানী (রহ.), ***আল-মু'জামুল-সাগীর,*** (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৫৫ খ্রি.), ১ম সং।

১৪৭. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মুনী' আল-হাশিমী আল-বাসরী আল-বাগদাদী (রহ.), ***আত্-তাবাকাত আল-কুবরা,*** (আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল-উলূম ও হিকাম, ১৪০৮ হি.), ২য় সং।

১৪৮. শিহাবুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ ইয়াকূত ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আর্-রুমী আল্-হামাভী (রহ.), ***মু'জামুল-বুলদান,*** (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৫ খ্রি.), ২য় সং।